সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তর নিকায়

(প্রথম খণ্ড)

[একক, দুক ও তিক নিপাত]

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া

ভূমিকা

পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় বা সুত্র সংগ্রহ অঙ্গুত্তর নিকায় বিষয় বৈচিত্র ও বিন্যাসে ত্রিপিটকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায়ের মধ্যে খুদ্দক নিকায় পনেরটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ লইয়া সঙ্কলিত। অপর চারিটি নিকায়ের মধ্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনেও রচনা রীতি যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট বিদ্যমান। দীঘনিকায় ও মজ্ঝিম নিকায়ের বৃহদাকার সূত্রগুলিতে বৌদ্ধধর্মের যে সমস্ত তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলিই সংযুক্ত নিকায়ের মত অঙ্গুত্তর নিকায়েও ক্ষুদ্রাকার সূত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, সংঘ, বিনয়, ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা অন্যান্য নিকায়ের মত অঙ্গুত্তর নিকায়েও আছে। অধিকন্তু ইহাতে নারী চরিত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বৌদ্ধ উপাসক গৃহীদের আদর্শ ও কর্তব্য, প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধি ও সামাজিক অবস্থার যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা ত্রিপিটকের অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনে হয়, অঙ্গুত্তর নিকায় এমন এক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল যখন বুদ্ধকে একজন সর্বজ্ঞ ও সত্যের উৎস বলিয়া মনে করা হইত এবং ভক্তদের নিকট বুদ্ধ প্রায় দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সম্রাট অশোক যে বুদ্ধকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ভাব্রু শিলালিপিতে তাঁহার উক্তি হইতে "ভগবতা বুধেন ভাসিতে সর্বে সে সুভাসিতে" অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ যাহা ভাষণ দিয়াছেন তাহা সমস্তই সুভাষিত। ইহা অঙ্গুত্তর নিকায়ের (৪র্থ, পৃষ্ঠা ১৬৪)ঃ "যং কিঞ্চি সুভাসিতং সব্বং তং তস্স ভগবতো বচনং অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স" উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র।

বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম বহির্ভূত বহু বিষয়ের ক্ষুদ্রাকারে উপস্থাপনের জন্য অঙ্গুত্তর নিকায়ে স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া সূত্র দাঁড়াইয়াছে M. Winternitz এর মতে ২৩০৮ ও E. Hardy-এর মতে ২৩৪৪ এবং সুমঙ্গলবিলাসিনী মতে ইহাতে ৯৫৫৭টি বুদ্ধ বচন সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় একই কারণে সংযুক্ত নিকায়ের সূত্রসংখ্যা আনুমানিক ২৮৮৯টি। কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায়ের সূত্রবিন্যাস পদ্ধতিতে অভিনবত্ব দেখা যায়। অঙ্গুত্তর (অঙ্গ+উত্তর) নিকায়ের অঙ্গ অর্থাৎ অংশ বা সূত্রগুলি উত্তরোত্তর অর্থাৎ উর্দ্ধক্রম সংখ্যায় বিন্যস্ত করা হইয়াছে। সূত্রগুলি একাদশ নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক নিপাত সূত্রগুচ্ছ লইয়া কতগুলি বর্গে বিভক্ত। প্রথম নিপাতের নাম একনিপাত, দ্বিতীয় নিপাতের নাম দুকনিপাত এবং এইভাবে শেষ নিপাতের নাম একাদসক নিপাত। নিপাতের সূত্রগুলি এমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যাহাতে একই নিপাতের সূত্রগুলির আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যার সমতা থাকে। একনিপাত অর্থাৎ এক সংখ্যা যুক্ত অধ্যায়ে বহু বিষয়ের আলোচনা আছে যাহাদের প্রত্যেকের বিষয় সংখ্যা এক। যেমন তথাগত একজন ব্যক্তি যিনি মানব জাতির মঙ্গল সাধন করেন। দুকনিপাতে আলোচিত হইয়াছে বনবাসের দুইটি কারণ, দুই পাপ যাহা ইহ জন্মে শাস্তিদায়ী এবং পরজন্মে নরক ভোগের কারণ, দুই রকমের দান-বস্তুদান ও ধর্মদান ইত্যাদি। এইভাবে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা ক্রমে একাদশ নিপাত পর্য্যন্ত বিষয় বস্তুগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ ঊর্দ্ধক্রম সংখ্যাগত সূত্রবিন্যাসকে ইংরেজীতে বলা হইয়াছে Numerical Sayings বা Gradual Sayings। সম্ভবত এইরূপ সূত্রবিন্যাস বিষয়বস্তু স্মৃতিতে ধারণ করিবার সহায়ক হইত। সর্বাস্তিবাদী সংস্কৃত পিটকে এবং চৈনিক অনুবাদে অঙ্গুত্তর নিকায় নামের পরিবর্তে একোত্তরাগম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য একোত্তরাগম অঙ্গুত্তর নিকায়ের অনুরূপ বিভাগ হইলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুবই অল্প।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পালি সূত্তপিটকের চারি নিকায় অথবা সংস্কৃত চারি আগম (দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তরাগম) চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। একোত্তরাগম কাশ্মীরি ভিক্ষু সজ্ঘদেব অপর কাশ্মীরি ভিক্ষু সজ্ঘরক্ষের মৌখিক পাঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া ৩৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে চৈনিক অনুবাদ সম্পন্ন করেন। সম্ভবতঃ সজ্ঘদেব তোখারীয় ভিক্ষু ধর্মনন্দিন (৩৮৪-৯০খৃষ্টাব্দ) সংকলিত সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন অঙ্গুত্তর নিকায়ে সূত্রগুলি বিনয় পিটকের বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক পটভূমি৷৷ দ্রষ্টব্যঃ Encyclopaedia of Buddhism; B. C. Law, Chronology of the Pali Canon, P. ৩৩। কারণ ইহাতে পাতিমোক্খ ও বিনয় পিটকের অন্য গ্রন্থের বহু নিয়মাবলীর আলোচনা আছে। M. Anesaki-এর মতে পালি অঙ্গুত্তর নিকায় ও চৈনিক একোত্তরাগম যে অন্যান্য নিকায় অপেক্ষা অর্বাচীন তাহার প্রমাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত আছে (দ্রষ্টব্যঃ Transaction of the Asiatic Society of Japan, ১৯০৮, XXXV, II, PP. ৮৩ ভ.)। অধিকন্তু অঙ্গুত্তর নিকায়ের মধ্যে অন্যান্য নিকায়ের অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। সংযুক্ত নিকায়ের মারসংযুক্তের অন্তর্গত মারধাতুসুত্তের একটি গাথা অঙ্গুত্তর নিকায়ের মহাবগ্গের অন্তর্গত কালীসূত্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে সুত্তনিপাতের পারায়ণবগ্গের অন্তর্গত পুণ্ণকমানবপঞ্হের এবং উদয়মানবপঞ্হের কয়েকটি গাথা নামোল্লেখসহ অঙ্গুত্তর নিকায়ের একক নিপাতের দেবদূতবগ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিষয়বস্তু, ভাষা, রচনশৈলীতে অঙ্গুত্তর নিকায়ের সঙ্গে দীর্ঘ, মজ্ঝিম ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযুক্ত নিকায়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাহাতে মনে হয় সুত্তনিপাতাদি খুদ্দকনিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থ এবং উপরোক্ত তিনটি নিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ের রচনাকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশী নহে। আবার অঙ্গুত্তর নিকায়ের বহু সূত্রে অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থগুলির সূচনা প্রদর্শন করে এবং সম্ভবতঃ অঙ্গুত্তর নিকায়ের ক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস আভিধার্মিক পরিকাঠামোর ভিত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল। অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তির একটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে অঙ্গুত্তর নিকায়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের প্রতিটি উক্তি যে সাক্ষাৎ বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বচন নহে তাহার প্রমাণ পঞ্চক নিপাতের অন্তর্গত মুণ্ডরাজ বর্গের সর্বশেষ সূত্রটি। এই সূত্রে উল্লেখিত হইয়াছে যে রাজা মুণ্ড যখন প্রিয়তমা রাণীর শোকে কাতর তখন নারদ স্থবির তাঁহাকে বুদ্ধের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। বুদ্ধ কিন্তু মুণ্ডের ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে রাজা অজাতশত্রুর সময়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপিটকের বহু সূত্র এবং গাথা অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাওয়া গেলেও সেইগুলি যে সর্বদা প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে তাহা নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহিলাদের ভিক্ষুণীত্ব বরণ অর্থাৎ ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিনয় চুল্‌ল বগ্‌গে এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে যথোপযুক্ত স্থানে উপস্থাপিত হইয়াছে। অপর পক্ষে ভূমিকম্পের অষ্টকারণ বর্ণনা মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্ত অপেক্ষা অঙ্গুত্তর নিকায়ের অষ্টক নিপাতে উপস্থাপনা অধিকতর সুসামঞ্জস্য।

একক (এক সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে প্রথমেই বুদ্ধ বলিয়াছেন স্ত্রী এবং পুরুষ একজন অন্যের চিত্তকে তাহার রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রত্যেকটি দ্বার অধিকার করিয়া থাকে। তারপর বলা হইয়াছে অযোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার না করা) বশতঃ শুভনিমিত্ত (দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ না করা) পঞ্চনীবরণের প্রথম অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কাম্যবস্তু সেবনেচ্ছা) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যোনিস মনসিকার বশতঃ অশুভনিমিত্ত গ্রহণ করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়; এইভাবে অপ্রতিঘনিমিত্ত (বিদ্বেষভাব, ক্রোধ ইত্যাদি) দ্বিতীয় নীবরণ ব্যাপাদ উৎপন্ন করে। কিন্তু মৈত্রীচিত্ত-বিমুক্তি ব্যাপাদ বিনষ্ট করে; অরতি (অনিচ্ছা), তন্দ্রা, বিজৃম্ভিকা (হাই তোলা বা ক্লান্তি), ভক্ত সম্মদ (আহারের পর আলস্য), তৃতীয় নীবরণ স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য) উৎপন্ন করে, কিন্তু আরম্ভধাতু (প্রথম উদ্যম), নিষ্ক্রমধাতু ও পরাক্রমধাতু তন্দ্রালস্য বিনষ্ট করে; চিত্তের অনুপশম (অশান্তি), চতুর্থ নীবরণ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যকে বিনষ্ট করে এবং অযোনিস মনসিকার পঞ্চম নীবরণ বিচিকিৎসা (সন্দেহ বা দ্বিধাভাব) উৎপন্ন করে, কিন্তু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোনিস মনসিকার তাহা দূরীভূত করে। চিত্তই একমাত্র অভাবিত (ভাবনাহীন), অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংবৃত হইলে অকর্মনীয়, মহা অনর্থসাধক, দুঃখাবহ হইয়া থাকে, কিন্তু চিত্ত ভাবিত, সংবৃত, ইত্যাদি হইলে কর্মণ্য (কাজের যোগ্য), মহান অর্থসাধক ও সুখাবহ হইয়া থাকে। চিত্ত স্বয়ং বিশুদ্ধ, ইহা বহিরাগত উপক্লেশ সংযোগে অপবিত্র হয়। একমাত্র কল্যাণমিত্রতার দ্বারা অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। যশ বৃদ্ধি সামান্যমাত্র বৃদ্ধি। একমাত্র প্রজ্ঞাবৃদ্ধিই সর্বোত্তম বৃদ্ধি। একমাত্র মুহূর্তের জন্য মৈত্রী ভাবনা কুশল ফলদায়ী। একমাত্র তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধই জগতে বহুজনের দেব-মনুষ্যগণের হিত, মঙ্গল ও সুখের কারণ হইয়া থাকে এবং তাঁহার অন্তর্ধান বহুলোকের অনুতাপের কারণ হয়। কায়গতাস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি-ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

দুই (দুই সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে বলা হয়েছে, কর্ম দুই প্রকারঃ "যাহা ইহ জীবনেই ফল প্রদান করে এবং যাহার ফল ভবিষ্যতে কোন এক জীবনে প্রদান করে।" বর্জনীয় কর্মের ইহজীবনে কুফল ভোগের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "রাজারা চোর দুরাচারকে ধরিয়া বিবিধ শাস্তি প্রদান করেঃ কষাঘাত করা হয়, বেত্রাঘাত করা হয়। মুদ্গারাদি দ্বারা প্রহার করা হয়। হস্ত-পদ ছিন্ন করা হয়। কর্ণচ্ছেদ ও নাসিকাচ্ছেদ করা হয়। বিলঙ্গস্থালী (মুখমুণ্ডল বিকৃত) করা হয়। শঙ্খমুখ (শঙ্খের মত) করা হয়। রাহুমুখ করা হয়। জ্যোতিমাল (আগুনের মালা দ্বারা দগ্ধ) করা হয়। হস্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ছাগচর্মাদি (চামড়া তোলা) করা, চীর্ণ চীবরবাস করা হয়, পেরেক বিদ্ধ করা হয়। বড়শীর দ্বারা মাংস বিদ্ধ করা হয়। কার্ষাপণ (মুদ্রা) পরিমিত করা হয়। আহত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করা হয়। পলিঘ (পিন) বিদ্ধ করা হয়। পলালপীঠ (অস্থি পিটিয়া নির্যাতন) করা হয়, তপ্ত তোলে অভিষিক্ত করা হয়। ক্ষিপ্ত কুকুরের দ্বারা খাওয়ান হয়, জীবন্ত শূলে দেওয়া হয়, অসির দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়। তাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা মরণতুল্য দুঃখ পাইয়া থাকে।" বর্জনীয় কর্মের দ্বিতীয় কুফল ভবিষ্যতে পরলোকে অপায়ে, দুর্গতিতে, নরকে উৎপন্ন হওয়া। দুই ব্যক্তি মূর্খ-যে নিজের দোষ দেখে না এবং যে অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করে না এবং দুই ব্যক্তি জ্ঞানী-যিনি নিজের দোষ দেখেন এবং যিনি অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করেন। দুই ব্যক্তির মধ্যে অসৎপুরুষ অকৃতজ্ঞ হয় এবং সৎপুরুষ কৃতজ্ঞ অন্তরে উপকারীর উপকার স্বীকার করে। মাতা ও পিতা এই দুই জনের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। দুই ব্যক্তি বৃদ্ধ ও তরুণের মধ্যে কে মূর্খ, কে পণ্ডিত তাহা বয়সের দ্বারা স্থির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা যায় না। "যদিও একজন ব্রাহ্মণ অশীতিপর বৃদ্ধ, নব্বই, শতবৎসর বয়স্ক, তথাপি তিনি যদি কামরত, কাম মধ্যে বাস করেন, কামচিন্তার স্বীকার হন, কাম সেবনে উৎসুক হন তাহা হইলে মূর্খ হিসেবে বিবেচিত হন।" অপর পক্ষে কোন যুবক যদি তদ্রূপ না হন, তিনি পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হন। সুখ দুই প্রকার-গৃহী সুখ ও প্রব্রজ্যা, ইহাদের মধ্যে প্রব্রজ্যা সুখই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে কামসুখ ও নৈষ্ক্রম্যসুখ; উপধি সুখ ও নিরূপধি সুখ, আসক্তিযুক্ত সুখ ও অনাসক্তিযুক্ত সুখ; আমিষ সুখ ও নিরামিষ সুখ ইত্যাদি। আশা দুই প্রকার, যথা-লাভের আশা ও জীবনের আশা। এই দ্বিবিধ আশা পরিত্যাগ করা দুরূহ। দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, যথা-উপকারী ও যে ব্যক্তি উপকারের প্রত্যুপকার স্বীকার করে। দুই প্রকার ধর্ম পৃথিবীকে রক্ষা করে, যথা-লজ্জা ও ভয়। এই দুই ধর্ম যদি পৃথিবীকে রক্ষা না করিত তাহা হইলে মাতা বা মাতৃস্বসা বা মাতুলানী বা গুরুপত্নীর মধ্যে কোন প্রভেদ জগতে পরিদৃষ্ট হইত না। জগৎ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হইত। গৃহী এবং প্রব্রজিত এই দুই জনের সদাচরণ প্রশংসার যোগ্য; সত্যে প্রতিপন্ন হইলে গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই সত্যপথ, সত্য ধর্ম ও কুশল লাভ করিতে পারে। দুই ব্যক্তি জগতে জাত হন বহুজনের হিত ও সুখের জন্য, যথা-তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ এবং রাজ চক্রবর্তী।

তিক (তিন সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে উক্ত হইয়াছে, তিনটি বৈশিষ্ট দ্বারা মূর্খকে জানা যায়, যথা-কায়, বাক্য ও মনের দুষ্কৃতি দ্বারা। তিনটি বৈশিষ্ট দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায়, যথা-কায়, বাক্য ও মনের পবিত্রতা দ্বারা। মূর্খ ব্যক্তি নিম্নলিখিত ত্রিলক্ষণযুক্তঃ মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্ভাষণকারী ও দুষ্কর্মকারী; সে দোষকে দোষরূপে দর্শন করে না, দোষ দেখিয়া প্রতিকার করে না ও অপরে দোষ স্বীকার করিলেও ক্ষমা করে না; সে যথাযথ বিবেচনা না করিয়া প্রশ্ন করে, বিবেচনা না করিয়া উত্তর দান করে ও অপরে বিবেচনাপূর্ণ মার্জিত ভাষায় প্রশ্নোত্তর দান করিলে অনুমোদন করে না এবং কায়, বাক্য ও মন এই তিনটি বিষয়ে অপবিত্রতার দ্বারা পূর্ণ হইয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিন্দিত, তিরষ্কৃত হয় ও বহু অপুণ্য প্রসব করে।

যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ে অপরকে ধর্মের বিধানের বিপরীত কাজ করিতে ও কথা বলিতে উৎসাহিত করে, ধর্মের বিপরীত ধারণা লাভ করিতে উৎসাহিত করে সে বহু জনের অহিত, অসুখ, অনর্থ ও দুঃখের কারণ হয়। অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার তিনটি স্থান যাবজ্জীবন স্মরণীয়, যথা-জন্মস্থান, অভিষেক স্থান ও যুদ্ধজয় স্থান। ভিক্ষুর তিনটি স্থান যাবজ্জীবন স্মরণীয়, যথা- প্রব্রজ্যা স্থান, চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানলাভ স্থান অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি-প্রজ্ঞাবিমুক্তিলাভ স্থান। যে দোকানদার অতি প্রত্যুষে তাহার কাজে নিবিড়ভাবে মনোযোগ দেয় না, মধ্যাহ্নেও না, সন্ধ্যায়ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না- এই তিন কারণে সে সম্পদ অর্জনে, ধারণে ও বৃদ্ধিতে অসমর্থ। অপর পক্ষে যে দোকানদার বুদ্ধিমান, সমর্থবান ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারে, সে অতি শীঘ্র মহত্ত্বতা অর্জন ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি আছে, যথা- (১) আশাহীন যাহার কোন উচ্চাভিলাষ নাই, (২) আশাযুক্ত (আসংসি) যাহার আশা আছে ও (৩) আশামুক্ত (বিগতাসো) যিনি অনাসব ও বিমুক্তিপ্রাপ্ত।

জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান, যথা- (১) উন্মুক্ত ক্ষতচিত্ত সদৃশ যে "ক্রোধপরায়ণ ও অশান্ত, তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ লাঠি দ্বারা পুঁযযুক্ত ক্ষতে আঘাত করা হইলে বেশী পরিমাণে পুঁয বাহির হইয়া পড়ে।" (২) বিদ্যুৎ-উপম চিত্ত যে ব্যক্তি বিদ্যুতের এক ঝলক সময়ে আর্য্যসত্য যথার্থ জানিতে পারে। (৩) হীরকচিত্ত যে ব্যক্তি আসক্তি ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করে।

"শরৎকালে যখন আকাশ স্বচ্ছ এবং মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য স্বর্গের সকল অন্ধকার অপসারিত করে এবং আলো দেয়, প্রজ্জ্বলিত হয় ও দীপ্তি পায় তদ্রুপ আর্য শ্রাবকের বিরজ বীতমল প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয় এবং ইহার উৎপত্তিতে ত্রি-সংযোজন পরিত্যক্ত হয়, যথা- সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (দোদুল্যমান ভাব সন্দেহ) এবং শীলব্রত পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ)।" একজন ডাকাতের তিনটি আশ্রয়, যথা- (১) অনতিক্রম্য নদী ও পর্বতাদি অগম্য স্থান, (২) তৃণ বা বৃক্ষের জঙ্গল বা মহাবন যাহা অপ্রবেশ্য, (৩) রাজা বা রাজার মহামাত্য সে ভাবে- "যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে, এই রাজা বা রাজার মহামাত্য আমার রক্ষার জন্য ব্যাখ্যা দিবেন"। একজন কৃষক গৃহপতির অত্যাবশ্যক তিনটি দায়িত্ব আছে, যথা- (১) কৃষক গৃহপতি তাহার ক্ষেত্র অতি দ্রুত ভালভাবে কর্ষণ করে, জমি প্রস্তুত করে, (২) তারপর সে শীঘ্রই বীজ বপন করে ও (৩) শেষে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ করায় এবং আবার জল বাহির করিয়া দেয়। ভিক্ষুর তিনটি করণীয়, যথা- উচ্চতর নৈতিকতা, মননশীলতা ও প্রজ্ঞাশিক্ষা।

চতুষ্ক (চারি সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের বিষয়বস্তু হইল, ধর্ম-বিনয় হইতে চ্যুতির চারিটি কারণ-ব্রহ্মচর্য, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির অধিকারী না হওয়া। পাপ সঞ্চয়ের চারিটি কারণ, যথা- প্রশংসার অযোগ্যকে প্রশংসা করে, প্রশংসার যোগ্যকে দোষারোপ করে, অনুপযুক্ত স্থানে আমোদ লাভ করা এবং যথাস্থানে আনন্দ লাভ না করা। ইহাদের বিপরীতগুলি পুণ্য সঞ্চয়ের কারণ। ভিক্ষুগণ, চারি প্রকার নীতির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিলে কোন সময় দুঃখভোগ করিতে হয় নাঃ (১) যদি ভিক্ষু শীলবান হয়, (২) মিতাহারী হয়, (৩) ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত রাখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং (৪) রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা অন্তিম যামে সমাধিতে রত থাকে। ভিক্ষুদের চারি প্রকার প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিতঃ (১) পাংশুকুলিক চীবর অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত চীবর, (২) ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন, (৩) বৃক্ষতলে বসবাস এবং (৪) মলমূত্রকে ঔষধরূপে ব্যবহার। জগতে চারি প্রকার ব্যক্তি দেখা যায়! (১) অজ্ঞ কিন্তু সৎভাবে জীবন যাপন করে, (২) অজ্ঞ কিন্তু সৎভাবে জীবন যাপন করে না, (৩) জ্ঞানী অথচ সৎভাবে জীবন যাপন করে না এবং (৪) জ্ঞানী এবং সৎভাবে জীবন যাপন করে।

এই নিপাতে বুদ্ধ দর্শনার্থী গৃহপতি ও গৃহপত্নীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেনঃ চারি প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক হয়, যথা-"রাক্ষসীর সহিত রাক্ষসের সংসর্গ, দেবীর সহিত রাক্ষসের সম্পর্ক এবং রাক্ষসীর সহিত দেবের সম্পর্ক। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই দুঃশীল, কৃপণ ও কলহপ্রিয় হইলে তাহাদের মিলন রাক্ষসীর সহিত রাক্ষসের সংসর্গ মাত্র। স্বামী দুঃশীল, কৃপণ ও কটুভাষী কিন্তু স্ত্রী শীলবতী, প্রিয়ভাষিণী ও মাৎসর্যহীনা হইলে তাহাদের মিলন দেবীর সহিত রাক্ষসের সংসর্গ। স্বামী শীলবান, প্রিয়ভাষী ও মাৎসর্যহীন কিন্তু স্ত্রী দুঃশীলা, কৃপণা ও কটুভাষিণী হইলে তাহাদের মিলন রাক্ষসীর সহিত দেবের সংসর্গ। আর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে শ্রদ্ধাবান, প্রিয়ভাষী, সংযত ও ধার্মিক হইলে দম্পতি পরষ্পরের প্রতি প্রিয় বাক্য ব্যবহার করে; তাহাদের প্রভূত অর্থ লাভ হয়, তাহাদের গৃহ সম্পদ বর্ধিত হয; সমশীলি দম্পতির শত্রুগণ পরাভূত হয়; সমশীলব্রত দম্পতি ইহলোকে ধর্মাচরণ পূর্বক আপনাপন কর্মানুসারে আনন্দময় দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রমোদিত হয়।" ইহার মূল গাথাটি বৌদ্ধ বিবাহের মন্ত্রে পঠিত হয় (দ্রষ্টব্যঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, পৃঃ ১২)।

পঞ্চক (পাঁচ সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল, শৈক্ষ্যের নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন পঞ্চবল (শক্তি), যথা- শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য (অপরাধ হইতে নিবৃত্তি), বীর্য ও প্রজ্ঞা। পাঁচটি ধ্যানের বিষয়, যথা- অশুভ, অনিত্যতা, মরণ, আহারে বিরূপতা ও সর্বলোকে অনভিরতি। দানের পাঁচটি সুফল, যথা- বহুল জনপ্রিয়তা, সৎ পুরুষদের দ্বারা ভজনা, যশ ও কীর্তি গৃহীধর্মে পরিপূর্ণতা ও পরজন্মে দেবলোকে উৎপত্তি। মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভের পাঁচটি অন্তরায়, যথা- ক্ষতিকারক আহার, স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের মাত্রা না জানা, অপরিমিত ভোজন, অকালচারিতা ও অব্রহ্মচর্য। স্ত্রীলোকের কৃষ্ণসর্পের মত পাঁচটি দোষ, যথা- অতিরিক্ত ক্রোধপরায়ণতা, প্রতিশোধ স্পৃহা, ঘোর বিষতা, দ্বিজিহ্বা (কর্কশ ভাষণ) ও অতিচারিতা।

ছক্ক (ছয় সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে বর্ণিত হইয়াছে ভিক্ষুর ছয়টি পালনীয় ধর্ম, যথা- কর্মে আমোদ লাভ না করা (ন কম্মারামতা), ভাষণে বা বিতর্কে আমোদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভ না করা (ন ভস্‌সারামতা), নিদ্রাসুখে রত না থাকা (ন নিদ্দারমতা), সহবাসে রত না থাকা (ন সঙ্‌গনিকারামতা), ভদ্রতা (সোবচস্‌সতা) ও কল্যাণমিত্রতা। ছয়টি উচ্চতম বিষয়, যথা-তথাগত দর্শন, তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন, তথাগতের উপদেশ শ্রবণ, তথাগত প্রচারিত ধর্মে শিক্ষালাভ, তথাগত ও তদীয় শিষ্যদের সেবা করা এবং তাহাদের অনুস্মৃতি। ছয়টি কর্ম উৎপত্তির মূল, যথা-লোভ, দ্বেষ, মোহ- এই তিনটি অকুশল মূল এবং অলোভ, বিশেষহীনতা বা মৈত্রী ও প্রজ্ঞা, এই তিনটি কুশলমূল। ছয়টি গুণে সমন্বিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষমঃ শ্রদ্ধা,হ্রী, ঔত্তপ্য, বীর্য, পবিত্রতা ও দেহে মনে উপেক্ষা।

সত্তক (সাত সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল সপ্তবল (শক্তি), যথা- শ্রদ্ধা, বীর্য, হ্রী, ঔত্তপ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। বৃজিদের সাতটি অপরিহানিয় ধর্ম যেইগুলি পালন করিলে তাহাদের অবনতি হইবে না, উপরন্তু সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যথা-যতদিন (১) সর্বদা সম্মিলিত হইয়া কাজকর্ম করিবে, (২) সকলে একতাবদ্ধ ভাবে সম্মিলিত ও একমত হইয়া একই সঙ্গে বৈঠক হইতে উত্থান করিবে এবং একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবে, (৩) পূর্বে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় নাই এইরূপ কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করিবে না এবং পূর্ব ব্যবস্থাপিত সুনীতিগুলি লঙ্ঘন করিবে না, (৪) বৃজিদের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃজিগণ তাহাদের প্রতি সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং তাহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলিবে, (৫) যাহারা কুলবধু, কুলকুমারী বৃজিগণ তাহাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করাইবে না বা অসম্মান করিবে না, (৬) বৃজিগণ স্বীয় নগরে ও বাহিরে যে সকল চৈত্য আছে, তৎসমুদয়ের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং দেবসেবার্থে প্রদত্ত রাজস্ব ফিরাইয়া লইবে না, (৭) যতদিন বৃজিগণ অর্হতদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবে যাহাতে আগত ও অনাগত অর্হতগণ সুখে বাস করিতে পারিবে। বৃজিদের অনুরূপ ভিক্ষুদের সাতটি অপরিহানিয় ধর্ম এই নিপাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত বন্ধুর সাতটি গুণঃ যে বন্ধুকে যথেষ্ট সাহায্য করে, তাহার প্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করে, তাহার ক্রুতিতে বিরক্ত হয় না, গুপ্ত বস্তু প্রদর্শিত করে, গোপনীয়তা রক্ষা করে, বিপদে পরিত্যাগ করে না এবং তাহার ক্ষতি বা দারিদ্রেও বিশ্বস্ত থাকে। এই নিপাতে আরও বর্ণিত হইয়াছে পুরুষের সাত প্রকার স্ত্রী আছে, যথা-বধকসমা (যে অতিচারিতা হেতু স্বামী হত্যায় উদ্যত), চোরিসমা (যে স্বামীর অর্থ অলঙ্কারাদি চুরি করে), কর্ত্রীসমা (যে অলস, অকর্মণ্য, সহজে বিরক্ত হয়, কিন্তু স্বামীকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে)- এই সকল দুঃশীলা, কটুভাষিণী ও আদরহীনা স্ত্রী দেহত্যাগের পর নরকে গমন করে, মাতৃসমা (যে স্বামীর প্রতি স্নেহাশীলা), ভগিনীসমা, সখিসমা ও দাসিসমা (যে স্বামীর বাধ্য ও নিষ্ঠাবতী)- ইহারা শীলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিষ্ঠিতা ও চিরকাল সংযত থাকিয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে গমন করে। এই সকল স্ত্রীর বর্ণনা গাথায় বিবাহ মন্ত্রে পঠিত হয়।

অট্‌ঠক (আট সংখ্যাযুক্ত) নিপাতে আলোচিত হইয়াছে, আটটি গুণযুক্ত ভিক্ষু প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, যথা- যে লাভকামী নহে, সৎকারকামী নহে, উচ্চাভিলাষী নহে, কালজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, পবিত্র, অল্পভাষী এবং আক্রোশ পরিভাষক নহে। অষ্টবিধ লোকধর্ম, যথা- লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ। স্ত্রী ও পুরুষ একজন অন্যকে আটটি উপায়ে আকৃষ্ট ও অভিভূত করে, যথা- রোদন, হাস্য, আলাপন, দেহভঙ্গিমা, ভ্রূভঙ্গি, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক প্রজ্ঞা। এই নিপাতে গৃহস্থদের জীবনের লক্ষ্য এবং তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হয়েছে গৃহপতিগণ বস্তু সম্পদ লাভে, ভোগে, ঋণমুক্ত ও দোষমুক্ত থাকিতেই সুখ পায় (অত্থিসুখ, ভোগসুখ, অনণসুখ, অনবজ্জসুখ)। দীঘজানু কোলিয়পুত্র স্বীকার করিয়াছেন যে গৃহস্থগণ জাগতিক বস্তু, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, গন্ধ, মাল্য ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য লাভ করিতে বাসনা করে। তিনি বুদ্ধের নিকট জানিতে চাহিলেন কি উপায়ে গৃহীগণ ইহকালে-পরকালে সুখ লাভ করিতে পারেন। তদুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন- যে গৃহীদের জীবিকায় উদ্যমী, সদ্‌ভাবে অর্জিত সম্পত্তি রক্ষায় যত্নবান, শ্রদ্ধাবান, সচ্চরিত্র, উদার হৃদয় ও কল্যাণমিত্রের সহিত সম্পর্ক রাখা উচিত এবং তাহাদের গুণাবলী অর্জন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

অট্‌ঠক নিপাতে আরও বলা হইয়াছে, ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করিলে উপাসক হওয়া যায়। মহিলাদের সঙ্ঘ প্রবেশের শর্তস্বরূপ আটটি গুরুধর্ম, যথা- বয়োজেষ্ঠা ভিক্ষুণী কর্তৃক অল্প বয়স্ক ভিক্ষুকে সম্মান প্রদর্শন, কোন ভিক্ষুণী ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না; প্রতিপক্ষে ভিক্ষুণীকে পরবর্তী উপোসথ দিবস জানিতে হইবে, বর্ষা শেষে প্রবারণায় যোগদান করিতে হইবে, কোন অপরাধের জন্য উভয় সঙ্ঘের মধ্যে পক্ষকাল শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, দুই বৎসর ছয়টি বিনয় নিয়ম পালন করিয়া উপসম্পদা লাভ করিবে, কোন ভিক্ষুণী-কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে না এবং ভিক্ষুই শুধু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবে।

নবক (নয় সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল নয় প্রকার ব্যক্তি, যথা- অর্হৎ, অর্হত্ত্ব লাভেচ্ছু, অনাগামী, অনাগামীফলেচ্ছু, সকৃদাগামী, সকৃদাগামী ফলেচ্ছু, স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফলেচ্ছু এবং পৃথগ্‌জন। নয়টি সংজ্ঞা (ধারণা) বহুলভাবে ভাবনা করিলে মহৎ ফলদায়ী হয়, যথা-অশুভ সংজ্ঞা, মরণ সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকুলতা সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা, অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা এবং বিরাগ সংজ্ঞা। নয় প্রকার ব্যবহারযুক্ত পরিবারে ভিক্ষুর যাওয়া উচিত নহে, যাহারা তুষ্টমনে শ্রদ্ধা করে না, অভিবাদন করে না, আসন প্রদান করে না, গ্রাহ্য করে না, যথেষ্ট থাকা সত্বেও অল্প দান করে, উত্তম থাকা সত্ত্বেও নিকৃষ্ট দেয়, অশ্রদ্ধা সহকারে দেয়, শ্রদ্ধা সহকারে দেয় না, ধর্ম দেশনাকালে নিকটে বসে না এবং ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে না। নয়টি আঘাত বস্তু (মনোভাব), যথা- সে আমার অনর্থ (ক্ষতি) করিয়াছে, সে আমার অনর্থ সাধন করে, সে আমার অনর্থ সাধন করিবে, সে আমার প্রিয়জনের অনর্থ সাধন করিয়াছে, ... অনর্থ সাধন করে, ... সাধন করিবে, ... সে আমার অপ্রিয়জনের (শত্রুর) অর্থ সাধন করিয়াছে, ... অর্থ সাধন করে, এবং অর্থ সাধন করিবে। নয়টি আনুপূর্বিক নিরোধ, যথা- প্রথম ধ্যান স্তরে উপনীতের কাম সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীতের বিতর্ক বিচার নিরুদ্ধ হয়, তৃতীয় ধ্যানস্তরে প্রীতি নিরুদ্ধ হয়, চতুর্থ ধ্যানস্তরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানস্তরে রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানস্তরে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, আকিঞ্চন আয়তন ধ্যানস্তরে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, নৈবসংজ্ঞান অসংজ্ঞা আয়তন ধ্যানস্তর, আকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধ্যান স্তরে সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়।

দসক (দশ সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হইল তথাগতের দশ প্রকার বল।

দশ প্রকার সুফল, যথা- কুশল শীল (চারিত্রিক শুদ্ধি) হইতে অনুতাপ উৎপন্ন হয়, অনুতাপ হইতে প্রামোদ্য, প্রামোদ্য হইতে প্রীতি, প্রীতি হইতে প্রশ্রদ্ধি, প্রশ্রদ্ধি হইতে সুখ, সুখ হইতে সমাধি, সমাধি হইতে যথাভূত জ্ঞানদর্শন, যথাভূত জ্ঞানদর্শন হইতে নির্বেদ ও বিরাগ এবং নির্বেদ ও বিরাগ হইতে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। দশ সংযোজন (বন্ধন), পাঁচটি অধোস্তরের সংযোজন, যথা- সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ এবং পাঁচটি উর্ধস্তরের সংযোজন, যথা- রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অভিজ্জা। তথাগত কর্তৃক পাতিমোক্‌খ বিনয় নিয়মাবলী প্রবর্তনের দশটি উদ্দেশ্য, যথা- সংঘের সমৃদ্ধি, সংঘ পরিচালনার সুব্যবস্থা, দুর্বিনীতদের সংযত রাখা, পাপ বিনাশ, শ্রদ্ধাহীনদের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপাদন, শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি, সদ্ধর্মের দীর্ঘস্থায়িত্ব ইত্যাদি।

একাদসক (এগার সংখ্যাযুক্ত) নিপাতের আলোচ্য বিষয়ঃ মৈত্রী ভাবনার এগারটি সুফল, যথা- "সুখে নিদ্রিত হয়, সুখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে না, মানুষদের প্রিয় হয়, অমানুষদের প্রিয় হয়, দেবতারা তাহাকে রক্ষা করেন, অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোন অনিষ্ট করে না, সহসা তাহার চিত্ত সমাধিস্থ হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার মুখের চেহারা সতত সুপ্রসন্ন থাকে, মুর্চ্ছিত না হইয়া তাহার দেহত্যাগ হয় এবং অর্হত্ত্ব পদ প্রাপ্ত না হইলেও তিনি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন" (দ্রষ্টব্যঃ ধর্মাধার মহাস্থবির, মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃঃ ২০০)। এই নিপাতে নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় এগারটি গুণ যাহা কোন ব্যক্তিকে দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের নিপাতগুলির বিষয়বস্তুর উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে ত্রিপিটকের মধ্যে অঙ্গুত্তর নিকায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের দীঘ নিকায়ের ও মজ্‌ঝিম নিকায়ের দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার বিশ্লেষণে তাত্ত্বিক বিষয়াঙ্গ অধিকতর বিশদ ও পরিস্ফুট হইয়াছে। গৃহীদের কর্তব্য ও সমাজাদর্শ সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশাবলী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নির্দেশক ও সহায়ক হইবে। অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অঙ্গুত্তর নিকায়ের প্রথম খণ্ডের (তিক নিপাত পর্যন্ত) বঙ্গানুবাদ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রতিটি বর্গের অন্তর্গত সূত্রগুলির নামোল্লেখ করিলে পাঠকের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইত।

শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রফেসর বি. এম. বড়ুয়া
সনিয়র রিসার্চ ফেলো
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।
প্রাক্তন পালি অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

কলিকাতা
১লা নভেম্বর,১৯৯৪ইং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূ চি পত্র

একক নিপাত ১৬

১। রূপ বর্গ ১৬

২। নীবরণ বর্গ ১৭

৩। অকর্মণীয় বর্গ ১৯

৪। অদান্ত বর্গ ২০

৫। প্রণিহিত বর্গ ২১

৬। অচ্ছরা সংঘাত (অংগুলি-আঘাত) বর্গ ২২

৭। আরব্ধবীর্য বর্গ ২৪

৮। কল্যাণমিত্র বর্গ ২৫

৯। প্রমাদ বর্গ ২৬

১০। দ্বিতীয় প্রমাদাদি বর্গ ২৮

১১। অধর্ম বর্গ ৩১

১২। অনাপত্তি বর্গ ৩২

১৩। এক পুদ্গল বর্গ ৩৩

১৪। এতদগ্গ (প্রসিদ্ধ) বর্গ ৩৫

১৫। অট্ঠান (অসম্ভব) বর্গ ৩৬

১৬। এক ধর্ম বর্গ (ক) ৩৯

এক ধর্ম বর্গ (খ) ৪১

এক ধর্ম বর্গ (গ) ৪২

এক ধর্ম বর্গ (ঘ) ৪৪

১৭। প্রসাদকর ধর্ম ৪৬

১৮। কায়গতাস্মৃতি বর্গ ৫৯

১৯। অমৃত বর্গ ৬১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুক নিপাত ৬২
১। কম্মকরণ (কর্মফল) বর্গ ৬২
২। বিবাদ (অধিকরণ) বর্গ...৬৫
৩। বাল বর্গ ৭০
৪। সমচিত্ত (শান্ত চিত্ত) বর্গ ৭১
৫। পরিষদ বর্গ...৭৭
৬। পুদ্গল (ব্যক্তি) বর্গ..৮১
৭। সুখ বর্গ..৮৩
৮। নিমিত্ত ৮৪
৯। ধর্মবর্গ ৮৫
১০। বাল বর্গ ৮৬
১১। আশা বর্গ ৮৭
১২। আয়াচন (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) বর্গ...৮৮
১৩। দান বর্গ..৯০
১৪। সন্থার (অভ্যর্থনা) বর্গ..৯১
১৫। সমাপত্তি বর্গ ৯২
১৬। ক্রোধ বর্গ...৯৩

তিক নিপাত ১০৩
১ম অধ্যায়- মূর্খ বর্গ ১০৩
২য় অধ্যায়- রথচক্র ১০৬
৩য় অধ্যায়- পুদ্‌গল বর্গ.. ১১৫
৪র্থ অধ্যায়- দেবদূত বর্গ..১২৪
৫ম অধ্যায়-চুল্ল বগ্‌গ (ক্ষুদ্র বর্গ) ১৩৭
৬ষ্ঠ অধ্যায়-ব্রাহ্মণ বর্গ..১৪০
৭ম অধ্যায়- মহাবর্গ ১৫১
৬১। মতবাদ ১৫১
৬২। ভয়...১৫৫
৬৩। বেনাগপুর ১৫৭
৬৫। কেশপুত্র...১৬২
৬৬। শাল্‌হ.. ১৬৬
৬৭। আলোচ্য বিষয়..১৬৮
৬৮। অন্যতীর্থিকদের মতবাদ..১৭০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৯। অকুশল মূল ১৭১
৭০। উপোসথের প্রকার ভেদ ১৭৩
৮ম অধ্যায়- আনন্দ বর্গ.. ১৮১
৯ম অধ্যায়-শ্রমণ বর্গ.. ১৮৮
১১শ অধ্যায়- সম্বোধি (বোধিজ্ঞান লাভ) বর্গ ২০৬
১২শ অধ্যায়- পতন বর্গ.. ২১০
১৩শ অধ্যায়-কুশীনারা বর্গ ২১৬
১৪শ অধ্যায়- যোদ্ধা ব্যক্তি ২২৪
১৫শ অধ্যায়- মঙ্গল বর্গ.. ২২৯
১৬শ অধ্যায়- অচেলক বর্গ ২৩০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তর-নিকায়

(প্রথম খণ্ড)

ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণতি

একক নিপাত

১। রূপ বর্গ

আমি এইরূপ শুনিয়াছি : এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে (জেতবন নামক উদ্যানে) অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন। তখন একদা ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ।' সেই ভিক্ষুগণ 'ভদন্ত' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিল। ভগবান বলিলেনঃ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রূপও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- স্ত্রীরূপ; স্ত্রীরূপই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া (মন ভুলাইয়া) থাকে, যেমন- স্ত্রী শব্দ; স্ত্রী শব্দই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক গন্ধও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- স্ত্রী গন্ধ; স্ত্রী গন্ধই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রসও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- স্ত্রী রস; স্ত্রী রসই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক স্পর্শও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- স্ত্রীর স্পর্শ; স্ত্রীর স্পর্শই হে ভিক্ষুগণ, পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রূপও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীর চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- পুরুষরূপ; পুরুষরূপই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রী চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- পুরুষ শব্দ; পুরুষ শব্দই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক গন্ধও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- পুরুষ গন্ধ; পুরুষগন্ধই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রসও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- পুরুষরস; পুরুষরসই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক স্পর্শও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেমন- পুরুষস্পর্শ; পুরুষস্পর্শই হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীচিত্ত অধিকার করিয়া থাকে।'

২। নীবরণ বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎ প্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কাম্যবস্তু সেবনেচ্ছা, কামাভিলাষ) উৎপন্ন অথবা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন- হে ভিক্ষুগণ, শুভনিমিত্ত (দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ না করা) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার না করা) বশতঃ শুভনিমিত্ত গ্রহণ করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ (হিংসা, পরের অনিষ্ট চিন্তন) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ব্যাপাদ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন,- প্রতিঘ নিমিত্ত (ক্রোধ) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার বশতঃ প্রতিঘ নিমিত্ত গ্রহণ করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন ও উৎপন্ন ব্যাপাদ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎ প্রভাবে অনুৎপন্ন থীনমিদ্ধ (আলস্য) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন থীনমিদ্ধ (আলস্য) বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন- অরতি (অনিচ্ছা), তন্দ্রা, বিজৃম্ভিকা (হাই তোলা), ভত্ত-সম্মদ (আহারের পর আলস্য), চিত্তের হীনত্ব (চিত্তের অকর্মণ্যভাব)। হে ভিক্ষুগণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হীনচিত্ত ব্যক্তির অনুৎপন্ন আলস্য উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন আলস্য বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য (চিত্তের উদ্ধত বা অস্থিরভাব) ও কৌকৃত্য (কৃত পাপের জন্য অনুতাপ) উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন- চিত্তের অনুপশম (অশান্তি) হে ভিক্ষুগণ, অশান্ত চিত্তে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, যেমন- অযোনিস মনসিকার। অযোনিস মনসিকার বশতঃ অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কামাভিলাষ) উৎপন্ন না হয় বা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ (বিনষ্ট, পরিত্যক্ত) হয়, যেমন-অশুভ নিমিত্ত (দোষকে দোষ বলিয়া গ্রহণ)। হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক) অশুভ নিমিত্ত চিন্তা করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ (হিংসা) উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীণ হয়, যেমন- মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি। হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক) মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি মনে করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীণ হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন আলস্য উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন আলস্য প্রহীণ হয়, যেমন- আরম্ভ ধাতু (প্রথম আরব্ধ বীর্য, প্রথম উদ্যম, প্রথম উৎসাহ), নিষ্ক্রাম ধাতু, (বলবত্তর উৎসাহ-উদ্যম) ও পরাক্রম ধাতু, (অত্যধিক উৎসাহ)। হে ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্য ব্যক্তির অনুৎপন্ন আলস্য উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন আলস্য বিনষ্ট হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যক্ত হয়, যেমন- চিত্তের উপশম (মনের শান্তি)। হে ভিক্ষুগণ, উপশান্ত চিত্তে অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহীণ হয়।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীণ হয়, যেমন- যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিচার) হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার প্রভাবে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা পরিত্যক্ত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। অকর্মণীয় বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত (ভাবনাহীন, ধ্যানহীন) হইলে অকর্মণ্য হয়, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত অভাবিত হইলে অকর্মণ্য হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত (ভাবনাযুক্ত, ধ্যান পরায়ণ) হইলে কর্মণ্য হয় (কাজের যোগ্য হয়), যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত ভাবিত হইলে কর্মণ্য হইয়া থাকে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত হইলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত হইলে মহা অর্থসাধক (উপকারক) হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত চিত্ত মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত হইলে, অপ্রাদুর্ভূত হইলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত, অপ্রাদুর্ভূত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত ও প্রাদুর্ভূত হইলে মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও প্রাদুর্ভূত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত অবহুলীকৃত (পুনঃ পুনঃ না ভাবিত) হইলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত ও অবহুলীকৃত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত বহুলীকৃত হইলে মহা অর্থসাধক হয়, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও বহুলীকৃত চিত্ত মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অভাবিত ও অবহুলীকৃত হইলে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অভাবিত ও অবহুলীকৃত চিত্ত দুঃখাবহ হইয়া থাকে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে সুখাবহ হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও বহুলীকৃত চিত্ত সুখাবহ হইয়া থাকে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। অদান্ত বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য কোন এক ধর্ম দেখিতেছি না যাহা অদমিত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অদমিত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা দমিত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, দমিত চিত্ত মহান অর্থ সাধক হইয়া থাকে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অগুপ্ত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অগুপ্ত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা গুপ্ত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, গুপ্ত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অরক্ষিত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অরক্ষিত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা রক্ষিত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, রক্ষিত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অনাচ্ছাদিত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া তাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অসংবৃত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সংবৃত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, সংবৃত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংবৃত থাকিলে মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, অদমিত, অগুপ্ত, অরক্ষিত, অসংবৃত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা দমিত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংবৃত হইলে মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, দমিত, গুপ্ত, রক্ষিত ও সংবৃত চিত্ত মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। প্রণিহিত বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, যে শালি-শূল (সালিসুক) বা যব-শূল (যবসুক) উর্দ্ধমূখে স্থির নয়, হস্তের দ্বারা জড়াইয়া ধরিলে বা পদদলিত করিলে যেমন উর্দ্ধমূখে স্থিত নয় বলিয়া তাহা হস্তপদ বিদ্ধ করিবে বা রক্ত উৎপাদন করিবে এইরূপ সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ মিথ্যা প্রণিহিত (রাগাদি দোষযুক্ত) চিত্তে কোন ভিক্ষু অবিদ্যা (অজ্ঞতা) ভেদ করিবে, বিদ্যা উৎপাদন করিবে, নির্বাণ সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিবে, ইহা অসম্ভব। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের মিথ্যা প্রনিধি বশতঃ।

(২) হে ভিক্ষুগণ, যে শালি-শূল বা যব-শূল উর্দ্ধমূখে স্থিত, হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরিলে বা পদদলিত করিলে যেমন উর্দ্ধমুখে স্থিত বলিয়া তাহা হস্তপদ বিদ্ধ করিতে পারে বা রক্ত উৎপাদন করিতে পারে, সেইরূপ সম্যক প্রণিহিত (রাগাদি দোষ হইতে মুক্ত) চিত্তে কোন ভিক্ষু অবিদ্যা ভেদ করিবে, বিদ্যা উৎপাদন করিবে, নির্বাণ সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিবে ইহা সম্ভব। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের সম্যক প্রণিধিবশতঃ (ইহার কারণ)।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন প্রদুষ্ট-চিত্ত (অভিদ্যাদি দোষযুক্ত) ব্যক্তির চিত্তকে আমার চিত্তদ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে আমি জানি যে যদি এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে আহৃত হইয়া নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ন্যায় সে নিরয়ে পড়িবে। তাহার কারণ কি? কারণ হে ভিক্ষুগণ, তাহার চিত্ত প্রদুষ্ট। চিত্ত প্রদোষ হেতু, হে ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন সত্ত্ব কায়ভেদে বা মৃত্যুর পর এইরূপে দুর্গতি, অপায়, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির চিত্তকে আমার চিত্তদ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে আমি জানি যে যদি এই সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় তবে আহৃত হইয়া নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ন্যায় সে স্বর্গে উৎপন্ন হইবে। তাহার কারণ কি? কারণ হে ভিক্ষুগণ, তাহার চিত্ত প্রসন্ন। চিত্তের প্রসাদ হেতু হে ভিক্ষুগণ, ইহলোকে কোন কোন সত্ত্ব কায়ভেদে বা মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আবিলপূর্ণ, আলোড়িত ও পঙ্কযুক্ত (উদক) হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শুক্তি, শম্বুক, শর্করা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড), কঠর (ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রাদির টুকরা) ও মৎস্যগুম্ব চলিতে বা স্থিরভাবে থাকিতে দেখে না- তাহার কারণ কি? উদকের আবিলতাবশতঃ সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, আবিল চিত্তে সেই ভিক্ষু স্বার্থ জ্ঞাত হইবে বা পরার্থ জ্ঞাত হইবে বা উভয়ার্থ জ্ঞাত হইবে, ধ্যান-বিদর্শন-মার্গফল (উত্তরি মনুস্সধম্মা), দিব্যচক্ষুজ্ঞান, বিদর্শন জ্ঞান, মার্গ জ্ঞান (স্রোতাপত্ত্যাদি মার্গজ্ঞান), ফলজ্ঞান (স্রোতাপত্ত্যাদি ফলজ্ঞান) ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিবে এইরূপ সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের আবিলতাই ইহার কারণ।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, স্বচ্ছ, বিপ্রসন্ন, অনাবিল (উদক) হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া যেমন চক্ষুষ্মান পুরুষ শুক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর ও মৎস্যগুম্ব চলিতে বা স্থিরভাবে থাকিতে দেখে- ইহার কারণ কি? উদকের অনাবিলতাবশতঃ; সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু অনাবিল চিত্তে স্বার্থ জ্ঞাত হইবে বা পরার্থ হইবে অথবা উভয়ার্থ জ্ঞাত হইবে, ধ্যান-বিদর্শন-মার্গফল, দিব্যচক্ষুজ্ঞান, বিদর্শনজ্ঞান, মার্গজ্ঞান, ফলজ্ঞান ও প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান সাক্ষাৎকার করিবে ইহা সম্ভব। ইহার কারণ কি? চিত্তের অনাবিলতা।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, এই যে বৃক্ষসমূহ দেখিতেছ মৃদুতা কর্মণ্যতায় (কার্য উপযোগিতায়) চন্দন যেমন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আমি এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে এইরূপ মৃদু ও কোমল হয়, যেমন,- চিত্ত। হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত ও বহুলীকৃত চিত্ত মৃদু ও কর্মণ্য (কর্মোপযোগী) হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সহজে পরিবর্তনশীল, যেমন,- চিত্ত। চিত্ত যে কিরূপ সহজে পরিবর্তনশীল তাহার উপমা পাওয়া দুষ্কর।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর (পরিশুদ্ধ), কিন্তু তাহা আগন্তুক ক্লেশ (লোভাদি) দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর, কিন্তু তাহা আগন্তুক ক্লেশ হইতে বিমুক্ত।'

৬। অচ্ছরা সংঘাত (অংগুলি-আঘাত) বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর (পরিশুদ্ধ), কিন্তু তাহা আগন্তুক (বহিরাগত) ক্লেশসমূহ (লোভাদি) দ্বারা উপক্লিষ্ট (দুষিত) হয়। অশ্রুতবান (অজ্ঞানী) পৃথগ্‌জন (সাধারণ লোক) তাহা যথাভূত জানে না। এই হেতু অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের চিত্ত-ভাবনা নাই বলিয়া বলি।

(২) হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর কিন্তু তাহা আগন্তুক ক্লেশ রাশি দ্বারা দূষিত হয়। শ্রুতবান (পণ্ডিত) আর্যশ্রাবকগণ (মার্গ ও ফললাভী অষ্টক) তাহা যথাভূত জানে, এই হেতু তাহাদের চিত্তভাবনা আছে বলিয়া বলি।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, দুই অংগুলী প্রহার দ্বারা শব্দ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ মাত্র সময়ও যদি কোন ভিক্ষু (সর্ব জীবের প্রতি মৈত্রী) ভাবনা করে তাহা হইলেও বলা যায় যে, সেই ভিক্ষু ধ্যান হীন হইয়া বিহার করেন না, শাস্তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(বুদ্ধের) শাসন মান্য করে, তাঁহার উপদেশ পালন করে এবং অমোঘ (সার্থক) রাষ্ট্রপিণ্ড (পর দত্ত অন্ন) ভোগ করে, আর যে বেশীক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করে তাহারত কথাই নাই।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, দুই অংগুলি প্রহার দ্বারা শব্দ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময়ও যদি কোন ভিক্ষু মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন করে তাহা হইলেও বলা যায় যে, সেই ভিক্ষু ধ্যানহীন হইয়া বিহার করেন না, বুদ্ধের শাসন মান্য করে, তাঁহার উপদেশ পালন করে এবং সার্থক পর দত্ত অন্ন ভোগ করে। আর যে ততোধিক করে তাহা কে বর্ণনা করিবে?

(৫) হে ভিক্ষুগণ, দুই অংগুলি প্রহার দ্বারা শব্দ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময়ও যদি কোন ভিক্ষু মৈত্রী চিত্ত পোষণ করে তাহা হইলেও বলা যায় যে, সেই ভিক্ষু ধ্যানহীন হইয়া বিহার করে না, বুদ্ধের শাসন মান্য করে, তাঁহার উপদেশ পালন করে এবং সার্থক পর দত্ত অন্ন ভোগ করে, আর যে বেশীক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করে তাহার ত কথাই নাই।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, যেই যেই ধর্ম অকুশল, অকুশলভাগী (অকুশলের ভজনাকারী), অকুশল পক্ষীয় তাহার মন-পূর্বগামী, মন যে সকল ধর্মের প্রথমে উৎপন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, যেই যেই ধর্ম কুশল, কুশলভাগী, কুশল পক্ষীয় সেইগুলি মন পূর্বগামী, মন সেই সকল ধর্মের প্রথমে উৎপন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি (বিনাশ) প্রাপ্ত হয়, যেমন,- হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ। প্রমত্তের হে ভিক্ষুগণ, অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ বিনষ্ট হয়, যেমন,- হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদ। হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদীর অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতে পাইতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন,- কৌসিদ্য (অলসতা)। হে ভিক্ষুগণ, অলস ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।’

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। আরব্ধবীর্য বর্গ

(১) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন- বীর্যারম্ভ। হে ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্য ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম (পাপ) উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন- মহেচ্ছতা (মহালোভ, অতিলোভ, বেশী পাওয়ার ইচ্ছা)। ভিক্ষুগণ, মহেচ্ছক (অতি লোভী) ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন- অল্পেচ্ছুতা। ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুক ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন- অসন্তুষ্টিতা (অসন্তোষ) ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতে পাইতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন- ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টিতা (সন্তোষ)। হে ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্ট ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যেমন- ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (জ্ঞান পূর্বক বিচার না করা)। ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার বশতঃ অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন- যোনিস মনসিকার (জ্ঞান পূর্বক বিচার করা)। ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার বশতঃ অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন- ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞান (মোহ)। হে ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞানীর (মোহিত ব্যক্তির) অনুৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন- ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞান (প্রজ্ঞা)। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞানীর (প্রজ্ঞাবানের) অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ বিনষ্ট হয়, যেমন- ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রের সঙ্গে বাসকারী ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ বিনষ্ট হয়।'

৮। কল্যাণমিত্র বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা (সৎ সঙ্গ) ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম (গুণ) সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়, যেমন- কল্যাণমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, কল্যাণ মিত্রের (সাধুসঙ্গে বাসকারীর) অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ ক্ষয়- প্রাপ্ত হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ, অকুশল ধর্মে আসক্তি ও কুশল ধর্মে বিরক্তি ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, অকুশল ধর্মে আসক্তি ও কুশল ধর্মে বিরক্তি বশতঃ অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ বিনষ্ট হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, কুশল ধর্মে আসক্তি ও অকুশল ধর্মে বিরক্তি ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ পরিহানি প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, কুশল ধর্মে আসক্তি ও অকুশল ধর্মে বিরক্তি বশতঃ অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম সমূহ বিনষ্ট হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞান পূর্বক বিচার) ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ (বোধি লাভের জন্য প্রতিপাল্য সপ্ত বিষয়) উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। হে ভিক্ষুগণ, অজ্ঞানপূর্বক ধ্যান বশতঃ অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞান পূর্বক ধ্যান বশতঃ অনুৎপন্ন বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞাতি পরিহানি (বিনাশ) অতি সামান্য পরিহানি, প্রজ্ঞা পরিহানিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞাতিবৃদ্ধি সামান্য মাত্র বৃদ্ধি, প্রজ্ঞা বৃদ্ধিই সর্বোৎকৃষ্ট। এই হেতু হে ভিক্ষুগণ, (তোমাদের) 'প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে বর্ধিত হইব' এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, সম্পত্তি পরিহানি সামান্য মাত্র পরিহানি, প্রজ্ঞা পরিহানি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিহানি।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, ভোগবৃদ্ধি (ভোগ্য-বস্তুর বৃদ্ধি) সামান্য মাত্র বৃদ্ধি, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমাদের 'প্রজ্ঞাবৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত হইব' এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, যশ পরিহানি সামান্য মাত্র পরিহানি, প্রজ্ঞা পরিহানি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিহানি।'

৯। প্রমাদ বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, যশবৃদ্ধি সামান্য মাত্র বৃদ্ধি, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিই সর্বোত্তম বৃদ্ধি। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের 'প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে বর্ধিত হইব' এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্ম দেখিতে পাইতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনিষ্টকর হইয়া থাকে, যেমন- প্রমাদ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

(৩) ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- অপ্রমাদ। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- অলসতা। ভিক্ষুগণ, অলসতা মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- বীর্যারম্ভ। ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- মহেচ্ছতা (অতি লোভ)। ভিক্ষুগণ, অতি লোভ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- অল্পেচ্ছুতা। ভিক্ষুগণ, সামান্যে তুষ্টি মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- অসন্তুষ্টিতা। ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্টিতা মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- সন্তুষ্টিতা। ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টিতা মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- অজ্ঞানতা জনিত মনঃকর্ম।' ভিক্ষুগণ, 'অজ্ঞানতা জনিত মনঃ কর্ম' মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে, যেমন- অসম্প্রজ্ঞান (আরব্ধকার্যে অমনোনিবেশ)। ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞান মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- সম্প্রজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞান মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- কল্যাণমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১৬) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- অকুশল কর্মে সানুরক্তি এবং কুশল কর্মে অননুরক্তি। ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অনুরক্তি এবং কুশল কর্মে অননুরক্তি মহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনর্থসাধক হইয়া থাকে।

(১৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে, যেমন- কুশল কর্মে অনুরক্তি এবং অকুশল কর্মে অননুরক্তি। ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে আসক্তি এবং অকুশল কর্মে অনাসক্তি মহান অর্থসাধক হইয়া থাকে।

১০। দ্বিতীয় প্রমাদাদি বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি প্রমাদের ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অপ্রমাদের ন্যায় মহান হিতকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, অপ্রমাদ মহান হিতকর হইয়া থাকে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অলসতার ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে, যেমন- অলসতা। অলসতা হে ভিক্ষুগণ, মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মূকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি বীর্যারম্ভের ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহান হিতকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ মহান হিতকর হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি মহেচ্ছতার ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, মহেচ্ছতা বা অতি লোভ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অল্পে তুষ্টির ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা মহান অর্থকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছতা মহা অর্থকর হইয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অসন্তোষের ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা মহা অনর্থকর হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অসন্তোষ মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি সন্তুষ্টির ন্যায় অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা মহান অর্থকর হইয়া থাকে। সন্তুষ্টি ভিক্ষুগণ, মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অজ্ঞানপূর্বক মনঃকর্মের ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। অজ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম ভিক্ষুগণ, মহা অনর্থকর হইয়া থাকে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্মের ন্যায় মহান অর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। জ্ঞানপূর্বক মনঃকর্ম ভিক্ষুগণ, মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অসম্প্রজ্ঞান (মোহের) ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, মোহ মহা অহিতকর হইয়া থাকে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে প্রজ্ঞার ন্যায় মহা অর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞা মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

(১৩) হে ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক (যাহা স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন নয়) ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি পাপমিত্রতার ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না। হে ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা মহা অহিতকর হইয়া থাকে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি কল্যাণমিত্রতার ন্যায় মহান অর্থকর অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা মহান হিতকর হইয়া থাকে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি অকুশল কর্মে আসক্তি এবং কুশল কর্মে অনাসক্তির ন্যায় মহা অনর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে আসক্তি এবং কুশল কর্মে বিরক্তি মহান অহিতকর হইয়া থাকে।

(১৬) হে ভিক্ষুগণ, স্বকীয় শরীরে উৎপন্ন ধর্মকে কারণ বলিয়া ধরিলে আমি কুশল ধর্মে আসক্তি ও অকুশল ধর্মে অনাসক্তির ন্যায় মহান অর্থকর অন্য এক কারণও দেখিতেছি না। হে ভিক্ষুগণ, কুশল ধর্মে আসক্তি ও অকুশল ধর্মে অনাসক্তি মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

(১৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি প্রমাদ ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(১৮) হে ভিক্ষুগণ, আমি অপ্রমাদ ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(১৯) হে ভিক্ষুগণ, আমি অলসতা ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অলসতা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২০) হে ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ ব্যতীত আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, বীর্যারম্ভ সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(২১) হে ভিক্ষুগণ, আমি মহেচ্ছতা (অতি লোভ) ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অতি লোভ সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(২২) হে ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুতা ভিন্ন আমি অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুতা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(২৩) হে ভিক্ষুগণ, আমি অসন্তুষ্টি ভিন্ন অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্টিতা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(২৪) হে ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক কারণও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(২৫) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞান পূর্বক গ্রহণ) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(২৬) হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(২৭) হে ভিক্ষুগণ, অসম্প্রজ্ঞান (অজ্ঞানতা) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(২৮) হে ভিক্ষুগণ, সম্প্রজ্ঞান (প্রজ্ঞা) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(২৯) হে ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, পাপমিত্রতা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(৩০) হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(৩১) হে ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে আসক্তি ও কুশল কর্মে অনাসক্তি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে। ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে আসক্তি ও কুশল কর্মে বিরক্তি সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের হেতু হইয়া থাকে।

(৩২) হে ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে আসক্তি ও অকুশল কর্মে অনাসক্তি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অনাসক্তি ও কুশল কর্মে আসক্তি সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে।

(৩৩) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন হয়, তাহারা বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ ও দেব মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপূণ্য প্রসব করে ও এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান (বিলোপ) ঘটাইয়া থাকে।

(৩৪) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ধর্মকে অধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন হয়, তাহারা বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ ও দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে ও এই অপুণ্য সদ্ধর্মের বিলোপ ঘটাইয়া থাকে।

(৩৫-৪২) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অবিনয়কে বিনয়, বিনয়কে অবিনয়, তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলিয়া প্রকাশ করে, তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয়কে অভাষিত অনালাপিত বলিয়া বলে, তথাগতের অপরিচিত বিষয়কে পরিচিত ও পরিচিত বিষয়কে অপরিচিত বলিয়া প্রকাশ করে, তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্তকে প্রজ্ঞাপিত, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে অপ্রজ্ঞাপিত বলিয়া বলে তাহারা বহুজনের অহিতকল্পে প্রতিপন্ন, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তাহারাই এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান করিয়া থাকে।'

১১। অধর্ম বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অধর্মকে অধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং ফলে সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ধর্মকে ধর্ম হিসাবে প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতকল্পে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অবিনয়কে অবিনয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের হেতু হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা বিনয়কে বিনয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং ত দ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

(৫-১০) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয়কে তথাগতের অভাষিত অনালাপিত বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয়কে তথাগতের ভাষিত আলাপিত বিষয় বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। যাহারা তথাগত কর্তৃক অপরিচিত বিষয়কে তথাগতের অপরিচিত বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। যাহারা তথাগতের পরিচিত বিষয়কে তথাগতের পরিচিত বিষয় বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। যাহারা তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত অপ্রজ্ঞাপিত বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং ত দ্বারা সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। যাহারা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত বিষয়কে তথাগতের প্রজ্ঞাপিত বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।'

১২। অনাপত্তি বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অনাপত্তিকে আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

(২-১০) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা আপত্তিকে অনাপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে ..... যাহারা লঘু আপত্তিকে গুরু আপত্তি হিসাবে প্রকাশ করে ..... যাহারা গুরু (বৃহৎ) আপত্তিকে লঘু (ক্ষুদ্র) আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে ..... যাহারা প্রদুষ্ট আপত্তিকে (দোষ) অপ্রদুষ্ট আপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে ..... যাহারা অপ্রদুষ্ট আপত্তিকে প্রদুষ্ট আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে ..... যাহারা সাবশেষ (অসম্পূর্ণ) আপত্তিকে অনবশেষ (সম্পূর্ণ) আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে ..... যাহারা অনবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে ..... যাহারা সপ্রতিকর্ম (যাহা প্রতিকার করা যায়) আপত্তিকে অপ্রতিকর্ম (যাহা প্রতিকার বা সংশোধন করা যায় না) আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে .... যাহারা অপ্রতিকর্ম আপত্তিকে সপ্রতিকর্ম আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে তাহারা বহুজনের অহিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু অপুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান ঘটাইয়া থাকে।

(১১-২০) হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অনাপত্তিকে অনাপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে ..... যাহারা আপত্তিকে আপত্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করে .... যাহারা লঘু (অবৃহৎ) আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে ..... যাহারা গুরু (বৃহৎ) আপত্তিকে গুরু আপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে ..... যাহারা প্রদুষ্ট আপত্তিকে প্রদুষ্ট আপত্তি বলে প্রকাশ করে ..... যাহারা অপ্রদুষ্ট আপত্তিকে অপ্রদুষ্ট আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে ..... যাহারা সাবশেষ (অসম্পূর্ণ) আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলিয়া প্রকাশ করে ..... যাহারা অনবশেষ (সম্পূর্ণ) আপত্তিকে অনবশেষ আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে ..... যাহারা সপ্রতিকর্ম (যাহা সংশোধন করা যায়) আপত্তিকে সপ্রতিকর্ম আপত্তি বলিয়া ব্যক্ত করে ..... যাহারা অপ্রতিকর্ম (যাহা সংশোধন করা যায় না) আপত্তিকে অপ্রতিকর্ম আপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে তাহারা বহুজনের হিতে প্রতিপন্ন হয়, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে এবং তদ্বারা এই সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।'

১৩। এক পুদ্গল বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গলের (ব্যক্তির) জন্ম বহু জনের হিত, বহু জনের সুখ, লোকানুকম্পা (জগতের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ যে জন্ম নেয়), দেব-মনুষ্যগণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে। একজন পুদ্গল কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ, জগতে এই একজন পুদ্গলের জন্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, লোকানুম্পা, দেব-মনুষ্যগণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হইয়া থাকে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্ম প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। একজন পুদ্গাল কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব। ভিক্ষুগণ, এই একজন পুদ্গালের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্ম আশ্চর্যজনক। একজন পুদ্গাল কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ। ভিক্ষুগণ, জগতে এই একজন পুদ্গালের জন্ম আশ্চর্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, একজন পুদ্গালের অর্ন্তধান বহু লোকের অনুতাপের কারণ হইয়া থাকে। কাহার? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধের। ভিক্ষুগণ, এই একজন ব্যক্তির মৃত্যু বহু জনের অনুতাপের কারণ হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্ম অদ্ভুত। সমকক্ষহীন, অতুলনীয়, প্রতিপক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অসম, অসমান, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একজন পুদ্গাল কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ। ভিক্ষুগণ! জগতে এই একজন পুদ্গালের জন্ম অদ্ভুত, সমকক্ষহীন, অতুলনীয়, প্রতিপক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অসম, অসমান, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, একজন পুদ্গালের প্রাদুর্ভাব, মহৎ আলোকের (জ্ঞানালোকের) প্রাদুর্ভাব, মহৎ প্রভার প্রাদুর্ভাব, ছয় শ্রেষ্ঠপদের (দর্শন, শ্রবণ, সম্পত্তি, শিক্ষা, উপকার, স্মৃতি) আবির্ভাব (সৃষ্টি) ঘটে। চারি প্রতিসম্ভিদা (অর্থ প্রতিসম্ভিদা, ধর্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, পটিভাণ প্রতিসম্ভিদা)-র উপলব্ধি, অনেক ধাতুর উপলব্ধি, নানাধাতুর উপলব্ধি ঘটে, বিদ্যা ও বিমুক্তি ফলের উপলব্ধি ঘটে। স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অরহত্ত্বফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়। কিরূপ এক পুদ্গালের? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধের। ভিক্ষুগণ, এই একজন পুদ্গালের প্রাদুর্ভাবে মহৎ চক্ষুর, মহা আলোকের, মহা প্রভার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ছয় শ্রেষ্ঠপদের আবির্ভাব ঘটে, চারি প্রতিসম্ভিদা, অনেক ধাতু, নানা ধাতু, বিদ্যা ও বিমুক্তিফল, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামী ফল এবং অরহত্ত্ব ফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমি শারিপুত্র ভিন্ন অন্য এক পুদ্গালও দেখিতেছি না যে তথাগতের প্রবর্তিত অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ধর্মচক্র সম্যকভাবে অনুপ্রবর্তন করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, শারিপুত্রই তথাগত প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্র সম্যকভাবে অনুপ্রবর্তন করিতে পারে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪। এতদগ্গ (প্রসিদ্ধ) বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে অঞ্‌ঞাত কৌণ্ডিন্য প্রাচীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শারিপুত্র শ্রেষ্ঠ, ঋদ্ধিমানদের মধ্যে মহামৌদ্গালায়ন শ্রেষ্ঠ, ধুতাঙ্গ জীবিদের মধ্যে মহাকাশ্যপ শ্রেষ্ঠ, দিব্য চক্ষু সম্পন্নদের মধ্যে অনুরুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, উচ্চকুল জাতদের মধ্যে কালিগোধার পুত্র ভদ্রিয় শ্রেষ্ঠ, মিষ্ট কন্ঠীদের মধ্যে লকুন্টক ভদ্রিয় শ্রেষ্ঠ, সিংহনাদকারীদের মধ্যে পিণ্ডোল ভারদ্বাজ শ্রেষ্ঠ, ধর্মকথিকদের মধ্যে মন্তানিপুত্র পুণ্ন শ্রেষ্ঠ, সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ বিভাজনকারীদের মধ্যে মহা কচ্চায়ণ শ্রেষ্ঠ।

(২) হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে চুল্ল পন্থক্ মনোরম কায় নির্মাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চুল্ল পন্থক চিত্ত-বির্বতন-কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপন্থক সংজ্ঞা-বিবর্তন-কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুভূতি শান্তিতে বসবাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুভূতি দক্ষিণাযোগ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রেবত খদিরবিনয় আরণ্যকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কংখারেবত ধ্যানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সোণ কোলিবীস আরব্ধবীর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সোণ কোটিকণ্ন স্পষ্ট ভাষণ-কারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সীবলী লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বক্কলি শ্রদ্ধাধিমুক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষাকামী শ্রাবক ভিক্ষুদের মধ্যে রাহুল শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধা প্রব্রজিতদের মধ্যে রাষ্ট্রপাল, প্রথম শলাকা গ্রহণকারীদের মধ্যে কুণ্ডধান শ্রেষ্ঠ, প্রত্যুৎপন্নমতিদের মধ্যে বঙ্গীশ শ্রেষ্ঠ, সার্বিক অমায়িকদের মধ্যে বঙ্গান্ত পুত্র শ্রেষ্ঠ, শয্যাসন প্রজ্ঞাপনকারীদের মধ্যে মল্লপুত্র দব্ব শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞদের মধ্যে পিলিন্দবচ্চ শ্রেষ্ঠ, ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান (অস্বাভাবিক শক্তি) লাভীদের মধ্যে বাহিয় দারুচিরিয় শ্রেষ্ঠ, বিচিত্রকথিকদের মধ্যে কুমারকশ্যপ শ্রেষ্ঠ, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তদের (বিশ্লেষণাত্মক প্রজ্ঞা প্রাপ্তদের) মধ্যে মহাকোট্ঠিত শ্রেষ্ঠ।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষু শ্রাবকদের মধ্যে বহুশ্রুতদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, স্মৃতিমানদের মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, গতিমানদের (সদাচারীদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, ধৃতিমানদের (উদ্যমশীলদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, উপস্থাপকদের (তথাগত ব্যক্তিগত সেবকদের) মধ্যে আনন্দ শ্রেষ্ঠ, মহা পারিষদ লাভীদের মধ্যে উরুবেলা-কাশ্যপ শ্রেষ্ঠ, কুলপ্রসাদকদের মধ্যে কালুদায়ী শ্রেষ্ঠ, স্বাস্থ্যবানদের মধ্যে বক্কুল শ্রেষ্ঠ, পূর্বনিবাস অনুস্মরণকারীদের মধ্যে সোভিত শ্রেষ্ঠ, বিনয়ধরদের মধ্যে উপালি শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষুণীদের উপদেশকারীদের মধ্যে নন্দক শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষাকারীদের মধ্যে নন্দ শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষুদের উপদেশ দানকারীদের মধ্যে মহাকপ্পিন শ্রেষ্ঠ, তেজোধাতু কুশলীদের মধ্যে সাগত শ্রেষ্ঠ, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাষণকারীদের মধ্যে রাধ শ্রেষ্ঠ, রুক্ষ চীবর পরিধানকারীদের মধ্যে মোঘরাজা শ্রেষ্ঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রাচীনদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অগ্রগণ্যা, মহাপ্রজ্ঞাবতীদের মধ্যে ক্ষেমা অগ্রগণ্যা, ঋদ্ধিমতীদের মধ্যে উৎপলবর্ণা অগ্রগণ্যা, বিনয়ধারিণীদের মধ্যে পটাচারা অগ্রগণ্যা, ধর্মকথিকাদের মধ্যে ধর্মদিন্না অগ্রগণ্যা, ধ্যানশালীদের মধ্যে নন্দা অগ্রগণ্যা, আরব্ধবীর্যাদের মধ্যে সোনা অগ্রগণ্যা, দিব্য চক্ষু সম্পন্নাদের মধ্যে সকুলা অগ্রগণ্যা, ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান (অতি প্রাকৃত বিষয়ে জ্ঞান) সম্পন্নাদের মধ্যে ভদ্রা কুণ্ডলকেশা অগ্রগণ্যা, পূর্বনিবাস অনুস্মরণকারীদের মধ্যে ভদ্রা কপিলানী অগ্রগণ্যা, মহা অভিজ্ঞা (অতি প্রাকৃত বিষয়ে জ্ঞান) লাভীদের মধ্যে ভদ্রা কচ্চায়না অগ্রগণ্যা, রুক্ষ চীবর পরিধানকারিণীদের মধ্যে কিসা গৌতমী অগ্রগণ্যা, শ্রদ্ধাধিমুক্তাদের মধ্যে সিগাল মাতা অগ্রগণ্যা।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক উপাসকদের মধ্যে প্রথম শরণ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণিক তপস্‌সু ও ভল্লিক অন্যতম, দায়কদের মধ্যে সুদত্ত গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক অগ্রগণ্য, ধর্ম-কথিক (ভাষক) দের মধ্যে চিত্র গৃহপতি মচ্ছিকসণ্ডিক অগ্রগণ্য, চারি সংগ্রহবস্তু দ্বারা পারিষদ সংগ্রহকারীদের মধ্যে আলবকের হত্থক অগ্রগণ্য, প্রণীত (উত্তম) বস্তু দায়কদের মধ্যে মহানাম শাক্য অগ্রগণ্য, মনোজ্ঞ বস্তু দায়কদের মধ্যে উগ্‌গ গৃহপতি অগ্রগণ্য, সংঘ সেবকদের মধ্যে উগ্‌গত গৃহপতি অগ্রগণ্য, অবিচল আনুগত্য পরায়ণদের মধ্যে সূর অম্বট্‌ঠ অগ্রগণ্য, পুদ্গল প্রসন্নদের (জন নন্দিতদের) মধ্যে জীবক কুমারভচ্চ অগ্রগণ্য, বিশ্বস্তদের মধ্যে নকুলপিতা গৃহপতি অগ্রগণ্য।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা উপাসিকাদের মধ্যে প্রথম শরণ গ্রহণকারিণীদের মধ্যে সেনানিকন্যা সুজাতা অন্যতমা, দায়িকাদের মধ্যে বিশাখা মিগারমাতা অন্যতমা, বহুশ্রুতাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরা অন্যতমা, মৈত্রী বিহারিণীদের মধ্যে শ্যামাবতী অন্যতমা, ধ্যানশীলাদের মধ্যে নন্দমাতা উত্তরা অন্যতমা, প্রণীত (উত্তম) বস্তু দায়িকাদের মধ্যে কোলিয় কন্যা সুপ্রবাসা অন্যতমা, রোগী সেবাকারিণীদের মধ্যে উপাসিকা সুপ্রিয়া অন্যতমা, অবিচল আনুগত্য পরায়ণাদের মধ্যে কাত্যায়ণী অন্যতমা, বিশ্বাসিনীদের মধ্যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতমা, গতানুগতিক প্রসন্নাদের মধ্যে কুরর-ঘরের উপাসিকা কালী অন্যতমা।'

১৫। অট্‌ঠান (অসম্ভব) বর্গ

(১) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না যে, দৃষ্টিসম্পন্ন (সৎদৃষ্টি) ব্যক্তি কোন সংস্কারকে (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু) নিত্য (স্থায়ী) হিসাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, পৃথগ্‌জনের (সাধারণ ব্যক্তির) পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (সংস্কারকে স্থায়ীরূপে ধারণা করা)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না যে, দৃষ্টি (সৎদৃষ্টি) সম্পন্ন পুদ্গল কোন সংস্কারকে সুখরূপে গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (সংস্কারকে সুখরূপে মনে করা)।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সৎদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কোন ধর্মকে (বিষয়কে) আত্মারূপে গ্রহণ করিবে ইহা হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব (কোন বিষয়কে আত্মারূপে গ্রহণ করা)।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সৎদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার মাতাকে হত্যা করিবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (মাতাকে হত্যা করা)।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না যে, সৎদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার পিতাকে হত্যা করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (পিতাকে হত্যা করা)।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অরহতকে হত্যা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব (অরহতকে হত্যা করা)।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না যে, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রদুষ্ট মনে তথাগতের দেহ হইতে রক্ত উৎপাদন করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব (প্রদুষ্ট মনে তথাগতের দেহ হইতে রক্ত উৎপাদন করা)।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সংঘ ভেদ (সংঘের মধ্যে বিভেদ) করিবে ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক পৃথগ্জনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (সংঘ ভেদ করা)।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অন্য শাস্তার প্রতি অনুরাগী হইবে হইা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, অনেক সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব (অন্য শাস্তানুরাগী হওয়া)।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুইজন অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, এক সময়ে এক পৃথিবীতে একজন অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

(১১) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুইজন রাজ চক্রবর্তী ..... একজন রাজ চক্রবর্তী উৎপন্ন হইবে, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

(১২) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোক অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবে ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষের পক্ষে অরহৎ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

(১৩) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে রাজ চক্রবর্তী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একজন পুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভব।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শক্রত্ব, মারত্ব বা ব্রহ্মাত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র, মার, ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শক্রত্ব, মারত্ব বা ব্রহ্মাত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র, মার, ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব।

(১৬) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শক্রত্ব, মারত্ব বা ব্রহ্মাত্ব লাভ করা সম্ভব নহে, একজন পুরুষের পক্ষে শক্র, মার, ব্রহ্মা হওয়া সম্ভব।

(১৭) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়িকভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে।

(১৮) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাচনিকভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে।

(১৯) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মানসিকভাবে কৃত দুষ্কার্যের ফল কিছুতেই আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞ হইতে পারে না। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে দুষ্কর্মের ফল নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞই হইবে।

(২০) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়দ্বারে কৃত উত্তম কাজের ফল কিছুতেই নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহার ফল, আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞই হইবে।

(২১) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাক্যদ্বারে কৃত উত্তম কাজের ফল কিছুতেই নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহার ফল, আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞই হইবে।

(২২) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মানসিকদ্বারে কৃত উত্তম কাজের ফল কিছুতেই নিরানন্দজনক, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহার ফল, আনন্দজনক, প্রিয়, মনোজ্ঞই হইবে।

(২৩) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়দ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তির দুষ্কর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, কায়দ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর অপায়ে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

(২৪) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাচনিকদ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তির দুষ্কর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, বাচনিকদ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

(২৫) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মনোদ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তির দুষ্কর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, মনোদ্বারে দুষ্কর্মাসক্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

(২৬) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, কায়দ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, কায়দ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশতঃ সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।

(২৭) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, বাক্যদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, বাক্যদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশতঃ সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।

(২৮) হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব, মনোদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশতঃ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, মনোদ্বারে সুকর্মাসক্ত ব্যক্তি সুকর্মের ফলবশতঃ সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।'

১৬। এক ধর্ম বর্গ (ক)

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? বুদ্ধানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(২) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? ধর্মানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? সংঘানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(৪) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? শীলানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(৫) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? ত্যাগানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(৬) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(৭) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত) বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? আনাপানানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত, হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(৮) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ-জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? মরণানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(৯) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? কায়গতানুস্মৃতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

(১০) 'হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত (ধ্যানকৃত), বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ (বিতৃষ্ণা), বিরাগ, নিরোধ, উপশম (প্রশান্তি), অভিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান), নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক ধর্ম কি? উপশমানুস্মৃতি। হে ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

এক ধর্ম বর্গ (খ)

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও (বিষয়) দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিকের অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন অকুশল ধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যদ্বারা অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন কুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিকের অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন কুশল ধর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য কোন এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার দ্বারা অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি প্রবর্দ্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞান পূর্বক ধারণা) বশতঃ অনুৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি প্রবর্দ্ধিত হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞান পূর্বক ধ্যান) ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন সম্যক দৃষ্টি প্রবর্দ্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, যোনিস মনসিকার (জ্ঞান পূর্বক চিন্তন) বশতঃ অনুৎপন্ন সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন সম্যকদৃষ্টি প্রবর্দ্ধিত হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যদ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ সত্ত্বগণ কায়ভেদে (মৃত্যুর) পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম, লাভ করে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহার দ্বারা সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টি যুক্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত পুরুষ পুদ্গালের তৎদৃষ্টি অনুসারে কৃত যে কায়কর্ম, যে বাক্‌কর্ম, যে মনোকর্ম, যে চেতনা, যে আকাঙ্খা, যে প্রণিধি, যে সংস্কার ধর্ম তাহার সবগুলিই অনুপযোগী, অরুচিকর, অমনোজ্ঞ, অহিতকর, দুঃখ হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, যেহেতু দৃষ্টি অকুশলজনক। যেমন- ভিক্ষুগণ, নিম বীজ বা কোসাতকী বীজ বা তিক্ত অলাবু বীজ আদ্র মাটিতে রোপিত হইলে মাটির যে রস যে জল গ্রহণ করে তাহার সবটুকুই তিক্ত, কটু, বিস্বাদের কারণ হয়। ইহার হেতু কি? ভিক্ষুগণ, ইহার কারণ প্রদুষ্ট বীজ। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত পুরুষ পুদ্গালের সেই দৃষ্টি অনুরূপ কৃত যে কায়কর্ম, যে বাক্‌কর্ম, যে মনোকর্ম, যে চেতনা, যে আকাঙ্খা, যে প্রণিধি, যে সংস্কার ধর্ম তাহার সবই অনুপযোগী, অরুচিকর, অমনোজ্ঞ, অহিতকর ও দুঃখজনক হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি অকুশল (পাপ) হেতু।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টি যুক্ত পুরুষ পুদ্গালের তৎদৃষ্টি অনুযায়ী কৃত যে কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনোকর্ম, যে চেতনা, আকাঙ্খা প্রণিধি (সংকল্প), যে সংস্কার ধর্ম- তাহার সবই উপযোগী, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখাবহ হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি সৎ (উত্তম) বলিয়া। যেমন ভিক্ষুগণ, ইক্ষুবীজ বা শালী ধান্য বীজ বা আংগুর বীজ আর্দ্র মাটিতে রোপিত হইলে মাটির যে রস যে জল গ্রহণ করে তাহার সবটুকুই মধুর, স্বাদপূর্ণ ও নির্ভেজাল হইয়া থাকে। তাহার কারণ কি? যেহেতু বীজ উত্তম। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তির দৃষ্টি অনুরূপ (সৎদৃষ্টি) কৃত যে কায়বাক্-মনোবাক্, যে চেতনা, আকাঙ্খা, প্রণিধি, যে সংস্কার ধর্ম- তাহার সবই উপযোগী, রুচিকর, মনোজ্ঞ, হিতকর ও সুখকর হইয়া থাকে। তাহার হেতু কি? দৃষ্টি সৎ (উত্তম) বলিয়া।'

এক ধর্ম বর্গ (গ)

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, জগতে একজন পুদ্গালের জন্মলাভে বহুজনের অহিত, বহু জনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত, দুঃখ ঘটিয়া থাকে। একজন পুদ্গাল কিরূপ? মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন বিপরীত মতবাদী। সে মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া বহুজনকে সদ্ধর্ম (ন্যায় পরায়ণতা) হইতে বিচ্যুত করে এবং অসদ্ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভিক্ষুগণ, এই একজন লোকের জগতে জন্মলাভে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত, দুঃখ ঘটিয়া থাকে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, জগতে এক ব্যক্তির জন্মলাভে বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত, সুখ লাভ হইয়া থাকে। একজন পুদ্গল কিরূপ? সম্যকদৃষ্টিযুক্ত অবিপরীত মতবাদী। সে বহু লোককে অসদ্ধর্ম (অন্যায়) হইতে মুক্ত করিয়া সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই ব্যক্তির জন্মলাভে বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেব-মনুষ্যগণের হিত, সুখ লাভ হইয়া থাকে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন আমি অন্য এক ধর্মও দেখিতেছি না যাহা এইরূপ মহা নিন্দনীয়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি মহা নিন্দনীয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, মক্খলি মূর্খপুরুষ ভিন্ন একজন ব্যক্তিও দেখিতেছি না যে এইরূপ বহু জনের অহিতে প্রতিপন্ন, বহু জনের অসুখ, বহু জনের অনর্থ, দেব-মনুষ্যগণের অহিত, দুঃখে প্রতিপন্ন। যেমন-ভিক্ষুগণ, নদীমুখে নিক্ষিপ্ত জার বহু মৎস্যের অহিত, দুঃখ, অনর্থ ও ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ মনে হয়, মক্খলির ন্যায় মূর্খ পুরুষদের নিক্ষিপ্ত ফাঁদ জগতে উৎপন্ন বহু সত্ত্বের অহিত, দুঃখ, অনর্থ ও ধ্বংসের হেতু।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় দুর্ব্যাখ্যায় যে ব্যক্তি প্ররোচনা দেয়, যাহাকে প্ররোচনা দেয় এবং যে তদনুরূপ প্ররোচিত হয় তাহারা সবাই বহু অপূণ্য প্রসব করে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, তাহার কারণ ধর্মের দুর্ব্যাখ্যা।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় সুব্যাখ্যায় যে ব্যক্তি উদ্দীপিত করে, যাহাকে উদ্দীপিত করে এবং তদনুরূপ যে উদ্দীপিত হয় তাহারা সবাই বহু পূণ্য অর্জন করে। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, তাহার হেতু ধর্মের সুব্যাখ্যা।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় অশুদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হইলে দানের গুরুত্ব দাতা কর্তৃক জানিতে হইবে, গ্রহিতা কর্তৃক নহে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যার দরুণ।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় যথাযথ-ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে দানের গুরুত্ব গ্রহিতা কর্তৃক জানিতে হইবে, দাতা কর্তৃক নহে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যায় তাহার কারণ।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যার যে আরব্ধবীর্য (অত্যুৎসাহী) সে দুঃখে জীবন অতিবাহিত করে। তাহার হেতু কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যা হেতু।

(১০) হে ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যার যে অলস (নির্বীর্য) সে দুঃখে বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার হেতু কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যা হেতু।

(১১) হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় দুর্ব্যাখ্যাত হইলে অলস ব্যক্তি সুখে বাস করে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মের দুর্ব্যাখ্যাই তাহার কারণ।

(১২) হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম-বিনয় সুব্যাখ্যাত হইলে যে আরব্ধবীর্য পরায়ণ হয় সে সুখে বাস করে। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, ধর্মের সুব্যাখ্যা হেতু।

(১৩) হে ভিক্ষুগণ, বিষ্ঠা যেমন অল্প মাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমন কি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ, মূত্র যেমন অল্প মাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার,জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমন কি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ, থুথু যেমন অল্প মাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমন কি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

(১৬) হে ভিক্ষুগণ, পূঁয যেমন অল্প মাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমন কি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।

(১৭) হে ভিক্ষুগণ, রক্ত যেমন অল্প মাত্র হইলেও দুর্গন্ধ হয় তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি সামান্যতম সময়ের জন্যও ভবের (হওয়ার, জন্ম লাভের) প্রশংসা করি না, এমন কি অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততক্ষণ সময়ের জন্যও না।'

এক ধর্ম বর্গ (ঘ)

(১) যেমন- হে ভিক্ষুগণ, এই জম্বুদ্বীপে অল্প মাত্র রমণীয় আরাম (উদ্যান) বন, ভূমি ও পুষ্করিণী আছে অপর পক্ষে খাড়া ও ঢালু স্থান, দুর্গম নদী, কন্টকময় স্থান, অসম পর্বতের সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, স্থলজ জীবের সংখ্যা অল্প, জলজ প্রাণীর সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণকারীর লোকের সংখ্যা অল্পঃ সেইরূপ মনুষ্যদের মধ্যে নহে অন্যত্র জন্ম লাভী জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, মধ্য দেশে পুনর্জন্ম গ্রহণকারীর জীবের সংখ্যা অল্প, প্রত্যন্ত প্রদেশে অদূরদর্শী বর্বরদের মধ্যে জন্ম গ্রহণকারী জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত, অবধির ও অমূক, প্রতিবলসম্পন্ন, সুভাষিত-দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিচারে দক্ষ এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, এইরূপ জীবের সংখ্যা অধিক যাহারা মূর্খ, বুদ্ধিহীন, বধির ও মূক সুভাষিত-দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিচারে অনুপযুক্ত। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আর্য-প্রজ্ঞাচক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পন্ন সত্ত্বের সংখ্যা নগণ্য, অবিদ্যাযুক্ত স্মৃতিহীন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের দর্শন লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, তথাগতের দর্শন লাভ করে না এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, তথাগত প্রবেদিত (প্রবর্তিত) ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করে না এমন সত্ত্বগণের সংখ্যা বহু। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম শুনিয়া অন্তরে ধারণ করিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, ধর্ম শুনিয়া অন্তরে ধারণ করিতে পারে না এমন লোকের সংখ্যা বহু। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, অন্তরে ধারণকৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, অন্তরে ধারণকৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, ধর্মের অর্থ জানিয়া, ধর্ম জানিয়া তদনুরূপ জীবন নির্বাহ করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প; অর্থ না জানিয়া, ধর্ম না জানিয়া ধর্মানুধর্ম জীবন অতিবাহিত করে না এমন লোকের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, সংবেদনীয় বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, এমন সত্ত্বের সংখ্যা বহু যাহারা সংবেদনীয় বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, আলোড়িত হইয়া জ্ঞানপূর্বক (পদ্ধতিগতভাবে) প্রচেষ্টা করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, আলোড়িত হইয়া জ্ঞানপূর্বক প্রচেষ্টা করে না এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, সংকল্প উৎপাদন করিয়া (প্রচেষ্টা পূর্বক) সমাধি, মনের একাগ্রতা লাভ করে এমন লোকের সংখ্যা অল্প, প্রচেষ্টা পূর্বক সমাধি, মনের একাগ্রতা লাভ করে না এমন লোকের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, অগ্র অন্ন, অগ্র রস লাভীদের সংখ্যা অল্প। অগ্র অন্ন, অগ্র রস লাভী নহে এমন লোকের সংখ্যা অধিক যাহারা পাত্রে সংগৃহীত যৎসামন্য টুকরায় জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, অর্থরস (সারার্থ) ধর্মরস, বিমুক্তিরস লাভী সত্ত্বের সংখ্যা অল্প, অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস লাভী নহে এমন লোকের সংখ্যা অধিক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্যঃ আমরা অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস লাভী হইব। এইরূপ তোমরা শিক্ষা করিবে।

(২) যেমন- হে ভিক্ষুগণ, এই জম্বুদ্বীপে রমণীয় আরাম, বন, ভূমি, পুষ্করিণী আছে অল্প মাত্র, অপর পক্ষে খাড়া উঁচু ও ঢালু, দুর্গম নদী, কন্টকময় স্থান, অসমান পর্বতের সংখ্যা অধিক। তদ্রুপ হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্য হিসাবে চ্যুত হইয়া মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন লোকের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু মনুষ্য হিসাবে মৃত্যু বরণ করিয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেত লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অধিক। সেইরূপে হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যরূপে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প। কিন্তু মনুষ্য হিসাবে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, দেব হিসাবে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু দেব হিসাবে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, দেবরূপে চ্যুত হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু দেব হিসাবে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, নরক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু নরক হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, নরক হইতে চ্যুত হইয়া দেবরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্পমাত্র। কিন্তু নরক হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, তির্য্যকযোনি হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন সত্ত্বের সংখ্যা অল্প। কিন্তু তির্য্যক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া তির্য্যক যোনিতে, নরকে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, তির্য্যক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন প্রাণীর সংখ্যা স্বল্পমাত্র। কিন্তু তির্য্যক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যক প্রাণীর গর্ভে, প্রেতলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, প্রেতলোক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্প। কিন্তু প্রেতযোনি হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যকযোনিতে, প্রেতযোনিতে, পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, প্রেতযোনি হইতে চ্যুত হইয়া দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অল্প। কিন্তু প্রেতযোনি হইতে চ্যুত হইয়া নরকে, তির্য্যকযোনিতে, প্রেতযোনিতে পুনর্জন্ম লাভ করে এমন জীবের সংখ্যা অধিক।'

১৭। প্রসাদকর ধর্ম

(১) 'প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষুগণ, এইগুলিকে লাভের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে যেমন- অরণ্যবাস, পিণ্ডচারিক (ভিক্ষা-জীবিকা), পাংশুকুলিকতা (ছিন্নবস্ত্র পরিধান করণ), ত্রিচীবর পরিধান করণ, ধর্মকথিকতা (ধর্ম কথন) বিনয়ধরকত্ব, বিস্তৃত জ্ঞান, স্থবিরত্ব (উপাধি), সত্য আচরণ সম্পদ, পরিবার সম্পদ, বড় পরিবার সম্পদ, সুন্দর আকার-প্রকার, সুন্দর কথাবার্তা, অল্পেচ্ছুতা (অল্পে সন্তুষ্টিতা), রোগহীনতা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে। হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৫) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৬) মৈত্রী চিত্ত বিমুক্তি হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৭) করুণা চিত্ত বিমুক্তি হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৮) মুদিতা (নিঃস্বার্থ ভালবাসা) চিত্ত বিমুক্তি হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৯) উপেক্ষা চিত্ত বিমুক্তি হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১০) কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করে, উৎসাহী, মনোযোগী, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা (লোভ) হইতে উৎপন্ন নৈরাশ্য দমন করে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১১) বেদনায় (অনুভূতি) বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১২) চিত্তে (মনে) চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৩) ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করে, উৎসাহী, মনোযোগী, স্মৃতিমান হইয়া জগতে অভিধ্যা হইতে উৎপন্ন নৈরাশ্য দমন করে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৪) অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের অনুৎপত্তির জন্য ছন্দ (আকাঙ্খা) উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, চেষ্টা করে, প্রচেষ্টা আরম্ভ করে, চিত্তে অনুৎপন্ন অকুশল অনুৎপত্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথমধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৫) উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের (বিষয়ের) ক্ষয়ের জন্য ছন্দ (আকাঙ্খা) উৎপন্ন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, চিত্তে উৎপন্ন অকুশল ধ্বংসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৬) অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য আকাঙ্খা উৎপন্ন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, চিত্তে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৭) উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহের স্থিতির জন্য, অবিনাশের জন্য, বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকাঙ্খা করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্যারম্ভ করে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য চিত্তের দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে, হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৮) ছন্দ-সমাধি-পধান (প্রচেষ্টা)- সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ (মানসিক শক্তি) ভাবে। হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(১৯) বীর্য-সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২০) চিত্ত-সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২১) বীমংসা (পর্যবেক্ষণ) সমাধি-পধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২২) শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ভাবে (অনুশীলন করে) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৩) বীর্যেন্দ্রিয়ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৪) স্মৃতীন্দ্রিয় (মনের একাগ্রতা) ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৫) সমাধীন্দ্রিয়ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৬) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৭) শ্রদ্ধাবল ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৮) বীর্যবলভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(২৯) স্মৃতিবলভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩০) সমাধিবল ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩১) প্রজ্ঞাবল ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩২) স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩৩) ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩৪) বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩৫) প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩৬) প্রশ্রব্ধি বা শান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩৭) সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩৮) উপেক্ষা (মনের সমভাব) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৩৯) সম্যকদৃষ্টি ভাবে (অনুশীলন করে) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪০) সম্যক সংকল্প (উদ্দেশ্য) ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪১) সম্যক বাক্য ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪২) সম্যক কর্ম ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪৩) সম্যক জীবিকা ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪৪) সম্যক প্রচেষ্টা ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪৫) সম্যক স্মৃতি ভাবে হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪৬) সম্যক সমাধি (একাগ্রতা ভাবে) হে ভিক্ষুগণ, অঙ্গুলির ছাপ যতক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধ্যান অনুশীলন করিবে, ভিক্ষুগণ, এইরূপ বসবাসকারী ভিক্ষুকে নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার আদেশ মানিয়া চলে, সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিণ্ড (খাদ্য) পরিভোগ করে। যাহারা এগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলিতে পারে?

(৪৭) ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন হইয়া বাহিরে সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ (ভাল বা মন্দ) রূপ দর্শন করেও সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া 'আমি জানি, আমি দেখি' এইরূপ সচেতন হয় [(২)]-।

(৪৮) ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া 'আমি জানি, আমি দেখি' এইরূপ সচেতন হয় [(২)]-।

(৪৯) ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের সীমাবদ্ধ এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইসব চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া 'আমি জানি, আমি দেখি' এইরূপ সে সচেতন হয় [(২)]-

(৫০) ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন হইলে বাহিরের সীমাহীন এবং সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপ দর্শন করে এবং সেইগুলি চেতনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া 'আমি জানি আমি দেখি' এইরূপ সচেতন হয় [(২)]-।

(৫১) ব্যক্তিগত রূপ (বস্তুগত গুণ) সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের নীল (হিসাবে), নীলবর্ণ (রং), নীল নিদর্শন (দেখিতে নীল), নীল (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব-(৫০নং অনুরূপ)-সজ্ঞান হয় [(২)]-।

(৫২) ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরে পীত, পীতবর্ণ, পীত নিদর্শন, পীত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব-(৫০) নং অনুরূপ)-সজ্ঞান হয় [(২)]।

(৫৩)-(৫২নং অনুরূপ)-বাহিরের লোহিত (রক্ত), লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, রোহিত (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব-(৫০নং অনুরূপ)-সজ্ঞান হয় [(২)]।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫৪)-(৫২নং অনুরূপ)-বাহিরের সাদা, সাদাবর্ণ, সাদা নিদর্শন, সাদা (জ্বল জ্বল করে এমন) রূপ দর্শন করে এবং সেইসব-(৫০নং অনুরূপ)-সজ্ঞান হয় [(২)] ।

(৫৫) সে রূপী হইয়া রূপ দর্শন করে-(৪৭নং অনুরূপ)- ।

(৫৬) ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের রূপ দর্শন করে, রূপী হইয়া রূপ দর্শন করে-(৪৭নং অনুরূপ)-

(৫৭) ব্যক্তিগত রূপ সম্পর্কে সচেতন না হইলে সে বাহিরের রূপ দর্শন করে এই চেতনায়, 'কি সুন্দর!' সে মুক্তি লাভ করে (৪৭)-

(৫৮) রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করিয়া, পটিঘসংজ্ঞা (ক্রোধসংজ্ঞা) ধ্বংস করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আকাশের বিষয় ভাবে, আকাশ অনন্ত লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে-

(৫৯) সর্বতোভাবে আকাশ অনন্ত আয়তন অতিক্রম করিয়া 'অনন্ত বিজ্ঞান' বিষয়ে ভাবে, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে-

(৬০) সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন অতিক্রম করিয়া 'কিছুই না' ভাবে, অকিঞ্চন আয়তন লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করে-

(৬১) সর্বতোভাবে অকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা (সংজ্ঞাও না, অসংজ্ঞাও না) ভাবে, নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন লাভ করিয়া বিহার করে-

(৬২) সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ (এমন একটা মন্ডল যেখানে সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান উভয়ই থাকে না) লাভ করিয়া বিহার করে-

(৬৩) পৃথিবী (মাটি) কসিন ভাবনা করে-

(৬৪) অপ্ (জল) কসিন ভাবনা করে-

(৬৫) তেজ (আগুন) কসিন ভাবনা করে-

(৬৬) বায়ু কসিন ভাবনা করে-

(৬৭) নীল কসিন ভাবনা করে-

(৬৮) পীত কসিন ভাবনা করে-

(৬৯) লোহিত কসিন ভাবনা করে-

(৭০) শ্বেত কসিন ভাবনা করে-

(৭১) আকাশ কসিন ভাবনা করে-

(৭২) বিজ্ঞান কসিন ভাবনা করে-

(৭৩) অশুভ কসিন ভাবনা করে-

(৭৪) মরণ সংজ্ঞা ভাবনা করে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭৫) আহারে প্রতিকুল (অপ্রীতিকর) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৭৬) সর্বলোক অনভিরতি (অনানন্দ) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৭৭) অনিত্য (অস্থায়ী) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৭৮) অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৭৯) দুঃখে অনাত্মা সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮০) প্রহীণ (পরিত্যাগ) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮১) বিরাগ (অনুরাগহীনতা) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮২) নিরোধ (সমাপ্তি) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৩) অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৪) অনাত্ম সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৫) মরণ সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৬) আহারে প্রতিকুল সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৭) সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৮) অস্থি সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৮৯) পুলবক (কীটভুক্ত মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৯০) বিনীলক (বিবর্ণ মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৯১) বিচ্ছিদ্রক (বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ) সংজ্ঞা ভাবনা করে-
(৯২) স্ফীত মৃতদেহ ভাবনা করে-
(৯৩) বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করে ...
(৯৪) ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা করে ...
(৯৫) সংঘানুস্মৃতি ভাবনা করে ...
(৯৬) শীলানুস্মৃতি ভাবনা করে ...
(৯৭) ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা করে ...
(৯৮) দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করে ...
(৯৯) আনাপান (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) স্মৃতি ভাবনা করে ...
(১০০) মরণ স্মৃতি ভাবনা করে ...
(১০১) কায়গত স্মৃতি ভাবনা করে ...
(১০২) উপশম (প্রশান্তিভাব) স্মৃতি ভাবনা করে ...
(১০৩) প্রথম ধ্যান সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১০৪) প্রথম ধ্যান সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১০৫) প্রথম ধ্যান সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১০৬) প্রথম ধ্যান সহগত সমাধীন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১০৭) প্রথম ধ্যান সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০৮) প্রথম ধ্যান সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে ...
(১০৯) প্রথম ধ্যান সহগত বীর্যবল ভাবনা করে ...
(১১০) প্রথম ধ্যান সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে ...
(১১১) প্রথম ধ্যান সহগত সমাধিবল ভাবনা করে ...
(১১২) প্রথম ধ্যান সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে ...
(১১৩) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১১৪) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১১৫) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১১৬) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১১৭) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১১৮) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে ...
(১১৯) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত বীর্যবল ভাবনা করে ...
(১২০) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে ...
(১২১) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত সমাধিবল ভাবনা করে ...
(১২২) দ্বিতীয় ধ্যান সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে ...
(১২৩) তৃতীয় ধ্যান সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১২৪) তৃতীয় ধ্যান সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১২৫) তৃতীয় ধ্যান সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১২৬) তৃতীয় ধ্যান সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১২৭) তৃতীয় ধ্যান সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে ...
(১২৮) তৃতীয় ধ্যান সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে ...
(১২৯) তৃতীয় ধ্যান সহগত বীর্যবল ভাবনা করে...
(১৩০) তৃতীয় ধ্যান সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে...
(১৩১) তৃতীয় ধ্যান সহগত সমাধিবল ভাবনা করে...
(১৩২) তৃতীয় ধ্যান সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে..
(১৩৩) চতুর্থধ্যান সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৩৪) চতুর্থধ্যান সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৩৫) চতুর্থধ্যান সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৩৬) চতুর্থধ্যান সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৩৭) চতুর্থধ্যান সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৩৮) চতুর্থধ্যান সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে...
(১৩৯) চতুর্থধ্যান সহগত বীর্যবল ভাবনা করে...
(১৪০) চতুর্থধ্যান সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৪১) চতুর্থধ্যান সহগত সমাধিবল ভাবনা করে...
(১৪২) চতুর্থধ্যান সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে...
(১৪৩) মৈত্রীসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৪৪) মৈত্রীসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৪৫) মৈত্রীসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৪৬) মৈত্রীসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৪৭) মৈত্রীসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৪৮) মৈত্রীসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে...
(১৪৯) মৈত্রীসহগত বীর্যবল ভাবনা করে...
(১৫০) মৈত্রীসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে...
(১৫১) মৈত্রীসহগত সমাধিবল ভাবনা করে...
(১৫২) মৈত্রীসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে...
(১৫৩) করুণাসহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৫৪) করুণাসহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৫৫) করুণাসহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে...
(১৫৬) করুণাসহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে-
(১৫৭) করুণাসহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে-
(১৫৮) করুণাসহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে-
(১৫৯) করুণাসহগত বীর্যবল ভাবনা করে-
(১৬০) করুণাসহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে-
(১৬১) করুণাসহগত সমাধিবল ভাবনা করে-
(১৬২) করুণাসহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে-
(১৬৩) মুদিতা সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে -
(১৬৪) মুদিতা সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে -
(১৬৫) মুদিতা সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে -
(১৬৬) মুদিতা সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে -
(১৬৭) মুদিতা সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে -
(১৬৮) মুদিতা সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে -
(১৬৯) মুদিতা সহগত বীর্যবল ভাবনা করে -
(১৭০) মুদিতা সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে -
(১৭১) মুদিতা সহগত সমাধিবল ভাবনা করে -
(১৭২) মুদিতা সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে -
(১৭৩) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা করে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৭৪) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা করে -
(১৭৫) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা করে-
(১৭৬) উপেক্ষা(সমভাব) সহগত সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা করে-
(১৭৭) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করে-
(১৭৮) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত শ্রদ্ধাবল ভাবনা করে -
(১৭৯) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত বীর্যবল ভাবনা করে -
(১৮০) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত স্মৃতিবল ভাবনা করে -
(১৮১) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত সমাধিবল ভাবনা করে -
(১৮২) উপেক্ষা (সমভাব) সহগত প্রজ্ঞাবল ভাবনা করে -
(১৮৩) শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ভাবে-
(১৮৪) বীর্যেন্দ্রিয়-
(১৮৫) স্মৃতিন্দ্রিয়-
(১৮৬) সমাধিন্দ্রিয়-
(১৮৭) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়-
(১৮৮) শ্রদ্ধাবল-
(১৮৯) বীর্যবল-
(১৯০) স্মৃতিবল-
(১৯১) সমাধিবল-

(১৯২) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ভাবে- ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুর ধ্যান নিষ্ফল বলা যায় না। সে শাস্তার (বুদ্ধের) আদেশ মানিয়া চলে। সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অমোঘ রাষ্ট্রপিন্ড (অন্ন) পরিভোগ করে। যাহারা এইগুলি পুনঃ পুনঃ করে তাহাদের সম্পর্কে কে কি বলে?'

১৮। কায়গতাস্মৃতি বর্গ

(১) 'হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন তাহার অন্তর্ভূক্ত বিস্তৃত ছোট নদীকে মনশ্চক্ষে সমুদ্রমুখী করে, তদ্রুপ হে ভিক্ষুগণ, কায়গত স্মৃতি ভাবিত, বহলীকৃত, অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার যে কুশল ধর্ম তাহা বিদ্যাভাগীয় (বিদ্যা উপযোগী) হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ, একধর্ম (বিষয়) ভাবিত, বহুলীকৃত, (পুনঃ পুনঃ কৃত) হইলে তাহা মহা সংবেগ (ধর্মীয় অনুভূতি) সৃষ্টি করে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, (২নং অনুরূপ) মহান অর্থকর হইয়া থাকে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ ... মহৎ যোগক্ষেমের (নির্বাণের) কারণ হইয়া থাকে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ-[(২)]-স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানের সহায়ক হইয়া থাকে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ- [(২)]-জ্ঞানদর্শন প্রতিবলের (জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির) সহায়ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া থাকে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ,- [(২)] দৃষ্ট ধর্মে সুখে অবস্থানের সহায়ক হইয়া থাকে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ [(২)]- জ্ঞান দ্বারা বিমুক্তি ফল উপলব্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে। সেই একধর্ম কি? কায়গতাস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম (বিষয়) ভাবিত হইলে মহৎ অর্থ, মহৎ যোগক্ষেম, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, জ্ঞান দর্শন লাভে, ইহজীবনে সুখে অবস্থান, জ্ঞান দ্বারা বিমুক্তি ফল উপলব্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম (বিষয়) ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে কায় শান্ত হয়, চিত্ত শান্ত হয়, বিতর্ক-বিচার উপশম হয়, কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বিদ্যাভাগীয় ধর্ম পূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেই এক ধর্মে কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। হে ভিক্ষুগণ, এই এক ধর্ম ভাবিত (পূর্ববৎ)-শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

(১৩) হে ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনুৎপন্ন-অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম পরিহানি হয়। এক ধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ... (পূর্ববৎ) ... পরিহানি প্রাপ্ত হয়।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কুশল ধর্ম বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। এক ধর্ম কি? কায়গতাস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একধর্ম ভাবিত (পূর্ববৎ) ... বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

(১৭) ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত হইলে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা উৎপন্ন হয়। অহং বোধের অবসান হয়, অনুশয় (আসক্তি) উৎপাটিত হয়, সংযোজন সমূহ (বন্ধন সমূহ) পরিত্যক্ত হয়। একধর্ম কি সে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। এই একটি বিষয় (পূর্ববৎ) ... পরিত্যক্ত হয়।

(১৮) ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে প্রজ্ঞা প্রভেদ উন্মোচিত করে, উপাদানহীন (আসক্তিহীন) পরিনির্বাণ প্রাপ্তি ঘটায়। একধর্ম কি সে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই একটি বিষয় (পূর্ববৎ) ঘটায়।

(১৯) ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অনেক ধাতুর উপলব্ধি ঘটে। নানা ধাতুর উপলব্ধি ঘটে, অনেক ধাতু জ্ঞান উৎপন্ন হয়। একধর্ম কি সে? কায়গতাস্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই একধর্ম (পূর্ববৎ) ... হয়।

(২০) ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষকৃত হয়। সকৃদাগামী ফল প্রত্যক্ষকৃত হয়, অনাগামী ফল প্রত্যক্ষকৃত হয়। অর্হত্ত্ব ফল প্রত্যক্ষকৃত হয়। সেই একধর্ম কিসে? কায়গতাস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই একধর্ম ভাবিত (পূর্ববৎ) ... প্রত্যক্ষকৃত হয়।

(২১) ভিক্ষুগণ, একটি ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৃদ্ধি ঘটে, প্রজ্ঞা বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, মহাপ্রজ্ঞা লাভ হয়, বিস্তৃত প্রজ্ঞা লাভ হয়, বিপুল প্রজ্ঞা লাভ হয়, গভীর প্রজ্ঞা লাভ হয়, অদ্বিতীয় প্রজ্ঞা লাভ হয়, ভূরি প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা বাহুল্য ঘটে, শীঘ্র প্রজ্ঞা লাভ হয়, লঘু প্রজ্ঞা লাভ হয়, উজ্জ্বল প্রজ্ঞা লাভ হয়, দ্রুত প্রজ্ঞা লাভ হয়, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা লাভ হয়, মর্মভেদী প্রজ্ঞা লাভ হয়। সেই একধর্ম কিসে? কায়গতা স্মৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই একটি ধর্ম (পূর্ববৎ) ... মর্মভেদী প্রজ্ঞা লাভ হয়।'

১৯। অমৃত বর্গ

'ভিক্ষুগণ, যাহারা কায়গতাস্মৃতি ভাবে না তাহারা অমৃত পরিভোগ করে না। ভিক্ষুগণ, যাহারা কায়গতাস্মৃতি ভাবনা করে তাহারা অমৃত পরিভোগ করে। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি ভাবিত হয় নাই তাহাদের অমৃত অপরিভুক্ত। যাহাদের কায়গতাস্মৃতি পরিভূক্ত তাহাদের অমৃত পরিভুক্ত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বিনষ্ট তাহাদের অমৃত বিনষ্ট। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অবিনষ্ট তাহাদের অমৃত অবিনষ্ট। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বিরুদ্ধ (ক্ষতিগ্রস্ত) তাহদের মৃত্যু বিরদ্ধ। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি আরব্ধ তাহাদের অমৃত আরব্ধ। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি প্রমাদিত তাহাদের অমৃত প্রমাদিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি প্রমাদিত নহে তাহাদের অমৃত প্রমাদিত নহে। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বিস্মৃত তাহাদের অমৃত বিস্মৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অবিস্মৃত তাহাদের অমৃত অবিস্মৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অসেবিত তাহাদের অমৃত অসেবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি সেবিত (পরিশীলিত) তাহাদের অমৃত সেবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অভাবিত তাহাদের অমৃত অভাবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি ভাবিত তাহাদের অমৃত ভাবিত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অবহুলীকৃত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অবহুলীকৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি বহুলীকৃত তাহাদের মৃত্যুহীনতা বহুলীকৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অনভিজ্ঞাত (অজানা) তাহাদের মৃত্যুহীনতা অজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অভিজ্ঞাত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অভিজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অপরিজ্ঞাত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অপরিজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি পরিজ্ঞাত তাহাদের অমৃত পরিজ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি অপ্রত্যকৃত তাহাদের মৃত্যুহীনতা অপ্রত্যক্ষকৃত। ভিক্ষুগণ, যাহাদের কায়গতাস্মৃতি প্রত্যক্ষকৃত মৃত্যুহীনতা প্রত্যক্ষকৃত।'

এক নিপাতের সহস্রসূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুক নিপাত

১। কম্মকরণ (কর্মফল) বর্গ

(১) আমি এইরূপ শুনিয়াছি- একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন- 'ভিক্ষুগণ' ভিক্ষুগণ 'ভন্তে' বলিয়া উত্তর দিলেন। ভগবান বলেন, বর্জনীয় 'কর্ম এই দ্বিবিধ, ভিক্ষুগণ। কি কি? যাহা ইহ জীবনেই ফল প্রদান করে এবং যাহার ফলে ভবিষ্যতে কোন এক জীবনে প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, কি রকম বর্জনীয় কর্মের ফল ইহ জীবনে ভোগ করিতে হয়? এই সম্পর্কে ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ দর্শন করে রাজারা চোর দুরাচারকে ধরিয়ে বিবিধ শাস্তি প্রদান করেঃ কষাঘাত করিয়া, বেত্রাঘাত করিয়া, লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া হস্ত ছিন্ন করে, পাদ ছিন্ন করে, হস্তপাদ বিছিন্ন করে, তাহার কর্ণ, নাক, কর্ণনাক ছিন্ন করে, বিলঙ্গস্থালীক করে (অর্থাৎ কর্ণনাসাদি ছেদন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিশেষ এক প্রকারের যাগু-পাত্র সদৃশ করিয়া দেয়), মুখমণ্ডলকে শঙ্খের ন্যায় করিয়া দেয়, রাহুর মুখের ন্যায় মুখ করিয়া দেয়, আগুনের মালা দ্বারা, হস্ত প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তৃণ সদৃশ পাকাইয়া, চামড়ার ছাল তুলিয়া এবং তাহার সাথে বস্ত্র বন্ধন করিয়া, লৌহ পিন দ্বারা বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া, জীবিত ভাজা করিয়া, মাছের দ্বৈত হুক দ্বারা চামড়ার চাল তুলিয়া, মাংস তাম্র মুদ্রা সদৃশ করিয়া, মুদ্গার দ্বারা আঘাত করিয়া আহত অংশে লবণাদি খার পদার্থ লাগাইয়া, পিন দ্বারা বেষ্টন করিয়া, শরীরে আঘাত করিয়া অস্থি পিটিয়া মাদুরের মত করিয়া নির্য্যাতন করে। তৎপর তাহারা তাহাকে উত্তপ্ত তৈল দ্বারা সিঞ্চিত করে, খাদ্য সদৃশ কুকুরের দ্বারা ভক্ষিত করায়, জীবন্ত অবস্থায় শূলে আরোপিত করে, অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করে। এইরূপ দর্শনকারী এইরূপ চিন্তা করেঃ যদি আমি এইরূপ কার্য করিতাম যেই জন্য রাজারা চোর দুরাচারকে ধরিয়া এইরূপ শাস্তি প্রদান করে কষাঘাত করিয়া, বেত্রাঘাত করিয়া, লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া হস্ত ছিন্ন করে, পাদ ছিন্ন করে, হস্তপাদ বিছিন্ন করে, তাহার কর্ণ, নাক, কর্ণনাক ছিন্ন করে, বিলঙ্গস্থালীক করে (অর্থাৎ কর্ণনাসাদি ছেদন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিশেষ এক প্রকারের যাগু-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাত্র সদৃশ করিয়া দেয়), মুখমণ্ডলকে শঙ্খের ন্যায় করিয়া দেয়, রাহুর মুখের ন্যায় মুখ করিয়া দেয়, আগুনের মালা দ্বারা, হস্ত প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তৃণ সদৃশ পাকাইয়া, চামড়ার ছাল তুলিয়া এবং তাহার সাথে বস্ত্র বন্ধন করিয়া, লৌহ পিন দ্বারা বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া, জীবিত ভাজা করিয়া, মাছের দ্বৈত হুক দ্বারা চামড়ার চাল তুলিয়া, মাংস তাম্র মুদ্রা সদৃশ করিয়া, মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিয়া আহত অংশে লবণাদি খার পদার্থ লাগাইয়া, পিন দ্বারা বেষ্টন করিয়া, শরীরে আঘাত করিয়া অস্থি পিটিয়া মাদুরের মত করিয়া নির্য্যাতন করে। তৎপরা তাহার তাহাকে উত্তপ্ত তৈল দ্বারা সিঞ্চিত করে, খাদ্য সদৃশ কুকুরের দ্বারা ভক্ষিত করায়, জীবন্ত অবস্থায় শূলে আরোপিত করে, অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার প্রতিও তদ্রূপ করিতেন। ইহ জীবনে বর্জনীয় কর্মের এইরূপ ফলের কথা চিন্তা করিয়া সে পরের সম্পত্তি লুঠ করিতে যায় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ইহজীবনে দৃষ্ট বর্জনীয় কর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়।

(২) ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যৎ বর্জনীয় কর্ম কিরূপ? এই ব্যাপারে কেহ কেহ এইরূপ চিন্তা করেঃ 'ভবিষ্যৎ জীবনে কায়িক দুশ্চরিত্রের ফল অকুশল (মন্দ) বাক্ দোষ ও মনো দোষের ভবিষ্যৎ জীবনে ফল অশুভ। যদি কায়, বাক্য, মন দ্বারা আমি দোষ করি তাহা হইলে যখন আমার মৃত্যু ঘটিবে তখন আমি অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইব নহে কি? এইরূপে সেই ভবিষ্যৎ জীবনে বর্জনীয় কর্মের ভয় চিন্তা করিয়া কায়িক দোষ পরিহার করিয়া কায়িক সুকর্ম অনুশীলন করে, বাচনিক দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাচনিক সুকর্ম অনুশীলন করে, মানসিক দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মানসিক সুকর্ম অনুশীলন করে, সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধভাবে নিজেকে রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ভবিষ্যৎ বর্জনীয় কর্ম বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই দ্বিবিধ বর্জনীয় কর্ম। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমরা নিজেদের এইভাবে পরিচালিত করিবে- 'আমরা দৃষ্ট বর্জ্যের ভয় করিব, ভবিষ্যৎ বর্জ্যের ভয় করিব, আমরা ভবিষ্যৎ বর্জ্য পরিহার করিব, আমরা বর্জ্যে ভয়দর্শী হইব।' ভিক্ষুগণ, যে এইরূপ শিক্ষা করে আশা করা যায় যে, সে সর্ববর্জ্য হইতে মুক্ত হইবে।

(৩) ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই প্রচেষ্টা খুবই কঠিন। দুই কি কি? গৃহে বসবাসরত গৃহীদের বস্ত্র, আহার, আবাসস্থল, রোগীদের ঔষধ-পথ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্বাহের প্রচেষ্টা। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সর্ব প্রকার উপধি (পুনর্জন্মের হেতু কারক বিষয়) পরিত্যাগের প্রচেষ্টা। ভিক্ষুগণ, জগতে এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বশেষ প্রচেষ্টা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা নিজেরা অবশ্যই এইরূপ শিক্ষা করিবেঃ 'আমরা পুনর্জন্মের সর্বপ্রকার উপধি [বিষয়] পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিব।' ভিক্ষুগণ এইভাবেই তোমরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই দুইটি ধর্ম (বিষয়) মনস্তাপের। কি কি? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তির কায় দুশ্চরিত (দুরাচরণ) কৃত, কায় সুচরিত (সদাচরণ) অকৃত; বাক্ দুষ্কার্য কৃত, বাক্ সুকর্ম অকৃত; মনো দুষ্কর্ম অকৃত; মন সুকর্ম অকৃত। সে তৎকর্তৃক কায় দুষ্কর্ম কৃত বলিয়া অনুতাপ করে, কায়িক সুকর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপ করে; বাচনিক দুষ্কর্ম কৃত বলিয়া অনুশোচনা করে, বাচনিক সুকর্ম কৃত বলিয়া অনুশোচনা করে; মনোদ্বারে দুষ্কর্ম কৃত, মনোদ্বারে সুকর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অনুতাপের।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিধর্ম অনুতাপের। সেইগুলি কি কি? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তির কায়িক সুকর্ম কৃত, কায়িক দুষ্কর্ম অকৃত; বাচনিক সুকর্ম কৃত, বাচনিক দুষ্কর্ম অকৃত; মনোদ্বারে সুকর্ম কৃত, মনোদ্বারে দুষ্কর্ম অকৃত। 'কায়িক সুকর্ম আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে' বলিয়া অনুতাপ করে না। কায়িক দুষ্কর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপ করে না; বাচনিক সুকর্ম কৃত, বাচনিক দুষ্কর্ম অকৃত বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হয় না; মনোদ্বারে সুকর্ম কৃত, মনোদ্বারে দুষ্কর্ম অকৃত বলিয়া অনুশোচনা করে না। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিধর্ম অনুতাপের।

(৬) ভিক্ষুগণ, আমি দ্বিবিধ ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছিঃ কুশল ধর্মে অসন্তুষ্টি এবং চেষ্টার ত্রুটি। ভিক্ষুগণ, আমি বাধাগ্রস্ত না হইয়া চেষ্টা করি। আমার চামড়া, অস্থি, পেশীটুকুই মাত্রই অবশিষ্ট থাকুক, শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাক, পৌরুষত্ব, পৌরুষ-বীর্য-পরাক্রম দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা লাভ না করিয়া বীর্যের সংস্থান অটুট থাকিবে। ভিক্ষুগণ, তাহাতেই অপ্রমাদ দ্বারা আমার বোধ (জ্ঞান) প্রাপ্তি, অপ্রমাদ দ্বারা আমার যোগক্ষেম (আসক্তি হইতে বিমুক্তি) প্রাপ্তি। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরও চামড়া, পেশী, অস্থিটুকু অবশিষ্ট থাকুক, শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাক, এইরূপ বিনা বাধায় চেষ্টা করা উচিত। পৌরুষ, বীর্য, পরাক্রম দ্বারা প্রাপ্তব্য তাহা লাভ না করিয়া বীর্যের সংস্থান অটুট রাখিবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে ব্রহ্মচর্যের অবসানে দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনেই) স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া অবসান করে। ভিক্ষুগণ, সেইজন্য তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিতঃ 'বাধাগ্রস্থ না হইয়া চেষ্টা করিব। চামড়া পেশী, অস্থি ম্লান হইয়া যাক। শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাক। পৌরুষ, বীর্য, পরাক্রম দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বীর্যের সংস্থান থাকিবে।' ভিক্ষুগণ, এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় কি কি? সংযোজনীয় (বন্ধন যাহা পুনর্জন্মের হেতু) বিষয়ে স্বাদদর্শন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তৃষ্ণা দর্শন। হে ভিক্ষুগণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংযোজনীয় বিষয়ে স্বাদ (সন্তুষ্টি) দর্শন করিয়া বিহার করিলে রাগ (আসক্তি) পরিত্যক্ত হয় না, দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় না, মোহ পরিত্যক্ত হয় না; রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ না করিলে জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য (দুর্মনতা), উপায়াস (নৈরাশ্য) হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায় না। দুঃখ হইতে মুক্ত হয় না বলি। ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইয়া বিহার করিলে রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যক্ত হয়; রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিহার করিয়াই জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুর্মণতা, নৈরাশ্য হইতে পরিমুক্তি লাভ হয়। দুঃখ হইতে মুক্ত হয় বলি। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়।

(৮) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কৃষ্ণ (মন্দ) কি কি? অহিরি এবং অনোত্তাপিতা (লজ্জা ও ভয়হীনতা)। ভিক্ষুগণ, এই দুটিই কৃষ্ণ (মন্দ) ধর্ম।

(৯) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ শুক্ল (ভাল) বিষয়। কি কি? লজ্জা ও ভয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার শুক্ল বিষয়।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ শুক্ল ধর্ম পৃথিবীকে রক্ষা করে। কি কি? লজ্জা ও ভয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম পৃথিবীকে যদি রক্ষা না করিত তাহা হইলে মাতা বা মাতৃস্বসা বা মাতুলানী বা আচার্য-ভার্য্যা বা গুরু-পত্নীর মধ্যে কোন প্রভেদ জগতে পরিদৃষ্ট হইত না, জগৎ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হইত। যেইরূপ ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, কুকুর, শৃগালের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যেহেতু এই দুইটি ধর্ম পৃথিবী রক্ষা করিতেছে সেইজন্য মাতা বা মাতৃস্বসা বা মাতুলানী বা আচার্য-ভার্য্যা বা গুরুপত্নী ইত্যাদি প্রভেদ দেখা যায়।

(১১) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বর্ষাবাস উদযাপন। কি কি? পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বস্‌সূপনায়িক (বর্ষাবাস উদ্‌যাপন)।'

২। বিবাদ (অধিকরণ) বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বল। কি কি? পটিসংখ্যান (বিবেচনা) বল এবং ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, পটিসংখ্যান বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ এইরূপ চিন্তা করে; পাপই কায়িক দুষ্কর্মকারীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ফলঃ পাপই দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহ এবং পরবর্তী জীবনের ফলঃ পাপই মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহজীবন ও পরবর্তী জীবনের ফল। সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কায়িক দুষ্কর্ম পরিহার করিয়া কায়িক সৎকর্ম অনুশীলন করে, ... বাচনিক ..... অনুশীলন করে, ... মানসিক .... সৎকর্ম অনুশীলন করে এবং পবিত্রভাবে নিজেকে রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে পটিসংখ্যান (বিবেচনা) বলা হয়। ভিক্ষুগণ, ভাবনা বল কিরূপ? ভাবনা বল শেখ (শিক্ষার্থী) বল সদৃশ। ভিক্ষুগণ, শিক্ষার্থী শিক্ষাবলের প্রভাবে রাগ (আসক্তি) পরিত্যাগ করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বেষ পরিহার করে, মোহ পরিহার করে; রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া যাহা অকুশল (মন্দ) তাহা করে না, যাহা পাপ তাহা অনুসরণ করে না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল।

(২) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল কি কি? পটিসংখ্যান বল ও ভাবনা বল। পটিসংখ্যান বল কিরূপ? ..... (১নং এর রূপ বর্ণনানুরূপ) ভাবনা বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবে। (অনুশীলন করে), যাহা বিবেক নির্ভর, বিরাগ নির্ভর, নিরোধ নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। ধর্মবিচয় (ধর্ম পর্যবেক্ষণ) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক নির্ভর, বিরাগ নির্ভর, নিরোধ নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। বীর্য (শক্তি) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক নির্ভর, বিরাগ নির্ভর, নিরোধ নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক নির্ভর, বিরাগ নির্ভর, নিরোধ নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে।

প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক নির্ভর, বিরাগ নির্ভর, নিরোধ নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। সমাধি (একাগ্রতা) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবে যাহা বিবেক নির্ভর, বিরাগ নির্ভর, নিরোধ নির্ভর যাহার পরিসমাপ্তি আত্মোৎসর্গে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল।

(৩) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বল। কি কি? পটিসংখ্যান বল ও ভাবনা বল। পটিসংখ্যান বল কিরূপ? [(১) নং এর বর্ণনানুরূপ) ভাবনা বল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম (কামাচার) হইতে নির্লিপ্ত হইয়া অকুশল ধর্ম হইতে নির্লিপ্ত হইয়া সবিতর্ক-সবিচার (চেতনাযুক্ত ও চেতনা ধারণ করিয়া) বিবেক জনিত (নির্জনতাজনিত) প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। বিতর্ক বিচার উপশম করিয়া আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ (শান্ত) যুক্ত চিত্তে একাগ্রতাভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ এবং উপেক্ষাশীল হইয়া বিহার করে, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে কায়িক সুখ অনুভব করে, যে ধ্যানস্তরে পৌঁছিলে আর্যগণ স্মৃতি সুখ বিহারী বলিয়া অভিহিত করে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। সুখ এবং দুঃখ প্রহীণ করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অবসান করিয়া সুখও না দুঃখও না, এইরূপ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, বল এই দুই প্রকার।

(৪) ভিক্ষুগণ, তথাগতের ধর্মদেশনা (ধর্মভাষণ) দ্বিবিধ। কি কি? সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার তথাগতের ধর্মদেশনা।

(৫) ভিক্ষুগণ, কোন বিবাদে দোষী ভিক্ষু এবং নিন্দাকারী ভিক্ষু যদি আত্ম-সমালোচনা না করে তবে তাহা দীর্ঘায়িত, তিক্ত, কলহে পর্যবসিত হয়, ইহাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে বাস করিতে পারে না। ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হইলে যদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোষী এবং নিন্দাকারী ভিক্ষু কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে তাহা হইলে বিবাদটি দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র কলহের রূপ পরিগ্রহ করিবে না এবং ভিক্ষুগণও শান্তিতে বাস করিবে। ভিক্ষুগণ, কিভাবে দোষী ভিক্ষু আত্ম-সমালোচনা করে? ভিক্ষুগণ, দোষী ভিক্ষু এইরূপ চিন্তা করে; আমি সামান্য কায়িক দোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমি এইরূপ দোষ না করিতাম তাহা হইলে এই ভিক্ষু তাহা দেখিতে পাইত না। যেহেতু আমি তদ্রূপ দোষ প্রাপ্ত হইয়াছি সে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিরক্ত হইয়াছে। বিরক্ত হইয়া সে তাহার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপে তাহা কর্তৃক তিরষ্কৃত হইয়া আমিও আমার বিরক্তির কথা অপরকে ব্যক্ত করি। ইহাতে আমার দোষ সংঘটিত হইয়াছে যেইরূপ একজন লোককে তাহার দ্রব্যের জন্য শুল্ক প্রদান করিতে হয়। এইভাবেই দোষী ভিক্ষু কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে? নিন্দাকারী ভিক্ষু এইরূপ চিন্তা করেঃ এই ভিক্ষু কায়িক দোষ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমি সেই ভিক্ষুর কায়িক দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে যদি তদ্রূপ না করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা করিতে দেখিতাম না। যেহেতু সেই এইরূপ করিয়াছে তাই আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। অসন্তুষ্ট হইয়া আমি এই ভিক্ষুকে আমার অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করিলাম। আমার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশের বিরক্ত হইয়া এই ভিক্ষু তাহার বিরক্তির কথা অন্যদের প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমার দোষ সংঘটিত হইয়াছে যেইরূপ একজন লোককে তাহার দ্রব্যের মাশুল দিতে হয়। এইভাবে দোষদর্শী ভিক্ষু কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে। এখন যদি দোষী এবং নিন্দাকারী ভিক্ষু উভয়ে কঠোর আত্ম-সমালোচনা না করে তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে এই বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র কলহের রূপ নিতে পারে এবং ইহার ফলে ভিক্ষুগণ শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তাহারা যদি তদ্রূপ আত্ম সমালোচনা করে তাহা হইলে আশা করা যায় যে, উহার বিপরীত অবস্থাই হইবে এবং ভিক্ষুগণ, শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হইবে।

(৬) এখন অন্য কোন এক ব্রাহ্মণ তথাগতকে দর্শনে আসেন। তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক সম্ভাষণ করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম কি কারণে কোন কোন জীব মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?' 'ব্রাহ্মণ, অধর্মাচারণ ও বিষম পথে বিচরণ করার দরুণ। এই কারণেই কোন কোন জীব তদ্রূপ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।' 'কিন্তু মহামান্য গৌতম, কি কারণে মৃত্যুর পর কোন কোন সত্ত্ব সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?' 'হে ব্রাহ্মণ, ধর্মাচরণ এবং সরল পথে বিচরণ হেতু।' 'মাননীয় গৌতম অদ্ভূত! শাস্তা গৌতম, আশ্চর্য! যেমন মহামান্য গৌতম, কোন ব্যক্তি অধোমুখীকে করে উর্দ্ধমুখী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবৃতকে করে অনাবৃত (উন্মোচিত), মূঢ় পথভ্রান্তকে দিক দর্শন বা অন্ধকারে ধারণ করে তৈল প্রদীপ যাহার ফলে যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা বস্তু দর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ ভগবান গৌতম কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত। আমি স্বয়ং ভগবান গৌতমের, ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মহামান্য গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুণ।'

(৭) একদিন ব্রাহ্মণ জাণুস্‌সোনি ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। উপনীত হইয়া ভগবানের সাথে সম্মানসূচক সম্ভাষণের পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেনঃ 'মহামান্য গৌতম, কি হেতু কোন কোন সত্ত্ব মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?' 'ব্রাহ্মণ, অন্যায় কর্ম সম্পাদন এবং ত্রুটি বশতঃ।' 'মহামান্য গৌতম, কি হেতু কোন কোন সত্ত্ব মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?' 'হে ব্রাহ্মণ, সৎকর্ম সম্পাদন এবং পাপকর্ম অসম্পাদন হেতু।' 'মাননীয় গৌতমের সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের আমি বিস্তৃত অর্থ বুঝিতে পারি না। মাননীয় গৌতম, যদি সেইভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন যেইভাবে পরিবেশন করিলে আমি বিস্তৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি তাহা আমার পক্ষে উত্তম হইবে।' 'তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করুন, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, ভাষণ করিব।' 'মহাশয়, তবে তাহা অতি উত্তম', ব্রাহ্মণ জানুস্‌সোনি ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ 'ব্রাহ্মণ, কোন কোন ব্যক্তি কায়িক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল, কায়িক সুকর্ম সম্পাদন করিল না; বাচনিক অবৈধ কর্ম সম্পাদন করিল, বৈধ কর্ম সম্পাদন করিল না; মানসিক নীতিবিহীন কর্ম সম্পাদন করিল, মানসিক নীতিগত কর্ম সম্পাদন করিল না। এইভাবে অন্যায় কর্ম সম্পাদন এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলার দরুণ কেহ কেহ মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। পুনর্জন্ম ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ কায়িক সুকর্ম সম্পাদন করিল, কায়িক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল না; বাচনিক সুকর্ম সম্পাদন করিল, বাচনিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করির না; মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিল, মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করিল না। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ন্যায় কর্ম, কর্তব্য কর্ম সম্পাদন হেতু কেহ কেহ সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।' 'মাননীয় গৌতম, উত্তম! অতি চমৎকার! যেমন মাননীয় গৌতম, কোন ব্যক্তি অধোমুখীকে করে উর্দ্ধমূখী .... উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুণ।'

(৮) তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আনন্দকে ভগবান বলেনঃ 'আনন্দ, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছি যে, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অন্যায় কার্য সম্পাদন করিতে নাই।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'যেহেতু ভগবান এইরূপ স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই হেতু নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিলে কি অন্তরায় প্রত্যাশিত হইতে পারে?' 'যেহেতু আনন্দ, আমি অন্যায় কর্ম সম্পাদনের কথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি সেই কারণে অন্যায় কর্ম সম্পাদনের প্রত্যাশিত অন্তরায় এইরূপঃ অন্যায়কারী নিজকে নিজে তিরস্কার করে, জ্ঞানীগণ তাহার নিন্দা করে, তাহার কুখ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, অজ্ঞানে সে মৃত্যু বরণ করে, মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। যেহেতু আনন্দ, আমা কর্তৃক কায়িক, বাচনিক, মানসিক অকার্য সম্পাদন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে সেইজন্য অন্যায় কার্য সম্পাদনের এইরূপ অন্তরায় প্রত্যাশিত। কিন্তু আনন্দ, আমি স্পষ্টভাবে কায়িক, বাচনিক, মানসিক ন্যায় কর্ম সম্পাদনের কথা ঘোষণা করিয়াছি।' 'ভন্তে, ভগবান কর্তৃক স্পষ্টভাবে বিঘোষিত কায়িক, বাচনিক, মানসিক সৎ কর্ম সম্পাদন করিলে কি কি আনিশংসা (সুফল) প্রত্যাশিত হইতে পারে?' আনন্দ, কায়িক, বাচনিক, মানসিক সৎকর্ম সম্পাদনের প্রত্যাশিত সুফল এইরূপঃ সৎকর্ম সম্পাদনকারী নিজেকে নিজে তিরস্কার করে না, জ্ঞানীরা তাহার প্রশংসা করে, তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সে সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করে এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আনন্দ, আমা কর্তৃক বিঘোষিত কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিলে এইরূপ সুফল প্রত্যাশিত হইয়া থাকে।'

(৯) 'ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল (মন্দ) পরিহার কর। ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিহার করা সম্ভব। যদি অকুশল পরিত্যাগ অসম্ভব হইত তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বলিতাম না, "ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল পরিহার কর।" যেহেতু ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিত্যাগ করা সম্ভব সেইজন্য আমি এইরূপ বলি, "ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল বর্জন কর।" যদি অকুশল পরিত্যাগে ক্ষতি ও দুঃখ বহিয়া আনিত তাহা হইলে আমি এইরূপ বলিতাম না, "ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিত্যাগ কর।" যেহেতু ভিক্ষুগণ, অকুশল পরিত্যাগে হিত ও সুখ আনয়ন করে সেই কারণে আমি এইরূপ বলিঃ "ভিক্ষুগণ, তোমরা অকুশল পরিহার কর।" ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশল অনুশীলন কর। কুশল অনুশীলন করা সম্ভব। ভিক্ষুগণ, যদি কুশল অনুশীলন অসম্ভব হইত তবে আমি তাহা করিতে নির্দেশ করিতাম না। যেহেতু ভিক্ষুগণ, কুশলানুশীলন সম্ভব সেইজন্য আমি বলিঃ "ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশল অনুশীলন কর।" ভিক্ষুগণ, কুশল সম্পাদন করিলে যদি অহিত ও দুঃখের কারণ হইত তাহা হইলে আমি বলিতাম নাঃ "ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশল অনুশীলন কর।" যেহেতু ভিক্ষুগণ, কুশল অনুশীলিত হইলে হিতকর ও সুখাবহ হইয়া থাকে সেইজন্য বলিঃ "ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশল ভাবনা কর।"

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সর্দ্ধমের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া থাকে। কি কি? মূল বচনের ভুল প্রকাশ এবং ইহার অর্থে ভুল ব্যাখ্যান। ভিক্ষুগণ, মূল বচনের ভুল প্রকাশ ঘটিলে অর্থের ব্যাখ্যাও হয় ভুল। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয় সদ্ধর্মের বিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয় সদ্ধর্মের স্থিতি, অবিনাশ ও অন্তর্ধানের কারণ হইয়া থাকে। কি কি? বচনের যথার্থ প্রকাশ ও অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা। যদি ভুল বচনের যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটে তবে অর্থ ব্যাখ্যাও হয় সঠিক। ভিক্ষুগণ, এই কারণে এই দুই বিষয় সর্দ্ধমের স্থিতি, অবিনাশ ও অর্ন্তধানের কারণ হইয়া থাকে।'

৩। বাল বর্গ

(১) হে ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি মূর্খ। কে কে? যে নিজের দোষ দেখে না এবং যে অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি মূর্খ। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন জ্ঞানী, কে কে?- যে নিজে নিজের দোষ দেখে এবং যে অন্য দোষ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন জ্ঞানী।

(২) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। কে কে? ঈর্ষাপরায়ণ দুষ্ট লোক এবং তাহার ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। এই দুইজন তথাগতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে।

(৩) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভুল প্রতীয়মান করে। কে কে? তথাগত যাহা কখনও বলেন নাই এইরূপ উক্তি তথাগতের বলিয়া যে দাবী করে এবং তথাগতের ভাষিত ও আলাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বলিয়া যে দাবী করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভুল প্রতীয়মান করে।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে না। কে কে? যে তথাগতের অভাষিত অনালাপিত বিষয়কে তথাগতের অভাষিত অনালাপিত বিষয় দাবী করে এবং তথাগতের ভাষিত আলাপিত বিষয়কে তথাগতের ভাষিত আলাপিত বিষয় বলিয়া দাবী করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে না।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভুল প্রতিপন্ন করে। কে কে? যে সূত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজন যে ব্যক্তি তাহা ব্যাখ্যাত বলিয়া দাবী করে এবং যে ব্যক্তি ব্যাখ্যাত সূত্রের ব্যাখ্যা দাবী করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভুল প্রতিপন্ন করে।

(৬) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতের ভুল প্রতিপন্ন করে না। কোন্ দুইজন? যে ব্যক্তি অব্যাখ্যাত সূত্রকে ব্যাখ্যা বলিয়া এবং ব্যাখ্যাত সূত্রের ব্যাখ্যা দাবী করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন তথাগতকে ভুল প্রতিপন্ন করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭) ভিক্ষুগণ, অপ্রকাশ্যে কৃত কর্মের দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত নরক এবং তির্য্যগ যোনিতে জন্ম লাভ; প্রকাশ্যে কৃত কর্মের দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত-দেব বা মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ।

(৮) ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তির দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত-নরকে বা তির্য্যগ যোনিতে পুনর্জন্ম প্রাপ্তি; ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত-দেব বা মনুষ্য হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ। ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের দ্বিবিধ গতি প্রতীক্ষিত-নরকে বা তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম লাভ। ভিক্ষুগণ, শীলবানের (নীতিবানের) দ্বিবিধ গতি প্রত্যাশিত-দেব বা মনুষ্যত্ব লাভ।

(৯) ভিক্ষুগণ, আমি দ্বিবিধ ফল লক্ষ্য করিয়া একাকী অরণ্যে নির্জন বাসে প্রবৃত্ত হই। সেইগুলি কি কি? ইহ জীবনে স্বচ্ছ সুখে বিহরণের পথ দর্শন করিয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া। ভিক্ষুগণ, আমি এই দ্বিবিধ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াই একাকী অরণ্যে নির্জন বাসে প্রবৃত্ত হই।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ অবস্থা বিদ্যাভাগীয় (বিদ্যায় এই দ্বিবিধ অবস্থা বিদ্যমান) কি কি? শমথ (শান্ত) এবং বিদর্শন (অন্তর্দর্শন)। শমথ (শান্তভাব) ভাবিত (অনুশীলিত) হইলে কি লাভ ঘটে? চিত্ত (মন) পরিশীলিত হয়। চিত্ত ভাবিত হইলে কি লাভ হয়? সর্বপ্রকার রাগ (লালসা) বিদূরিত হয়। ভিক্ষুগণ, বিদর্শন পরিশীলিত হইলে কি লাভ হয়- প্রজ্ঞা (অর্ন্তদৃষ্টি) অনুশীলিত হয়। প্রজ্ঞা ভাবিত হইলে কি লাভ ঘটে? সর্ব প্রকার অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) বিদূরিত হয়। ভিক্ষুগণ, রাগ (কাম বাসনা) প্রদুষ্ট চিত্ত বিমুক্ত হয় না বা অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রজ্ঞা পরিশীলন করা যায় না। ভিক্ষুগণ, এই রাগবিরাগই (কাম বিরতিই) প্রকৃত পক্ষে চিত্ত বিমুক্তি; অবিদ্যাবিরাগই (অজ্ঞানতা অবসানই) প্রজ্ঞাবিমুক্তি।'

৪। সমচিত্ত (শান্ত চিত্ত) বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অসৎপুরুষ ও সৎপুরুষের শর্ত দেশনা করিব। তোমরা তাহা শ্রবণ কর। আমি ভাষণ করিতেছি, তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।' 'হাঁ, প্রভু', বলিয়া ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ 'অসৎপুরুষ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ অকৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকার করে না। এই অকৃতজ্ঞতাই বিস্মৃতিশীলতা, অসৎপুরুষোচিত, অকৃতজ্ঞতাই, উপকার অস্বীকারই ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সাধু (সৎ) ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহার প্রতি কৃত উপকার স্মরণ করে। ভিক্ষুগণ, এই কৃতজ্ঞতা, উপকার স্মরণ সাধুজনোচিত। কৃতজ্ঞতা এবং উপকার স্মরণই ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের প্রধান লক্ষণ।'

(২) 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব যাহাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঋণ পরিশোধ করা যায় না। সেই দুইজন কে কে? মাতা এবং পিতা। যদি কেহ মাতাকে এক স্কন্ধে এবং পিতাকে অপর স্কন্ধে নিয়া বহন করে এবং ঐ অবস্থায় তাহাদের স্নান সমাপন, গাত্রমর্দন, এমনকি এমতাবস্থায় মলমূত্রাদি নিঃসরণ করায় এবং এই অবস্থায় শত বৎসর হয়, শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে তথাপি তাহার দ্বারা মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, যদি সেই ব্যক্তি মাতাপিতাকে পৃথিবীর আধিপত্য দান করিয়া বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী করে তথাপিও মাতাপিতার ঋণ ছেলেমেয়ের পক্ষে শোধ করা সম্ভব হইবে না। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ, মাতাপিতা তাঁহাদের ছেলে-মেয়ের জন্য অনেক কিছু করেনঃ তাহাদিগকে লালন পালন, ভরণ-পোষণ নির্বাহ এবং জগতে যোগ্য হিসাবে গড়িয়া তোলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি মাতাপিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিয়া সৎ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, দুঃশীল মাতাপিতাকে উদ্দীপিত করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত করে, কৃপন মাতাপিতাকে দানে প্রতিষ্ঠিত করে, অজ্ঞানী মাতাপিতার অন্তরে জ্ঞানের শিখা প্রদীপ্ত করিতে পারে, একমাত্রই সেই ব্যক্তিই মাতা-পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং মাতাপিতার প্রতি ততোধিক করণীয় কার্য সম্পন্ন করে।

(৩) তৎপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শনে আসিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ তথাগতকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'মাননীয় গৌতম কোন্‌বাদী (দৃষ্টিযুক্ত) এবং কিসের ঘোষক?' 'কর্মবাদী এবং অকর্মবাদী, ব্রাহ্মণ।' 'মাননীয় গৌতম, ক্রিয়াবাদী (কর্মবাদী) এবং অক্রিয়াবাদী (অকর্মবাদী) কিরূপ?' 'ব্রাহ্মণ, আমি অক্রিয়াবাদকে এইরূপ ঘোষণা করিঃ ব্রাহ্মণ, আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিবিধ পাপ অকুশল (অহিতকর) কার্যকে অক্রিয়াবাদ-রূপে ঘোষণা করি। ব্রাহ্মণ, আমি ক্রিয়াবাদকে এইরূপে সমর্থন করিঃ কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিবিধ উত্তম, কুশল কার্যকে ক্রিয়াবাদরূপে ঘোষণা করি। ব্রাহ্মণ, আমি ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদকে এইরূপেই ঘোষণা করি।' মাননীয় গৌতম, অতি উত্তম! অতি উত্তম! মাননীয় গৌতম, আজ হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত .... উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।'

(৪) তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। .... ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া .... এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'ভন্তে, জগতে দানের যোগ্য কতজন লোক আছেন এবং কিরূপ পাত্রে দান দিতে হয়?' 'হে গৃহপতি, জগতে দানের যোগ্য দুইজন-শেখ (শিক্ষার্থী) এবং অশেখ (পারদর্শী)।' 'হে গৃহপতি, জগতে এই দুইজন দানের যোগ্য এবং তাহাদেরই দান দেওয়া উচিত।' ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা বলিলেন। এইরূপ বলিয়া সুগত আরও বলেনঃ 'ইহলোকে শেখ (স্রোতাপত্তি প্রাপ্ত মার্গ হইতে অরহৎ মার্গ পর্যন্ত যিনি লাভ করিয়াছেন) ও অশেখ (অরহৎ ফল লাভী) আহ্বানের যোগ্য, দানের যোগ্য। তাঁহারা কায়, বাক্য ও মনে সৎ হইয়া বিচরণ করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল লাভ হয়।'

(৫) এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতার নির্মিত প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ 'আবুসো (বন্ধু) ভিক্ষুগণ!' 'হাঁ, শ্রদ্ধেয় বন্ধু', ভিক্ষুগণ সারিপুত্রকে উত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র এইরূপ বলিলেনঃ 'আমি আপনাদিগকে শিক্ষা দিব কে আভ্যন্তরীণ (অন্ত সম্পর্কিত) সংযোজনে (বন্ধনে) আবদ্ধ এবং কে বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ। আপনারা ইহা শ্রবণ করুন। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। আমি ভাষণ করিতেছি।' 'হাঁ, বন্ধু', ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে উত্তর দিলেন। তখন তিনি বলিলেনঃ 'কোন্ ব্যক্তি আভ্যন্তরীণ সংযোজনে (শৃঙ্খলে) আবদ্ধ?' আবুসো, ভিক্ষু শীলবান হয় (নৈতিক জীবন যাপন করে) এবং প্রাতিমোক্ষে সংবর সংবৃত (বিনয়ের শীলসমূহ দ্বারা সংযত) হইয়া বাস করে, আচার গোচর সম্পন্ন (যথাযথ আচরণ অনুসরণে পারদর্শী), সামান্য দোষেও বিপদ দেখে। সে নৈতিক বিধান সমূহ গ্রহণ করে। তথা হইতে চ্যুত হইয়া সে এইখানে প্রত্যাগমন করে। তাহাকে আভ্যন্তরীণ এক সংযোজনাবদ্ধ ব্যক্তিরূপে অভিহিত করা হয় যে পার্থিব জগতে প্রত্যাগমন করে। বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ পুদ্গল (ব্যক্তি) কিরূপ? বন্ধু, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং সংযমের নৈতিক বিধিসমূহে সংযত হয়, যথাযথ আচরণ অনুশীলনে পারদর্শী হয়। সামান্য দোষেও ভয়দর্শী হয়। সে নৈতিক বিধিসমূহ গ্রহণ ও তদনুরূপ নিজেকে পরিচালিত করে। সে কোন এক শান্ত চিত্ত বিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করে। মৃত্যুর পর সে কোন এক দেব সম্প্রদায়ে পুনর্জন্ম লাভ করে। তথা হইতে চ্যুত হইয়া সে অনাগামী হয় (এই পার্থিব বিষয়ে আগমন করে না) তাহকে "বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ পুদ্গল হিসাবে অভিহিত করা হয় যে এইখানে প্রত্যাগমন করে না।" পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং সংযমের নৈতিক বিধিসমূহে সংযত হয়, যথাযথ আচরণ অনুশীলনে পারদর্শী হয়। সামান্য দোষেও ভয়দর্শী হয়। সে নৈতিক বিধিসমূহ গ্রহণ ও তদনুরূপ নিজেকে পরিচালিত করে। সে কামের প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ (অনুরাগহীন) এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নিরোধ পারদর্শী হয়। সে ভবের (জন্ম লাভের) প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ ও ভবের (কামভব, অরূপভব) নিরোধ সাধনে পারদর্শী হয়। সে তৃষ্ণার ক্ষয়ে পারদর্শী ও লোভ ক্ষয়ে দক্ষ হয়। দেহান্তে সে কোন এক দেব সম্প্রদায়ে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। সে তথা হইতে চ্যুত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাগামী হয়, এইখানে আগমন করে না। আবুসো, তাহাকে "বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ অনাগামী পুদ্গালরূপে অভিহিত করা হয় যে এইখানে পুনরাগমন করে না।" অতঃপর সমচিত্ত (শান্তচিত্ত) অনেক সংখ্যক দেবতা ভগবান যেইখানে ছিলেন তথায় উপনীত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করতঃ এক প্রান্তে স্থিত হন। এক প্রান্তে স্থিত দেবতাগণ ভগবানকে বলেনঃ 'ভন্তে, শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র মিগার মাতার প্রাসাদে ভিক্ষুগণকে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেছেন। ভন্তে, পারিষদ আনন্দিত। ভন্তে ভগবান, তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যদি শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে দর্শনে যান তাহা খুব উত্তম হয়। ভগবান তুষ্ণীভাবে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন একজন বলবান ব্যক্তি যেইভাবে বাঁকানো হাত সম্প্রসারিত করে ও সম্প্রসারিত বাহু বাঁকা করে তদ্রূপ ভগবান জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া পূর্বারামে মিগার মাতার প্রাসাদে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহার জন্য প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বলিলেনঃ 'এক বিশাল সংখ্যক প্রশান্ত চিত্ত দেবতা আমি যেথায় ছিলাম তথায় উপস্থিত হয়, উপস্থিত হইয়া আমাকে বন্দনা করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়ায়। এক প্রান্তে স্থিত সেই দেবতাগণ আমাকে বলেঃ "ভন্তে, শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র পুর্বারামে মিগার মাতার প্রাসাদে ভিক্ষুগণকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংযোজনাবদ্ধ পুদ্গাল সম্পর্কে শিক্ষা দিতেছেন। ভন্তে, পারিষদ আনন্দিত। ভন্তে, আপনি যদি অনুকম্পা পরবশ হইয়া সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হন তাহা খুব উত্তম হয়।" সারিপুত্র, সেই দেবগণ যদিও সংখ্যায় দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট তথাপি তাহারা পরস্পরকে বাঁধা না দিয়া এক ছিদ্র পরিমিত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। সারিপুত্র, তুমি চিন্তা করঃ নিশ্চয়ই অদূরবর্তী দেবলোকের দেবতাদের চিত্ত ইহা অর্জনে ভাবিত হইয়াছে যাহার ফলে যদিও সেই দেবগণ সংখ্যায় দশ বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট তথাপি তাহারা পরস্পরকে বাঁধা না দিয়া এক ছিদ্র পরিমিত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু সারিপুত্র, তুমি ইহাকে এইরূপ দেখিবে না। সারিপুত্র, এইখানেই (শাসনে বা মনুষ্য লোকে) তাহাদের চিত্ত ইহা অর্জনে ভাবিত (বশীভূত) হইয়াছে যাহার ফলে সেই দেবগণ যদিও সংখ্যায় দশ স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। অতএব, সারিপুত্র, তোমরা নিজেরা এইরূপ শিক্ষা করঃ "আমরা শান্ত ইন্দ্রিয় এবং শান্ত চিত্ত হইব।" সারিপুত্র, তোমরা এইভাবেই শিক্ষা করিবে। প্রকৃত পক্ষে সারিপুত্র, যাহারা এইরূপ শান্ত ইন্দ্রিয়, শান্ত চিত্ত তাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মও শান্ত হইবে। সারিপুত্র, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্যঃ "আমরা আমাদের সতীর্থদের ন্যায়ের পথে শান্ত কায়িক কর্ম, শান্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাচনিক কর্ম, শান্ত মানসিক কর্ম, শান্ত উপহার দিব।" সারিপুত্র, তোমরা এইরূপ শিক্ষা করিবে। সারিপুত্র, যে সকল ভিন্ন মতবাদী পরিব্রাজক এই ধর্ম পর্য্যায় (ধর্ম শিক্ষা) শ্রবণ করে নাই তাহারা পরাভূত।'

আমি শ্রবণ করিয়াছিঃ এক সময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ন কর্দম হ্রদের তীরে বরণায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আরামদণ্ড নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যেইখানে শ্রদ্ধেয় মহাকচ্চায়ন ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেনঃ আয়ুষ্মান কচ্চায়ন, কি কারণে, কেন ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে বিবাদ করে? কাম-বন্ধন, কামের প্রতি লোভ, ইন্দ্রিয়াসক্তি হেতু ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে বিবাদ করে।' 'বন্ধু কচ্চায়ন, কি হেতু শ্রমণ শ্রমণের সাথে বিবাদ করে?' 'দৃষ্টি রাগের প্রতি বন্ধন, লোভ, আসক্তি হেতু।' 'কিন্তু বন্ধু কচ্চায়ন, জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি যিনি এই কামবন্ধন, কামলোভ, কামাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন দৃষ্টি রাগের প্রতি বন্ধন, লোভ, আসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন?' 'হাঁ ব্রাহ্মণ আছেন।' 'তাহা হইলে বন্ধু কচ্চায়ন, বলুন তাঁহারা কে?' 'ব্রাহ্মণ, পূর্ব জনপদে (পূর্ব জিলায়) শ্রাবস্তী নামে এক নগর আছে। তথায় এখন ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বাস করিতেছেন। সেই ভগবান কামবন্ধন, কামের প্রতি লোভ, ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং দৃষ্টির প্রতি বন্ধন, লোভ, আসক্তি এই দুই অতিক্রম করিয়াছেন।' এই কথায় ব্রাহ্মণ আরামদণ্ড আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া ডান হাঁটু মাটিতে স্থাপন করিয়া ভগবানের প্রতি অঞ্জলীবদ্ধ হইয়া তিনবার উদান (উচ্ছ্বাস) ব্যক্ত করেনঃ 'ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে প্রণাম যিনি কামবন্ধন, কামের প্রতি লোভ, কামাসক্তি, দৃষ্টিবন্ধন, দৃষ্টির প্রতি লোভ, দৃষ্ট্যনুরাগ অতিক্রম করিয়াছেন।' 'বন্ধু কচ্চায়ন, অদ্ভূত। আশ্চর্য! যেমন কেহ অধোমুখীকে উর্দ্ধমুখী করে, আবৃতকে করে অনাবৃত, বিপথগামীকে করে পথ-দর্শন, অন্ধকারে দেখায় আলো যাহাতে চক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ বন্ধু কচ্চায়ন কর্তৃক বিভিন্নভাবে ধর্ম প্রকাশিত। বন্ধু কচ্চায়ন, আমি এখন সেই ভগবান গৌতমের, ধর্ম ও ভিক্ষু সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। মহানুভব কচ্চায়ন, আমাকে আজ হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

(৭) এক সময় আয়ুষ্মান কচ্চায়ন মধুরার গুন্দবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ কণ্ডুরায়ন মহাকচ্চায়নের স্থানে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান কচ্চায়নের সাথে সম্মানজনক সম্ভাষণের পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপস্থিত ব্রাহ্মণ কণ্ডুরায়ন শ্রদ্ধেয় মহাকচ্চায়নকে এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলেনঃ- মহাশয় কচ্চায়ন, আমি এইরূপ শুনিয়াছি-শ্রমণ কচ্চায়ন জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, জীবনের অন্তিম প্রান্তে উপনীত ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করেন না কিংবা প্রত্যুত্থান করিয়া কিংবা সম্ভাষণ কিংবা আসন গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন না। মহামান্য কচ্চায়নের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। তিনিও জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, জীবনের অন্তিম প্রান্তে উপনীত ব্রাহ্মণকে অভিবাদন প্রত্যুত্থান বা আসন গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।' 'হে ব্রাহ্মণ, ভগবান যিনি অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক তারুণ্য ও বার্দ্ধক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞাত ও দৃষ্ট। যদিও একজন ব্রাহ্মণ অশীতিপর বৃদ্ধ, নব্বই, শতবৎসর বয়স্ক তথাপি তিনি যদি কামরত, কাম মধ্যে বাস করেন, কাম পরিদাহে দগ্ধ হন, কাম চিন্তার শিকার হন, কাম সেবনের উৎসুক হন তাহা হইলে তিনি মূর্খ হিসেবে বিবেচিত হন। অপর পক্ষে একজন ব্রাহ্মণ যদিও যুবক, একেবারে কিশোর, কৃষ্ণ ভ্রমর সদৃশ, যৌবন সুখে সুখী, তরুন তথাপি তিনি যদি কামবিরত হন, কাম পরায়ণ হইয়া বাস না করেন, কামদাহে দগ্ধ না হন, কামচিন্তার শিকার না হন তাহা হইলে তিনি পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।' এইরূপ বর্ণিত হইলে ব্রাহ্মণ কণ্ডরায়ন আসন হইতে উঠিয়া উত্তরাসংঘ একাংশ করিয়া মস্তক দ্বারা যুবক ভিক্ষুগণের পাদে বন্দনা করিলেন। 'আপনার অর্চনা বৃদ্ধলোকের, বৃদ্ধ লোকের স্থিতির। আমি একজন যুবক এবং আমার অর্চনা যৌবনের স্থায়িত্বের।' 'শ্রদ্ধেয় কচ্চায়ন, চমৎকার! চমৎকার! যেমন কেহ অধোমুখীকে উর্দ্ধমুখী .... (পূর্ববৎ) ... শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

(৮) 'ভিক্ষুগণ, যখন চোরেরা শক্তিশালী ও রাজাগণ দুর্বল হন তখন রাজাদের পক্ষে সীমান্তবর্তী নগরে বা কাছাকাছি যাওয়া ও পরিদর্শন করা সহজ নহে; ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের পক্ষেও বাহির হওয়া, বাহিরের কর্ম পরিদর্শন সহজ হয় না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, ভ্রষ্ট ভিক্ষুগণ যখন শক্তিশালী হয় তখন সংযতাচারী ভিক্ষুগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। এই সময় সংযতাচারী ভিক্ষুগণ সংঘ মধ্যে ভয়ে জড়সড় হন, নীরব থাকেন অথবা সীমান্তবর্তী জনপদে (নগরে) সরিয়া পড়েন। ভিক্ষুগণ, ইহাতে বহু লোকের অহিত বহুজনের অশান্তি, দেবমনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের হেতু হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন রাজাগণ শক্তিশালী হন চোরেরা তখন দুর্বল হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় রাজাদের পক্ষে বাহিরে যাওয়া, ভ্রমণ করা বা নগর পরিদর্শন করা সহজ হয়। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের পক্ষে বাহিরে গমন করা, ভ্রমণ করা এবং বাহিরের কর্ম পরিদর্শন করা সহজ হয়। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যখন সংযতাচার ভিক্ষুগণ শক্তিশালী হন, তখন ভ্রষ্ট ভিক্ষুগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় দুরাচার ভিক্ষুগণ সংঘমধ্যে নীরব থাকে, নির্বাক থাকে অথবা বিভিন্ন পথে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভিক্ষুগণ, ইহাতে বহুলোকের মঙ্গল,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুজনের সুখ, বহুজনের অর্থ, দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখ লাভ হয়।

(৯) ভিক্ষুগণ, আমি দুইজন গৃহী এবং প্রব্রজিতের মিথ্যা আচার প্রশংসা করি না। মিথ্যায় প্রতিপন্ন হইলে গৃহী বা প্রব্রজিত কেহই তাহাদের ভ্রান্ত আচরণ হেতু সত্যপথ, সত্যধর্ম ও কুশল লাভ করিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, আমি গৃহী বা প্রব্রজিত এই দুই জনের সদাচরণ প্রশংসা করি। সত্যে পতিপন্ন হইলে গৃহী এবং প্রব্রজিত উভয়ের সত্য পথ, সত্য ধর্ম ও কুশল লাভ করিতে পারে।

(১০) ভিক্ষুগণ, অক্ষরানুযায়ী সূত্রের ভুল অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিলে বহু লোকের অহিত, অশান্তি, অনর্থ, দেব মনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাতে ভিক্ষুগণের অপুণ্য লাভ হয় এবং সদ্ধর্মের অন্তর্ধানের কারণ হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষু অক্ষর ও তাৎপর্য অনুসারে যথাযথ ভাবে সূত্রের অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে তদ্বারা সেই ভিক্ষুগণ, বহু লোকের হিত, শান্তি লাভ, দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখের কারণ হয়। অধিকন্তু এইরূপ ভিক্ষুগণ, বহু পুণ্যের ভাগী হয় এবং সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে।'

৫। পরিষদ বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কি কি? অগভীর পরিষদ ও গভীর পরিষদ। অগভীর পরিষদ কিরূপ? যেই পরিষদের ভিক্ষুগণ উদ্ধত, অলস, চঞ্চল, কর্কশভাষী, অসংযতবাক্, স্মৃতিহীন, অস্থির, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত (খামখেয়ালী), অসংযতেন্দ্রিয় তাহাকে অগভীর পরিষদ বলে। ভিক্ষুগণ, গভীর পরিষদ কিরূপ? যেই পরিষদের ভিক্ষুগণ অনুদ্ধত, অনলস, মিষ্ট ভাষী, সংযতবাক্, স্মৃতিমান, সুস্থির, সমাহিত, একাগ্রমনা, সংযতেন্দ্রিয় এই পরিষদ গভীর পরিষদ নামে অভিহিত। এই দুই পরিষদের মধ্যে গভীর পরিষদ শ্রেষ্ঠ।

(২) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দ্বিবিধ। কি কি? গরমিল পরিষদ এবং সমিল পরিষদ। ভিক্ষুগণ, গরমিল পরিষদ কেমন? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ঝগড়াপ্রিয়, কলহপ্রিয়, বিবাদপ্রিয়, একে অন্যকে বাক্যবাণে আহত করে এই পরিষদ গরমিল পরিষদ নামে অভিহিত। অপরপক্ষে সমিল পরিষদ কিরূপ, ভিক্ষুগণ? যেই পরিষদের ভিক্ষুগণ, একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, বিনীত, বিবাদবিহীন, মিশ্রিত দুগ্ধজল সদৃশ, একে অন্যকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করে এই পরিষদ সমিল (সমগ্র) পরিষদ হিসাবে আখ্যায়িত। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। এই দুই পরিষদের মধ্যে সমিল পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

(৩) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দ্বিবিধ কি কি? মহৎ, অমহৎ (উত্তম অধম)। ভিক্ষুগণ, মহৎ পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের স্থবির ভিক্ষুগণ বিলাস-প্রিয়, লম্পট ও পাপাসক্ত নহে, নির্জনতা অপরিত্যাগী, অলব্ধ বিষয় লাভের জন্য চেষ্টাশীল,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপ্রত্যক্ষকৃত (অজানা) বিষয় প্রত্যক্ষণের জন্য চেষ্টিত সেই পরিষদ মহৎ পরিষদ নামে কথিত। ভিক্ষুগণ, অমহৎ (অধম) পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের স্থবির ভিক্ষুরা লম্পট, পাপাসক্ত, নির্জনতা পরিত্যাগ করে, অলব্ধ বিষয় লাভের ব্যাপারে অচেষ্টিত, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য তাহাদের পরবর্তী বংশধরও তাহাদের মতের উপর নির্ভরশীল, তাহারাও লম্পট ..... উপলব্ধির জন্য অচেষ্টিত এই পরিষদ অমহৎ পরিষদ নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পরিষদের মধ্যে মহৎ পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ বলিয়া পরিগণিত।

(৪) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কি কি? আর্য এবং অনার্য পরিষদ। ভিক্ষুগণ, অনার্য পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা প্রকৃতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে, ইহা দুঃখ, ইহ দুঃখ সমুদয় (দুঃখ উৎপত্তির কারণ), ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিরোধের উপায়) এই পরিষদ অনার্য পরিষদ নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, আর্য পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করে যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়, এই পরিষদ আর্য পরিষদ নামে অভিহিত। এই দুই প্রকারই পরিষদ। ভিক্ষুগণ, এই দুই পরিষদের মধ্যে আর্য পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ হিসাবে গণ্য।

(৫) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কি কি? আবর্জনা (অসার) পরিষদ ও সার (মণ্ড) পরিষদ। ভিক্ষুগণ, আবর্জনা পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ইচ্ছার পথ (হীন অর্থে) অনুসরণ করে ঈর্ষা, মোহ এবং ভয়ের পথ অনুসরণ করেন সেই পরিষদ আবর্জনা পরিষদ হিসাবে পরিচিত। সার পরিষদ কিরূপ ভিক্ষুগণ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ইচ্ছা, বিদ্বেষ, মোহ এবং ভয়ের পথ অনুসরণ করে না সেই পরিষদ সার পরিষদ নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকারই পরিষদ। এই দুইয়ের মধ্যে সার পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

(৬) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কি কি? তর্জন-গর্জনে অভিজ্ঞ পরিষদ, প্রশ্নানুসন্ধানে নহে, প্রশ্নানুসন্ধানে শিক্ষিত পরিষদ, তর্জন-গর্জনে নহে। ভিক্ষুগণ, তর্জন-গর্জনে শিক্ষিত, প্রশ্নানুসন্ধানে নহে পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা তথাগত-ভাষিত গভীর, গম্ভীর অর্থপূর্ণ, লোকোত্তর (ইন্দ্রিয়াতীত), শূন্যতাযুক্ত (কিছুই না, শূন্য) সূত্র যখন আবৃতি করা হয় তাহা শ্রবণ করে না, শ্রবণে মনোযোগ দেয় না, উপলব্ধি করার চিত্ত উৎপাদন করে না, শিক্ষা এবং আয়ত্ত করা যায় বলিয়া বিবেচনা করে না; কিন্তু যখন কবি-কণ্ঠে তাল ও লয়যুক্ত ধ্বনি, বাহ্যিক ধর্মের অনুসারীদের উচ্চারিত বিষয় যখন আবৃত্তি করা হয় তাহাতে তাহারা মনোযোগ দেয়, শ্রবণ করে, উপলব্ধি করার মত চিত্ত উৎপাদন করে, শিক্ষা ও আয়ত্ত করা যায় বলিয়া মনে করে, যখন তাহারা তাহা আয়ত্ত করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফেলে ইহা সম্পর্কে কেহ কাহাকেও কোন প্রশ্ন করে না, আলোচনা করে নাঃ "ইহা কি? ইহার অর্থ কি?" যেহেতু তাহারা অব্যক্ত উন্মোচিত করে না কিংবা অব্যাখ্যাত বিষয়ের ব্যাখ্যাও করে না কিংবা সন্দেহমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে না। এই পরিষদ তর্জন-গর্জনে অভিজ্ঞ কিন্তু অনুসন্ধানে নহে বলিয়া পরিচিত। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের পরিষদ অনুসন্ধানাভিজ্ঞ, তর্জন-গর্জনে নহে? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা কবিকণ্ঠে উচ্চারিত তাল ও লয়যুক্ত ধ্বনি, বাহ্যিক ধর্মের অনুসারীদের উচ্চারিত বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, শ্রবণ করে না, উপলব্ধি করার মত চিত্ত উৎপাদন করে না, শিক্ষা ও আয়ত্ত করা যায় বলিয়া ধারণ করে না কিন্তু তথাগত ভাষিত গভীর, অর্থপূর্ণ, লোকোত্তর, শুন্যতাযুক্ত সূত্র আবৃত্তি করা হইলে মনোযোগ আকর্ষণ করে, উপলব্ধি করার মত চিত্ত উৎপন্ন করে, শিক্ষা ও আয়ত্ত করা যায় বলিয়া বিবেচনা করে এবং যখন তাহারা তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলে তখন ইহা সম্পর্কে একে অপরকে প্রশ্ন করে, এইরূপ আলোচনা করেঃ "ইহা কি? ইহার তাৎপর্য কি?" এইরূপে তাহারা অপ্রকাশিত বিষয় প্রকাশিত করে, অব্যাখ্যাত বিষয় ব্যাখ্যা করে এবং ধর্ম সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহ বিদূরীত করে এইরূপ পরিষদ অনুসন্ধানভিজ্ঞ, তর্জন-গর্জনে নহে পরিষদ বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার পরিষদের মধ্যে পরবর্তী পরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পরিষদ । কি কি? কামাসক্ত পরিষদ, সদ্ধর্মের সম্মানকারী নহে; সদ্ধর্মের সম্মানকারী পরিষদ, কামাসক্ত নহে। ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্মের সম্মানকারী নহে, কামাসক্ত পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা সাদাবস্ত্র পরিহিত গৃহীদের সম্মুখে এই বলিয়া এক অপরকে প্রশংসা করে- "এইরূপ ভিক্ষু উভয় পথে মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু কায়িক সাক্ষ্য দ্বারা মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু দৃষ্টি দ্বারা মুক্ত হন, এইরূপ ভিক্ষু ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে মুক্ত হন, অমুক শীলবান এবং কল্যাণ ধর্ম পরায়ণ হয়।" তাহারা তাহা লাভ করিয়া গ্রথিত, মুর্চ্ছিত, সমাপন্ন হয়, ভয় দর্শন করে না এবং তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার পরিষদ সদ্ধর্মের সম্মানকারী নহে, কামাসক্ত পরিষদ। ভিক্ষুগণ, কিরূপ পরিষদ সদ্ধর্মের সম্মানকারী, কামনার নহে? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা সাদাবস্ত্র পরিহিত গৃহীদের সম্মুখে এই বলিয়া একে অপরকে প্রশংসা করে- "অমুক ভিক্ষু উভয় পথে মুক্ত, অমুক প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্ত, অমুক কায় সাক্ষ্য দ্বারা মুক্ত, অমুক দৃষ্টি দ্বারা মুক্ত; অমুক শ্রদ্ধা দ্বারা মুক্ত, অমুক ধর্মানুসারী, অমুক শ্রদ্ধানুসারী, অমুক শীলবান কল্যাণ ধর্ম পরায়ণ, অমুক দুঃশীল।" তাহারা তাহা লাভ করিয়া, তাহা করিয়া, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া লোভাভিভূত হয় না, আসক্ত হয় না, ভয় দর্শন করে এবং পরিত্রাণের পথ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার জ্ঞাত। এই প্রকার পরিষদ ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্মের সম্মানকারী, কামনার নহে। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। এই দুই পরিষদের মধ্যে পরবর্তী পরিষদই শ্রেষ্ঠ।

(৮) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কি কি? বিষম এবং সম পরিষদ। ভিক্ষুগণ, বিষম পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা অধর্ম-কর্ম (নীতিহীন কর্ম) প্রবর্তন করে, ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে, বিনয় কর্ম পরিবর্তন করে না, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে, ধর্মকর্ম অদীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে না-এই পরিষদ বিষম (অসম) পরিষদ বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, অধর্মকর্মের প্রবর্তন, ধর্মকর্মের অপ্রবর্তন, অবিনয় কর্মের প্রবর্তন, বিনয়কর্মের অপ্রবর্তন, অধর্মকর্ম দীপ্ত, ধর্মকর্ম অদীপ্ত, অবিনয়কর্ম দীপ্ত বিনয়কর্ম অদীপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা অসম পরিষদ হিসাবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, সমপরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে, অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে না-এই পরিষদ সম (সোজা) পরিষদ নামে খ্যাত। ভিক্ষুগণ, সমপরিষদ ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় ধর্ম দীপ্ত করে না। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এইরূপ দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পরিষদের মধ্যে সমপরিষদই শ্রেষ্ঠ পরিষদ।

(৯) ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই দুই প্রকার। কি কি? অধার্মিক পরিষদ ও ধার্মিক পরিষদ। ভিক্ষুগণ, অধার্মিক পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা অধর্ম-কর্ম (নীতিহীন কর্ম) প্রবর্তন করে, ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে, বিনয় কর্ম পরিবর্তন করে না, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে, ধর্মকর্ম অদীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে না- এই পরিষদ বিষম (অসম) পরিষদ বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, অধর্মকর্মের প্রবর্তন, ধর্মকর্মের অপ্রবর্তন, অবিনয় কর্মের প্রবর্তন, বিনয়কর্মের অপ্রবর্তন, অধর্মকর্ম দীপ্ত, ধর্মকর্ম অদীপ্ত, অবিনয়কর্ম দীপ্ত বিনয়কর্ম অদীপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা অসম পরিষদ হিসাবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ,ধার্মিক পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে, অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় কর্ম দীপ্ত করে না- এই পরিষদ সম (সোজা) পরিষদ নামে খ্যাত। ভিক্ষুগণ, সমপরিষদ ধর্মকর্ম প্রবর্তন করে অধর্মকর্ম প্রবর্তন করে না, বিনয়কর্ম প্রবর্তন করে, অবিনয় কর্ম প্রবর্তন করে না, ধর্মকর্ম দীপ্ত করে, অধর্মকর্ম দীপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে না, বিনয় কর্ম দীপ্ত করে, অবিনয় ধর্ম দীপ্ত করে না। ভিক্ষুগণ, পরিষদ এইরূপ দুই প্রকার, এই দুই পরিষদের মধ্যে ধার্মিক পরিষদ শ্রেষ্ঠ।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ-পরিষদ। কি কি? অধর্ম (অন্যায়) বাদী ও ধর্ম (ন্যায়) বাদী। ভিক্ষুগণ, অধর্ম বাদী পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুরা বিধিসম্মত বা বিধি বিগর্হিত ঝগড়া করে, ঝগড়া করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করে না, ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরম্পর মিলিত হয় না, একে অপরকে তুষ্ট করে না, তদ্রূপ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, পরম্পর পরম্পরকে অবহিত করে না, তুষ্ট করে না, ঝগড়া পরিত্যাগে অস্বীকার করিয়া তাহার স্ব স্ব মতে অটুট থাকে, অধিকতর একগুঁয়ে হইয়া পড়ে এবং বলে- "ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা"- এই পরিষদ অধর্মবাদী পরিষদ হিসাবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, ধর্মবাদী পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুরা বিধিসম্মত বা বিধিবর্হিভূত বিষয়ে ঝগড়া করে না, ঝগড়া করিলেও পরম্পর পরম্পরকে অবহিত করে, ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরম্পর মিলিত হয়, একে অপরকে তুষ্ট (শান্ত) করে, তদ্রূপ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পরম্পরকে অবহিত করণে, ঝগড়া পরিত্যাগে দোষ স্বীকার দ্বার স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করিয়া সরলতা প্রকাশ করে এবং বলে না- "এইটাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা,"- এই প্রকার পরিষদ ন্যায়বাদী পরিষদ বলিয়া পরিচিত, ভিক্ষুগণ, এইরূপ দ্বিবিধ পরিষদ। এই দ্বিবিধ পরিষদের মধ্যে বর্ণবাদী পরিষদ শ্রেষ্ঠ পরিষদ।'

৬। পুদ্গল (ব্যক্তি) বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই ব্যক্তি জাত হন বহু ব্যক্তির হিত, বহু জনের সুখ, বহু লোকের লাভ, দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখের জন্য। দুই ব্যক্তি কে কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ এবং রাজা চক্রবর্তী। জগতে এই দুই পুদ্গল জাত হন বহু ব্যক্তির হিত, বহু জনের সুখ, বহু লোকের লাভ, দেব মনুষ্যগণের মঙ্গল ও সুখের জন্য।

(২) ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই ব্যক্তি জাত হন অসাধারণ মানুষ হিসাবে। কে কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ও রাজা চক্রবর্তী। ভিক্ষুগণ, জগতে এই দুই ব্যক্তি অসাধারণ মানুষরূপে জাত হন।

(৩) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির অন্তর্ধান বহু জনের অনুতাপের কারণ হয়। কে কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ও রাজা চক্রবর্তী। এই দুইজন পুদ্গালের মহাপ্রয়ান বহু ব্যক্তির অনুতাপের কারণ হয়।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি স্তুপ যোগ্য। কে কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ও রাজা চক্রবর্তী। ভিক্ষুগণ, এই দুই জন স্তুপ লাভের যোগ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বুদ্ধ। কে কে? তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ (যিনি নিজেও বিমুক্ত হন এবং অপরকেও মুক্ত করতে পারেন) এবং পচ্চেক বুদ্ধ (যিনি শুধু নিজে মুক্ত হন)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বুদ্ধ।

(৬) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি বজ্রের শব্দে কম্পিত হয় না। কে কে? ক্ষীণাস্রব (যে আস্রব ধ্বংস করিয়াছে) ভিক্ষু ও ভদ্র জাত হস্তী। ভিক্ষুগণ, এই দুই জন বজ্রের শব্দে কম্পিত হয় না।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি অশনিশব্দে অকম্পিত। কে কে? ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু এবং ভদ্র জাত অশ্ব। এই দুই জন অশনিশব্দে অকম্পিত।

(৮) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি অশনিশব্দে অকম্পিত। কে কে? ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু ও পশুরাজ সিংহ। এই দুই জন অশনিশব্দে অকম্পিত।

(৯) ভিক্ষুগণ, এই দুই কারণে অমনুষ্যগণ মানুষের ন্যায় ভাষণ করে না। দুই কারণ কি কি? এই ভাবিয়াঃ আমরা মিথ্যা বলিব না এবং অন্যায়ভাবে অপরকে অপবাদ দিব না। এই দুই কারণে অমনুষ্যগণ মানুষের ন্যায় ভাষণ করে না।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে স্ত্রীজাতি অতৃপ্ত ও অপূর্ণ জীবনাবসান করে । কি কি? মৈথুন (কাম) সেবন ও শিশু জন্ম দান। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে স্ত্রীজাতি অতৃপ্ত ও অপূর্ণ জীবনাবসান করে।

(১১) ভিক্ষুগণ, এখন আমি তোমাদিগকে অবৈধ সামাজিক সংশ্রব ও বৈধ সামাজিক সংশ্রব সম্পর্কে শিক্ষা দান করিব। তোমরা তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করিতেছি। সেই ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন- "অতি উত্তম ভন্তে"। ভগবান বলিলেন-ভিক্ষুগণ, অবৈধ সামাজিক সংশ্রব কিরূপ এবং অবৈধ লোক অন্যদের সাথে কি রকমে সংশ্রব করে? এই ব্যাপারে একজন স্থবির ভিক্ষু ভাবে- কোন স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম স্তরের ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা না বলুক আমিও তাঁহার সাথে কথা বলিব না। এমন কি একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার ক্ষতির অভিপ্রায়ে বলিবেন, লাভের অভিপ্রায়ে নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "না।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম এবং তিনি সঠিক আছেন দেখিয়া আমি তদ্রূপ করিতাম না। একজন মধ্যম স্তরের ভিক্ষু ও নবদীক্ষিত ভিক্ষুও ভাবেঃ কোন স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম স্তরের ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা না বলুক আমিও তাঁহার সাথে কথা বলিব না। এমন কি একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার সাথে কথা বলেন তিনি আমার ক্ষতির অভিপ্রায়ে বলিবেন, লাভের অভিপ্রায়ে নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "না।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম এবং তিনি সঠিক আছেন দেখিয়া আমি তদ্রূপ করিতাম না ভিক্ষুগণ, অবৈধ সামাজিক সংশ্রব এইরূপ এবং এইভাবেই অবৈধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোক অন্যদের সাথে মিশে। এখন বৈধ লোকের সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ এবং সে কিভাবে অন্যদের সাথে মিশে? এই ব্যাপারে একজন স্থবির ভিক্ষু ভাবেঃ কোন স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা বলিতেন আমি তাঁহার সাথে কথা বলিতাম। একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলিতেন তিনি আমার লাভের জন্য তাহা করিতেন, ক্ষতির জন্য নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "উত্তম।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম না। এবং তিনি যথাযথ আছেন দেখিয়া আমি তদনুরূপ কাজই করিতাম। মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু এবং নবদীক্ষিত ভিক্ষুও ভাবেঃ কোন স্থবির ভিক্ষু বা মধ্যম বয়স্ক ভিক্ষু বা নবদীক্ষিত আমার সাথে কথা বলিতেন আমি তাঁহার সাথে কথা বলিতাম। একজন স্থবির ভিক্ষুও যদি আমার সাথে কথা বলিতেন তিনি আমার লাভের জন্য তাহা করিতেন, ক্ষতির জন্য নহে। আমি তাঁহাকে বলিতাম "উত্তম।" আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম না। এবং তিনি যথাযথ আছেন দেখিয়া আমি তদনুরূপ কাজই করিতাম। ভিক্ষুগণ, এইরূপই বৈধ লোকের সামাজিক সংশ্রব এবং এইভাবেই বৈধ ব্যক্তি অন্যদের সাথে সংশ্রব করে।

(১২) ভিক্ষুগণ, বাদ বিবাদ উভয় পক্ষের একগুঁয়ে দৃষ্টি, অন্তরের ঈর্ষা, বিষণ্নতা এবং অসন্তুষ্ট দ্বারা ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়। ইহাতে বিবাদ দীর্ঘায়িত, তিক্ত ও মোকদ্দমায় পর্যবসিত হয়। ভিক্ষুগণ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বাদ বিবাদ উভয় পক্ষের একগুঁয়ে দৃষ্টি, অন্তরের ঈর্ষা, বিষণ্নতা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি হেতু বিবাদ দীর্ঘায়িত, তিক্ত ও কলহে পর্যবসিত হয় না এবং ভিক্ষুগণ শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হয়।'

৭। সুখ বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। কি কি? গৃহীসুখ এবং প্রব্রজ্যা সুখ। এই দুই প্রকার সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে প্রব্রজ্যা সুখই শ্রেষ্ঠ।

(২) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। কামসুখ (ইন্দ্রিয় সুখ) এবং নৈষ্ক্রম্য (সৎ সংকল্প নিয়া গৃহত্যাগ) সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নৈষ্ক্রম্যসুখই শ্রেষ্ঠ।

(৩) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। উপধি সুখ (পুনর্জন্মদানকারী) ও নিরুপধি (জন্মদানকারী নহে) সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নিরুপধি সুখই শ্রেষ্ঠ।

(৪) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আসক্তিযুক্ত সুখ এবং অনাসক্তিযুক্ত সুখ। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে অনাসক্তিযুক্ত সুখই শ্রেষ্ঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আমিষ (কাম প্রবৃত্তিযুক্ত) সুখ ও নিরামিষ (কামহীন) সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নিরামিষ সুখই শ্রেষ্ঠ।

(৬) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আর্যসুখ ও অনার্যসুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে আর্যসুখই শ্রেষ্ঠ।

(৭) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। কায়িক ও চৈতসিক। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে চৈতসিক (মানসিক) সুখই শ্রেষ্ঠ।

(৮) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। প্রীতিপূর্ণ (ধ্যানজনিত) সুখ ও প্রীতিহীন (তীব্র ধ্যান জনিত) সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে প্রীতিহীন সুখই শ্রেষ্ঠ।

(৯) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আনন্দ সুখ ও উপেক্ষা (নিরপেক্ষতা) সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে উপেক্ষা সুখই শ্রেষ্ঠ।

(১০) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। সমাধিসুখ ও অসমাধিসুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে সমাধিসুখই শ্রেষ্ঠ।

(১১) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। প্রীতিপূর্ণ স্বাদ উৎপাদনকারী সুখ ও প্রীতি নিরপেক্ষ স্বাদ উৎপাদনকারী সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে প্রীতি নিরপেক্ষ স্বাদ উৎপাদনকারী সুখই শ্রেষ্ঠ।

(১২) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। আনন্দ সৃষ্টিকারী সুখ ও কোন বিষয়ে নিরপেক্ষতা সৃষ্টিকারী সুখ। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে নিরপেক্ষতা সৃষ্টিকারী সুখই শ্রেষ্ঠ।

(১৩) ভিক্ষুগণ, সুখ এই দুই প্রকার। ধ্যানের জন্য রূপবান (দৃশ্যমান) বস্তু লাভের সুখ ও রূপহীন (অদৃশ্য) বস্তু লাভের সুখ (রূপ আরম্মণ ও অরূপ আরম্মণ)। এই দ্বিবিধ সুখের মধ্যে ধ্যানের জন্য অরূপ (আকারহীন) বস্তু লাভের সুখই শ্রেষ্ঠ।'

৮। নিমিত্ত

(১) 'ভিক্ষুগণ, কারণসহ পাপ অকুশল ধর্ম (মন্দ বিষয়) উৎপন্ন হয়, কারণহীন নহে। এই কারণ পরিত্যাগ করিলে পাপ অকুশল বিষয় উৎপন্ন হয় না।

(২) ভিক্ষুগণ, পাপ অকুশল নিদান (উৎস) যুক্ত, উৎসবিহীন নহে। এই উৎস পরিত্যাগ করিলে পাপ অকুশল বিষয় উৎপন্ন হয় না।

(৩) ভিক্ষুগণ, পাপ অকুশল ধর্ম হেতুযুক্ত, হেতুবিহীন নহে। সেই হেতু পরিত্যাগ করিলে পাপ অকুশল হয় না।

(৪) ভিক্ষুগণ, পাপ অকুশল সংস্কার যুক্ত (উপাদানযুক্ত), অসংস্কারযুক্ত নহে। সেই সংস্কার পরিত্যাগ করিলে অকুশল হয় না।

(৫) ভিক্ষুগণ, পাপ অকুশল প্রত্যয়যুক্ত (কারণযুক্ত) হইয়া উৎপন্ন হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যয়হীন নহে। সেই প্রত্যয় পরিত্যাগ করিলে অকুশল উৎপন্ন হয় না।

(৬) ভিক্ষুগণ, রূপযুক্ত হইয়া পাপ অকুশল উৎপন্ন হয়, রূপবিহীন (বস্তুহীন) নহে। সেই রূপ পরিত্যাগ করিলে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয় না।

(৭) ভিক্ষুগণ, বেদনা (অনুভূতি) যুক্ত হইয়া পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয়, বেদনাহীন নহে। সেই বেদনা পরিত্যাগ করিলে অকুশল উৎপন্ন হয় না।

(৮) ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা সহ পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা (জ্ঞান) হীন নহে। সেই সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিলে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয় না।

(৯) ভিক্ষুগণ, সবিজ্ঞান পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান হীন নহে। সেই বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে পাপ উৎপন্ন হয় না।

(১০) ভিক্ষুগণ, সংখাতাম্মরণ (মিশ্রিত বা যৌগিক পদার্থ) সহযোগে পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয়, অসংখাত আরম্মণ পরিত্যাগ করিলে পাপ উৎপন্ন হয় না।'

৯। ধর্মবর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কি কি? চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি (চিত্তের বিমুক্তি ও প্রজ্ঞার বিমুক্তি)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(২) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কি কি? বীর্য ও চিত্তের একাগ্রতা। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(৩) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কি কি? নাম (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানকে নাম) এবং রূপ (দৃশ্যমান বস্তু)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(৪) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? বিদ্যা ও বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(৫) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? ভবদৃষ্টি (জন্ম লাভের দৃষ্টি) ও বিভব দৃষ্টি (জন্ম অলাভের দৃষ্টি)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।।

(৬) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? অহিরি (পাপে অলজ্জা) ও ওত্তপ্প (পাপের ভয়হীনতা)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(৭) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? হিরি (পাপে লজ্জা) ও ওত্তপ্প (পাপে ভয়)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(৮) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? একগুঁয়েমিতা ও পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(৯) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? আনুগত্যতা ও কল্যাণমিত্রতা (সৎ বিষয়ে মিত্রতা)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(১০) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? ধাতু কুশলতা (ধাতু জ্ঞানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দক্ষতা) ও মনসিকার কুশলতা (মনঃসংযোগ প্রদান দক্ষতা)। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(১১) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুইপ্রকার। কি কি? আপত্তি কুশলতা (দোষ জানতে দক্ষতা) ও আপত্তি উত্থান কুশলতা (দোষ হইতে অব্যাহতি লাভে নৈপুণ্যতা)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।'

১০। বাল বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অনাগত ভার বহন করে এবং যে আগত ভার বহন করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ।

(২) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি আগত ভার বহন করে এবং যে ব্যক্তি অনাগত ভার বহন করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

(৩) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মুর্খ।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অন্যায়কে অন্যায় এবং ন্যায়কে ন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি দোষকে নির্দোষ এবং নির্দোষকে দোষ মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ।

(৬) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অদোষকে অদোষ এবং দোষকে দোষ মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অধর্মকে ধর্মরূপে এবং ধর্মকে অধর্মরূপে জানে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ।

(৮) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অধর্মকে অধর্মরূপে এবং ধর্মকে ধর্মরূপে মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

(৯) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ। কে কে? যে ব্যক্তি অবিনয়কে বিনয় এবং বিনয়কে অবিনয় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন মূর্খ।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত। কে কে? যে ব্যক্তি অবিনয়কে অবিনয় এবং বিনয়কে বিনয় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজন পণ্ডিত।

(১১) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন্ দুইজনের? যে ব্যক্তি যাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা তাহাতে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার নহে তাহাতে উদ্বিগ্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়।

(১২) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন্ দুইজনের? যে ব্যক্তি উদ্বিগ্ন না হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয় না এবং উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৩) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন্ দুইজনের? যে ব্যক্তি অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়।

(১৪) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন্ দুইজনের? যে ব্যক্তি অন্যায়কে অন্যায় এবং ন্যায়কে ন্যায় মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

(১৫) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন্ দুইজনের? যে ব্যক্তি নির্দোষকে দোষ এবং দোষকে নির্দোষ মনে করে। এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয়।

(১৬) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন্ দুইজনের? যে ব্যক্তি নির্দোষকে নির্দোষ এবং দোষকে দোষ মনে করে। এই দুইজনের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

(১৭) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন্ দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অধর্মকে (অনীতিকে) ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়।

(১৮) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন্ দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অধর্মকে (অনীতিকে) অধর্ম এবং ধর্মকে ধর্ম মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি কর্ধিত হয় না।

(১৯) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়। কোন্ দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অবিনয়কে বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনয়কে অবিনয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ, এইদুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয়।

(২০) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না। কোন্ দুই ব্যক্তির? যে ব্যক্তি অবিনয়কে অবিনয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনয়কে বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তির আসক্তি বর্ধিত হয় না।'

১১। আশা বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আশা পরিত্যাগ করা দুরুহ। কি কি? লাভের আশা এবং জীবনের আশা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আশা পরিত্যাগ করা দুরুহ।

(২) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। কে কে? যে উপকারী এবং যে ব্যক্তি উপকারের প্রত্যুপকার স্বীকার করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ।

(৩) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। কে কে? তৃপ্ত এবং তৃপ্তিকারী। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি জগতে দুর্লভ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) ভিক্ষুগণ, এই দুইজনকে তৃপ্ত করা দুঃসাধ্য। কোন্ দুইজনকে? যে ব্যক্তি আয় জমা করে এবং সঞ্চয় অপব্যয় করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনকে তৃপ্ত করা দুঃসাধ্য।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি সহজে তৃপ্ত হয়। কে কে? যে ব্যক্তি আয় করে না এবং সঞ্চয় অপব্যয় করে না। ভিক্ষুগণ, এই দুই ব্যক্তি সহজে তৃপ্ত হয়।

(৬) ভিক্ষুগণ,এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) কাম উৎপাদনকারী। কি কি? শুভ নিমিত্ত (বস্তুর প্রলোভনকারী গুণ) এবং অযোনিস মনসিকার (অজ্ঞতাপূর্ণ মনোযোগ) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) কাম উৎপাদনকারী।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) দ্বেষ উৎপাদনকারী। কি কি? প্রতিঘ নিমিত্ত (বিরক্তি, ক্রোধ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য) এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মনোযোগ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রত্যয় (বস্তু) দ্বেষ উৎপাদনকারী।

(৮) ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু মিথ্যাদৃষ্টির মূল (কারণ)। কি কি? অন্য জগত হইতে শব্দ এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মনোযোগ। ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু মিথ্যাদৃষ্টির মূল (কারণ)।

(৯) ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু সম্যকদৃষ্টির মূল (কারণ)। কি কি? অন্য লোক হইতে শব্দ এবং জ্ঞানপুর্বক মনোনিবেশ। ভিক্ষুগণ, এই দুই বস্তু সম্যকদৃষ্টির মূল (কারণ)।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ। কি কি? লঘু ও গুরু। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ।

(১১) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ। কি কি? প্রদুষ্ট (পবিত্রতা বিনষ্টকারী) এবং অপ্রদুষ্ট (পবিত্রতা নষ্টকারী নহে)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ।

(১২) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ। কি কি? সাবশেষ (আংশিক) এবং অনবশেষ (সম্পূর্ণ)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার দোষ।

১২। আয়াচন (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) বর্গ

(১) ‘ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে সম্যকভাবে এইরূপ উচ্চাশা করিয়া থাকে, “সারিপুত্র এবং মৌদ্গালায়ন যাদৃশ ছিলেন আমি তাদৃশ হইব।” ভিক্ষুগণ, এইগুলি তুলাদণ্ড এবং মান যাহার দ্বারা আমার শ্রাবক ভিক্ষু যেমন- সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়নের মূল্যায়ন করিতে হয়।

(২) ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী ভিক্ষুণী উচ্চাশাযোগ্য বিষয়ে সম্যকভাবে এইরূপ উচ্চাশা করেঃ “আমি ভিক্ষুণী ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণা যাদৃশ ছিলেন তাদৃশ হইব।” ভিক্ষুগণ, এইগুলি তুলাদণ্ড এবং মান যদ্বারা আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণী যেমন- ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণা প্রভৃতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান উপাসক উচ্চাশা করিলে এইরূপ উচ্চাশাই করিতে থাকেঃ "আমি যদি তাদৃশ হইতাম যাদৃশ ছিলেন গৃহপতি চিত্ত এবং হস্তক।" ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান উপাসক উচ্চাশা করিলে এইরূপ উচ্চাশাই করিতে থাকেঃ "আমি যদি তাদৃশ হইতাম যাদৃশ ছিলেন গৃহপতি চিত্ত এবং হস্তক প্রভৃতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

(৪) ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা উচ্চাশা করিলে এইরূপ উচ্চাশাই করিয়া থাকেঃ 'আমি যদি উপাসিকা খুজ্জুত্তরা এবং বেলুকন্টকিয়া নন্দমাতা সদৃশ হইতাম!" ভিক্ষুগণ, এইগুলি তুলাদণ্ড এবং মান যদ্বারা আমার শ্রাবিকা উপাসিকা যেমন- খুজ্জুত্তরা এবং বেলুকন্টকিয়া নন্দমাতা প্রভৃতির মূল্যায়ন করিতে হয়।

(৫) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত মূর্খ, পাপী, অসৎ পুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপূণ্য প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীন হইয়া যে প্রশংসার অযোগ্যকে প্রশংসা করে এবং একই কারণে প্রশংসাযোগ্যকে নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই মন্দ গুণে ভূষিত মূর্খ, পাপী, অসৎ পুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞজন কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু পাপ প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত, পূণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পূণ্য সৃষ্টি করে। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যে প্রশংসাযোগ্যকে প্রশংসা করে এবং একই কারণে প্রশংসার অযোগ্যকে নিন্দা করে। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত, পূণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পূণ্য সৃষ্টি করে।

(৬) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ মন্দ বিষয়াসক্ত মূর্খ পাপী, অসৎ পুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপূণ্য প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীন হইয়া সে অপ্রসাদনীয় (অবিশ্বস্ত) বিষয়ে প্রসাদিত (সন্তুষ্ট) হয় এবং একই কারণে প্রসাদনীয় বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ মন্দ বিষয়াসক্ত মূর্খ পাপী, অসৎ পুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপূণ্য প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত পূণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পূণ্য সৃষ্টি করে। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? পর্যবেক্ষণ এবং তীক্ষ্ণজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সে অপ্রসাদনীয় বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে গুণান্বিত পণ্ডিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, প্রশংসার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পূণ্য প্রসব করে।

(৭) ভিক্ষুগণ, দুইজনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? মাতা-পিতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই জনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, দুইজনের প্রতি সম্যক আচরণ দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি, পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? মাতা এবং পিতা। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের প্রতি সম্যক আচরণ দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি, পুণ্যবান, সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে।

(৮) ভিক্ষুগণ, দুইজনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মূর্খ পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। দুইজন কে কে? তথাগত ও তথাগতের শ্রাবক। ভিক্ষুগণ, এই দুই জনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মূর্খ পাপী, অসৎপুরুষ শিকড় উৎপাটিত বস্তু সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, নিন্দার্হ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, এই দুইজনের প্রতি সম্যক আচরণকারী পণ্ডিত, পুণ্যবান সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে। দুই জন কে কে? তথাগত এবং তথাগতের শ্রাবক। ভিক্ষুগণ, এই দুই জনের প্রতি সম্যক আচরণকারী পণ্ডিত, পুণ্যবান সৎপুরুষ শিকড় অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীব হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পুণ্য প্রসব করে।

(৯) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কি কি? চিত্ত পরিশুদ্ধি এবং জগতের কোন বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার।

(১০) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। কি কি? রাগ (ক্রোধ) এবং শত্রুতা। এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১১) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? ক্রোধ সংযম এবং মন্দ ধারণা পোষণে সংযম। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।'

১৩। দান বর্গ

(১) ভিক্ষুগণ, দান এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ (বস্তুগত) দান এবং নিরামিষ দান (ধর্ম দান)। দান এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার দানের মধ্যে ধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দানই শ্রেষ্ঠ।

(২) ভিক্ষুগণ, যজ্ঞ এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ যজ্ঞ এবং নিরামিষ যজ্ঞ। এই দ্বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে ধর্ম যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

(৩) ভিক্ষুগণ, ত্যাগ এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ ত্যাগ এবং ধর্ম-ত্যাগ। এই দুই প্রকার ত্যাগ। এই দ্বিবিধ ত্যাগের মধ্যে ধর্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

(৪) ভিক্ষুগণ, পরিত্যাগ এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ পরিত্যাগ এবং ধর্ম পরিত্যাগ। পরিত্যাগ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ পরিত্যাগের মধ্যে ধর্ম পরিত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

(৫) ভিক্ষুগণ, ভোগ এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ ভোগ এবং ধর্ম ভোগ। ভোগ এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভোগের মধ্যে ধর্ম ভোগই শ্রেষ্ঠ।

(৬) ভিক্ষুগণ, সম্ভোগ (উপভোগ) এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ সম্ভোগ এবং ধর্ম সম্ভোগ। সম্ভোগ এই দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভোগের মধ্যে ধর্ম সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ।

(৭) ভিক্ষুগণ, বিভাজন দ্বিবিধ। কি কি? আমিষ বিভাজন এবং ধর্ম বিভাজন। বিভাজন এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ বিভাজনের মধ্যে ধর্ম বিভাজনই শ্রেষ্ঠ।

(৮) ভিক্ষুগণ, সংগ্রহ দুই প্রকার। কি কি? আমিষ সংগ্রহ এবং ধর্ম সংগ্রহ। সংগ্রহ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে ধর্ম সংগ্রহই শ্রেষ্ঠ।

(৯) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার অনুগ্রহ (দয়া)। কি কি? আমিষ অনুগ্রহ ও ধর্মানুগ্রহ। অনুগ্রহ এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ অনুগ্রহের মধ্যে ধর্মানুগ্রহই শ্রেষ্ঠ।

(১০) ভিক্ষুগণ, অনুকম্পা এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ অনুকম্পা এবং ধর্মানুকম্পা। অনুকম্পা এই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ অনুকম্পার মধ্যে ধর্মানুকম্পাই শ্রেষ্ঠ।'

১৪। সন্থার (অভ্যর্থনা) বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ' অভ্যর্থনা এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ (বস্তুগত) অভ্যর্থনা এবং ধর্ম অভ্যর্থনা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ অভ্যর্থনার মধ্যে ধর্ম অভ্যর্থনাই শ্রেষ্ঠ।

(২) ভিক্ষুগণ, সদয় অভ্যর্থনা দ্বিবিধ। কি কি? আমিষ সদয় এবং ধর্ম সদয়। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ সদয়ের মধ্যে ধর্ম সদয়ই শ্রেষ্ঠ।

(৩) ভিক্ষুগণ, অনুসন্ধান এই দ্বিবিধ। কি কি? বস্তু অনুসন্ধান এবং ধর্মানুসন্ধান। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ অনুসন্ধানের মধ্যে ধর্মানুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ।

(৪) ভিক্ষুগণ, আন্তরিক শিক্ষা এই দুই প্রকার। কি কি? বস্তুগত আন্তরিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তরিক শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আন্ত-রিক শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় আন্তরিক শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) ভিক্ষুগণ, পর্যবেক্ষণ এই দুই প্রকার। কি কি? পর্যবেক্ষণ এবং ধর্ম পর্যবেক্ষণ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পর্যবেক্ষণের মধ্যে ধর্ম পর্যবেক্ষণই শ্রেষ্ঠ।

(৬) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ পূজা। কি কি? আমিষ (বস্তুগত) পূজা এবং ধর্ম পূজা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার পূজার মধ্যে ধর্মপূজাই শ্রেষ্ঠ।

(৭) ভিক্ষুগণ, আতিথেয়তা এই দ্বিবিধ। কি কি? বস্তুগত আতিথেয়তা এবং ধর্মাতিথেয়তা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ আতিথেয়তার মধ্যে ধর্মাতিথেয়তাই শ্রেষ্ঠ।

(৮) ভিক্ষুগণ, ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ ঋদ্ধি এবং ধর্ম ঋদ্ধি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ঋদ্ধির মধ্যে ধর্ম ঋদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

(৯) ভিক্ষুগণ, বৃদ্ধি এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ-বৃদ্ধি এবং ধর্ম-বৃদ্ধি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার বৃদ্ধির মধ্যে ধর্মবৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

(১০) ভিক্ষুগণ, সম্পদ এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ-সম্পদ এবং ধর্ম-সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার সম্পদের মধ্যে ধর্মসম্পদই শ্রেষ্ঠ।

(১১) ভিক্ষুগণ, সঞ্চয় এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ-সঞ্চয় এবং ধর্ম-সঞ্চয়। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার সঞ্চয়ের মধ্যে ধর্মসঞ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

(১২) ভিক্ষুগণ, উন্নতি এই দুই প্রকার। কি কি? আমিষ উন্নতি এবং ধর্মোন্নতি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার উন্নতির মধ্যে ধর্মোন্নতিই শ্রেষ্ঠ।'

১৫। সমাপত্তি বর্গ

(১) 'ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? আধ্যাত্মিক লাভে দক্ষ এবং সমাপত্তি বহির্ভূত লাভে দক্ষ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(২) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? ন্যায়পরায়ণতা এবং কোমলতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৩) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? ক্ষান্তি (ধৈর্য) এবং নম্রতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? আনন্দদায়ী এবং সদয় অভ্যর্থনা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? অহিংসা এবং বিশুদ্ধতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৬) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? ইন্দ্রিয় দ্বারে সংযমশীলতা এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? বিবেচনা বল এবং ভাবনা বল। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৮) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? স্মৃতিবল এবং সমাধিবল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(৯) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? শমথ (শান্ত) এবং বিদর্শন (অন্তর্দর্শন)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১০) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? শীল বিপত্তি ও দৃষ্টি বিপত্তি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১১) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? শীল (নৈতিক) সম্পদ এবং দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১২) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? শীল বিশুদ্ধি এবং দৃষ্টি বিশুদ্ধি। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১৩) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? দৃষ্টি বিশুদ্ধি এবং তাদৃশ প্রচেষ্টা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১৪) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? অসন্তুষ্টিতা এবং কুশল ধর্মের প্রচেষ্টায় অনিচ্ছা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১৫) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? স্মৃতি বিহ্বলতা এবং বোধশক্তিহীনতা। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।

(১৬) ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম। কি কি? স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান (বোধশক্তি)। ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্ম।'

১৬। ক্রোধ বর্গ

(১) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? ক্রোধ এবং ঈর্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(২) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? ভাণ এবং ঈর্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(৩) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য্য (কৃপণতা)। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(৪) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? মায়া (প্রবঞ্চনা) এবং বিশ্বাসঘাতকতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(৫) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(৬) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? অক্রোধ এবং অনীর্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(৭) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? ছলনাহীনতা (সততা) এবং বিদ্বেষহীনতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য (অকৃপণতা)। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(৯) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাস ঘাতকতা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(১০) ভিক্ষুগণ, ধর্ম এই দুই প্রকার। দুই কি কি? লজ্জা এবং ভয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ধর্ম।

(১১) ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? ক্রোধ এবং ঈর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

(১২) ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

(১৩) ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্যে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

(১৪) ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাস ঘাতকতায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

(১৫) ভিক্ষুগণ, দুই বিষয়ে সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতায় সমর্পিত ব্যক্তি দুঃখে বাস করে।

(১৬) ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? অক্রোধ এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

(১৭) ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

(১৮) ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্যে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

(১৯) ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? অপ্রবঞ্চনতা এবং অবিশ্বাস ঘাতকতায় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

(২০) ভিক্ষুগণ, দুই ধর্মে সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে। দুই বিষয় কি কি? লজ্জা এবং ভয় সমর্পিত ব্যক্তি সুখে বাস করে।

(২১) ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কি কি? ক্রোধ এবং ঈর্ষা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

(২২) ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

(২৩) ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

(২৪) ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কি কি? প্রবঞ্চনতা এবং বিশ্বাস ঘাতকতা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত হয়।

(২৫) ভিক্ষুগণ, এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির (পতনের) পথে চালিত হয়। দুই বিষয় কি কি? লজ্জা এবং ভয়হীনতা। এই দুই বিষয়ে সমর্পিত শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির পথে চালিত করে।

(২৬) ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কি কি? অক্রোধ এবং অনীর্ষা। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

(২৭) ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কি কি? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষা। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

(২৮) ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

(২৯) ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

(৩০) ভিক্ষুগণ, এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে। দুই ধর্ম কি কি? লজ্জা এবং ভয়। এই দুই ধর্ম শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে চালিত করে।

(৩১) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? ক্রোধ এবং ঈর্ষা সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩২) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩৩) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩৪) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩৫) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে বিষয়ীভূত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিবিধ বিষয় কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার শাস্তির উপযুক্ত কারণে সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩৬) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কি কি? অক্রোধ এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

(৩৭) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কি কি? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

(৩৮) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্যে সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

(৩৯) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকায় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

(৪০) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ গুণ কি কি? লজ্জা এবং ভয় সমর্পিত ব্যক্তি তাহার সুকৃতির ফল স্বরূপ সুগতি প্রাপ্ত হয়।

(৪১) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

(৪২) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

(৪৩) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্যে এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

(৪৪) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

(৪৫) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয়ে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর দুর্গতিতে, অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়।

(৪৬) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? অক্রোধ এবং বিদ্বেষহীনতায় এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

(৪৭) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষায় এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

(৪৮) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্যে এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

(৪৯) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অনীর্ষায় এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

(৫০) ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্বিবিধ কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতায় এই দ্বিবিধ ধর্মে সমর্পিত কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

(৫১) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কি কি? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

(৫২) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কি কি? ভান এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

(৫৩) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কি কি? ঈর্ষা এবং কৃপণতা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

(৫৪) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

(৫৫) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল। কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয় অকুশল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫৬) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কি কি? অক্রোধ এবং বিদ্বেষহীনতা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

(৫৭) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কি কি? ছলনাহীনতা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

(৫৮) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কি কি? অনীর্ষা এবং অকৃপণতা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

(৫৯) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

(৬০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল। কি কি? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্ম কুশল।

(৬১) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কি কি? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

(৬২) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

(৬৩) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

(৬৪) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

(৬৫) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ। কি কি? অলজ্জা এবং অভয় এই দ্বিবিধ বিষয় দোষাবহ।

(৬৬) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কি কি? অক্রোধ এবং অবিদ্বেষ এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

(৬৭) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কি কি? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

(৬৮) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

(৬৯) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

(৭০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে। কি কি? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্ম দোষাবহ নহে।

(৭১) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কি কি? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

(৭২) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

(৭৩) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

(৭৪) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

(৭৫) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক। কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয় দুঃখদায়ক।

(৭৬) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কি কি? অক্রোধ এবং অবৈরিতা এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

(৭৭) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কি কি? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

(৭৮) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

(৭৯) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

(৮০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক। কি কি? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ বিষয় সুখদায়ক।

(৮১) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

(৮২) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

(৮৩) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? ঈর্ষা এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

(৮৪) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

(৮৫) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল দুঃখদায়ক।

(৮৬) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? অক্রোধ এবং অবৈরিতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

(৮৭) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

(৮৮) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? অনীর্ষা এবং অমাৎসর্য এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮৯) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

(৯০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক। দ্বিবিধ কি কি? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্মের ফল সুখদায়ক।

(৯১) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কি কি? ক্রোধ এবং বৈরিতা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

(৯২) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কি কি? ছলনা এবং ঈর্ষা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

(৯৩) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কি কি? বিদ্বেষ এবং মাৎসর্য এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

(৯৪) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কি কি? প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

(৯৫) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত। দ্বিবিধ কি কি? লজ্জাহীনতা এবং ভয়হীনতা এই দ্বিবিধ বিষয়ের ফল বিপরীত।

(৯৬) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কি কি? অক্রোধ এবং অবৈরিতা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

(৯৭) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কি কি? অছলনা এবং অনীর্ষা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

(৯৮) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কি কি? অবিদ্বেষ এবং অকৃপণতা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

(৯৯) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কি কি? অপ্রবঞ্চনা এবং অবিশ্বাসঘাতকতা এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।

(১০০) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ। দ্বিবিধ কি কি? লজ্জা এবং ভয় এই দ্বিবিধ ধর্ম শান্তিপূর্ণ।'

১৭। অত্থবসবগ্গ (ফলাফল বর্গ)

(১) 'ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের নিমিত্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। কি কি? সংঘের উৎকর্ষতা এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য। ... দুমুর্খ ভিক্ষুদের নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং উত্তম ভিক্ষুদের স্বস্তির জন্য ...। দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনেই) আশ্রব, বৈরিতা, দোষ, ভয়, অকুশলের সংযমের জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আশ্রব, বৈরিতা, দোষ, ভয়, অকুশলের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের জন্য ... গৃহীদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ এবং পাপেচ্ছুকদের পাপ উৎপাটনের জন্য ... অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

... সদ্ধর্মের স্থিতি, বিনয়ের (শাসনের) সমর্থনের জন্য। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

(২) ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের নিমিত্ত তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। কি কি? প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ্য (নৈতিক দায়িত্ব) ... প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ... প্রবারণা ... প্রবারণা উদ্‌যাপন ... তর্জনীয় কর্ম (মন্দ আচরণের নিন্দাবাদ) ... নিস্‌সয় কর্ম পব্বাজনীয় কর্ম (নির্বাসন) ... প্রতিসারণীয় কর্ম (পুনর্বাসন) ... উৎক্ষেপনীয় কর্ম (সংঘ হইতে বহিষ্কার নির্বাসন) ... পরিবাস দান ... মূলায় প্রতিকর্ষণ (পদাবনতি) ... মানত্তদান (আত্মনিগ্রহ) ... অব্‌ভান (পুনর্বাসন) ... বোসারণীয় (পুনঃ প্রতিষ্ঠা) ... নিস্‌সারণীয় (নির্বাসন) ... উপসম্পদা ... ঞত্তিকর্ম (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মত যাচাই) ... ঞত্তিদুতিয় কর্ম (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার মত যাচাই) ... ঞত্তিচতুর্থ কর্ম (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চতুর্থবার মত যাচাই) ... অপ্পঞ্‌ঞত্তে (নূতন বিধি অনুমোদন) ... পঞ্‌ঞত্তে (বিধি সংশোধন করিয়া) ... সম্মুখ বিনয় (উভয় পক্ষের সম্মুখে অনুসন্ধান) ... সতিবিনয় (স্মৃতি বিনয়) ... অমূল্‌হ বিনয় (মানসিক ব্যাধির পর পুনরুদ্ধার) পটিঞ্ঞাতকরণ (সপক্ষের সম্মতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ) ... যেভুয্যসিক (সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কার্যসূচী) ... তস্‌সপাপিয়সিক (দোষীর বিরুদ্ধে কার্যসূচী) তিনবত্থারক (তৃণ সদৃশ আচ্ছাদন)। এই সমস্ত ফলের জন্য তথাগত তাঁহার শ্রাবকদের জন্য দ্বিবিধ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন। দ্বিবিধ কি কি? সংঘের উৎকর্ষতা, শ্রীবৃদ্ধির .. দুমূর্খ ভিক্ষুদের সংযত ও উত্তম ভিক্ষুদের স্বস্তির জন্য ... ইহ জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের আশ্রব, বৈরিতা, দোষ, ভয়, অকুশলের বিরূদ্ধে সংযম রক্ষার জন্য ... গৃহীদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ, পাপেচ্ছুকদের পাপ উৎপাটনের জন্য ... অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং বিশ্বস্তদের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য ... সদ্ধর্মের স্থিতি ও বিনয়ের (নীতির) অনুগ্রহের জন্য। ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ ফলের জন্য তথাগত কর্তৃক তাঁহার শ্রাবকদের জন্য তৃণসদৃশ আচ্ছাদন প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

(৩) ভিক্ষুগণ, রাগের (কামের) পূর্ণ বোধগম্যতার জন্য এই দ্বিবিধ শর্ত অনুশীলন করিতে হইবে। দ্বিবিধ কি কি? শমথ (শান্ত) এবং বিদর্শন (অন্তর্দর্শন)। 'ভিক্ষুগণ, রাগের পূর্ণ বোধগম্যতার জন্য এই দ্বিবিধ শর্ত অনুশীলন করিতে হইবে।

(৪) ভিক্ষুগণ, কামের পূর্ণ বোধগম্যতার ... সম্পূর্ণ ধ্বংসের, পরিত্যাগের, সমাপ্তির, ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দ্বিবিধ বিষয় ভাবিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) ভিক্ষুগণ, ... ক্রোধ, মোহ, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বৈরিতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, একগুঁয়েমি, অহংকার, দাম্ভিকতা, মানসিক উত্তেজনা, অবহেলা ধ্বংসের, পরিত্যাগের জন্য এই দ্বিবিধ বিষয় অনুশীলন করিতে হইবে। কি কি? শমথ এবং বিদর্শন। এই দ্বিবিধ বিষয় অনুশীলন করিতে হইবে।'

॥ দুক নিপাত সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিক নিপাত

১ম অধ্যায়- মূর্খ বর্গ

(১) আমি এইরূপ শুনিয়াছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ,! 'হাঁ ভদন্ত,' ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ, যেই সকল ভয় উৎপন্ন হয় সেইগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। যে কিছু বিপদ তাহাদের সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। যাহা কিছু উপদ্রব উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে।

'যেমন ভিক্ষুগণ, বাঁশের বা ঘাসের কুটির হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইলে কুটির জ্বলিয়া ত্রিকোণ ধার ছাদ বিশিষ্ট গৃহ, বাতাস প্রবেশ করে না এমন ভিতর-বাহির চুন, বালি, জল দ্বারা জমাট গৃহ, উত্তমরূপে সংযুক্ত দরজা-জানালাযুক্ত গৃহ জ্বলিয়া যায়, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু ভয় সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। যাহা কিছু বিপদ উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি মূর্খ ব্যক্তির নিকটই, পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট নহে। ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু উপদ্রব উৎপন্ন হয় মূর্খ ব্যক্তির নিকট, পণ্ডিত ব্যক্তির নহে। এইরূপে ভিক্ষুগণ, মূর্খের মধ্যে ভয়, বিপদের ভীতি, উপদ্রব উৎপন্ন হয়, জ্ঞানীর মধ্যে নহে। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ভয়, বিপদের ভীতি, উপদ্রব আসে না। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিতঃ এই ত্রি-অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া (যে তিন প্রকার অবস্থা দ্বারা মূর্খকে জানা যায় সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়া) আমরা সেই ত্রি-অবস্থার অর্জন এবং অনুশীলন করিব যদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বয়ং এইরূপ শিক্ষা করিবে।

(২) ভিক্ষুগণ, কর্মের দ্বারা মূর্খের লক্ষণ জানা যায়, কর্ম দ্বারা জ্ঞানীর লক্ষণ জানা যায়, আচরণে জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়। তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়। সেইগুলি কি কি? কায়, বাক্য ও মনের দুষ্কৃতি দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিন বৈশিষ্ট্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা মূর্খকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায়। সেই গুলি কি কি? কায়, বাক্য ও মনের পবিত্রতা দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিন বৈশিষ্ট্য দ্বারা ... জ্ঞানীকে জানা যায়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিতঃ যে তিনটি বিষয় দ্বারা মূর্খকে জানা যায় সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়া যে তিনটি বিষয় দ্বারা জ্ঞানীকে জানা যায় সেই ত্রি-অবস্থার অর্জন ও অনুশীলন করিব। ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির এই ত্রি-লক্ষণ, বৈশিষ্ট ও চিহ্ন। কি কি? ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্ভাষণকারী ও দুষ্কর্মকারী। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি কিভাবে জানিত যে, এই ব্যক্তি অসৎ পুরুষ? যেহেতু ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি দুশ্চিন্তাকারী, দুর্ভাষণকারী ও দুষ্কর্মকারী সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি জানেনঃ এই ব্যক্তি মূর্খ অসৎ পুরুষ। ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির এই ত্রি-লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন।

ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তির এই ত্রি-লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন। কি কি? ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তি সুচিন্তা করে, সুভাষিত বাক্য ভাষণ করে ও সুকর্ম সম্পাদন করে। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সুচিন্তাকারী, সৎ বাক্য ভাষী, সুকর্ম সম্পাদনকারী না হইতেন তাহা হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি কিভাবে জানিতেন যে এই ব্যক্তি সৎ পুরুষ? যেহেতু ভিক্ষুগণ, জ্ঞানী ব্যক্তি সুচিন্তা করে, সুভাষিত বাক্য ভাষণ করে ও সুকর্ম সম্পাদন করে। সেই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে জানেনঃ এই ব্যক্তি জ্ঞানী, সৎপুরুষ। ভিক্ষুগণ, এইগুলি জ্ঞানী ব্যক্তির এই ত্রি লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? সে দোষকে দোষ হিসাবে দর্শন করে না, যখন দোষ দেখে তাহার প্রতীকার করে না। কিন্তু অপরে দোষ স্বীকার করিলেও সে ক্ষমার যোগ্য বিষয়ে ক্ষমা করে না। এই তিনটি বিষয় দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? তিনি দোষকে দোষ হিসাবে দর্শন করে, যখন দোষ দেখে তাহার প্রতিকার করে। অপরে দোষ স্বীকার করিলে সে ক্ষমার যোগ্য বিষয়ে ক্ষমা করেন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? যথাযথ বিবেচনা না করিয়া সে প্রশ্ন করে, যথাযথ বিবেচনা না করিয়া সে উত্তর দান করে। অপরে বিবেচনাপূর্ণ, মার্জিত ভাষায় যথাযথ প্রশ্নোত্তর দান করিলেও সেইগুলি সে অনুমোদন করে না। ভিক্ষুগণ, এই তিন বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? যথাযথ বিবেচনা করিয়া সে প্রশ্ন করেন, যথাযথ বিবেচনা করিয়া সে উত্তর দান করে। অপরে বিবেচনাপূর্ণ, মার্জিত ভাষায় যথাযথ প্রশ্নোত্তর দান করিলেও সেইগুলি তিনি অনুমোদন করেন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।

(৬) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়। কি কি? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অকুশল কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কুশল কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।

(৭) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? কায়, বাক্য ও মনের নিন্দার্হ কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অনবদ্য কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।

(৮) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? ঈর্ষাপূর্ণ কায়িক, ঈর্ষাপূর্ণ বাচনিক ও ঈর্ষাপূর্ণ মানসিক কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিকে জানা যায়।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়। কি কি? ঈর্ষা বিহীন কায়, ঈর্ষা বিহীন বাক্য ও ঈর্ষা বিহীন মনো কর্ম দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়।

(৯) ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া মূর্খ, পাপী, অসৎ পুরুষ নিষ্প্রাণ, উৎপাটিত বস্তু সদৃশ হইয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিন্দিত তিরষ্কৃত হয় এবং বহু অপূণ্য প্রসব করে। কি কি? কায়, বাক্য ও মনের অপবিত্রতা দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া মূর্খ, পাপী, অসৎ পুরুষ নিষ্প্রাণ, উৎপাটিত বস্তু সদৃশ হইয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক নিন্দিত তিরষ্কৃত হয় এবং বহু অপূণ্য প্রসব করে।

ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে গুণান্বিত, পুণ্যবান, সৎপুরুষ অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীবতা লাভ করিয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও বহু পুণ্য প্রসব করে। কি কি? কায়, বাক্য ও মনের পবিত্রতা দ্বারা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে গুণান্বিত, পুণ্যবান, সৎপুরুষ অনুৎপাটিত বস্তু সদৃশ সজীবতা লাভ করিয়া জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও বহু পুণ্য প্রসব করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে সমর্পিত হইয়া তিন প্রকার দোষ পরিত্যাগ না করিয়া একজন লোক তাহার শাস্তির আচরণ স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনটি দোষ কি কি? সে দুঃশীল এবং তাহার দ্বারা দুঃশীলতা হয় না; সে ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তাহার ঈর্ষা পরিত্যক্ত হয় না; সে মাৎসর্যশীল (কৃপণ) হয় এবং তাহার মাৎসর্যশীলতা পরিত্যক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে সমর্পিত হইয়া তিন প্রকার দোষ পরিত্যাগ না করিয়া একজন লোক তাহার শাস্তির আচরণ স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে গুণান্বিত হইয়া এই তিনটি বিষয় পরিহার করিয়া যে কোন ব্যক্তি তাহার সুকৃতি স্বরূপ সুগতিতে নিক্ষিপ্ত হয়। কি কি? সে শীলবান হয় এবং তাহার দুঃশীল মল পরিত্যক্ত হয়; সে ঈর্ষাহীন হয় এবং তাহার ঈর্ষামল পরিত্যক্ত হয়; সে অকৃপণ হয় এবং তাহার কৃপণতা পরিত্যক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে গুণান্বিত হইয়া এই তিনটি বিষয় পরিহার করিয়া যে কোন ব্যক্তি তাহার সুকৃতি স্বরূপ সুগতিতে নিক্ষিপ্ত হয়।

২য় অধ্যায়- রথচক্র

(১১) তিন গুণ- ভিক্ষুগণ, উত্তমরূপে জ্ঞাত ভিক্ষু তিনটি সমন্বিত হইলে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, দেব-মনুষ্য বহুজনের অনর্থ, অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। কি কি? সে অপরকে ধর্মের বিপরীত ধারণা লাভ করিতে উৎসাহিত করে। ভিক্ষুগণ, উত্তমরূপে জ্ঞাত ভিক্ষু তিনটি সমন্বিত হইলে বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, দেব-মনুষ্য বহুজনের অনর্থ, অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ, একজন উত্তমরূপে জ্ঞাত ভিক্ষু তিনটি গুণে ভূষিত হইলে বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, দেবমনুষ্য বহুজনের অর্থ, হিত ও সুখের কারণ হয়। কি কি? সে অপরকে ধর্মের বিধানানুসারে কাজ করিতে, ভাষণ করিতে উৎসাহিত করে; সে অপরকে ধর্মীয় ধারণা লাভে উৎসাহিত করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে ভূষিত হইলে বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ, দেবমনুষ্য বহুজনের অর্থ, হিত ও সুখের কারণ হয়।

(১২) ত্রি-স্থান- 'ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার যাবজ্জীবন মনে রাখার ব্যাপার। তিনটি কি কি? ভিক্ষুগণ, প্রথমতঃ যেইস্থানে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত রাজার প্রথম স্মরণীয় বিষয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যেইস্থানে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ইহা তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ক্ষত্রিয় রাজার যাবজ্জীবন তৃতীয় স্মরণীয় বিষয় হইল তিনি যে স্থানে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, যুদ্ধ জয়ী হিসাবে যে স্থান তিনি অধিকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছেন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার যাবজ্জীবন মনে রাখার বিষয়।

তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর এই তিনটি বিষয় যাবজ্জীবন স্মরণীয়। কি কি? ভিক্ষুগণ, যে স্থানে একজন ভিক্ষু কেশ শ্মশ্রু ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র আবৃত হইয়া আগারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করেন সেই স্থান তাঁহার যাবজ্জীবন প্রথম স্মরণীয় বিষয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর যাবজ্জীবন দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় হইল যে স্থানে তাঁহার 'ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যে স্থানে একজন ভিক্ষু আসব ক্ষয় করিয়া অনাস্রব (মুক্ত) চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করেন এবং দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে বিহার করেন ইহা তাঁহার তৃতীয় যাবজ্জীবন স্মরণীয় বিষয়। ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর এই তিনটি বিষয় যাবজ্জীবন স্মরণীয়।'

(১৩) ত্রি-পুদ্‌গল (ব্যক্তি)- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? আশাহীন, আশাবাদী এবং যে আশা পরিহার করিয়াছে। ভিক্ষুগণ, আশাহীন ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি নীচ কুলে বা চণ্ডালকুলে বা ব্যাধকুলে বা ঝুড়ি তৈরীকারের পরিবারে বা রথচালক বা ঝাড়ু দারকুলে বা কোন দরিদ্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে যার পক্ষে খাদ্যের সংস্থান করা বা জীবিকার্জন বা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা কষ্টকর। অধিকন্তু সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিৎ, বামন, রুগ্ন, ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন, বক্র, খঞ্জ বা বিকলাঙ্গ। সে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালাগন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আসন, প্রদীপ লাভী হয় না। সে এইরূপ শুনিতে পায়ঃ "ক্ষত্রিয়ের বদান্যতায় ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অমুক অমুক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছে।" কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে এইরূপ হয় না; আমি আশ্চর্য হই ক্ষত্রিয়েরা কি আমাকে ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত করিবেন? ভিক্ষুগণ, এইরূপ পুদ্‌গল নিরাশ (আশাহীন)

পুদ্‌গল বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, আশাবাদী পুদ্‌গল কিরূপ? মনে কর ভিক্ষুগণ, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অভিষেকের যোগ্য কিন্তু অভিষিক্ত হয় নাই এবং সে অভিষিক্ত হওয়ার বয়ঃপ্রাপ্ত। সে শুনিতে পায় "অমুক ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছে।" তাহার এইরূপ মনে হয়- ক্ষত্রিয়গণ কখন আমাকে ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত করিবেন? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি আশাবাদী বলিয়া কথিত। ভিক্ষুগণ, কিরূপ ব্যক্তি আশাহত? মনে কর ভিক্ষুগণ, ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত কোন রাজা আছে। সে শুনিতে পায়ঃ অমুক ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত। কিন্তু তাহার এইরূপ মনে হয় নাঃ ক্ষত্রিয়গণ কখন আমাকে ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত করিবেন? তাহার কারণ কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেহেতু ভিক্ষুগণ, পূর্বে অনভিষিক্ত ব্যক্তির অভিষেকের আশা সম্পূর্ণরূপে বিগত। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি আশাহত ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুদের মধ্যেও তিন প্রকার ভিক্ষু বিদ্যমান। কি কি? নিরাশ, আশান্বিত, আশাহত। ভিক্ষুগণ, নিরাশ পুদ্‌গল ভিক্ষু কেমন? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ভিক্ষু দুঃশীল (নীতিহীন), মন্দকর্মা, সন্দেহ পরায়ণ, গোপনে কার্য সম্পাদনকারী। যদিও সে শ্রমণ বলিয়া ভান করে প্রকৃতই সে শ্রমণ নহে, অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীর ভান করে, আভ্যন্তরীণ দোষযুক্ত এবং কামাসক্ত, চরিত্রহীন। সে এইরূপ শুনিতে পাইলঃ "অমুক অমুক ভিক্ষু আস্রবের ক্ষয় করিয়া অনাস্রব, স্বয়ং ইহ জীবনেই সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে।" কিন্তু তাহার এইরূপ চিন্তা হয় নাঃ কখন আমি আস্রবের ক্ষয় করতঃ অনাস্রব হইব এবং চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্ট ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু নিরাশ বলিয়া পরিচিত। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ভিক্ষু আশান্বিত? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু শীলবান এবং কল্যাণ ধর্মপরায়ণ (নীতিবান ও উত্তম চরিত্রবান)। তিনি শুনিতে পাইলেনঃ "অমুক অমুক ভিক্ষু আস্রবের ক্ষয় করিয়া অনাস্রব, স্বয়ং ইহ জীবনেই সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে।" তখন তিনি এইরূপ ভাবেনঃ কখন আমি আস্রবের ক্ষয় করতঃ অনাস্রব হইব এবং চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্ট ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু আশান্বিত ভিক্ষু বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, কিরূপ ভিক্ষু আশাহত? ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু ক্ষীণাস্রব, অর্হৎ। তিনি শুনিতে পাইলেনঃ "এইরূপ এইরূপ ভিক্ষু আস্রবের ক্ষয় করিয়া অনাস্রব, স্বয়ং ইহ জীবনেই সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে।" কিন্তু তাঁহার এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় নাঃ কখন আমি আস্রবের ক্ষয় করতঃ অনাস্রব হইব এবং চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করিয়া দৃষ্ট ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব? তাহার কারণ কি? যেহেতু ভিক্ষুগণ, পূর্বে অবিমুক্তের বিমুক্তির আশা এখন উপশান্ত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষু আশাহত বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে এইরূপ তিন প্রকার ভিক্ষু বিদ্যমান।'

(১৪) ধর্ম- ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী রাজাও রাজা বিহীন নহে।' এইরূপ উক্ত হইলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ 'ভন্তে, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তীর রাজা কে? 'ভিক্ষুগণ, ধর্ম', বুদ্ধ উত্তর দিলেন এবং বলিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজচক্রবর্তী ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা যোদ্ধাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন যাহারা তাঁহাকে অতিথি সৎকারক হিসাবে অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ এবং গৃহপতিদের, দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারীদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, পশুপাখীদের সমভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ভিক্ষু, একজন ধর্ম পরায়ণ ন্যায় পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ রাজচক্রবর্তী ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা সর্বদা তিনি ধর্ম দ্বারা যোদ্ধাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাহারা তাঁহাকে অতিথি সৎকারক হিসাবে অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ এবং গৃহপতিদের, দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারীদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, পশুপাখীদের সমভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধর্মরূপ চক্র প্রবর্তন করেন। সেই সার্বভৌমত্বের চক্র কোন ধরণের মনুষ্য বা শত্রু দ্বারা বিধ্বস্ত করা যায় না।

তদ্রূপ ভিক্ষু, তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ন্যায় পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার কায়কর্মের প্রহরী, সব সময় তিনি এইরূপ ভাবেনঃ এইরূপ কায়িক কর্ম অনুসরণ যোগ্য, এইরূপ কায়িক কর্ম অনুসরণ যোগ্য নহে। পুনঃ ভিক্ষু, তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার বাচনিক কর্মের সুরক্ষক, সব সময় তিনি এইরূপ ভাবেনঃ এইরূপ বাচনিক কর্ম অনুসরণ যোগ্য, এইরূপ বাচনিক কর্ম অনুসরণ যোগ্য নহে। পুনঃ ভিক্ষু, তথাগত অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার মানসিক কর্মের সুরক্ষক, সব সময় তিনি এইরূপ ভাবেনঃ এইরূপ মানসিক কর্ম অনুসরণ যোগ্য, এইরূপ মানসিক কর্ম অনুসরণ যোগ্য নহে। হে ভিক্ষু, সেই অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ধর্মরাজা ধর্ম নির্ভর, ধর্মের সম্মানকারী, ধর্মের প্রতি বিনীত-শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম তাঁহার নিশান, ধর্ম তাঁহার আদর্শ প্রভু, সদা-সর্বদা তিনি তাঁহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়িক কর্মের সুরক্ষক, সব সময় তিনি এইরূপ ধর্মতঃ কায়িক কর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, বাচনিক কর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ও মানসিক কর্ম সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধর্মরূপ অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেই ধর্মচক্র জগতের কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, দেব বা মার বা ব্রহ্মা কাহারও দ্বারা উল্টান যায় না।'

১৫। রথচক্রকার- (ক) 'এক সময় ভগবান বারাণসীর মৃগদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ। হাঁ ভন্তে', ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন। 'ভিক্ষুগণ, এক সময় পচেতন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন রাজা পচেতন তাঁহার রথকারকে আহ্বান করিলেনঃ 'সৌম্য রথকার, এখন হইতে ছয় মাস পরে এক যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। 'সৌম্য রথকার' আপনি কি আমাকে এক জোড়া নব চক্র তৈরী করিয়া দিতে পারেন?' 'দেব, পারি' রথকার রাজাকে বলিলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণ, যখন ছয় দিন কম ছয় মাস হইল তখন রথকার মাত্র একটি চক্র তৈরী শেষ করিল। তখন রাজা রথকারকে বলিলেনঃ "সৌম্য রথকার, এখন হইতে ছয় দিন পর যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। নব চক্র তৈরী কি শেষ হইয়াছে?" "দেব, ছয় দিন কম এই ছয় মাসে একটি চক্র সমাপ্ত হইয়াছে।" "কিন্তু আপনি ছয় দিনে দ্বিতীয় চক্রটি শেষ করিতে পারিবেন?" "দেব, হাঁ পারিব" রথকার উত্তর দিলেন।

(খ) অতঃপর ভিক্ষুগণ, ছয় দিনের মধ্যে দ্বিতীয় চক্র নির্মাণ সমাপ্ত করিয়া রথকার নতূন চক্র যুগল নিয়া রাজা পচেতন যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেনঃ "দেব, আপনার এই নব চক্র যুগর সমাপ্ত হইয়াছে।" "সৌম্য রথকার, যে চক্রটি আপনি ছয় দিন কম ছয় মাসে তৈরী সমাপ্ত করিয়াছেন এবং যেইটি ছয় দিনে সমাপ্ত করিয়াছেন এই দুইটি চক্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ত আমি দেখিতে পাইতেছি না।" "কিন্তু দেব, একটি পার্থক্য আছে। দেব, আপনি লক্ষ্য করুন!" এইরূপ বলিয়া, ভিক্ষুগণ, রথকার ছয় দিনে নির্মিত চক্রটি ঘুরাইলেন। চক্রটির গতি যতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইল। অতঃপর চতুর্দিকে ইহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তৎপর ছয় দিন কম ছয় মাসে নির্মিত চক্রটি তিনি ঘুরাইয়া দেন। চক্রটির গতি যতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইল, অতঃপর ইহা স্থির দাঁড়ানো রহিল। তোমরা মনে করিতে পার- অক্ষদণ্ডে লাগিয়া রহিয়াছে।

(গ) "কিন্তু সৌম্য রথকার" রাজা বলিলেন, "কি কারণে কেন যে চক্রটি আপনি ছয়দিনে তৈরী করিয়াছিলেন তাহা সঞ্চারিত গতি পরিমাণ ঘুরিবার পর চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল; অথচ আপনি যেইটি ছয় দিন কম ছয় মাসে তৈরী করিয়াছিলেন তাহা যতটুকু গতি সঞ্চারিত হইয়াছিল ততটুকু ঘুরিল, অতঃপর ইহা স্থির রহিল, আপনি মনে করিতে পারেন- অক্ষদণ্ডে লাগিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রহিয়াছে?” “দেব, যে চক্রটি আমি ছয় দিনে তৈরী করিয়াছিলাম ইহার ধার বাঁকা, ত্রুটিপূর্ণ এবং ফাটলযুক্ত; তদ্রূপই ছিল চাকার চক্রের মধ্যবিন্দু বাঁকানো, দোষযুক্ত। ইহার ধার, অক্ষদণ্ড ও মধ্যবিন্দু (নাভি) বাঁকা, ত্রুটিপূর্ণ, ছিদ্রপূর্ণ হওয়ায় সঞ্চারিত গতি যতক্ষণ স্থায়ী ছিল ততক্ষণ ইহা ঘুরিয়াছিল। তৎপর চতুর্দিকে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু দেব, যেই চক্রটি আমি ছয় দিন কম ছয় মাসে সমাপ্ত করিয়াছিলাম ইহার ধার বাঁকা ছিল না; ইহা ছিল দোষমুক্ত নিশ্চিদ্র। তদ্রূপই ছিল চাকার দণ্ড ও মধ্যবিন্দু। চাকার ধার, দণ্ড ও নাভির মসৃণ, ত্রুটিহীন, নিশ্চিদ্র অবস্থা বশতঃ চক্রদণ্ড ততক্ষণ ঘুরিয়াছিল যতক্ষণ ইহাতে সঞ্চারিত গতি স্থায়ী ছিল। তৎপর স্থির দাঁড়ানো রহিয়াছে, অক্ষদণ্ডে লাগিয়া রহিয়াছে- আপনি বলিতে পারেন।”

(ঘ) এখন ভিক্ষুগণ, তোমরা মনে করিতেছ যে, সেই ক্ষেত্রে রথকার ছিলেন অন্য কোন ব্যক্তি। কিন্তু তোমরা তদ্রূপ চিন্তা করিবে না। সেই সময় রথকার ছিলাম আমি নিজেই। ভিক্ষুগণ, আমি বাঁকা, ত্রুটিপূর্ণ, ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠের ক্ষেত্রে ছিলাম সুদক্ষ। এখন ভিক্ষুগণ, আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বক্রপথে কায়িক দোষ, কায়িক ত্রুটিতে সুদক্ষ। বাচনিক এবং মানসিক বক্রপথে দোষ ও ত্রুটিতে দক্ষ।

(ঙ) ভিক্ষুগণ, যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর কায়িক অঋজুতা, কায়িক দোষ, কায়িক ত্রুটি; বাচনিক অঋজুতা বাচনিক দোষ, বাচনিক ত্রুটি; মানসিক অঋজুতা মানসিক দোষ, মানসিক ত্রুটি; পরিত্যক্ত হয় না তাহার ধর্ম বিনয় হইতে পতন ছয় দিনে নির্মিত চক্র সদৃশ। ভিক্ষুগণ, যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর কায়িক, বাচনিক, মানসিক অঋজুতা, দোষ, ত্রুটি পরিত্যক্ত হইয়াছে সে ধর্ম বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ছয় দিন কম ছয় মাসে সমাপ্ত চক্র সদৃশ। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিৎঃ আমরা কায়িক অঋজুতা, দোষ, ত্রুটি পরিহার করিব; বাচনিক অঋজুতা, দোষ, ত্রুটি পরিত্যাগ করিব; মানসিক অঋজুতা, দোষ, ত্রুটি পরিহার করিব। ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত।’

১৬। নিশ্চিত পদ্ধতি- ‘ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে গুণান্বিত হইয়া একজন ভিক্ষু নিশ্চিত পদ্ধতি অনুশীলনে পারদর্শী হয় এবং তাহার আসক্তি ক্ষয়ের জন্য বলিষ্ঠ কারণ আছে। তিন কি কি? ভিক্ষুগণ, একজন ইন্দ্রিয় দ্বার পাহারা দেয়, ভোজনে মাত্রজ্ঞ হয় এবং জাগ্রতশীল হয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বার পাহারা দেয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য) বশতঃ অসংযত চক্ষুন্দ্রিয়ে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয়। সে চক্ষুন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, চক্ষুন্দ্রিয় সংযত করে। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য) বশতঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসংযত শ্রোত্রন্দ্রিয়ে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয়। সে শ্রোত্রন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, শ্রোত্রন্দ্রিয় সংযত করে। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য) বশতঃ অসংযত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয়। সে ঘ্রাণন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, ঘ্রাণন্দ্রিয় সংযত করে। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য) বশতঃ অসংযত জিহ্বান্দ্রিয়ে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয়। সে জিহ্বান্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, জিহ্বান্দ্রিয় সংযত করে। কায় দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য (লোভ এবং নৈরাশ্য) বশতঃ অসংযত কায়েন্দ্রিয়ে পাপ অকুশল উৎপন্ন হয়। সে কায়ন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, কায়ন্দ্রিয় সংযত করে। মন দ্বারা ধর্ম শ্রবণ করিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করে না বা অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। কিন্তু লোভ এবং নৈরাশ্যবশতঃ যে অসংযত শোত্র ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়, জিহ্বা ইন্দ্রিয়, কায় ইন্দ্রিয়, মন ইন্দ্রিয় পাপ অকুশল উৎপন্ন হয় সেই দ্বার সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, পাহারা দেয়, সংযত করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহ পাহারা দেয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়? ভিক্ষুগণ, সে চিন্তা করিয়া জ্ঞানপূর্বক আহার গ্রহণ করে; ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, ব্যক্তিগত মণ্ডণের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে। কিন্তু যাবৎ এই দেহ আছে তাবৎ তাহার স্থিতির জন্য, জীবন যাপনের জন্য, ব্যথা দূর করিবার জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহের জন্য এই চিন্তায়- "আমি পুরাতন বেদনা দমন করিব নূতন বেদনা উৎপন্ন করিব না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন আমি নির্দোষ এবং সুখে বিহরণ করিব।" ভিক্ষুগণ, এইরূপে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়। কিভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু জাগ্রতশীল হয়? ভিক্ষুগণ, দিবসে ভিক্ষু চংক্রমণ করিয়া উপবেশন করিয়া আবরণীয় (বাধা সৃষ্টিকারী) বিষয় হইতে চিত্তকে মুক্ত করে। রাত্রির প্রথম যামে চংক্রমণ ও উপবেশন করিয়া চিত্তকে আবরনীয় বিষয় হইতে মুক্ত করে; রাত্রির মধ্যম ভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া সিংহশয্যা গ্রহণ করে, পায়ের উপর পা রাখিয়া উত্থান সংজ্ঞায় স্মৃতি (মনোযোগ) নিবদ্ধ রাখে। রাত্রির শেষ ভাগে প্রত্যুত্থান করিয়া চংক্রমণ ও উপবেশন করিয়া চিত্তকে আবরণীয় বিষয় হইতে মুক্ত করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই ভিক্ষু জাগ্রতশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন ধর্ম সমন্বাগত ভিক্ষু নিশ্চিত পদ্ধতি অনুশীলনে পারদর্শী হয় এবং তাহার আসক্তি ক্ষয়ের কারণ সৃষ্টি করে।'

১৭। ত্রি-গুণ- 'ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের, অপরের, উভয়ের অসুখের কারণ হয়। কি কি?- কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের, অপরের, উভয়ের অসুখের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় নিজের,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরের বা উভয়ের অসুখের কারণ হয় না। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিন বিষয় বিষয় নিজের, অপরের, উভয়ের অসুখের কারণ হয় না।'

১৮। দেব লোক- 'ভিক্ষুগণ, যদি অন্য মতবাদী পরিব্রাজকেরা তোমাদের এই প্রশ্ন করেঃ "শ্রমণ গৌতম কি দেবলোকে উৎপত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন?"- এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে কি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিরক্ত, দুঃখিত, অসন্তুষ্ট হইবে না?' 'হাঁ ভন্তে।' এইরূপ ভিক্ষুগণ, মনে হয় যে তোমরা দেব-জীবন, দেব-সৌন্দর্য, দেব-সুখ, খ্যাতি এবং আধিপত্য ধারণায় বিরক্ত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট। কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম ব্যাপারে তোমরা কতটুকু বিরক্ত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবে না?

১৯। (ক) দোকানদার- 'তিনটি বৈশিষ্ট্য বলে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে অসমর্থ। কি কি? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার অতি প্রত্যুষে তাহার কাজে নিবিড় ভাবে মনোযোগ দেয় না, মধ্যাহ্ন বেলায়ও নহে, সন্ধ্যা বেলায়ও নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে অসমর্থ। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি কারণযুক্ত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশল ধারণে বা বৃদ্ধিতে অসমর্থ। তিনটি কি কি? ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে সমাধি অনুশীলনে মনোনিবেশ করে না, মধ্যাহ্ন সময়েও না, সায়াহ্ন সময়েও না। ভিক্ষুগণ, এই তিন কারণযুক্ত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশল ধারণে বা বৃদ্ধিতে অসমর্থ। ভিক্ষুগণ, তিনটি কারণ পূর্ণ হইলে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে সমর্থ। কি কি? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার অতি প্রত্যুষে তাহার কাজে নিবিড় ভাবে মনোযোগ দেয়, মধ্যাহ্ন বেলায়ও, সন্ধ্যা বেলায়ও। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি কারণ পূর্ণ হইলে একজন দোকানদার অনধিগত (অনর্জিত) সম্পদ অর্জনে, অর্জিত সম্পদ ধারণে বা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধিতে সমর্থ। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণ গুণান্বিত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশল ধারণে বা বৃদ্ধিতে সমর্থ। তিনটি কি কি? ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে সমাধি অনুশীলনে মনোনিবেশ করে, মধ্যাহ্ন সময়েও, সায়াহ্ন সময়েও। ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-গুণ সমন্বিত হইলে একজন ভিক্ষু অনধিগত কুশল অর্জনে, অধিগত (অর্জিত) কুশল ধারণে বা বৃদ্ধিতে সমর্থ।

২০। (খ) দোকানদার- 'ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলে একজন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোকানদার অতি শীঘ্র মহত্ততা অর্জন এবং সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। কি কি? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার বুদ্ধিমান, বিশেষতঃ সমর্থবান এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, সে কিরূপ বুদ্ধিমান? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার তাহার দ্রব্য সম্পর্কে এইরূপ অবহিতঃ এই দ্রব্যটি এত দামে ক্রীত, এত মূল্যে বিক্রীত হইলে এত টাকা হইবে এবং এত সঞ্চিত হইবে। ভিক্ষুগণ, এই প্রকারে একজন দোকানদার বুদ্ধিমান। ভিক্ষুগণ, একজন দোকানদার কিরূপে বিশেষতঃ সমর্থবান? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার দ্রব্য ক্রয়ে বিক্রয়ে সুদক্ষ। ভিক্ষুগণ, একজন দোকানদার এইরূপে বিশেষতঃ সমর্থবান। ভিক্ষুগণ, কিভাবে যে দোকানদার বুদ্ধিমান, বিশেষতঃ সমর্থবান এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করে? ভিক্ষুগণ, যে দোকানদার গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র বা ধনী, মহাধনী, মহা ভোগসম্পত্তির অধিকারীদের সাথে এইভাবে পরিচিত হয়, এই দোকানদার চালাক, প্রধানতঃ সমর্থবান, ফন্দীবাজ, পুত্রদারকে পোষণে দক্ষ এবং মাঝে মাঝে আমাদিগকে ঋণকৃত অর্থের জন্য সুদ প্রদানে সক্ষম। তাঁহারা তাহাকে এই বলিয়া সম্পদ প্রদান করেঃ "সৌম্য দোকানদার, এই অর্থ গ্রহণ করুন এবং তদ্বারা ব্যবসা করুন; আপনার পুত্র-দারকে পোষণ করুন এবং মাঝে মাঝে তাহা পরিশোধ করুন।" ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন দোকানদার বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণ সমন্বিত একজন দোকানদার অতি শীঘ্র মহত্ততা লাভ করে এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্ততা অর্জন করে এবং কুশল বর্ধিত করে। তিনটি কি কি? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ, সম্পূর্ণভাবে সমর্থবান এবং বিশ্বাস-সৃষ্টিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যথার্থই জানে ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণ সমন্বিত একজন ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্ততা লাভ করে এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্ততা অর্জন করে এবং কুশল বর্ধিত করে। তিনটি কি কি? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ, সম্পূর্ণভাবে সমর্থবান এবং বিশ্বাস-সৃষ্টিতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, এইভাবে একজন ভিক্ষু বিচক্ষণ হয়। ভিক্ষুগণ, কিভাবেই একজন ভিক্ষু প্রধানতঃ সমর্থবান? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অকুশল পরিহারে, কুশলধর্ম বৃদ্ধিতে আরব্ধবীর্য, সে নির্ভীক এবং দৃঢ় পরাক্রমী, কুশল ভারে পতনশীল নহে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু প্রধানতঃ সমর্থবান। ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বিশ্বাস সৃষ্টি করে? --ভিক্ষুগণ, মাঝে মাঝে সে বহুশ্রুত (বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী), আগতাগম (প্রবাদ বাক্যে দক্ষ), ধর্মধর (ধর্মাভিজ্ঞ), বিনয়ধর, মাতিকাধর (প্রাতিমোক্ষের আইনসমূহে অভিজ্ঞ) প্রভৃতির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট গিয়া প্রশ্ন করেঃ ভন্তে, ইহা কেমন? ইহার অর্থ কি?” সেই সকল ভিক্ষু তখন অজানা বিষয় উন্মোচন করে, অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করে, ধর্মের বিভিন্ন সন্দিগ্ধ বিষয়ে তাহার সন্দেহ অপনোদন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই একজন ভিক্ষু বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ভিক্ষু অতি শীঘ্র মহত্ত্বতা অর্জন করে এবং কুশল বর্ধিত করে।

৩য় অধ্যায়- পুদ্‌গল বর্গ

২১। কায় দ্বারা পরীক্ষা- আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সবিট্‌ঠ ও মহাকোট্‌ঠিত যেখানে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রের সাথে সম্মান সূচক সম্ভাষণের পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র শ্রদ্ধেয় সবিট্‌ঠকে বলেনঃ আয়ুষ্মান সবিট্‌ঠ, জগতে এই তিন ব্যক্তি দেখা যায়। কে কে?- কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। আয়ুষ্মান, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো (বন্ধু), এই তিন জনের মধ্যে শ্রদ্ধা বিমুক্ত ব্যক্তিই উত্তম এবং উৎকৃষ্টতর। কে? কারণ আবুসো, এই পুদ্‌গলের মধ্যে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় বেশী পরিমাণে বিকশিত। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রদ্ধেয় মহাকোট্‌ঠিতকে বলেনঃ শ্রদ্ধেয় কোট্‌ঠিত, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অতি উত্তম ও উৎকৃষ্টতর?’ ‘হাঁ শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র, জগতে এই তিন জনের মধ্যে শ্রদ্ধাবিমুক্ত ব্যক্তিই উত্তম এবং উৎকৃষ্টতর। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। আবুসো, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যে কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষা করিয়াছে আমার নিকট সেই অতি উত্তম, উৎকৃষ্টতর। কেন? যেহেতু এই ব্যক্তির মধ্যে সমাধি ইন্দ্রিয় অধিক পরিমাণে বিকশিত। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিত শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে বলেনঃ আবুসো সারিপুত্র, জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। জগতে এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। আবুসো, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি চমৎকার, উৎকৃষ্টতর? আবুসো কোট্‌ঠিত, জগতে তিন জনের মধ্যে শ্রদ্ধাবিমুক্ত ব্যক্তিই উত্তম এবং উৎকৃষ্টতর। কে কে? কায় সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত (কায় দ্বারা সত্য পরীক্ষাকারী, দৃষ্টিজয়ী, শ্রদ্ধা দ্বারা বিমুক্ত)। আবুসো, এই তিন ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই আমার নিকট শ্রেষ্ঠতর ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। কেন? যেহেতু আবুসো, এই ব্যক্তিই মধ্যে প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় অধিক পরিমাণে বিকশিত। অতঃপর শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র শ্রদ্ধেয় সবিট্ঠ ও মহা কোট্ঠিতকে এই বলিলেনঃ 'আয়ুষ্মানগণ, আমরা সবাই স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা অনুসারে মতামত প্রকাশ করিয়াছি। চলুন আয়ুষ্মানগণ, আমরা ভগবান যেখানে আছেন তথায় উপস্থিত হই। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই বিষয়টি অবহিত করি। ভগবান বিষয়টি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন আমরা তদ্রূপ ধারণ করিব।' শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে অপর দুইজন, 'বন্ধু, উত্তম' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপর তাঁহারা তিন জনেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রাপ্ত উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র তাঁহারা তিনজনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল ভগবানকে তাহা অবহিত করেন। ভগবান বলিলেনঃ 'সারিপুত্র, না ভাবিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে যে, তিন জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর। অবশ্য ইহা উত্তম যে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিমুক্ত অর্হৎ এর সাথে প্রতিপন্ন (আরূঢ়), যে ব্যক্তি কায়সাক্ষী সে সকৃদাগামী (একবার আগমনকারী) বা অনাগামী আর যে ব্যক্তি দৃষ্টিপ্রাপ্ত সেও সকৃদাগামী বা অনাগামী। সারিপুত্র, না ভাবিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে যে, তিন জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর। ইহাও হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি কায়সাক্ষী সে অর্হত্ত্বের পথে প্রতিপন্ন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিমুক্ত সে সকৃদাগামী বা অনাগামী, যে দৃষ্টিপ্রাপ্ত সেও সকৃদাগামী বা অনাগামী। সারিপুত্র, না ভাবিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে যে, তিন জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর। ইহাও হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি দৃষ্টিসাক্ষী সে অর্হত্ত্বের পথে প্রতিপন্ন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিমুক্ত সে সকৃদাগামী বা অনাগামী,-কায়সাক্ষী সে সকৃদাগামী বা অনাগামী সারিপুত্র, না ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর।'

২২। রুগ্ন ব্যক্তি- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার রুগ্ন ব্যক্তি বিদ্যমান। কে কে? ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ন ব্যক্তি যথোপযুক্ত খাদ্য লাভ করুক বা না করুক, যথাযথ ঔষধ লাভ করুক বা না করুক সেবা শুশ্রূষা লাভ করুক বা না করুক সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে না। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ন ব্যক্তি যথোপযুক্ত খাদ্য লাভ করুক বা না করুক, যথাযথ ঔষধ লাভ করুক বা না করুক সেবা শুশ্রূষা লাভ করুক বা না করুক সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, একজন রুগ্ন ব্যক্তি লাভ করুক বা না করুক লাভ না করিয়া ঔষধ সেবন না ... সেবা-শুশ্রূষা লাভ না করিয়া সে তাহার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। ভিক্ষুগণ, যে রুগ্ন ব্যক্তি যথাযথ পথ্য বা ঔষধ বা সেবা-শুশ্রূষা লাভ করে সে সেই রোগ হইতে অব্যাহতি পায় (কিন্তু যদি এইগুলি লাভ না করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই ক্ষেত্রে নহে)- এই নির্দিষ্ট রুগ্ন ব্যক্তির জন্য যথাযথ পথ্য, ঔষধ, সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহার নির্দিষ্ট স্বার্থের নিমিত্ত (তাহার রোগমুক্তি বশতঃ) যে অন্যান্য রুগ্ন ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হইবে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার রুগ্ন ব্যক্তি বিদ্যমান। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার রুগ্ন ব্যক্তির সমতুল্য তিন প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) দেখা যায়। কি কি?- ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আছে যে তথাগতের দর্শন লাভের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক কুশল ধর্মে পূর্ণতার নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে না। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি তথাগতের দর্শন লাভের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় শ্রবণের সুযোগ লাভ করুক বা না করুক কুশল ধর্মে পূর্ণতার নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি .... (পূর্ববৎ) ... সুযোগ লাভ করে ব্যর্থ হয় না ... (পূর্ববৎ) .... শ্রবণের সুযোগ লাভ করে ... প্রবেশ করে, ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তির নিমিত্তেই ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার নিমিত্তেই অন্যদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি দেখা যায় যাহাদিগকে তিন প্রকার রুগ্ন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যাইতে পারে।'

২৩। 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি আছে। কি কি? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে কায়িক, বাচনিক, মানসিক এমন কর্ম সঞ্চয় যাহা বিরোধী। এইরূপ কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিরূদ্ধ কর্ম সঞ্চয় করার ফলে সে এমন এক স্থানে পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করে যাহা প্রতিকূল। এইরূপ স্থানে জন্মলাভ করার ফলে তথাকার বিরূপ সংস্পর্শ তাহাকে বিব্রত করে। এইভাবে বিরূদ্ধ সংস্পর্শ লাভ করিয়া সে এমন বেদনানুভব করে যাহা প্রতিকূল, একান্ত দুঃখজনক যাহা একমাত্র নারকীয় সত্ত্বগণ ভোগ করে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি কায়িক, কোন কোন ব্যক্তি বাচনিক, কোন কোন ব্যক্তি মানসিক এমন কর্ম সঞ্চয় করে যাহা অনবদ্য। এইরূপ কায়িক, বাচনিক, মানসিক অনবদ্য কর্ম সঞ্চয়ের ফলে সে অনবদ্য অনুকূল স্থানে জন্ম লাভ করে। এইরূপ অনুকূল স্থানে উৎপন্ন হইয়া অনুকূল সংস্পর্শে আসে, অনুকূল বেদনানুভব করে যাহা একান্ত সুখকর এবং একমাত্র শুভকিন্ন দেবগণই অনুভব করিয়া থাকে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি কায়িক, কোন কোন ব্যক্তি বাচনিক, কোন কোন ব্যক্তি মানসিক কর্ম সঞ্চয় করে যাহা প্রতিকূল এবং অনবদ্য উভয় প্রকার। সে সাবদ্য (প্রতিকূল) এবং অনবদ্য কায়িক কর্ম সঞ্চয় করিয়া, সে সাবদ্য এবং অনবদ্য বাচনিক কর্ম সঞ্চয় করিয়া, সে সাবদ্য এবং অনবদ্য মানসিক কর্ম সঞ্চয় করিয়া এমন স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে যাহা সাবদ্য ও অনবদ্য উভয় প্রকার। এইরূপ প্রতিকূল ও অনুকূল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিকূল এবং অনুকূল সংস্পর্শে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসে। এইরূপ প্রতিকূল ও অনুকূল সংস্পর্শে আসার ফলে সাবদ্য ও অনবদ্য উভয়বিধ (মিশ্রিত) সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে যেইরূপ কোন কোন মনুষ্য, বেদ এবং নারকীয় (বিনিপাতিক) সত্ত্বগণ অনুভব করিয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান।'

২৪। সবচেয়ে উপকারী- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন ব্যক্তি অন্যের নিকট খুবই উপকারী। কে কে?- যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোন লোক বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করে, এই ব্যক্তি তাহার খুবই উপকারী। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তির দ্বারা কোন লোক ইহা যথাযথ জানে যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। এই ব্যক্তি তাহার খুবই উপকারী। পুনঃ ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি কোন লোকের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি জানিতে পারে, স্বয়ং ইহ জীবনেই অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে, এই ব্যক্তি তাহার খুবই উপকারী। ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তি অন্যের নিকট খুবই উপকারী। ভিক্ষুগণ, আমি ইহা ঘোষণা করিতেছি যে, এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত তাহার নিকট অধিক উপকারী আর কোন লোক হইতে পারে না। আমি ইহা বলিতেছি যে, অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, করজোড়ে অঞ্জলি, কর্তব্য পূর্ণ আচরণ বা বস্ত্র, আহার, শয্যা, আবাসস্থান, ভৈষজ্য এবং পরিষ্কারাদি দানের দ্বারা কেহ তাহাদের প্রতিদান করিতে পারে না।'

২৫। উন্মুক্ত ক্ষত- 'ভিক্ষুগণ, জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। তিন কি কি? উন্মুক্ত ক্ষত চিত্ত সদৃশ, বিদ্যুৎ উপম চিত্ত, হীরক চিত্ত। ভিক্ষুগণ, উন্মুক্ত ক্ষত চিত্ত সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ পরায়ণ এবং অশান্ত। তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ যখন লাঠি দ্বারা পুঁযযুক্ত ক্ষত আঘাত করা হইলে তখন বেশী পরিমাণে পুঁয বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ পরায়ণ এবং অশান্ত। তাহাকে সামান্য কিছু বলা হইলেও সে রাগান্বিত ক্রুদ্ধ হয়, কলহ করে, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, মুখভারিতা প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি উন্মুক্ত ক্ষত সদৃশ ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, বিদ্যুতোপম চিত্ত ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতই জানেঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। যেমন ভিক্ষুগণ, চক্ষুষ্মান পুরুষ বিদ্যুতের এক ঝলক দ্বারা ঘোর অন্ধকারে বস্তু দেখে, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি যথার্থই জানেঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। এই ব্যক্তি বিদ্যুতোপম চিত্ত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, হীরক ব্যক্তি চিত্ত কেমন? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং ইহ জীবনে প্রত্যক্ষ করতঃ তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে। যেমন ভিক্ষুগণ, এমন কোন মণি বা পাথর নাই যাহাকে হীরক কাটিতে পারে না, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং ইহ জীবনে প্রত্যক্ষ করতঃ তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি হীরক চিত্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি দৃষ্ট হয়।'

২৬। অনুসরণ যোগ্য- ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে অনুসরণ অযোগ্য, অসেবনযোগ্য, অসম্মান যোগ্য। ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে অনুসরণ যোগ্য, সেবন যোগ্য, সম্মান যোগ্য। ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ব্যক্তি আছে যে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ যোগ্য, সেবনযোগ্য, সম্মানযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার ব্যক্তি অনুসরণ অযোগ্য, অসেবন যোগ্য, অসম্মান যোগ্য? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) আছে যে শীল (নীতি), সমাধি ও প্রজ্ঞায় হীন। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি আছে যে শীল (নীতি), সমাধি ও প্রজ্ঞায় হীন। অনুসরণ অযোগ্য, অসেবনযোগ্য, অসম্মান যোগ্য, একমাত্র বিবেচনা ও অনুকম্পা ব্যতীত। ভিক্ষুগণ, কি রকম ব্যক্তি অনুসরণ অযোগ্য, সেবন যোগ্য, সম্মান যোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অনুসরণ যোগ্য, সেবন যোগ্য, সম্মান যোগ্য। তাহার কারণ কি? এই কারণেঃ যেহেতু আমরা উভয়ে শীলে পারদর্শী, আমাদের কথাবার্তা শীলসম্পন্ন হইবে, ইহা আমাদের কুশল অক্ষুণ্ন রাখিবে, তাহাতে আমাদের শান্তি বজায় রাখিবে। যেহেতু আমরা প্রজ্ঞায় উভয়ে বিষয়ে পারদর্শী, আমাদের কথাবার্তা সমাধিমূলক, প্রজ্ঞাপূর্ণ হইবে। এইগুলি আমাদের কুশল ... (পুর্ববৎ) ... বজায় থাকিবে। এই কারণে এইরূপ ব্যক্তি- সম্মান যোগ্য।

ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার ব্যক্তি পূজা ও শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ যোগ্য, সেবন যোগ্য, সম্মান যোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞায় উন্নত হয়। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার ব্যক্তি প্রথমে পূজার ও শ্রদ্ধার যোগ্য তৎপর অনুসরণ, সেবন যোগ্য ও সম্মান যোগ্য। কেন? এই কারণে- "আমি অপরি-পূরিত শীল পূরণ করিব বা যখন শীলস্কন্ধ পরিপূরিত হইবে তখন আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা তত্র তত্র যোগ দিয়া পরিপূরণ করিব। অপরিপূরিত সমাধিস্কন্ধ পূরণ করিব বা যখন সমাধিস্কন্ধ পরিপূরিত হইবে তখন আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তত্র তত্র যোগ দিয়া তাহা পরিপূরণ করিব।" এই কারণে এই প্রকার ব্যক্তি সৎকার, গৌরব সহকারে অনুসরণ যোগ্য, সেবন যোগ্য, সম্মান যোগ্য। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে হীনবন্ধুকে অনুসরণ করে সে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, কদাপি সমতুল্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত হইলে সে ব্যর্থ হয় না। যে মহৎ ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হয় তাহার শীঘ্র উত্থান হয়, তাই সেবা করিবে তোমার চেয়ে উত্তম লোকের।'

২৭। ঘৃণাজনক- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি আছে যে ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যাজ্য, অনুসরণ, সেবন বা সম্মান যোগ্য নহে। এক ধরণের লোক আছে যে অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের যোগ্য নহে। ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি অনুসরণ যোগ্য, সেবা ও সম্মান যোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ব্যক্তি .. (পূর্ববৎ) .. অযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি দুঃশীল, পাপধর্ম পরায়ণ, পবিত্র, সন্দেহজনক আচরণসম্পন্ন, গোপন কর্মা। যদিও সে ভান করে সে শ্রমণ নহে, সে অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীর ভান করে। সে আভ্যন্তরীণ কলুষযুক্ত এবং সম্পূর্ণভাবে কামাসক্ত, ময়লা আবর্জনা স্তূপ। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি ঘৃণার সাথে পরিত্যাজ্য ... অযোগ্য। কেন? যদিও কোন ব্যক্তি তাহার মতের প্রতি দৃঢ় আসক্তি প্রকাশ করে না তবুও তাহার কুকীর্তির শব্দ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে- সে পাপীদের সাথে সংশ্রব করে, তাহার কু-সংসর্গ আছে, সে দুষ্ট লোকদের সাথে সংসর্গ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, মনে কর কোন সর্প গোবরাদির স্তূপে প্রবেশ করে, যদিও ইহা তাহাকে (যে ইহাকে বাহির করে) কামড়ায় না তথাপি ইহা তাহাকে মলিন করে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যদিও কোন ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্তির মতের প্রতি দৃঢ় আসক্তি প্রকাশ করে না তবুও তাহার কুকীর্তির শব্দ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে- সে পাপীদের সাথে সংশ্রব করে, তাহার কু-সংসর্গ আছে, সে দুষ্ট লোকদের সাথে সংসর্গ করে। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির ঘৃণার সাথে পরিত্যাজ্য ..... অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার ব্যক্তি অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের অযোগ্য? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ ... (২৫নং দেখুন) ... মুখভারিতা প্রকাশ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, যখন লাঠি ... (২৫নং দেখুন) ... বাহির হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ... (পূর্ববৎ) ... প্রকাশ করে। যেমন ভিক্ষুগণ, তিণ্ডুক নামক কাষ্ঠখণ্ড লাঠি দ্বারা আঘাত করা হইলে অধিক ফোঁক ফোঁক শব্দ করে এবং পত্ পত্ করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ... (পূর্ববৎ) ... প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অবহেলার যোগ্য, অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের অযোগ্য। ইহার কারণ কি? কারণ সে ভাবে- সে আমাকে অভিশাপ দিতে পারে, গালি দিতে পারে, আমার ক্ষতি করিতে পারে। এই কারণে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি ... সম্মানের অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ব্যক্তি অনুসরণ, সেবা ও সম্মানের যোগ্য? 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন পুদ্গল শীলবান, কল্যাণধর্ম পরায়ণ। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি সেবা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুসরন ও সম্মানযোগ্য। ইহার কারণ কি? কারণ ভিক্ষুগণ, যদিও কোন কোন ব্যক্তি তাহার মতে দৃঢ় অনুরক্তি প্রকাশ করে না তবুও তাহার সুকীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়ে যে, সে কল্যাণমিত্র (সৎ লোকের সাথে মেলামেশা করে), তাহার যোগ্য বন্ধু আছে, সে যোগ্য লোকের সাথে সম্পর্ক করে। সেই কারণে এইরূপ ব্যক্তি অনুসরণ ... সম্মানের যোগ্য। ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান।

যে হীনবন্ধুকে অনুসরন করে সে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, কদাপি সমতুল্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত হইলে সে ব্যর্থ হয় না। যে মহৎ ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হয় তাহার শীঘ্র উত্থান হয়, তাই সেবা করিবে তোমার চেয়ে উত্তম লোকের।'

২৮। সু-ভাষণ- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? প্রবঞ্চনাকুশলী, সুভাষক, মধুভাষক। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ব্যক্তি প্রবঞ্চনাকুশলী? ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তিকে বিচারালয়ে, পরিষদ বা আত্মীয় স্বজন বা সমিতি বা রাজ প্রাসাদের সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী জেরা করা হয়ঃ "ওহে পুরুষ, আস, তুমি যাহা জান বল।" তখন যদিও সে অজ্ঞ, সে বলে যে সে জানে। যদিও সে জানে, সে সব জ্ঞাত বিষয় অস্বীকার করে। যদিও সে ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নহে তথাপি সে বলে যে, সে প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। যদিও সে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সে তাহা অস্বীকার করে। এইরূপে নিজেকে বা অপরকে রক্ষার জন্য বা সামান্য লাভের খাতিরে সে সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলে। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার ব্যক্তি প্রবঞ্চনাকুশলী হিসাবে কথিত। ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকান ব্যক্তি সু-ভাষক? ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তিকে বিচারালয়ে পরিষদ বা আত্মীয় স্বজন বা সমিতি বা রাজ প্রাসাদের সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী জেরা করা হয়ঃ "ওহে পুরুষ, আস, তুমি যাহা জান বল।" তখন সে অজ্ঞ হইলে সে বলে যে, সে জানে না। যাহা জানে না তাহা স্বীকার করে। দেখিলে যাহা দেখিয়াছে তাহা স্বীকার করে। এইরূপে নিজেকে নিজেকে বা অপরকে রক্ষার জন্য বা সামান্য লাভের খাতিরে সে সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলে না। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি সুভাষক হিসাবে পরিচিত। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ব্যক্তি মধু ভাষক? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরুষ বাক্য প্রতিবিরত হয়, যাহা কিছু নির্দোষ, কর্ণ সুখকর, মনোরম, মর্মস্পর্শী, শিষ্ট, বহুজনের আনন্দজনক, বহু জনের মনোজ্ঞ- এইরূপ বাক্যই সে ব্যবহার করে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি মধুভাষী বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, জগতে এইরূপ তিন প্রকার ব্যক্তি দেখা যায়।'

২৯। অন্ধ- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? অন্ধ, একচক্ষু বিশিষ্ট, দুই চক্ষু বিশিষ্ট। ভিক্ষুগণ, অন্ধ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তির সেই চক্ষু নাই যদ্বারা অনর্জিত সম্পদ অর্জন করা যায়, অর্জিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পদ বাড়ানো যায়। তাহার তদ্রূপ চক্ষু নাই যে চক্ষু দ্বারা কুশলাকুশল (ভাল মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তিই অন্ধ। ভিক্ষুগণ, এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি কিরূপ?- ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তির সেই চক্ষু আছে যদ্বারা কুশলাকুশল (ভাল মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। কিন্তু তাহার তদ্রূপ চক্ষু নাই যে চক্ষু দ্বারা কুশলাকুশল (ভাল মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি এক চক্ষু সম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, দ্বি-চক্ষু ব্যক্তি কেমন? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তির সেই চক্ষু আছে যদ্বারা কুশলাকুশল (ভাল মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল বিষয় জানা যায়। তাহার তদ্রূপ চক্ষু আছে যে চক্ষু দ্বারা কুশলাকুশল (ভাল মন্দ), নিন্দাযোগ্য বা প্রশংসাযোগ্য, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ-উজ্জ্বল উভয় বিষয় জানা যায়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি দ্বিচক্ষু সম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকান ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান ...

দৃষ্টি বঞ্চিত অন্ধের তেমন কোন সম্পদ নাই। সে পুণ্য কর্মাদিও সম্পাদন করে না। সে উভয় লোকে সৌভাগ্যহীন হয়। পুনঃ একচক্ষু তুল্য ব্যক্তি সম্পর্কে ইহা কথিত হয় যে, এই ব্যক্তি কৌশল, প্রবঞ্চনা মিথ্যা দ্বারা ধর্ম ও অধর্মযুক্ত হইয়া সম্পদ অন্বেষণ করে। কামভোগী ব্যক্তি ঐশ্বর্য গর্বিত এবং সম্পদ লাভে সে কৌশলী হয়। এই কারণে সে এখান হইতে নরকে গিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু দ্বিচক্ষু তুল্য ব্যক্তি সর্বোত্তম পুরুষ বলিয়া খ্যাত। যথালব্ধ সম্পদ ন্যায়তঃ লব্ধ সম্পদ সে শ্রেষ্ঠ অবিচল সংকল্প পরায়ণ হইয়া দান করে যাহার ফলে সে এমন এক স্থানে জন্ম নেয় যেখানে তাহাকে শোক করিতে হয় না। সুতরাং অন্ধ তুল্য এবং এক চক্ষু তুল্য ব্যক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং দ্বিচক্ষু তুল্য ব্যক্তির সেবা করিবে।

৩০। বিপর্যয়- 'ভিক্ষুগণ, জগতে এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? ভিক্ষুগণ, বিপর্য্যস্ত প্রজ্ঞাবান, ইতস্ততঃ ছড়ানো প্রজ্ঞাসম্পন্ন, পূর্ণ প্রজ্ঞা সম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, বিপর্য্যস্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদের মূখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনটাই কর্ণপাত করে না। যেমন ভিক্ষুগণ, যখন একটি পাত্র উল্টানো হয় পাত্রের জল পড়িয়া যায়, পাত্রে থাকে না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদের মূখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনটাই কর্ণপাত করে না। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি বিপর্যস্ত প্রজ্ঞাবান বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, ইতস্ততঃ ছড়ানো প্রজ্ঞাসম্পন্ন (বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন) ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদের মূখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনটাই তাহার স্মরণে থাকে না। যেমন ভিক্ষুগণ, কোন লোকের কোলে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সন্নিবেশিত করা হয় যেমন তিল, তন্ডুল, মিষ্টি দ্রব্য, মিষ্টি ফল। যখন যে আসন হইতে উঠে সবগুলি অন্যমনষ্কতাবশতঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদের মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। কিন্তু সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনটাই কর্ণপাত করে। কিন্তু আসন .... (স্মরণে থাকে না) ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হিসাবে কথিত। ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কেমন? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদের মূখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ বিহারে গমন করে। ভিক্ষুরা তাহাকে সেই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য নিহিত আছে। সে তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনটাই কর্ণপাত করে। যখন সে আসন হইতে উঠে সে ইহা স্মরণে রাখে। যেমন ভিক্ষুগণ, কোন একটি পাত্রে যখন জল ঢালা হয়, পাত্র পূর্ণ হয় সেই জল গড়াইয়া যায় না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়াও আদি, মধ্য ও অন্ত কোনটাই কর্ণপাত করে। যখন সে আসন হইতে উঠে সে ইহার আদি, মধ্য, অন্ত স্মরণে রাখে। এই প্রকার ব্যক্তি ধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া খ্যাত। ভিক্ষুগণ, এইরূপ তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।'

'অবকুব্জ প্রজ্ঞা, দুর্মেধঃ (প্রজ্ঞাহীন), অবিচক্ষণ যদিও ভিক্ষুদের নিকট পুনঃ পুনঃ গমন করে, তাঁহাদের ধর্মকথা শুনিয়া তাহার আদি, মধ্য, অন্ত কখনো ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু তাহার মধ্যে প্রজ্ঞা নাই।

বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাবান তাহার চেয়ে শ্রেয়ঃ, সে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষুদের নিকট গমন করে, শ্রবণ করে তাঁহাদের আদি, মধ্য, অন্তিম বাণী, যতক্ষণ সে বসিয়া থাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ততক্ষণ সে ইহা ধারণ করিতে পারে। কিন্তু আসন হইতে উঠিলে সে সব ভুলিয়া যায়, এমন কি পূর্বে যাহা ধারণ করিয়াছিল তাহা সে বিস্মৃত হয়।

পুথু প্রজ্ঞা বা মহাজ্ঞানী পুরুষ শ্রেয়তর। সে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষুর স্মরণ গ্রহণ করে, তাঁহাদের আদি, মধ্য, অন্তিম বাণী শ্রবণ করে এবং যখন আসনে স্থিত থাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে, ধারণ করিতে সক্ষম হয়। সে অবিচলিত সংকল্প, শ্রেষ্ঠ সংকল্প পরায়ণ হইয়া ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হইয়া দুঃখের অন্ত সাধন করে।'

৪র্থ অধ্যায়- দেবদূত বর্গ

৩১। ব্রহ্মা সমতুল্য- 'ভিক্ষুগণ, যে সব পরিবারে মাতাপিতা পূজিত হন সেই পরিবারে ব্রহ্ম সদৃশ। যে সব পরিবারে মাতাপিতা পূজিত হন সেই পরিবার পূর্বাচার্য পরিবারের সাথে তুলনীয়। ভিক্ষুগণ, সেই সব পরিবার আহ্বানের যোগ্য যে পরিবারে মাতাপিতা পূজিত হন। ভিক্ষুগণ, মাতাপিতা ব্রহ্ম সদৃশ। মাতাপিতা পূর্বাচার্য হিসাবে আখ্যায়িত। মাতাপিতার উপাধি আহ্বানের যোগ্য। কেন? কারণ মাতাপিতা ছেলে মেয়ের জন্য অনেক কিছু করেন, ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করেন, পোষণ করেন এবং তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া তোলেন।

মাতা-পিতা ব্রহ্ম এবং পূর্বাচার্য বা আদি গুরু বলিয়া অভিহিত। তাঁহারা পুত্র-কন্যাদের সেবা লাভের যোগ্য, কারণ তাঁহারা পুত্র-কন্যার প্রতি অনুকম্পাশীল। তদ্ধেতু তাহারা মাতা-পিতাকে নমস্কার ও পূজা-সৎকার করিবে। পণ্ডিত পুত্র কন্যাগণ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা প্রদান, শরীর মর্দন (মার্জন), ৣান ও পাদধৌতকরণ প্রভৃতি দ্বারা মাতা-পিতার সেবা করিয়া থাকে। মাতা-পিতার প্রতি এইসব কর্তব্য পালনের জন্য তাহারা ইহ জীবনে প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে এবং পরলোকে স্বর্গে প্রমোদিত হয়।

৩২। (ক) আনন্দ ... অতঃপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবানকে বলেনঃ 'ভন্তে কোন কোন ভিক্ষু সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার 'আমি' বা 'আমার' বা বৃথা অহমিকার কোন প্রবণতা থাকে না। তদ্রূপ বাহ্যিক সর্ব বিষয়ে তাঁহার এইরূপ কোন ধারণা বা প্রবণতা নাইঃ তিনি কি চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করেন যাঁহার এইরূপ কোন ধারণা বা প্রবণতা ('আমি' বা 'আমার' ধারণা) নাই?' 'হাঁ আনন্দ, কোন কোন ভিক্ষু সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার 'আমি' বা 'আমার' বা বৃথা অহমিকার কোন প্রবণতা নাই। তিনি চিত্ত বিমুক্তি সবিজ্ঞান এই কায়ে তাদৃশ সমাধি লাভ করিতে পারেন যাঁহার 'আমি' বা 'আমার' বা বৃথা অহমিকার কোন প্রবণতা নাই।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভদন্ত, কিভাবে ভিক্ষু (পূর্ববৎ) ... বিহার করেন?' আনন্দ, এই ব্যাপারে কোন কোন ভিক্ষুর এইরূপ ধারণা আছেঃ ইহা প্রশান্ত, ইহা প্রণীত (উত্তম) যেমন,- সর্ব সংস্কার-বর্জিত সর্ব উপাধি বর্জন (জন্মের হেতু নিরোধ), তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। এই উপায়ে কোন কোন ভিক্ষু ... (পূর্ববৎ) বিহার করে। অধিকন্তু আনন্দ, এই ব্যাপারে আমি পারায়ণে পুণ্যক প্রশ্নে ভাষণ করিয়াছি জগতে উচ্চ-নীচ সব বিষয় যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, জগতে অভিভূত করিতে পারে এমন কোন বিষয় নাই, যে আসক্তিহীন, আনন্দিত, কামনাহীন আমি বলিঃ সে জন্ম-জরা উত্তীর্ণ হইয়াছে।'

(খ) শারিপুত্র- অতঃপর মহামান্য শারিপুত্র ... (পূর্ববৎ) ভগবান শারিপুত্রকে বলেন- 'শারিপুত্র, আমি সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করিতে পারি, পুনঃ আমি বিস্তৃতভাবেও ধর্ম পরিবেশন করিতে পারি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় প্রকারে ধর্ম দেশনা করিতে পারি, উপলব্ধিকারীর সংখ্যা দুর্লভ। ভগবান, ইহা উপযুক্ত সময়, সুগত, এখনই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত ভাবে ধর্ম দেশনা করার সঠিক সময়। ধর্ম উপলব্ধিকারী পাওয়া যাইবে।' 'শারিপুত্র তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিতঃ সবিজ্ঞান এই কায়ে 'অহং' বা 'আমার' এই বৃথা অহমিকা প্রবণতা থাকিবে না। তদ্রূপ, সকল বাহ্যিক বিষয়েও এইরূপ কোন ধারণা বা প্রবণতা থাকিবে না। চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিলে অহংকার মমকার থাকে না। আমরা সেই চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিব। শারিপুত্র, তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিৎ। যেহেতু শারিপুত্র, একজন ভিক্ষুর ... (ক দ্রষ্টব্য) প্রবণতা নাই। সে চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করে যাহার এইরূপ কোন ধারণা বা প্রবণতা ('আমি' বা 'আমার' ধারণা) নাই। চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করে। শারিপুত্র, এই ভিক্ষু তৃষ্ণাক্ষয়কারী, বন্ধন ছেদনকারী, অহমিকা উপলব্ধি করিয়া দুঃখের অন্ত সাধনকারী হিসাবে অভিহিত। অধিকন্তু শারিপুত্র, এই ব্যাপারে পারায়ণে উদয় প্রশ্নে আমা কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে-

কামসংজ্ঞা (কামলিপ্সা) এবং দুর্মনাভাব সমুহের এই উভয়ের পরিহার, আলস্য পরিত্যাগ, কৌকৃত্য বা সন্দেহ সমূহের নিবারণ, উপেক্ষা দ্বারা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধভাব এবং সম্যক সঙ্কল্প পূর্বগামী ও অবিদ্যার ভেদ করাকেই আমি 'জ্ঞান বিমুক্তি' বলি।

৩৩। ক. কারণসমূহ- 'ভিক্ষুগণ কর্মোৎপত্তির কারণ এই ত্রিবিধ। কি কি? লোভ কারণ, দ্বেষ কারণ, মোহ কারণ। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম লোভে কৃত, লোভ জাত, লোভে উৎপন্ন তাহা কর্ম সম্পাদনকারী যেখানে জন্ম নেয় সেখানে ফল প্রদান করে। যখন যেখানে সেই কর্ম পরিপক্ক হয় তথায় ইহ জীবনে বা অন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন জীবনে তাহার ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম দ্বেষে (হিংসায়) কৃত হিংসা জাত, হিংসা উৎপন্ন তাহা কর্ম সম্পাদনকারী যেখানে জন্ম নেয় সেখানে ফল প্রদান করে। মোহে কৃত মোহ জাত, মোহ উৎপন্ন তাহা কর্ম সম্পাদনকারী যেখানে জন্ম নেয় সেখানে ফল প্রদান করে। ফল প্রদান করে। যখন যেখানে সেই কর্ম পরিপক্ক হয় তথায় ইহ জীবনে বা অন্য কোন জীবনে তাহার ফল প্রদান করে। যেমন ভিক্ষুগণ, অখণ্ড, অপঁচা, বাত্যা দ্বারা অবিনষ্ট বীজ গজাইতে সক্ষম, উত্তম ক্ষেত্রে স্থাপিত, সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী ভূমিতে রোপিত হইলে যদি যথাযথ বারিপাত হয় সেই বীজগুলি বাড়িয়া উঠে, বর্ধিত হয়, প্রাচুর্য ঘটে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, লোভে ... দ্বেষে ... মোহে ... যে ধরণের কর্ম সম্পাদন করা হউক না কেন, তাহা ইহ জীবনে বা পরবর্তী জীবনে তাহার ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই কর্মোৎপত্তির ত্রিবিধ কারণ।'

(খ) কারণসমূহ- 'ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির কারণ এই ত্রিবিধ। কি কি? অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কর্মোৎপত্তির কারণ। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম অলোভে কৃত, অলোভ জাত, অলোভে উৎপন্ন, অলোভ হইতে উৎপন্ন, লোভ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, যে কর্ম অবিদ্বেষে কৃত জাত, অবিদ্বেষে উৎপন্ন, অবিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন, বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে, অমোহে কৃত জাত, অমোহে উৎপন্ন, অমোহ হইতে উৎপন্ন, মোহ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে। যেমন ভিক্ষুগণ, অখণ্ড, অপঁচা, বাত্যা ও উত্তাপ দ্বারা অবিনষ্ট বীজ গজাইতে সক্ষম, উত্তম ক্ষেত্রে স্থাপিত, কোন ব্যক্তি ঐগুলি আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দেয় এবং তদ্রূপ করিয়া ছাইয়ে পরিণত করে। এইরূপ করিয়া বাতাসে ছাই চালুনি করে বা এইগুলি খরস্রোতে ছাড়িয়া দেয়- ঐ বীজ হে ভিক্ষুগণ, সমূলে বিনষ্ট হইবে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইবে, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যে কর্ম অলোভে কৃত, অলোভ জাত, অলোভে উৎপন্ন, অলোভ হইতে উৎপন্ন, লোভ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে, অবিদ্বেষে কৃত জাত, অবিদ্বেষে উৎপন্ন, অবিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন, বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে, অমোহে কৃত জাত, অমোহে উৎপন্ন, অমোহ হইতে উৎপন্ন, মোহ অন্তর্হিত হইলে সেই কর্ম পরিত্যক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হইয়াছে। এইগুলিই হে ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির কারণ। লোভ-দ্বেষ-মোহ হইতে জাত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন ধরণের কর্ম অজ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হইলে তাহার ফল তাহাকে ইহ জীবনে অনুভব করিতে হয়, তাহার অন্যথা কখনও হয় না; তাই পণ্ডিতগণ লোভ-দ্বেষ-মোহ উৎপাদক কর্ম সম্পাদন করেন না, সুশীল ভিক্ষুরা বিদ্যা (মার্গজ্ঞান) উৎপাদন করিয়া সর্ববিধ দুর্গতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।'

৩৪। আলবী- আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ এক সময় ভগবান আলবীর গোমার্গে সিংসপবনে পন্নসন্থারে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর আলবীর হস্তক তথায় পদব্রজে ভ্রমন করিতেছিলেন এবং যখন বিচরণ করিতেছিলেন তিনি দেখিতে পান যে ভগবান গোমার্গে সিংসপবনে পন্নসন্থারে উপবিষ্ট। ভগবানকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া অভিবাদন করতঃ এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আলবীর হস্তক ভগবানকে বলেনঃ 'ভন্তে ভগবান, আপনি কি সুখে আছেন?' 'হাঁ কুমার, আমি সুখে আছি। জগতে যাঁহারা সুখে বাস করে আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন।' 'কিন্তু ভন্তে, শীতের রাত্রি ঠাণ্ডা, অন্ধকার অর্ধ মাস তুষারপাতের সময়। পশুদের খুর দ্বারা মাটি পদদলিত করা কষ্টকর। ঝরিয়া পড়া পত্রের গালিচা পাত্লা, বৃক্ষপত্র বিরল, গাঢ় পীতবর্ণ বস্ত্র ঠাণ্ডা, প্রবহমান প্রচণ্ড ঝড়ও শীতল।' তখন ভগবান বলিলেনঃ 'তথাপি কুমার, আমি সুখে বিহার করি। জগতে যাঁহারা যাঁহারা সুখে বাস করে আমি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হে কুমার, আমি তোমাকে এখন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিব এবং তুমি যাহা উপযুক্ত মনে কর উত্তর দিবে। হে কুমার তোমার কি মনে হয়? মনে কর একজন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের ত্রিকোণ ছাদযুক্ত একটি গৃহ আছে যাহার ভিতর বাহির প্রলেপযুক্ত ও দরজা-জানালা উত্তমভাবে সংযুক্ত। তাহার মধ্যে আছে একটি পালঙ্ক যাহার উপর দীর্ঘ লোমশযুক্ত পশমী কম্বল বিছানো। সাদা পশমী একখানা বিছানা, পুষ্পের সুচিকর্মযুক্ত বিছানার চাদর, দামী কৃষ্ণসার মৃগচর্ম বিস্তৃত, মাথার উপর চাঁদোয়া এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত বর্ণের একখানা করিয়া গদি আছে। এখানে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ এবং তাহার পরিচর্য্যার জন্য সর্বমোহিনীশক্তিসম্পন্না চারিজন স্ত্রীলোক আছে। কুমার, এখন তোমার কি মনে হয়? সে কি সুখে বাস করিবে না করিবে না? তুমি কি মনে কর?' 'হাঁ, ভন্তে, সুখে বাস করিবে। জগতে যাঁহারা সুখে বাস করেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।' 'কুমার আমার, তোমার কি মনে হয়? সে গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের কি কায়িক বা মানসিক যন্ত্রণা উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবে না যাহা রাগজ (কামযুক্ত), যদ্বারা নির্যাতিত হইয়া সে অসুখে বাস করিবে না?' হাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হইবে।' 'ওহে কুমার, সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র যে রাগজ পরিদাহে দগ্ধ হইয়া অসুখে বাস করিবে তথাগতের সেই রাগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, সমূলে ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্জন্মে অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কারণে আমি সুখে বাস করি। পুনঃ সেই গৃহপতি বা গৃহপতির পুত্রের কি কায়িক দ্বেষজযদ্বারা নির্যাতিত হইয়া সে অসুখে বাস করিবে না?' হাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হইবে।' 'ওহে কুমার, সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র যে রাগজ পরিদাহে দগ্ধ হইয়া অসুখে বাস করিবে তথাগতের সেই রাগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, সমূলে ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্জন্মে অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কারণে আমি সুখে বাস করি। পুনঃ সেই গৃহপতি বা গৃহপতির পুত্রের কি কায়িক মোহজ যদ্বারা নির্যাতিত হইয়া সে অসুখে বাস করিবে না?' হাঁ ভন্তে, উৎপন্ন হইবে।' 'ওহে কুমার, সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র যে রাগজ পরিদাহে দগ্ধ হইয়া অসুখে বাস করিবে তথাগতের সেই রাগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, সমূলে ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনর্জন্মে অক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃ অনুৎপত্তির হেতুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই কারণে আমি সুখে বাস করি।'

অর্হৎ মুক্ত হইয়া সুখে বাস করেন, লোভ তাঁহাকে অভিভূত করে না, তিনি শান্ত এবং সংযোজনমুক্ত, তিনি সকল বাধা ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা সংযত করিয়াছেন। সেই উপশান্ত ব্যক্তি সুখে বাস করেন এবং চৈতসিক প্রশান্তি লাভ করেন।

৩৫। দেবদূত- (ক) 'ভিক্ষুগণ, দেবদূত এই তিন প্রকার। কি কি?-ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ কায়িক, বাচনিক, মানসিক অবৈধ জীবন যাপন করে। সে কায়িক অবৈধ আচরণ করিয়া, বাচনিক অবৈধ আচরণ করিয়া, মানসিক অবৈধ আচরণ করিয়া দেহভেদে যখন মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে পতিত হয়। তখন নিরয়পাল (নরকের অধ্যক্ষ) তাহার উভয় হাত ধরিয়া যমরাজের সম্মুখে আনিয়া এইরূপ বলেঃ "মহাশয়, এই লোকের মাতাপিতা ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি কোন সম্মান ছিল না। তাহার বংশের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নাই। দেব, তাহাকে শাস্তি প্রদান করুন।" তৎপর ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে পরীক্ষা করে, ঘনিষ্টভাবে তাহাকে প্রশ্ন করে এবং প্রথম দেবদূত সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেঃ "ওহে পুরুষ, তুমি কি মনুষ্যদের মধ্যে প্রথম দেবদূত দর্শন কর নাই?" সে এইরূপ উত্তর দেয়ঃ "প্রভু, আমি তাহাকে দেখি নাই।" ভিক্ষুগণ, তখন মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলেঃ "ওহে পুরুষ, তুমি কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মানুষের মধ্যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ, আশি বা নব্বই বা শত বৎসর বয়স্ক, জরাজীর্ণ, ছাদের বরগা সদৃশ, বাঁকা গমনাগমনে দণ্ড-নির্ভর, পীড়িত, বিগত যৌবন, ভগ্ন দণ্ড, ধূসরবর্ণের চুল বা চুলবিহীনতা, টাক পড়া, ভ্রূ কোঁকড়ানো, সর্বাঙ্গ কালদাগযুক্ত?" সে জবাব দেয়ঃ "দেব, দেখিয়াছি।" তখন মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলেঃ "ওহে পুরুষ, একজন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোক হিসাবে তোমার কি এই চিন্তার উদ্রেক হয় নাইঃ আমিও জরা ধর্মের অধীন, আমি বার্ধক্যের অতীত হয় নাই। আমি এখন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম করিব?" তখন সে বলে, না প্রভু, আমি অমনোযোগী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তখন বলে "ওহে পুরুষ, অসাবধানতাবশতঃ তুমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন কর নাই। তাহারাও তোমার প্রমত্ততানুযায়ী কাজ করিবে। সেই পাপকর্ম তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু এবং সাথী কর্তৃক কৃত হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন, দেব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃকও না। ইহা স্বয়ং তোমারই কৃত। সুতরাং তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।"

(খ) 'ভিক্ষুগণ, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া এবং ঘনিষ্টভাবে প্রশ্ন করিয়া এবং প্রথম দেবদূত সম্পর্কে সম্বোধন করিয়া অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে বলিলঃ "ওহে পুরুষ, তুমি কি মনুষ্যদের মধ্যে দ্বিতীয় দেবদূত দেখ নাই?" সে উত্তর দিল, "আমি কখনো তাঁহাকে দেখি নাই প্রভু।" তখন মৃত্যুরাজ যম বলেঃ "তুমি কি মনুষ্যদের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, দারুণ রোগে আক্রান্তকে, নিজের মলের উপর শায়িত অবস্থায় গড়াগড়ি দিতে, অন্য কিছু অবলম্বনে উঠিতে, অন্যদের দ্বারা শয্যায় শায়িত করাইতে দেখ নাই?" "হাঁ প্রভু দেখিয়াছি।" ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলিলঃ "ওহে পুরুষ, একজন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোক হিসাবে তোমার কি এই চিন্তার উদ্রেক হয় নাইঃ আমিও জরা ধর্মের অধীন, আমি বার্ধক্যের অতীত হয় নাই। আমি এখন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম করিবে?" তখন সে বলে, "না প্রভু, আমি অমনোযোগী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তখন বলে, "ওহে পুরুষ, অসাবধানতাবশতঃ তুমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন কর নাই। তাহারাও তোমার প্রমত্ততানুযায়ী কাজ করিবে। সেই পাপকর্ম তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু এবং সাথী কর্তৃক কৃত হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন, দেব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃকও না। ইহা স্বয়ং তোমারই কৃত। সুতরাং তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।"

(গ) তৎপর ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম দ্বিতীয় দেবদূত সম্পর্কে তাহাকে পরীক্ষা ও ঘনিষ্টভাবে প্রশ্ন ও সম্বোধন করিয়া অনুরূপভাবে তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে বলিলঃ "ওহে পুরুষ, তুমি কি তৃতীয় দেবদূত দেখ নাই?" সে জবাব দিলঃ "প্রভু, দেখি নাই।" তখন ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলিলঃ "ওহে পুরুষ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনুষ্যদের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষকে, একদিনের মৃত, দুই দিনের মৃতকে, অতিশয় গর্বিতকে, কালনীল, ক্ষত হইতে পুঁজ নির্গত হইতে দেখ নাই?" সে উত্তর দিল, "হাঁ প্রভু, দেখিয়াছি।" তখন ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে বলিলঃ "ওহে পুরুষ, একজন বিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোক হিসাবে তোমার কি এই চিন্তার উদ্রেক হয় নাইঃ আমিও জরা ধর্মের অধীন, আমি বার্ধক্যের অতীত হয় নাই। আমি এখন কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম করিব?" তখন সে বলে, না প্রভু, আমি অমনোযোগী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তখন বলে "ওহে পুরুষ, অসাবধানতাবশতঃ তুমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন কর নাই। তাহারাও তোমার প্রমত্ততানুযায়ী কাজ করিবে। সেই পাপকর্ম তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু এবং সাথী কর্তৃক কৃত হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন, দেব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃকও না। ইহা স্বয়ং তোমারই কৃত। সুতরাং তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।"

(ঘ) 'হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুরাজ যম তাহাকে তৃতীয় দেবদূত সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া নীরব রহিল। ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তখন তাহাকে পঞ্চবিধ বন্ধন দ্বারা নির্যাতন করে। তাহারা তাহার প্রতি হাতে পায়ে একটি করিয়া উত্তপ্ত লৌহ পিন প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং পঞ্চমটি বক্ষের মধ্য দিয়া প্রবেশ করায়। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর নিরয়পালগণ তাহাকে শোয়াইয়া কুঠার দ্বারা ছিন্ন করে। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে পা ঊর্দ্ধদিকে মাথা নীচের দিকে করিয়া ক্ষুর দ্বারা কর্তিত করে তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। ইহার পর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে রথে বন্ধন করে এবং প্রজ্জ্বলিত উত্তপ্ত ভূমিতে উপরে-নীচে চালিত করে। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে উত্তপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার পর্বতের উপর হইতে নীচে ঠেলিয়া দেয়। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে পা ঊর্দ্ধদিকে মাথা নিুদিকে করিয়া উত্তপ্ত পিতলের কড়ায় নিক্ষেপ করে। তথায় সে সিদ্ধ হয় এবং তরল পদার্থের উপরিভাগে উঠে। এইরূপ অবস্থায় একবার উপরে উঠে একবার নীচে যায় একবার আড়াআড়ি ভাবে যায়। তাহাতে সে কষ্টকর, প্রচণ্ড তীব্র বেদনা অনুভব করে কিন্তু কুকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় না। তৎপর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাহাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, সেই মহানিরয় এইরূপ ঃ-

চারি দ্বার বিশিষ্ট চারি কোণযুক্ত মহানরক দাঁড়ানো যাহা লৌহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও লৌহাবরণ দ্বারা বিভক্ত। সেই অবীচি মহা নরকে ছাদ লৌহময় ইহার মেঝেও লৌহ নির্মিত অতিশয় তেজযুক্ত ও উত্তপ্ত চতুর্দিকে শত যোজন পর্যন্ত অগ্নিশিখা ছড়াইয়া থাকে।

(ঙ) ভিক্ষুগণ, এক সময় মৃত্যুরাজ যম নিজে এইরূপ চিন্তা করিলঃ ইহা সত্য যে জগতে যাহারা বিভিন্ন উপায়ে কুকর্ম সম্পাদন করে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। ওহে, আমি যদি মনুষ্য জীবন লাভ করিতাম! ওহে, তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ যদি জগতে আবির্ভূত হইতেন! ওহে, তথাগতের পদপ্রান্তে আমি বসিতাম এবং তিনি আমাকে ধর্ম শিক্ষা দিতেন এবং আমি তাঁহার নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে পারিতাম। ভিক্ষুগণ, আমি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ হইতে শুনিয়া এই কথা বলিতেছি না। আমি স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছি এবং দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি তাহাই তোমাদের নির্দেশ করিতেছি।

(চ) যেইসব মানুষ দেবদূত দ্বারা সতর্ককৃত হইয়াও দাম্ভিক, অসতর্ক উদাসীন, তাহারা হীনজন্ম লাভ করিয়া দীর্ঘকাল অনুশোচনায় ভোগে। সৎপুরুষ যখন দেবদূতের দ্বারা সচকিত হয়, আর্য্যধর্মে কখনো প্রমাদিত হয় না, জগতের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার ভয় দেখিয়া, তৃষ্ণাকে জন্ম-মৃত্যুর কারণ জানিয়া জন্ম-মৃত্যুর অবসান করিয়া তাহারা প্রশান্তি লাভ করে। এইরূপ প্রশান্ত ব্যক্তি ইহজীবনে নির্বান প্রাপ্ত হয়, তাহাদের শত্রুতা ভয় অতীত হইয়াছে, তাহারা সর্ব দুঃখের অতীত।

৩৬। চারি মহারাজাঃ- 'ভিক্ষুগণ, অষ্টমী দিবসে চারি মহারাজার অমাত্য, পারিষদবর্গ মনুষ্যদের মধ্যে অনেক লোক মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিনা এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে কিনা ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কিনা তাহা দেখিবার জন্য পৃথিবী অবলোকন করেন। হে ভিক্ষুগণ, চতুর্দশী দিবসে চারি মহারাজার পুত্রগণ মনুষ্যদের মধ্যে অনেক লোক মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিনা এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে কিনা ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কিনা তাহা দেখিবার জন্য পৃথিবী অবলোকন করেন। হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে যদি অল্প সংখ্যক লোক মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে চারি মহারাজা তাবতিংস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবতাদের সদ্ধর্ম সভায় উপবিষ্টদের মধ্যে তাহা পেশ করেনঃ "দেবগণ, মনুষ্যদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে।" হে ভিক্ষুগণ, তখন তাবতিংস দেবগণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ "ওহে, দিব্য কায়া ক্ষীণ হইবে এবং অসুর দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে।" কিন্তু ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে যদি অনেক লোক মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে চারি মহারাজা তাবতিংস দেবগণকে সদ্ধর্ম সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে তাহা অবহিত করেন এবং বলেনঃ 'ওহে প্রভু, মনুষ্যদের মধ্যে অনেকে মাতপিতা শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে চারি মহারাজা তাবতিংস দেবতাদের সদ্ধর্ম সভায় উপবিষ্টদের মধ্যে তাহা পেশ করেনঃ "দেবগণ, মনুষ্যদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হইয়া বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে।" তাহাতে হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণ আনন্দিত হন এবং বলেনঃ "ওহে, দিব্য কায়া পরিপূর্ণ হইবে এবং অসুরকায়া ক্ষীণ হইবে।'

৩৭। শক্র- 'ভিক্ষুগণ, এক সময় দেবরাজ শক্র তাবতিংস দেবগণকে উপদেশ দিতেছিলেন এবং এতদুপলক্ষে তিনি এই গাথাটি আবৃত্তি করেনঃ যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিত। কিন্তু ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র কর্তৃক এই গাথাটি মন্দভাবে গীত, সুগীত নহে। তাহা দুর্ভাষিত, সুভাষিত নহে। কেন? হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ ইন্দ্র রাগ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত নহে, একজন অর্হৎ ভিক্ষু যাহার আস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, জীবন যাপিত, করণীয় কৃত, ভার মুক্ত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছে, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ, যে সম্যকভাবে জ্ঞানবিমুক্ত- এইরূপ কোন ব্যক্তির এই উক্তি "যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিত" যথার্থই উচ্চারিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? যেহেতু সেই ভিক্ষু অনুরাগ, বিদ্বেষ ও মোহমুক্ত।

ভিক্ষুগণ, এক সময় দেবরাজ শক্র তাবতিংস দেবগণকে উপদেশ দিতেছিলেন এবং এতদুপলক্ষে তিনি এই গাথাটি আবৃত্তি করেন 'যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপোসথ পালন করা উচিৎ। কিন্তু ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র কর্তৃক এই গাথাটি মন্দভাবে গীত, সুগীত নহে। তাহা দুর্ভাষিত, সুভাষিত নহে। কেন? ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, দৌর্মনস্য হইতে মুক্ত নহে। সে উপায়াস (হতাশা) ও দুর্দশা মুক্ত নহে। অথচ যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব, জীবন যাপিত, করণীয় কৃত, ভার মুক্ত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছে, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ, যে সম্যকভাবে জ্ঞানবিমুক্তি- এইরূপ কোন ব্যক্তির উক্তি, 'যে মাদৃশ হইতে চায় তাহার চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী পক্ষে এবং প্রাতিহার্য্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করা উচিৎ' যথার্থই উচ্চারিত হইয়াছে। কেন? হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে জন্ম, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পরিতাপ হইতে মুক্ত, দৌর্মনস্য, উপায়াস, দুঃখ হইতে পরিমুক্ত বলিতেছি।'

৩৮। মনোরমভাবে পরিপোষিত (ক)- 'হে ভিক্ষুগণ, আমি মনোরমভাবে পরিপোষিত হইয়াছি, অত্যন্ত কোমলভাবে, অতি মাত্রায় সূক্ষ্মভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ- আমার পিতৃগৃহে পদ্ম সরোবর এইভাবে তৈরী ছিলঃ একটি নীল পদ্মের, একটি লাল, অন্যটি শ্বেত পদ্মের শুধুমাত্র আমার জন্য। কাশী হইতে না হইতে আমি অন্য কোন চন্দন কাষ্ঠের চূর্ণ ব্যবহার করিতাম না। আমার পাগড়ি ছিল কাশিক বস্ত্রের তৈরী, জামাও তদ্রূপ। দিনে এবং রাত্রে একটি সাদা চাঁদোয়া আমার উপর ধারণ করা হইত, কারণ ঠাণ্ডা বা গরম, ধুলা বা কুষবা শিশির আমাকে স্পর্শ করিতে পারে। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, আমার তিনটি রাজ-প্রাসাদ ছিলঃ একটি শীত, একটি গ্রীষ্ম ও একটি বর্ষা কালের জন্য। বর্ষার চারি মাস আমি চারণদের দ্বারা পরিচর্য্যা কৃত হইতাম যাহাদের সবাই ছিল মহিলা। ঐ কয়েকমাস মাস আমি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতাম না। পুনঃ যেই ক্ষেত্রে অন্য লোকের গৃহে কটু যাগুর সাথে ভাঙ্গা চাউলের ভাত ভৃত্যদের খাদ্য হিসাবে প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার পিতৃগৃহে তাহাদিগকে ভাত, মাংস এবং দুগ্ধজাত খাদ্য দেওয়া হইত।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ অত্যধিক সুখী সমৃদ্ধিশালী হইয়া, মনোরম পরিবেশে পুষ্ট হইয়া আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিলঃ নিশ্চয়ই অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) যদিও নিজে জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ধর্মের অতীত হয় নাই তখন সে অন্যকে জীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হয়, লজ্জিত, বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয় যে, সে নিজেও এইরূপ। এখন আমি নিজেও জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ও ব্যাধি ধর্মের অনতীত। আমাকেও যদি অন্যকে জরাধীন, ব্যাধির অধীনকে দেখিতে হয়, আমাকে দুঃখিতই হইতে হইবে। লজ্জিত এবং বিরক্ত হইতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এইরূপ হইবে না। এইরূপে ভিক্ষুগণ, আমি যখন বিষয়টি চিন্তা করিলাম আমার যৌবনের সকল অহংকার পরিত্যক্ত হইল। পুনঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) যদিও নিজে জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ধর্মের অতীত হয় নাই তখন সে অন্যকে জীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হয়, লজ্জিত, বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয় যে, সে নিজেও এইরূপ। এখন আমি নিজেও জরাধীন, ক্ষয়ের অধীন, জরাও ব্যাধি ধর্মের অনতীত। আমাকেও যদি অন্যকে জরাধীন, ব্যাধির অধীনকে দেখিতে হয়, আমাকে দুঃখিতই হইতে হইবে। লজ্জিত এবং বিরক্ত হইতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এইরূপ হইবে না। এইরূপে ভিক্ষুগণ, সে যখন বিষয়টিকে চিন্তা করে তাহার যৌবনের সকল অহংকার তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, আমি চিন্তা করিলামঃ অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) যদিও নিজে জরাধীন, ক্ষয় ধর্মের অধীন, জরা ধর্মের অতীত হয় নাই তখন সে অন্যকে জীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হয়, লজ্জিত, বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয় যে, সে নিজেও এইরূপ। এখন আমি নিজেও জরাধীন, ক্ষয়ধর্মের অধীন, জরা ও ব্যাধি ধর্মের অনতীত। আমাকেও যদি অন্যকে জরাধীন, ব্যাধির অধীনকে দেখিতে হয়, আমাকে দুঃখিতই হইতে হইবে। লজ্জিত এবং বিরক্ত হইতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এইরূপ মরণাধীন হইতে হইবে না। ভিক্ষুগণ, যেইমাত্র বিষয়টি আমি এইভাবে চিন্তা করিলাম আমার জীবনের সকল অহংকার আমাকে পরিত্যাগ করিল।

৩৯। অহংকার- (ক) হে ভিক্ষুগণ, অহংকার এই ত্রিবিধ। কি কি? যৌবনের অহংকার, নিরাময়তার (স্বাস্থ্য সম্পদের) অহংকার, জীবনের অহংকার। ভিক্ষুগণ, যৌবনমদে মত্ত হইয়া পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায় ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, স্বাস্থ্যমদে মত্ত হইয়া পৃথগজন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায়ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, স্বাস্থ্যমদে মত্ত হইয়া পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায় ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, জীবনমদে মত্ত হইয়া পৃথগজন (সাধারণ লোক) কায়িক, বাচনিক, মানসিক নীতি বর্জিত কর্ম করে। এইরূপ করিয়া যখন কায় ভেদে তাহার মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যৌবনমদে মত্ত কোন কোন ভিক্ষু শিক্ষা (সংঘকে) পরিত্যাগ করিয়া হীন জীবনে ফিরিয়া যায়। তদ্রূপ আরোগ্যমদে--- জীবনমদে মত্ত ভিক্ষুসংঘকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ জীবনে ফিরিয়া যায়।

(খ) যদিও জরা, ব্যাধি ও মরণাধীনে সাধারণ লোকে অন্যদের এমতাবস্থায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জরা, ব্যধি, মরণগ্রস্ত) ঘৃণা করে, আমাকেও যদি এইরূপ প্রাণীসমূহকে ঘৃণা করিয়া বাস করিতে হয় তাহা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া অবস্থান করিতে করিতে আমি সর্ব উপাধি (আসক্তি) বিরহিত নির্বাণ ধর্মকে জ্ঞাত হইয়া যৌবন, স্বাস্থ্য ও জীবনমদমত্ততা জয় করিয়াছি। বিমুক্তিকে (নির্বাণকে) নিরাপদরূপে দর্শন করতঃ তাহা লাভ করিবার জন্য আমার উৎসাহ উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি এখন কাম সেবনের যোগ্য নহি, আমি ব্রহ্মচর্য পরায়ণ হইয়া বাস করিব এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিব না।'

৪০। আধিপত্য- (ক) 'হে ভিক্ষুগণ, আধিপত্য এই ত্রিবিধ। তিন কি কি? আত্মাধিপত্য, লোকাধিপত্য, ধর্মাধিপত্য। আত্মাধিপত্য কিরূপ? এই ব্যাপারে যে ভিক্ষু অরণ্যে গত, বৃক্ষমূলেগত বা নির্জন স্থানে গত সে এইরূপ চিন্তা করেঃ আমি চীবরের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে আগমন করি নাই। ভিক্ষার জন্য বা শয্যাসনের জন্যও নহে, ভবিষ্যতে এইরূপ হইব এইজন্যও নহে। কেবল এই ধারণায়ঃ জন্ম উত্তীর্ণ হইবার জন্য, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ হইতে অব্যাহতির জন্য, দুঃখ স্কন্ধের অন্তসাধনের জন্য, প্রজ্ঞা লাভের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হইয়াছি। তথাপি আমি যে গৃহজীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়াছি সেই অনুরাগ পূর্বাপেক্ষা যে আরও ব্যাপকভাবে আমাকে অনুসরণ করিবে ইহা হইতে পারে না। তৎপর সে এইরূপ চিন্তা করেঃ আমার প্রচেষ্টা হইবে এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে অবিচলভাবে। আমার শরীর হইবে শান্ত, অচঞ্চল। চিত্ত হইবে সুসংযত। এইরূপ নিজেকে অধিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে অকুশল পরিহার কলে, কুশল অনুশীলন করে, সাবদ্য (নিন্দনীয়) পরিত্যাগ করে, অনবদ্য (নিষ্কলুষ) বিষয় অনুশীলন করে এবং নিজের দোষশূন্য বিশুদ্ধিতা রক্ষা করে। ইহা 'আত্ম আধিপত্য' নামে অভিহিত।

(খ) লোকাধিপত্য কিরূপ, হে ভিক্ষুগণ? এই ব্যাপারে যে ভিক্ষু অরণ্যে গত, বৃক্ষমূলেগত বা নির্জন স্থানে গত সে এইরূপ চিন্তা করেঃ আমি চীবরের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হইয়াছি। তথাপি আমি যে আগার পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন গ্রহণ করিয়াছি, আমার কাম চিন্তা, ব্যাপাদ বিতর্ক (বিদ্বেষ চেতনা), বিহিংসা (ক্ষতিকারক চিন্তা) আমাকে পীড়িত করিবে না। এই জগৎ মহা জনতার বাসস্থান। এই মহাজনতার মধ্যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী, দিব্য চক্ষুসম্পন্ন, পরচিত্তজ্ঞ। তাঁহারা দূর হইতেও সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। সন্নিকটে হইলেও তাঁহারা অদৃশ্য এবং তাঁহারা নিজ চিত্ত দ্বারা আমার চিত্তের অবস্থা অবগত। তাঁহারা আমাকে এইভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানেনঃ ওহে আগার পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে শ্রদ্ধা প্রব্রজিত কুলপুত্রকে দেখুন, যিনি পাপ-অকুশলে জীবন যাপন করিতেছেন। নিশ্চয়ই ঋদ্ধিমান, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন, পরচিত্তবিদ দেবগণ আছেন। তাঁহারা দূর তাঁহারা দূর হইতেও সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। সন্নিকটে হইলেও তাঁহারা অদৃশ্য এবং তাঁহারা নিজ চিত্ত দ্বারা আমার চিত্তের অবস্থা অবগত। তাঁহারা আমাকে এইভাবে জানেনঃ ওহে আগার পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে শ্রদ্ধা প্রব্রজিত কুলপুত্রকে দেখুন, যিনি পাপ-অকুশলে জীবন যাপন করিতেছেন। তখন সে এইরূপ চিন্তা করেঃ আমার প্রচেষ্টা হইবে এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে অবিচলভাবে। আমার শরীর হইবে শান্ত, অচঞ্চল। চিত্ত হইবে সুসংযত। এইরূপ নিজেকে অধিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে অকুশল পরিহার কলে, কুশল অনুশীলন করে, সাবদ্য (নিন্দনীয়) পরিত্যাগ করে, অনবদ্য (নিষ্কলুষ) বিষয় অনুশীলন করে এবং নিজের দোষশূন্য বিশুদ্ধিতা রক্ষা করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে লোকাধিপত্য বলে।

(গ) ভিক্ষুগণ, ধর্মাধিপত্য কিরূপ ? এই ব্যাপারে যে ভিক্ষু অরণ্যে গত, বৃক্ষমূলেগত বা নির্জন স্থানে গত সে এইরূপ চিন্তা করেঃ আমি চীবরের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে আগমন করি নাই। ভিক্ষার জন্য বা শয্যাসনের জন্যও নহে, ভবিষ্যতে এইরূপ হইব এইজন্যও নহে। কেবল এই ধারণায়ঃ জন্ম উত্তীর্ণ হইবার জন্য, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ হইতে অব্যাহতির জন্য, দুঃখ স্কন্ধের অন্তসাধনের জন্য, প্রজ্ঞা লাভের জন্য আগারিক জীবন হইতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হইয়াছি। ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখাত যাহা ইহ জীবনেই দৃষ্ট হয় এই বিষয়ের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, আস এবং দেখ এইরূপ বলার যোগ্য, যাহা অগ্রে ধাবিত করায়, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বয়ং জ্ঞাত হন বা যাহা বিজ্ঞগণের নিজেদেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। এখন আমার সতীর্থগণ আছেন যাঁহারা জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিতে বিহার করেন। এখন সুব্যাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে আমি যে প্রব্রজিত হইয়াছি আমার মধ্যে কোন আলস্য হীনবীর্য্য বিদ্যমান থাকা অনুচিত। তখন সে এইরূপ চিন্তা করে; আমার প্রচেষ্টা হইবে এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে অবিচলভাবে। আমার শরীর হইবে শান্ত, অচঞ্চল। চিত্ত হইবে সুসংযত, একাগ্র। এইরূপে নিজেকে অধিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে অকুশল পরিহার কলে, কুশল অনুশীলন করে, সাবদ্য (নিন্দনীয়) পরিত্যাগ করে, অনবদ্য (নিষ্কলুষ) বিষয় অনুশীলন করে এবং নিজের দোষশূন্য বিশুদ্ধিতা রক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই ধর্মাধিপত্য নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ আধিপত্য এইরূপ।

জগতে পাপকর্ম সম্পাদনের জন্য নির্জন স্থান কোথাও নাই। হে পুরুষ!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমার আত্মা তোমার সত্য-মিথ্যা কর্ম সম্বন্ধে অবগত আছে। হে পুরুষ! তোমার সাক্ষী তোমার কল্যাণ কর্ম, তুমি নিজেকে ঘৃণা করিতেছ, তুমি নিজের মধ্যে পাপ রাখিয়া তোমার আত্মার অজ্ঞাতে গোপন করিতেছ। জগতে বিসমাচারী মূর্খকে দেবগণ ও তথাগত বুদ্ধগণ দেখিয়া থাকেন। তাই আত্ম-প্রধান, স্মৃতিমান, লোক-শিক্ষক, জ্ঞানবান, ধ্যান পরায়ণ, ধর্মাধিপতি ও অনুধর্মাচরণকারী হইয়া বিচরণ করিবে। সত্যবাদী পরাক্রমশালী আস্রববিহীন মুনি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সে মারকে করে জয়, মৃত্যুকে করে পরাস্ত। প্রচেষ্টা বলে সে জাতিক্ষয়কে (পুনর্জন্মের ক্ষয়) স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপ লোকজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্মে (কাম ও মিথ্যাদৃষ্টি) অনুপলিপ্ত থাকে। সেই ক্ষীণাস্রব মুনির কখনও হ্রাস প্রাপ্ত ঘটে না।'

৫ম অধ্যায়-চুল্ল বগ্‌গ (ক্ষুদ্র বর্গ)

৪১। বিদ্যমানতায়- 'হে ভিক্ষুগণ, তিন বিষয়ের বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য প্রসব করে। কি কি? ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা, দানীয় বস্তু এবং উপযুক্ত গ্রহীতা এই তিনটি বিষয়ের বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য প্রসব করে।

৪২। বৈশিষ্ট্য- 'হে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণাবলী (বৈশিষ্ট্য) দ্বারা একজন শ্রদ্ধাবানকে জানা যায়। সেইগুলি কি কি? সে শীলবানকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, সদ্ধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হয়, বিগতমল অন্তরে সে গৃহে বাস করে, একজন উদারহস্ত, পরিচ্ছন্নহস্ত, দানে প্রসন্ন, অনুকুল যাচ্‌নাকারী, অন্যদের সাথে দান বিভাগ করিয়া পরিভোগেচ্ছুক। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিগুণের দ্বারাই একজন শ্রদ্ধাবানকে জানা যায়।

শীলবানকে দর্শন ও সদ্ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা, মাৎসর্য্যমল পরিত্যাগের ইচ্ছা যাহার আছে তাহাকে শ্রদ্ধাবান বলা হয়।'

৪৩। গুণাবলী- 'হে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্মদেশক অপরের নিকট ধর্ম দেশনা করে। সেই তিনটি গুণ কি কি? যে ধর্ম দেশনা করে তাহার অর্থ প্রতিসংবেদী এবং ধর্ম প্রতিসংবেদী (অর্থ ও তাৎপর্যবহ) হওয়া উচিত। যে ধর্ম শ্রবণ করে সেও তদ্রূপ হইয়া ধর্ম শ্রবণ করে। যে ধর্ম দেশনা ও ধর্ম শ্রবণ করে উভয়েই ও ধর্মোপলব্ধি (তাৎপর্যবাহী) করে। ভিক্ষুগণ, এই ... (পূর্ববৎ) ... ধর্ম দেশনা করে।'

৪৪। ক্ষেত্র- 'হে ভিক্ষুগণ, ধর্মীয় কথা তিন ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক। কি কি? যে ধর্ম দেশনা করে তাহার অর্থ প্রতিসংবেদী এবং ধর্ম প্রতিসংবেদী (অর্থ ও তাৎপর্যবহ) হওয়া উচিত। যে ধর্ম শ্রবণ করে সেও তদ্রূপ হইয়া ধর্ম শ্রবণ করে। যে ধর্ম দেশনা ও ধর্ম শ্রবণ করে উভয়েই ও ধর্মোপলব্ধি (তাৎপর্যবাহী) করে। ভিক্ষুগণ, ধর্মীয় কথা এই তিন ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫। কর্তব্য- 'ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় জ্ঞানী ও সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত। কি কি? ভিক্ষুগণ, দান, প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং মাতাপিতার ব্যয় নির্বাহ, ভিক্ষুগণ, ... প্রজ্ঞাপিত।

দান, অহিংসা, আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয় দমন, মাতাপিতার সেবা, ব্রহ্মচর্য যাপনকারীদের সেবা,- যে পণ্ডিত সৎপুরুষগণ প্রশংসিত এইসব কর্তব্য পালন করেন, যিনি অর্থনীতি দর্শন সম্পন্ন তিনি দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন।'

৪৬। শীলবান- 'হে ভিক্ষুগণ, যে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া শীলবান প্রব্রজিতগণ বাস করে তথায় মানুষের তিনটি বিষয়ে বহু পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক। ভিক্ষুগণ, সে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া শীলবান প্রব্রজিতগণ বাস করে তথায় মানুষের তিনটি বিষয়ে বহু পুণ্য লাভ করিয়া থাকে।'

৪৭। 'হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারের এই ত্রিবিধ সংস্কার লক্ষণ। কি কি? ইহার উৎপত্তি স্পষ্ট, ইহার অবসান স্পষ্ট, ইহার পরিবর্তনশীলতা যখন স্থিত হয় তাহা স্পষ্ট। ভিক্ষুগণ, সংস্কারের এই ত্রিবিধ সংস্কার লক্ষণ। হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কারের এই ত্রিবিধ অসংস্কার লক্ষণ। কি কি? ইহার উৎপত্তি অস্পষ্ট, ইহার বিলয় অস্পষ্ট, ইহার পরিবর্তনশীলতা যখন স্থিত হয় তখন অস্পষ্ট। এইগুলিই ভিক্ষুগণ, অসংস্কারের এই ত্রিবিধ লক্ষণ।'

৪৮। পর্বত- 'হে ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়ের মহাশাল বৃক্ষ ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত। কি কি? তাহারা শাখা-পত্র পল্লবে বর্ধিত, ছাল ও কঠিন আবরণে বর্ধিত, কোমল কাষ্ঠ ও মজ্জায় বর্ধিত। ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়ের মহাশাল বৃক্ষ ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপতির গৃহাভ্যন্তরের লোকও ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত হয়। কি কি? শ্রদ্ধা দ্বারা বর্ধিত, শীলের দ্বারা বর্ধিত, প্রজ্ঞা দ্বারা বর্ধিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপতির গৃহাভ্যন্তরের লোকও ত্রি-বর্ধনে বর্ধিত। যেমন পর্বত শৈল অরণ্যে মহাবনে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই বৃক্ষের আশ্রয়ে বনস্পতি সমূহ বর্ধিত হয়। তদ্রূপ শীলসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, অমাত্য, আত্মীয়-স্বজন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যখন তাহারা সেই শীলবানের বদান্যতা, তাহার গুণ এবং যে ধর্মীয় জীবন যাপন করে সে তাহা দর্শন করে যদি তাহাদের বিচক্ষণতা বুদ্ধিমত্তা থাকে তাহা হইলে তাহারা তাঁহার উদাহরণ অনুসরণ করিয়া থাকেঃ সুতরাং এই জীবনে ধর্মপথে বিচরণ করিয়া তাহারা সুগতিগামী হয়, দেবলোকে নন্দিত হয় এবং যে সুখ চায় তাহা লাভ করে।'

৪৯। উৎসাহপূর্ণ শক্তি- 'হে ভিক্ষুগণ, তিনটি ক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ শক্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কি কি? অনুৎপন্ন পাপ অকুশলের অনুৎপত্তিতে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপত্তিতে এবং শারীরিক উৎপন্ন বেদনা, দুঃখ যাহা দুঃখদায়ক, তীব্র, তিক্ত, অত্যন্ত ক্লেশকর এবং অনভিপ্রেত যাহা জীবন অতিপাত করে তাহা সহনের শক্তি উৎপাদন করণীয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ শক্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, যখন কোন ভিক্ষু এই ত্রি-বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে তাহাকে দুঃখাবসানের জন্য, "তেজস্বী, বিচক্ষণ, মনোযোগী ভিক্ষু হিসাবে অভিহিত করা হয়।"

৫০। প্রধান ডাকাত- (ক) 'ভিক্ষুগণ, তিন কারণে একজন ডাকাত প্রধান সিঁদ কাটে, চুরি করে, লুঠ করে, সিঁধেল চোর হয় এবং ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া থাকে। কি কি? এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অগম্য, অপ্রবেশ্য ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করে। সে কিভাবে অগম্যের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অনতিক্রম্য নদী এবং পর্বতাদির উপর নির্ভর করে। এইভাবে একজন ডাকাত প্রধান সিঁদ কাটে, চুরি করে, লুঠ করে, সিঁধেল চোর হয় এবং ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া থাকে। কি কি? এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান অগম্য, অপ্রবেশ্য ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করে। ভিক্ষুগণ, কিভাবে সে অপ্রবেশ্যের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, একজন ডাকাত প্রধান তৃণ বা বৃক্ষের জঙ্গল, বনজঙ্গল বা মহাবনের উপর নির্ভর করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ প্রধান অনতিক্রম্য নদী এবং পর্বতাদির উপর নির্ভর করে। কিভাবে সে ক্ষমতাবানদের উপর নির্ভর করে? ভিক্ষুগণ, এই ব্যাপারে একজন ডাকাত প্রধান রাজা বা রাজার মহামাত্যের উপর নির্ভর করে। সে ভাবে-যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে এই রাজাগণ বা রাজার মহামাত্যগণ আমার রক্ষার জন্য একটি ব্যাখ্যা দিবেন। তাঁহারা তদ্রূপ করেন। এইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ... (পূর্ববৎ) নির্ভর করে। এই তিনটি কারণবশতঃ একজন ডাকাত প্রধান সিঁদ কাটে, চুরি করে, লুঠ করে, সিঁধেল চোর হয় এবং ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া থাকে।'

(খ) তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু জীবনহীন, আহত হইয়া থাকে; সে নিন্দিত, বিজ্ঞজন কর্তৃক তিরস্কৃত এবং বহু অপূণ্য প্রসব করে। কি কি? ভিক্ষুগণ, একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু অসরল, অপ্রবেশ্য, ক্ষমতাশালীর উপর নির্ভর করে। কিভাবে সে অসরলের উপর নির্ভর করে? এই ব্যাপারে একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মে অসরল হয়। এইভাবে সে অসরলের উপর নির্ভর করে। কিভাবে ভ্রষ্ট ভিক্ষু অপ্রবেশ্যের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, চরম মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করে। এইভাবে সে অপ্রবেশ্যের উপর নির্ভর করে। হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে সে ক্ষমতাবানদের উপর নির্ভর করে? এই ক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু রাজা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা রাজার মহামাত্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। সে এইরূপ ভাবে-যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে রাজা বা রাজার মহামাত্য আমার রক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করিবে। তাহারা তাহা করে। ভিক্ষুগণ, তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন ভ্রষ্ট ভিক্ষু জীবনহীন, আহত হইয়া থাকে; সে নিন্দিত, বিজ্ঞজন কর্তৃক তিরস্কৃত এবং বহু অপূণ্য প্রসব করে।'

৬ষ্ঠ অধ্যায়-ব্রাহ্মণ বর্গ

৫১। (ক) দুই ব্যক্তি- অতঃপর দুই বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত একশত বিশ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় ভগবানকে বলিলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, আমরা বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একশত বিশ বৎসর বয়সের অধিকারী। কিন্তু আমরা কোন মহৎ কার্য, কুশলকর্ম যেই কর্মে আমাদের ভয়ে আশ্বস্ত করিতে পারে তদ্রূপ কোন কার্য সম্পাদন করি নাই। ভবৎ গৌতম, আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন, ভবৎ গৌতম আমাদিগকে অনুশাসন করুন যাহাতে আমাদের দীর্ঘকালের হিত ও সুখ সাধিত হয়।' 'সত্যই ব্রাহ্মণ, আপনারা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একশত বিশ বৎসর বয়সের অধিকারী। কিন্তু আমরা কোন মহৎ কার্য, কুশলকর্ম যেই কর্মে আমাদের ভয়ে আশ্বস্ত করিতে পারে তদ্রূপ কোন কার্য সম্পাদন করি নাই। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ, এই জগৎ প্রতিনিয়ত জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু দ্বারা তাড়িত হইতেছে। যেহেতু ইহার ব্যতিক্রম নাই সেইজন্য ইহজীবনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক ঋ সংযম অনুশীলনীয়ঃ- যে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে যাহার জন্য ইহার আশ্রয়, আশ্রয় গুহা, প্রতিরক্ষা দ্বীপ, বিশ্রাম স্থান ও উপশম স্বরূপ হউক।

জীবনে প্রতিনিয়ত তাড়িত হইতেছে; আয়ু অতি সংক্ষিপ্ত; জরা ও বার্ধক্যের তাড়ন হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। তোমার চোখের সম্মুখে মৃত্যুর ভয় রাখ এবং সুখদায়ক কর্ম সম্পাদন কর। ইহ জীবনে অনুশীলিত কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযম, পূণ্যকর্ম মৃত ব্যক্তির সুখ সৃষ্টি করে।'

৫২। (খ) দুই ব্যক্তি- অতঃপর দুই বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত একশত বিশ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় ভগবানকে বলিলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, আমরা বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একশত বিশ বৎসর বয়সের অধিকারী। কিন্তু আমরা কোন মহৎ কার্য, কুশলকর্ম যেই কর্মে আমাদের ভয়ে আশ্বস্ত করিতে পারে তদ্রূপ কোন কার্য সম্পাদন সম্পাদন করি নাই। হে ব্রাহ্মণ, এই জগৎ জরা, ব্যাধি, মরণ দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। যেহেতু ইহার ব্যতিক্রম নাই সেইজন্য ইহ জীবনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক অসংযম অনুশীলনীয়ঃ- যে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে যাহার জন্য ইহার আশ্রয়, আশ্রয় গুহা, প্রতিরক্ষা দ্বীপ, বিশ্রাম স্থান ও উপশম স্বরূপ হউক ভবিষ্যৎ জীবন। যখন একটা গৃহ প্রজ্জ্বলিত হয় সেখান হইতে সড়ানো দ্রব্যাদি গৃহস্থের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, যাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া যায় তাহা আর ব্যবহারে আসে না। এইরূপ জগৎ জরা-মৃত্যুতে জ্বলিতেছে। তাই দানের দ্বারা নিজেকে রক্ষা কর, দান দিলে তাহা সুনিহিত (রক্ষিত) হয়। ইহ জীবনে অনুশীলিত কায়িক-বাচনিক-মানসিক সংযম, পুণ্যকর্ম মৃত্যুর পর তাহার সুখ সাধন করে।

৫৩। ব্রাহ্মণ- অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট হয়। ভবৎ গৌতম, কিভাবে ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট হয়? কিভাবে ইহা অকালিক (সময়ের ব্যাপারে নহে), আস দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, সমৃদ্ধির পথে গমনকারী (বিকাশমুখী), যাহা বিজ্ঞ কর্তৃক উপলব্ধি যোগ্য?' 'ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি রাগাভিভূত (কামাভিভূত), অনুরক্ত, ত দ্বারা মোহিত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি রাগ (কামনা) পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইভাবেই হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি দোষে (দ্বেষে) দুষ্ট, দোষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই, ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। যে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি মোহে স্বয়ং মুগ্ধ, মোহানুরক্ত, মোহাভিভূত প্রত্যক্ষ করে। যদি মোহ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপে হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। ধর্ম অকালিক (সময়ের ব্যাপারে নহে), আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, ধর্ম উপনায়িক (বিকাশমূখী) যাহা বিজ্ঞগণ কর্তৃক উপলব্ধি যোগ্য।' 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য, অদ্ভূত! ... শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

৫৪। ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক- অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ... (পূর্ববৎ) উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট।"--- দৌর্মনস্য ভোগ করে না।' 'ব্রাহ্মণ, রাগানুরক্ত, রাগাভিভূত, রাগের দ্বারা মোহিত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম আচরণ করে। রাগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(কামনা) পরিত্যক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কোনভাবেই দুষ্কর্ম আচরণ করে না। হে ব্রাহ্মণ, রাগানুরক্ত, রাগাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল জানে না, পরেরও মঙ্গল জানে না, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে না। রাগ পরিত্যক্ত হইলে নিজের মঙ্গল জানে, পরের মঙ্গলও জানে, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে। এইরূপেই হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট। যে ব্যক্তি দ্বেষে দুষ্ট দ্বেষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট।' 'ব্রাহ্মণ, দ্বেষে দুষ্ট, দ্বেষানুরক্ত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল জানে না, পরেরও মঙ্গল জানে না, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে না। দ্বেষ পরিত্যক্ত হইলে নিজের মঙ্গল জানে, পরের মঙ্গলও জানে, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে।' 'ব্রাহ্মণ, মোহিত, মোহাভিভূত, মোহানুরক্ত ব্যক্তি দ্বেষানুরক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিঘ্ন চিন্তা করে, নিজের ও অপরের বিঘ্ন চিন্তা করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ করে। যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে সে তদ্রূপ চিন্তা করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। হে ব্রাহ্মণ, মোহাভিভূত, মোহানুরক্ত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম আচরণ করে। মোহ পরিত্যক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কোনভাবেই দুষ্কর্ম আচরণ করে না। হে ব্রাহ্মণ, মোাহিত, মোহানুরক্ত, মোহাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল জানে না, পরেরও মঙ্গল জানে না, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে না। মোহ পরিত্যক্ত হইলে নিজের মঙ্গল জানে, পরের মঙ্গলও জানে, নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল জানে। এইরূপই হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম স্বয়ং দৃষ্ট, ধর্ম অকালিক, আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, উপনায়িক, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধি যোগ্য।' 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য, অদ্ভুত ... উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

৫৫। নির্বাণ- তৎপর জানুস্‌সোনি নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ... (পূর্ববৎ) ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেনঃ "ভবৎ গৌতম, নির্বাণ স্বয়ং ইহ জীবনেই দৃষ্ট হয় বলিয়া কথিত। ভবৎ গৌতম, নির্বাণ কিরূপে স্বয়ং ইহ জীবনেই দৃষ্ট, কিভাবে? ... (৫৩নং দ্রষ্টব্য) উপলব্ধি যোগ্য?" 'ব্রাহ্মণ, রাগাভিভূত ... (৫৩নং দ্রষ্টব্য) দৌর্মনস্য ভোগ করে না। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ ইহ জীবনেই দৃষ্ট। নির্বাণ অকালিক ... উপলব্ধি যোগ্য। ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি দ্বেষে দুষ্ট ... (৫৩নং দ্রষ্টব্য) যদি দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় ... (৫৩নং দ্রষ্টব্য) ... ভোগ করে না। এই রূপেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ ইহ জীবনেই দৃষ্ট, নির্বাণ অকালিক আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য, উপনায়িক, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধি যোগ্য। ব্রাহ্মণ, মোহে মোহিত ব্যক্তি ... (৫৩নং দ্রষ্টব্য) ভোগ করে না। এইরূপেই ব্রাহ্মণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণ স্বয়ং দৃষ্ট ... (৫৪নং দেখুন) যেহেতু ব্রাহ্মণ, যখন অনবশেষ এই রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয় প্রত্যক্ষকৃত হয় তাহাতেই ব্রাহ্মণ, নির্বাণ স্বয়ং দৃষ্ট, অকালিক, আস এবং দেখ বলিয়া আহ্বানের যোগ্য। 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য ... আমরণ শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

৫৬। ধনবান ব্যক্তি- অতঃপর জনৈক ধনবান ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ... (পূর্ববৎ) ধনবান ব্যক্তি ভগবানকে বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, আমি প্রাচীন কালের বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, আচার্য-প্রাচার্যদের কথা শুনিয়াছি যে, এক সময় এই জগৎ মনুষ্য দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ ছিল যে কেহ চিন্তা করিতে পারে অবীচি সদৃশ গভীর যে গ্রাম, নিগম (শহরতলি) এবং রাজধানীর খুবই কাছাকাছি ছিল যাহাতে মোরগের পক্ষেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করা সহজ ছিল। 'ভবৎ গৌতম, কি কারণে মনুষ্যের ক্ষয় এবং হ্রাস হইয়াছে? কিভাবে ইহা সম্ভব যে, গ্রামগুলি আর গ্রাম নহে, নিগমগুলি আর নিগম নহে, নগরগুলি নগর নহে এবং জেলাগুলি জনহীন?' 'এখন ব্রাহ্মণ, মানুষেরা অবৈধ অনুরাগে অনুরক্ত, লোভাভিভূত, মিথ্যা মতবাদে আচ্ছন্ন। এইভাবে অবৈধ রাগে অভিভূত, লোভাভিভূত, অবৈধ লোভে অভিভূত ব্যক্তিগণ ধারাল ছুরি ধরে এবং একজন অপর জনের জীবন সংহার করে। ইহাতে অনেক লোকের জীবনাবসান হয়। হে ব্রাহ্মণ, এই কারণেই গ্রাম, নিগম, জনপদ জনহীন হইতেছে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, যেহেতু জনগণ অবৈধ রাগাভিভূত, অসম লোভাভিভূত, মিথ্যা মতবাদের আচ্ছন্ন সেই কারণে সম্যকভাবে বারিপাত হয় না। তাহাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শস্য উৎপন্ন হয় না ডাঁটাই মাত্র জন্মে। তাহাতে বহু লোক মৃত্যু বরণ করে, সেই কারণে হে ব্রাহ্মণ, মানুষ মৃত্যু বরণ করিলে গ্রাম, নিগম, জনপদ জনহীন হইয়া পড়ে, পুনঃ ব্রাহ্মণ, যেহেতু জনগণ অবৈধ রাগাভিভূত, লোভাভিভূত, মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে যক্ষেরা অমনুষ্যগণকে পরিহার করে। তাহাতে অনেক লোকের প্রাণহাণি ঘটে। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই লোকক্ষয়ের কারণ। এই কারণে গ্রামগুলি আর গ্রাম নহে, নিগমগুলি আর নিগম নহে, নগরগুলি আর নগর নহে, জেলাগুলি জনহীন। 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য, অদ্ভুত! ... উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

৫৭। বৎসগোত্র- (ক) অতঃপর পরিব্রাজক বৎসগোত্র ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ... উপবিষ্ট পরিব্রাজক ভগবানকে বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলিয়া থাকেন, 'আমাকেই দান দেওয়া উচিত, আমার শ্রাবকদের দান দেওয়া উচিত, অন্যদের নহে, আমার শ্রাবকদের দানের ফল মহৎ, অন্য শ্রাবকদের নহে।' 'ভবৎ গৌতম, যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন তাঁহারা কি অসত্য উক্তি দ্বারা ভুল বিবরণ না দিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সঠিকভাবে ভবৎ গৌতমের মতবাদের পুনরুল্লেখ করিয়া থাকেন? তাঁহারা কি তাহার শিক্ষানুসারে তাঁহাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যাহার ফলে যে তাঁহার মতবাদী ও চিন্তাধারার সে ইহা ব্যক্ত করিতে গিয়া উপহাস করিয়া না বসে? অবশ্য আমরা ভবৎ গৌতমের ব্যাপারে ভুল বিবরণ না দেওয়ার পক্ষপাতী।' 'বৎস, যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদের এই বক্তব্য আমার চিন্তাধারা প্রসূত নহে। অধিকন্তু যাহা সত্য নহে মিথ্যা তাহা বিবৃত করিয়া আমার সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বৎস, যে অন্যকে দান দিতে বারণ করেন তাহাকে তিন বিষয়ে অন্তরায় করেন, তিনটি বিষয়ে পরিপন্থী কাজ করেন। কি কি? তিনি দাতাকে পুণ্যকর্মে বাধা দেন, গ্রহীতাকে দান গ্রহণ হইতে বাধা দেন এবং তিনি নিজেকে নিজে ধ্বংস করেন, সম্পূর্ণ ধ্বংস। বৎস, যে ব্যক্তি অন্যকে দান প্রদানে বাধা দেয় সে তাহাকে এই তিন প্রকারে বাধা দেয়, তিন বিষয় কাড়িয়া নেয়। কিন্তু বৎস, আমি ইহাই ঘোষণা করিতেছি যে যদি কেহ প্রাণীদের প্রতি হিতকামী হইয়া থালাবাসন ধোয়া জল বা মলে যে প্রাণী আছে তাহাদের উদ্দেশ্য নিক্ষেপ করে তাহাও তাহার পুণ্যের উৎস হইবে; আর মনুষ্যদের খাদ্য প্রদান করিলে ত কথাই নাই। বৎস, তবুও আমি ইহা বলিতেছি যে, শীলবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানের ফল যেইরূপ মহান হয় দুঃশীলকে দান দিলে সেইরূপ মহৎ হয় না। 'শীলবান, শব্দটি দ্বারা আমি বুঝি সেই ব্যক্তিকে যে পাঁচটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে পাঁচটি গুণসম্পন্ন। তাহার পরিত্যক্ত পাঁচটি বিষয় কি কি? কামচ্ছন্দ (কামস্পৃহা), ব্যাপাদ (হিংসা), স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা), ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য (গর্ব-অনুশোচনা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ-দোদুল্যমানতা)। এই পাঁচটি বিষয় পরিত্যক্ত হয়। কোন্ পাঁচটি গুণে সে গুণবান হয়? সে অশৈক্ষ্যের (অর্হতের) শীলস্কন্ধ ভূষিত হয়, অশৈক্ষ্যের সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, বিমুক্তিস্কন্ধ, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনস্কন্ধে ভূষিত হয়। এই পাঁচটি গুণে সে ভূষিত হয়। এইরূপ পাঁচটি বিষয় পরিত্যক্ত এবং পাঁচটি গুণে ভূষিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয় বলিয়া আমি বলি।

পশুর পালে যেমন শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত, তামাটে, চিত্রবিচিত্র, একইরূপ আকার-বিশিষ্ট, পারাবত বর্ণ সম্পন্ন-বর্ণ যাহাই হোক না কেন, একটি পোষা ষাঁড় ভারবাহী, শক্তিমান, সুন্দর ও দ্রুতগামী হইলে বর্ণের ভ্রুক্ষেপ না করিয়া লোকেরা ইহাকে ভার বহনে যোয়াল দেয়। তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও সে যেই কুলে জন্ম নেয়, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুস প্রভৃতি কুলে জাত-যাহাই হউক না, যে দান্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়বান, শীলবান, সত্যবাদী, লজ্জাশীল, জন্ম-জরাবিহীন ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ, ভারমুক্ত, পার্থিব বন্ধন ছিন্ন, যাহার কর্ম কৃত, যে অনাসক্ত, নির্মল, সর্ব বিষয় উত্তীর্ণ, কোন কিছুতেই লিপ্ত নহে, সর্বতোভাবে মুক্ত-এরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিষ্কাম ক্ষেত্রে দানের ফল হয় প্রচুর-অপ্রমেয়। কিন্তু নির্বোধ, অজ্ঞতা, বুদ্ধিহীন, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার বহির্ভূত ক্ষেত্রে দান দেয়, শান্তগণের নিকট উপস্থিত হয় না। যাহার সৎ সংসর্গে আসেন যাহারা প্রজ্ঞাবান, ঋদ্ধি হিসাবে শ্রদ্ধার যোগ্য তাহার সুগত বুদ্ধের শাসনে বৃক্ষমূলের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা দেবলোকে জন্ম নেন বা এখানে উত্তম পরিবারের জন্ম নিয়া থাকেন, ক্রমান্বয়ে পণ্ডিতগণ নির্বাণ লাভ করেন।'

৫৮। ত্রিকর্ণ- (ক) তৎপর ত্রিকর্ণ নামক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট ... একপ্রান্তে উপবিষ্ট ত্রিকর্ণ ব্রাহ্মণ যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ তাঁহাদের প্রশংসা করেন। ভগবান তখন বলেনঃ 'হাঁ ব্রাহ্মণ, সেইসব ব্রাহ্মণের ত্রিবিদ্যা আছে। আপনি যেইরূপ বলিতেছেন তাঁহাদের তাহা আছে। কিন্তু আপনি বলুন ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা কিরূপে ব্যাখ্যা করেন।' 'এই ক্ষেত্রে ভবৎ গৌতম, একজন ব্রাহ্মণ উভয় দিকে সুজাত, পবিত্র মাতাপিতার বংশজাত, যাঁহার বংশানুক্রমে সপ্ত বংশ পর্যন্ত পবিত্র, নিষ্কলংক, জন্মের ক্ষেত্রে অনিন্দনীয়, অধ্যয়নশীল, মন্ত্রধর, ত্রিবেধে পারদর্শী, ধর্মাচরণ পদ্ধতি সহ শুচিতে পারদর্শী, শব্দ বিজ্ঞানে পারদর্শী, পৌরাণিক বিষয়ে দক্ষ, পদ এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, লোকায়ত এবং মহাপুরুষ লক্ষণে নিপুণ। 'ভবৎ গৌতম, এইভাবেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা বর্ণনা করেন।' 'ব্রাহ্মণ, উত্তম, ত্রিবিদ্যা ব্রাহ্মণের এই বর্ণনা এক। আর্য বিনয়ে যে ত্রিবিধ হয় তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর।' 'কিন্তু ভবৎ গৌতম, আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যা লাভী কিরূপ? 'ভবৎ গৌতম, আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় যদি আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যা লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।' 'তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করুন, মনোযোগ সহকারে, আমি ভাষণ করিতেছি।'

(খ) 'ভবৎ গৌতম, অতি উত্তম, ব্রাহ্মণ ত্রিকর্ণ উত্তর দিলেন। ভগবান বলেনঃ 'ওহে ব্রাহ্মণ, বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল (পাপ) ধর্ম হইতে বিরত হইয়া বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতা জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তৎপর সেই ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও বিচার বিহীন সমাধি জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল বা না-দুঃখ ভাবাপন্ন হইয়া এবং স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান হইয়া কায়িক সুখ অনুভব করে। আর্যগণ তাহাকে 'উপেক্ষাশীল স্মৃতি সুখবিহারী' বলিয়া আখ্যায়িত করে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করেন। কায়িক সুখ-দুঃখ প্রহীণ পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করে।

(গ) তৎপর সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধি, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপক্লেশ-বিহীন, নমনীয়, কমনীয়, স্থিত, অবিচলিত অবস্থায় পূর্ব জন্মের জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে। বিভিন্ন উপায়ে সে পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুস্মরণ করে- একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র, শত সহস্রজন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্প পর্যন্ত আমি অমুক অমুক স্থানে ছিলাম, এইরূপ ছিল নাম, এইরূপ গোত্র, এইরূপ জাতি, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, এইরূপ আয়ু (এতদিন পর্যন্ত) সম্পন্ন ছিলাম, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছিঃ সেখানেও আমি ছিলাম, এইরূপ ... (পূর্ববৎ) উৎপন্ন হইয়াছি। এইভাবেই সে বিশেষ বিস্তৃত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অনেক প্রকার উপায়ে তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি অনুস্মরণ করে। ইহার তাহার অধিগত প্রথম বিদ্যা। অবিদ্যা তিরোহিত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিগত, আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রশান্ত বিহরণকারীতেই বিরাজ করে।

(ঘ) তৎপর সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে ... (গ দ্রষ্টব্য) নমিত করে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপন্ন জ্ঞান অর্জনে। সে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা এবং মানবিক কায়া অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগণকে চ্যুত এবং উৎপন্ন হইতে দেখে- হীন-উত্তম, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, তাহাদের কর্মানুসারে সুগতি এবং দুর্গতি গমনেঃ হায়! এইসব গুণবান লোকেরা কায়িক দুষ্কর্ম, বাচনিক দুষ্কর্ম, মানসিক দুষ্কর্ম ও আর্যনিন্দা করিয়া, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া এবং মিথ্যাদৃষ্টির ফল ভোগ করিয়া এইসব সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নরকে উৎপন্ন হইয়াছে- এইসব গুণবান ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সুকর্ম সম্পাদন করিয়া আর্যনিন্দা না করিয়া, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যকদৃষ্টির ফল ভোগ করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতিতে, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় বিদ্যা যাহা সে লাভ করে, তাহার অবিদ্যা বিগত এবং বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিদূরীত এবং আলো উৎপন্ন যাহা অপ্রমত্ত উৎসাহী প্রশান্ত বিহরণকারীতে বিরাজ করে।

(ঙ) তৎপর সে এইভাবে সমাহিত চিত্তে ... (গ দ্রষ্টব্য) আস্রবক্ষয় জ্ঞান অর্জনে চিত্তকে নমিত করে। সে 'ইহা দুঃখ' যথাযথভাবে জানে। 'ইহা দুঃখ সমুদয়' ..., 'ইহা দুঃখ নিরোধ' ..., 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী 'প্রতিপদা' যথাযথভাবে জানে। 'ইহা আস্রব' ..., 'ইহা আস্রব নিরোধগামিনী প্রতিপদা'...। সে এইরূপ জানিয়া, এইরূপ দর্শন করিয়া কামাস্রব, ভবাস্রব (জন্ম লাভের আসক্তি), অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া জানে যাহার ফলে সে বুঝিতে পারে- জন্ম নিরোধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য যাপিত হইয়াছে, করণীয় কর্ম কৃত, আমাকে আর উৎপন্ন হইতে হইবে না। ইহা তৃতীয় বিদ্যা সে লাভ করে, ... (পূর্ববৎ) ... বিরাজ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) শীলে অপরিবর্তনশীল, বিজ্ঞ, ধ্যানপরায়ণ, চিত্ত যাহার সংযত, একাগ্র, সুসমাহিত সেই মুনি অন্ধকার বিদূরীত করিয়া ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছে এবং মৃত্যুকে পরাভূত করিয়াছে,- মানুষেরা তাহাকে 'দেব এবং মনুষ্য উভয়ের হিতকামী', 'সর্ব পরিত্যাগী', 'ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন', 'অবিহ্বল', 'জ্ঞানদীপ্ত', 'জগতে অন্তিম দেহধারী' হিসাবে অভিহিত করে। লোকেরা গৌতমকে এইসব নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

যিনি পূর্বজন্ম দেখেন, স্বর্গ-নরক দেখেন, যাঁহার জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে- যদি কোন ব্রাহ্মণের এই ত্রিবিদ্যা অর্জিত হইয়া থাকে, অভিজ্ঞাভূষিত মুনি তাঁহাকেই আমি 'ত্রিবিদ্যা ব্রাহ্মণ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকি, লোকের দ্বারা অসার বাক্য অভিহিত অন্য কোন ব্যক্তিকে নহে। এইভাবেই ব্রাহ্মণ, আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

'ভবৎ গৌতম। এই ত্রিবিদ্যা অন্য ত্রিবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভবৎ গৌতম, ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত ত্রিবিদ্যা আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যার ষোড়াংশের একাংশও হয় না। আশ্চর্য! অদ্ভুত! ... শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

৫৯। জানুশ্যোনি- (ক) অতঃপর জানুশ্যোনি নামক ব্রাহ্মণ ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ... জানুশ্যোনি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ 'যদি কেহ দান দিতে চায় বা শ্রাদ্ধ করিতে চায় অন্নদান বা ভিক্ষুককে দেওয়ার যোগ্য বস্তু, তাহা হইলে তাহা ত্রিবিদ্যা ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত।' 'কিন্তু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যা কিরূপে বর্ণনা করেন?' 'এইক্ষেত্রে ভবৎ গৌতম, [৫৮(ক) দেখুন] ... আমাকে শিক্ষা দেন।' তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, আপনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, আমি ভাষণ করিতেছি।' 'ভগবান, অতি উত্তম,' জানুশ্যোনি ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন; ভগবান বলেনঃ ... [৫৮ (খ), (গ), (ঘ) দ্রষ্টব্য]। যিনি শীলব্রতসম্পন্ন, নির্বাণ প্রবণ চিত্ত, সমাহিত, যাঁহার চিত্ত বশীভূত, একাগ্র, সুসমাহিত, প্রশান্ত, যিনি তাঁহার পূর্বজন্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, স্বর্গ-নরক দর্শন করেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, অভিজ্ঞাভূষিত মুনি, যদি কোন ব্রাহ্মণের এই ত্রিবিদ্যা থাকে তবেই ত আমি তাঁহাকে ত্রিবিদ্যা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করি, নিষ্ফল বাক্যে ব্যবহৃত তথাকথিত ব্যক্তিকে নহে।

এইভাবেই ব্রাহ্মণ, কোন ব্যক্তি আর্য বিনয়ে ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হন।'

[৫৮ (চ) শেষাংশ দেখুন] ... গ্রহণ করুন।'

৬০। সংগারব- (ক) অতঃপর ব্রাহ্মণ সংগারব ভগবানকে দর্শনে আসেন। ... ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম, আমাকে বলিতে হয়, আমরা ব্রাহ্মণ হিসাবে যজ্ঞ করি এবং অপরকেও যজ্ঞ করিতে বলি। সুতরাং ভবৎ গৌতম, যাঁহারা তদ্রূপ করেন বা করান তাঁহারা সবাই যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে বহু লোককে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্য প্রতিপদায় প্রতিপন্ন করেন (পুণ্য কার্যে উদ্বুদ্ধ করেন)। কিন্তু ভবৎ গৌতম, যে ব্যক্তি আগারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হন তিনি শুধু মাত্র নিজেকেই নিজে দমন করেন, সংযত করেন, নিজেই শুধু পরিনির্বাপিত হন। এইভাবে ভবৎ গৌতম, প্রব্রজ্যা গ্রহণের ফলে তিনি শুধু একাই পুণ্য প্রতিপদায় উদ্বুদ্ধ হন।' 'ব্রাহ্মণ, উত্তম, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি যাহা উত্তম মনে করেন তদ্রূপ উত্তর দিবেন। আপনার কি মনে হয় ব্রাহ্মণ? এই ব্যাপারে-তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন যিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ভগবান। তিনি বলেনঃ "ইহাই মার্গ, প্রতিপদা যাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মচর্যের প্রবর্তন করি। আপনিও আসুন! অনুশীলন করুন সেই ধর্মের যেইভাবে অনুশীলিত হইলে আপনিও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" এইভাবে এই শাস্তা ধর্ম শিক্ষা দেন এবং অন্যরাও সেই উদ্দেশ্য লাভে অনুশীলন করেন। অধিকন্তু, এইরূপ অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক শত-সহস্রও আছে। ব্রাহ্মণ, আপনি এখন কি মনে করেন? যেহেতু ইহা এইরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণের ফলে ইহা কি পুণ্য প্রতিপদায় শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে না অধিক লোককে প্রভাবিত করে?'

(খ) এইরূপ বলা হইলে মহামান্য আনন্দ ব্রাহ্মণ সংগারবকে বলেনঃ 'ব্রাহ্মণ, এই দুই প্রতিপদা (আচরণ পদ্ধতি)-র মধ্যে কোন্‌টি সহজতর, কম কষ্টদায়ক, অধিকতর ফলদায়ক, অধিকতর হিতকর হিসাবে আপনাকে আকৃষ্ট করে?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণ সংগারব মহামান্য আনন্দকে বলেনঃ 'ভবৎ গৌতম ও ভবৎ আনন্দ উভয়েই আমার নিকট সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য।' দ্বিতীয়বার শ্রদ্ধেয় আনন্দ ব্রাহ্মণ সংগারবকে বলেনঃ 'ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে কে সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিঃ এই দুই ... (পূর্ববৎ) আকৃষ্ট করে?' পুনরায় ব্রাহ্মণ সংগারব পূর্বের মতই উত্তর দিলেন। তৃতীয়বার শ্রদ্ধেয় আনন্দ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং ব্রাহ্মণ তৃতীয়বারও একই উত্তর প্রদান করেন।

(গ) তাহাতে ভগবান এইরূপ চিন্তা করেনঃ আনন্দ কর্তৃক উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াও তৃতীয়বারও ব্রাহ্মণ ইহা এড়াইয়া যাইতেছেন, উত্তর দিতেছেন না। আমি তাঁহাকে কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিলাম। অতঃপর ভগবান সংগারব ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলেনঃ 'ব্রাহ্মণ, বলুন। অদ্য রাজপ্রাসাদে রাজ-পরিষদ যখন একত্রে বসিয়াছিল তখন আলোচ্য বিষয় কি ছিল?' 'ভবৎ গৌতম, রাজপরিষদের আলোচ্য বিষয় ছিলঃ "প্রাচীন কালে আপনারা জানেন, ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল স্বল্পঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিন্তু অলৌকিক শক্তির অধিকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাহারা অধিক আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকিত। কিন্তু বর্তমানে তাহার বিপরীত। বর্তমানে ভিক্ষুর সংখ্যা অধিক কিন্তু অলৌকিক শক্তিধারীদের মধ্যে কম হওয়ায় তাহারা কম আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।" অদ্য রাজপ্রাসাদে রাজপরিষদের ইহাই ছিল আলোচ্য বিষয়।'

(ঘ) 'ব্রাহ্মণ, প্রাতিহার্য (অলৌকিক ঘটনা) এই তিন প্রকার। কি কি? ঋদ্ধি প্রাতিহার্য, অদেশনা প্রাতিহার্য (চিন্তাপ্রসূত প্রাতিহার্য), অনুশাসন প্রাতিহার্য। ব্রাহ্মণ, ঋদ্ধি প্রাতিহার্য কিরূপ?

এইক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ বিভিন্ন উপায়ে অনেক প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করে। এক হইতে বহু হয়, বহু হইতে এক হয়ঃ আকাশ মার্গে গমনের ন্যায় অনায়াসে দেওয়ালের মধ্যে দিয়া, দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে দিয়া, পর্বতের মধ্যে দিয়া তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে দিয়া জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় গমন করে, জলের উপরেও শক্ত মাটির উপর দিয়া গমনের ন্যায় করে, আকাশে ও পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বিহগ সদৃশ ডানায় ভর করিয়া বিচরণ করে, এমন কি প্রাণীদের প্রতি মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব চন্দ্র-সূর্যকে সে স্পর্শ করে ও হাত বুলাইয়া দেয়ঃ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সে সশরীরে গমন করে। ব্রাহ্মণ, ইহাকে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য বলা হয়।'

(ঙ) 'ব্রাহ্মণ, অদেশনা প্রাতিহার্য কিরূপ? এইক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোন কোন ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারেঃ "তোমার মন এইরূপ। তোমার চিত্ত এইরূপ। তোমার চেতনা এইরূপ।" সে যতই বেশী বলুক না কেন তাহা এই, অন্যথা নহে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোন কোন ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা বলিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য, অমনুষ্য বা দেবতাদের শব্দ শ্রবণ করিয়া বলিতে পারে এবং বলেঃ "তোমার মন এইরূপ। তোমার চিত্ত এইরূপ। এইরূপ তোমার চেতনা।" সে যতই বেশী বলুক না কেন, তাহা এই, অন্যথা নহে। পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোন কোন ব্যক্তি এইসব বিষয় লক্ষণ দ্বারা বা মনুষ্য বা অমনুষ্য বা দেবতাদের শব্দ শুনিয়া বলিতে পারে না, কিন্তু সে যে শব্দ শুনিয়াছে তাহা হইতে যে উক্তিটি বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যক্তি দ্বারা বুদ্ধিমত্তার সাথে বিচার করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া সে তদ্রূপ করিতে পারে। তদ্রূপ শুনিয়া সে বলেঃ "এইরূপ তোমার মন। তোমার চিত্ত এইরূপ। এইরূপ তোমার চেতনা।" সে যতই বেশী বলুক তাহা এইরূপ, অন্যথা নহে।

পুনঃ ব্রাহ্মণ, কোন কোন ব্যক্তি ... (পূর্ববৎ) বলিতে পারে না। কিন্তু সে যখন অবিতর্ক অবিচার সমাধি লাভ করে সে অপরের চিত্ত বুঝিতে পারে এবং এইরূপ জানেঃ এই ভদন্তের মনঃ সংস্কার অনুযায়ী এই এই বিষয়ে সে অতি শীঘ্রই তাহার চিত্ত নির্দেশ করিবে। সে যতই বেশী বলুক তাহা এই, অন্যথা নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ, ইহাকে "অদেশনা প্রাতিহার্য (চিত্ত বুঝার)" বলে।

(চ) ব্রাহ্মণ, অনুশাসন প্রাতিহার্য কিরূপ? ব্রাহ্মণ, এইক্ষেত্রে কেহ কেহ এইরূপ শিক্ষা দেয়ঃ "এইরূপ বিচার করে, এইরূপ বিচার কর না। এইরূপ চিন্তা কর, এইরূপ চিন্তা কর না। ইহা পরিত্যাগ কর, তাহা অর্জন করিয়া তাহাতে অবস্থান কর।" ব্রাহ্মণ, ইহাকে "অনুশাসন প্রাতিহার্য" বলে। ব্রাহ্মণ, তিনটি প্রাতিহার্য এইরূপ। ব্রাহ্মণ, এই তিন প্রাতিহার্যের মধ্যে কোন্ প্রাতিহার্য আশ্চর্য এবং চমৎকার হিসাবে আপনাকে আকৃষ্ট করে?' 'ভবৎ গৌতম, প্রাতিহার্যগুলির মধ্যে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য যেমন কেহ কেহ বিভিন্ন (ঘ দ্রষ্টব্য) সশরীরে গমন করে (যে ইহা সম্পাদন করে তাহার অভিজ্ঞতা আছে। যাহার ইহা আছে সে ইহা সম্পাদন করে) ভবৎ গৌতম, ইহা আমার নিকট মায়াধর্মী বলিয়া মনে হয়। পুনঃ ভবৎ গৌতম, অদেশনা প্রাতিহার্য- কোন কোন ব্যক্তি লক্ষণ .... (ঙ দ্রষ্টব্য) কোন ব্যক্তি লক্ষণ ... এইরূপ বুঝিতে পারে এবং এইরূপ জানে-ভবৎ গৌতম, এই প্রাতিহার্য যে সম্পাদন করে তাহার সেই প্রাতিহার্যের অনুভূতি আছে, যে ইহা সম্পাদন করে তাহার ইহা আছে। ভবৎ গৌতম, এই প্রাতিহার্যও আমার নিকট মায়াধর্মী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভবৎ গৌতম, অনুশাসন প্রাতিহার্য- কেহ কেহ এইরূপ শিক্ষা ... (চ দ্রষ্টব্য) অবস্থান করে। এই তিন প্রাতিহার্যের মধ্যে এইটি (অনুশাসন প্রাতিহার্য) আমার নিকট আশ্চর্যজনক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাকে আকৃষ্ট করে।

ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভূত! ভবৎ গৌতম কত সুন্দরভাবে ইহা ভাষিত! আমরা সমর্থন করি ভবৎ গৌতম এই তিন অলৌকিক ব্যাপার ধারণ করেন। ভবৎ গৌতম নিশ্চয়ই বিভিন্ন উপায়ে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য উপভোগ করেনঃ এক হইতে বহু হন ... (ঘ দ্রষ্টব্য) ... ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তিনি সশরীরে গমন করেন। নিশ্চয়ই ভবৎ গৌতম যখন অবিতর্ক-অবিচার সমাধি লাভ করে তখন তিনি অপরের চিত্ত বুঝিতে পারেন এবং এইরূপ জানেনঃ এই ভদন্তের মনঃসংস্কার অনুযায়ী এই এই বিষয়ে অতি শীঘ্রই তাঁহার চিত্ত নির্দেশ করিবেন। পুনঃ ভবৎ গৌতম নিশ্চয়ই অনুশাসন করেনঃ "এইরূপ বিচার কর .. (চ দ্রষ্টব্য) অবস্থান কর।"

(ছ) 'ব্রাহ্মণ, আপনার ভাষণ অবিকল এবং আমাকে একটি উক্তিতে আহ্বান করে। তৎসত্ত্বেও আমি আপনাকে উত্তর দানে সন্তুষ্ট করিব। ব্রাহ্মণ, আমি বিভিন্ন উপায়ে অনেক ... (ঘ দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মলোক পর্যন্তসশরীরে গমন করি; ব্রাহ্মণ, যখন আমি অবিতর্ক-অবিচার সমাধি লাভ করি আমি অপরের চিত্ত বুঝিতে পারি এবং এইরূপ জানিঃ এই ভদন্তের মনঃসংস্কার অনুযায়ী এই এই বিষয়ে সে অতি শীঘ্রই তাহার চিত্ত নির্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণ, আমি এইরূপ অনুশাসন করিঃ এইরূপ বিচার কর, এইরূপ বিচার করিও না। এইরূপ চিন্তা কর, এইরূপ চিন্তা করিও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। ইহা পরিত্যাগ কর, ইহা অর্জন করিয়া তাহাতে অবস্থান কর।'

'কিন্তু ভবৎ গৌতম, ভবৎ গৌতম ব্যতীত অন্য কোনও ভিক্ষু কি এই তিনটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আছেন?' 'হাঁ ব্রাহ্মণ, আছেন। ব্রাহ্মণ, এই তিনটি অলৌকিক ক্ষমতালাভী ভিক্ষুর সংখ্যা শুধুমাত্র এক, দুই বা তিন, চার বা পাঁচ, সাত নহে, কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।' 'ভবৎ গৌতম, ঐ সকল ভিক্ষু এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?' 'ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে।' 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভূত! ভবৎ গৌতম, যেমন অধোমূখীকে ঊর্দ্ধমূখী, আবৃতকে অনাবৃত, পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন বা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে তদ্রূপ ভবৎ গৌতম, বিভিন্নভাবে ধর্ম পরিবেশন করেন। ভবৎ গৌতম, আমাকে আজীবন শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

৭ম অধ্যায়- মহাবর্গ

৬১। মতবাদ

১। 'হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিক সম্প্রদায়ের এই তিনটি ভিত্তি জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক কঠোরভাবে প্রশ্ন, অনুসন্ধান এবং আলোচনা করা হইলে অক্রিয়া (অকার্য) বাদ (মতবাদ) প্রতিষ্ঠা করে। তিন কি কি?'

কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ শিক্ষা দেন, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেনঃ- পুরুষ সুখ বা দুঃখ বা সুখও না দুঃখও না (সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষতা) এইরূপ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু পূর্বকর্মহেতু। ভিক্ষুগণ, অন্য কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেনঃ-পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ, বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনূভব করে সবকিছু ঈশ্বর নির্মাণের হেতু (ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টির হেতু)। ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেনঃ- পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু হেতুবিহীন-প্রত্যয়বিহীন (কারণ-শর্তহীন)।

২। হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ শিক্ষা দেন, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন- পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে সবকিছু পূর্বকর্ম হেতু, আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিঃ "মহাশয়গণ, ইহা কি সত্য আপনারা যে বলিয়া থাকেন, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন, পুরুষ পুদ্গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু পূর্বকর্ম হেতু?" আমা দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা আমাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তর দেনঃ "হাঁ, আমরা ইহা জানি।" তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিঃ "তাহা হইলে পূর্বকর্ম হেতু মানুষ প্রাণীহত্যাকারী, চোর, ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কর্কশ ভাষী, সম্প্রলাপী (বৃথা আলাপী), লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হইবে। এইরূপে অত্যাবশ্যক কারণ হিসাবে যাহারা পূর্ব কর্মের উপর নির্ভর করে তাহাদের এই কর্ম করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোন ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং বাস্তবে কর্ম বা অকর্মের প্রয়োজনীয়তা, অবিদ্যমানতা হেতু আপনাদের ক্ষেত্রে 'শ্রমণ' শব্দ যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না, যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত বিহ্বলতায় বাস করেন।" হে ভিক্ষুগণ, যে সকল সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন তাঁহাদের প্রতি আমার এই যুক্তিসঙ্গত দ্বিতীয় তিরস্কার।

৩। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেনঃ- পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ বা অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সব কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু, আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করি- "মহাশয়গণ, ইহা কি সত্য যে, আপনারা এই মতবাদ শিক্ষা দেন, এই দৃষ্টি পোষণ করেন যে, পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি হেতু? আমা দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা উত্তর দেনঃ- "হাঁ, আমরা এইরূপ জানি।"

তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিঃ-তাঁহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বশতঃ মানুষ হত্যাকারী ... (২নং দেখুন) ... মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হইবে। ভিক্ষুগণ, এইরূপে যাহারা সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এই কার্য করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোন ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং বাস্তবে কর্ম বা অকর্মের অবিদ্যমানতা হেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে 'শ্রমণ' শব্দটি আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত অবস্থায় বাস করেন।" ভিক্ষুগণ, সেইসব সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণকারী তাহাদের প্রতি আমার এই যুক্তিসঙ্গত দ্বিতীয় তিরস্কার।

৪। হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ বাদী, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেনঃ- পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যাহা কিছু অনুভব করে তাহা কারণহীন, শর্তহীন। আমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিঃ- "মহাশয়গণ ইহা কি সত্য যে, আপনারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টি পোষণ করেন যে পুরুষ পুদ্‌গল সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ তাহা কারণহীন, শর্তহীন?" আমা দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা উত্তর দেন- "হাঁ, আমরা এইরূপ জানি।

তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিঃ "তাহা হইলে মহাশয়গণ, আদৌ কারণহীন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শর্তহীন বশতঃ মানুষ হত্যাকারী ... (২নং দেখুন) ... মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হইবে। এইরূপে মূল কারণ হিসাবে যাঁহারা কারণবিহীন, শর্তহীনতায় নির্ভর করে তাঁহাদের এই কার্য করার বা কার্য হইতে বিরত হওয়ার কোন ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে কর্ম বা অকর্মের প্রয়োজনীয়তা অবিদ্যমানতা হেতু আপনাদের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে 'শ্রমণ' শব্দটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। যেহেতু আপনারা মনোবৃত্তি অচকিত বিহ্বলতায় বাস করেন।" হে ভিক্ষুগণ, সেইসব সহধর্মী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাঁহারা এইরূপ বাদী এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন তাঁহাদের প্রতি আমার এই তৃতীয় যুক্তিসঙ্গত তিরস্কার। হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিক সম্প্রদায়ের এই তিনটি বিষয় জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক প্রশ্ন, অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইলে অক্রিয়াবাদই প্রতিষ্ঠা করে।

৫। হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম প্রচার করি তাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলংকিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলংকিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত ধর্ম কিরূপ? ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত ধর্ম এই ষড় ধাতু যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ... (উপরে দেখুন) ... অতিরষ্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত ধর্ম এই ষড় স্পর্শায়তন যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ... (উপরে দেখুন) ... অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত এই অষ্টাদশ মনোপবিচার ধর্ম যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ... (উপরে দেখুন) ... অতিরস্কৃত। ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত ধর্ম এই চারি আর্য সত্য যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলংকিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত।

৬। হে ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত ষড় ধাতু যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলংকিত, অনিন্দনীয়, অতিরস্কৃত, কোন্ সম্পর্কে ষড় ধাতুর কথা বলিয়াছি? ষড় ধাতু হইল- পৃথিবী ধাতু, জল ধাতু, তাপ ধাতু, বায়ু ধাতু, আকাশ ধাতু, বিজ্ঞান ধাতু। ভিক্ষুগণ, এই ষড় ধাতু কর্তৃক দেশিত যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... (৫নং দেখুন) ... অতিরস্কৃত যাহা আমি এই উদ্দেশ্যে বলিয়াছি।

৭। ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক ষড় স্পর্শায়তন দেশিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... (৫নং দেখুন) ... অতিরস্কৃত। কোন্ ব্যাপারে ইহা বলা হইয়াছে? ছয় স্পর্শায়তন হইল-চক্ষু স্পর্শায়তন, শ্রোত্র স্পর্শায়তন, ঘ্রাণ স্পর্শায়তন, জিহ্বা স্পর্শায়তন, কায় স্পর্শায়তন, মন স্পর্শায়তন। ভিক্ষুগণ, এই ষড় স্পর্শায়তন ধর্ম আমা কর্তৃক দেশিত যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... (৫নং দেখুন) ... অতিরস্কৃত যাহা আমি এই উদ্দেশ্যে বলিয়াছি।

৮। হে ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক এই অষ্টাদশ মনোপবিচার ধর্ম দেশিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... (৫নং দেখুন) ... অতিরস্কৃত। ইহা কোন্ কারণে বলা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া দর্শনকারীর বিবেচনার বিষয় হইল রূপ তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক বা উপেক্ষনীয় যাহাই হউক না কেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ... ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া ... কায়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ... মনের দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হইয়া জ্ঞাতার বিবেচনার বিষয় হইল ধর্ম দর্শন তাহা আনন্দজনক, দুঃখজনক, উপেক্ষামূলক যাহাই হউক না কেন। ভিক্ষুগণ, অষ্টাদশ মনোপবিচার ধর্ম বলিতে আমি ইহাই বুঝিয়া থাকি যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... (৫নং দেখুন) অতিরস্কৃত।

৯। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্য আমা কর্তৃক দেশিত যাহা বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ... (৫নং দেখুন) ... অতিরস্কৃত। কোন্ উপলক্ষে আমি ইহা উল্লেখ করিয়াছি। ভিক্ষুগণ, ষড় ধাতুর উপর করিয়া গর্তে প্রতিসন্ধি হয়। প্রতিসন্ধি ঘটিলেই নাম এবং রূপ (সাকার) এর আবির্ভাব হয়। নামরূপের প্রত্যয়ে (কারণে) ষড় আয়তন (বিস্তার), ষড় আয়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা (অনুভূতি), বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দুর্মনতা। ইহাই সমগ্র দুঃখের কারণ। ইহা দুঃখের নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায় বলিয়া জানাইতেছি।

১০। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য কিরূপ?

জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তু অলাভ জনিত দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখ আর্যসত্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্যসত্য কিরূপ?

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের হেতুতে নামরূপ, নামরূপের হেতুতে ষড় আয়তন, ষড় আয়তনের হেতুতে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা (অনুভূতি), বেদনার কারণে তৃষ্ণা (আকাঙ্খা), তৃষ্ণার হেতুতে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব (হওয়া), ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা মরণ শোক পরিদেবন দুঃখ দুর্মনতা নৈরাশ্য। ইহাই দুঃখ উৎপত্তির হেতু। ভিক্ষুগণ, ইহাকে দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্যসত্য বলা হয়।

১২। ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য কিরূপ?

অবিদ্যার অশেষ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড় আয়তন নিরোধ, ষড় আয়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ, জন্ম নিরোধে জরামরণ শোক পরিদেবন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ দৌর্মনস্য উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এইভাবেই দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিরোধের উপায়) আর্যসত্য কিরূপ?

ভিক্ষুগণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়, যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

হে ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক দেশিত এই চারি আর্য সত্য বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, কর্তৃক অখণ্ডনীয়, অকলংকিত, অনিন্দিত, অতিরস্কৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা এই কারণে বলা হইয়াছে।

৬২। ভয়

১। 'হে ভিক্ষুগণ, পৃথগ্‌জন, (সাধারণ লোক) এই তিন প্রকার ভয়ের কথা বর্ণনা করে যাহা মাতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে। তিন প্রকার কি কি?'

কোন এক সময়ে মহা অগ্নি উৎপন্ন হয়। আগুন লাগিলে গ্রাম, নিগম, নগর জ্বলিয়া যায়। আগুন জ্বলিতে থাকিলে মাতা তাহার পুত্রের নিকট পোঁছিতে পারে না, পুত্রও মাতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম ভয় যাহা মাতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে।

২। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন এক সময় মহামেঘ বর্ষিত হয়। ইহার ফলে মহাপ্লাবন দেখা যায়। প্লাবন সংঘটিত হইলে গ্রাম, নিগম, নগর ভাসিয়া যায়। এমতাবস্থায় মাতা তাহার পুত্রের নিকট পুত্রও মাতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, মাতাপুত্র যে বিচ্ছিন্ন হয় ইহা দ্বিতীয় ভয় যাহা সাধারণ পৃথগ্‌জন বর্ণনা করিয়া থাকে।

৩। ভিক্ষুগণ, কোন এক সময় আসে যখন বনদস্যু ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে দেশের জনতা শকটে চড়িয়া পলাইয়া যায়। যখন এইরূপ হয় তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শকটে মাতা পুত্রের নিকট পুত্র মাতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। ভিক্ষুগণ, মাতা পুত্র যে বিচ্ছিন্ন হয় ইহা তৃতীয় ভয় যাহা সাধারণ লোক বর্ণনা করিয়া থাকে।

৪। হে ভিক্ষুগণ, সাধারণ লোক তিন প্রকার ভয় বর্ণনা করে যখন মাতা পুত্র কখনো মিলিত হয় বা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়। তিন প্রকার কি কি?

ভিক্ষুগণ, এক সময় মহা অগ্নি উৎপন্ন হয়। আগুন লাগিলে গ্রাম, নিগম, নগর জ্বলিতে থাকে। সেই সময়ে কখনও কখনও ইহা সম্ভব মাতা পুত্রের ও পুত্র মাতার নিকট পৌঁছায়। ভিক্ষুগণ, মাতা পুত্র যে কখনো কখনো মিলিত হয় বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিচ্ছিন্ন হয় ইহা প্রথম বিপদ যাহা পৃথগ্জন বর্ণনা করিয়া থাকে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন এক সময় মহামেঘ বর্ষিত হয়। ইহার ফলে প্লাবন দেখা দেয়। প্লাবন সংঘটিত হইলে গ্রাম, নিগম, নগর ভাসিয়া যায়। এমতাবস্থায় কখনো কখনো মাতা পুত্র পরস্পরের নিকট মিলিত হয় কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মাতা পুত্র যে কখনো কখনো মিলিত হয় কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয় ইহা দ্বিতীয় ভয় যাহা পৃথগ্জন বর্ণনা করিয়া থাকে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন এক সময় বন দস্যু ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে দেশের জনতা শকটে চড়িয়া পলাইয়া যায়। যখন এইরূপ হয় তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শকটে কখনো কখনো মাতা পুত্র পরস্পরের নিকট মিলিত হয় কখনো কখনো মাতাপুত্র বিচ্ছিন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মাতাপুত্র যে কখনো কখনো মিলিত হয়, কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয় ইহা তৃতীয় ভয় যাহা সাধারণ লোক বর্ণনা করিয়া থাকে।

৫। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিভয় মাতা-পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে। তিন কি কি? জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মৃত্যু ভয়। মাতা তাহার পুত্র বৃদ্ধ হউক তাহা চায় না। সে বলে, "আমি বৃদ্ধ হইতেছি, আমার পুত্র বৃদ্ধ না হউক।" পুত্রও অনুরূপভাবে চায় না তাহার মাতা বৃদ্ধ হউক। সে বলে, "আমি বৃদ্ধ হইতেছি। আমার মাতা বৃদ্ধ না হউক।"

হে ভিক্ষুগণ, মাতা চায় না যে তাহার পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হউক। সে বলে, "আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি কিন্তু আমার পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত না হউক।" পুত্রও অনুরূপভাবে চায় না যে তাহার মাতা ব্যাধিগ্রস্ত হউক। সে বলে, "আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি কিন্তু আমার মাতা ব্যাধিগ্রস্ত না হইক।"

হে ভিক্ষুগণ, মাতা চায় না যে তাহার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হউক। সে বলে, "আমি মৃত্যু বরণ করিতেছি কিন্তু আমার পুত্র মৃত্যু বরণ না করুক।" তদ্রূপ পুত্রও বলে, "আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি কিন্তু আমার মাতা মৃত্যু বরণ না করুক।" ভিক্ষুগণ, এই ত্রিভয় মাতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে।

৬। হে ভিক্ষুগণ, মাতা-পুত্রের মিলিত হওয়ার এই ত্রিভয়, মাতা-পুত্রের বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই ত্রিভয় দূর করার উপায় আছে। ভিক্ষুগণ, মাতাপুত্রকে বিচ্ছিন্নকারী ত্রিভয় ও মাতাপুত্রকে সংযোগ করার এই ত্রিভয় দূর করার উপায় কি?

সেই উপায় হইল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ, এই মার্গই মাতা পুত্রের বিচ্ছিন্নকারী ত্রিভয়, মাতাপুত্রকে সংযোগকারী ত্রিভয় পরিত্যাগ, অতিক্রম করিতে সাহায্য করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৩। বেনাগপুর

১। এক সময় ভগবান কোশলে বিচরণ করিতে করিতে মহা ভিক্ষুসংঘ সহ বেনাগপুর নামে কোশলদের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হন। তখন বেনাগপুরের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনিতে পাইলেন যে শাক্যকুল প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম বেনাগপুর আসিয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের সুখ্যাতি এইভাবে প্রকাশিত- "সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব মনুষ্যসহ এই জগতকে পরিজ্ঞাত করেন। তিনি সেই ধর্ম দেশনা করেন যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ আমাদের জন্য উত্তম হইবে।"

২। তৎপর বেনাগপুরের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ, ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ সৌজন্যমূলক সম্ভাষণের পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ অঞ্জলিবদ্ধভাবে প্রণাম করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। কেহ কেহ তাঁহাদের নাম ও গোত্র ঘোষণা করিয়া এক পার্শ্বে বসেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট বেনাগপুরের ব্রাহ্মণ বৎসগোত্র ভগবানকে বলেন-

৩। 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভবৎ গৌতমের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, চেহারা স্বচ্ছ। যেমন,- ভবৎ গৌতম, শরৎকালে কুল ফল স্বচ্ছ পরিস্কার হয় তদ্রূপ ভবৎ গৌতমের চেহারাও প্রসন্ন, ছবিবর্ণ সদৃশ পরিস্কার। যেমন,- ভবৎ গৌতম, সদ্য বৃন্তচ্যুত তাল স্বচ্ছ, পরিস্কার তদ্রূপ ভবৎ গৌতমের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, চেহারা পরিস্কার। ভবৎ গৌতম, ধাতু গলাইবার পাত্রে জম্বোনদের স্বর্ণ গলাইয়া যেমন নিপুণ স্বর্ণকার কর্তৃক নিপুণভাবে পিটানো এবং পীতবর্ণের বস্ত্রে রক্ষিত হইলে ঝকমক করে, জ্বলজ্বল করে, দীপ্ত হয় তদ্রূপ ভবৎ গৌতমের ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত, সংযত, চেহারা স্বচ্ছ পরিষ্কার। উচ্চশয্যা মহাশয্যা যেমন- পালঙ্ক, সোফা, আসন, পশমী লোমযুক্ত দীর্ঘ কার্পেট, অশ্বের লোম দ্বারা তৈরী বিছানার চাদর, বিভিন্ন রংয়ের সাদা বিছানার চাদর, পশমের উপর পুষ্পঙ্কিত বিছানার চাদর, কার্পাস ও পশমের তৈরী লেপ, সুন্দর সুচিকর্মযুক্ত বিছানার চাদর, পশমের চাদর, অন্যান্য সজ্জা যেমন- নর্তকের কার্পেট, হস্তী, অশ্ব, রথের জন্য কম্বল, মৃগের চামড়ার কম্বল, মেঝে আচ্ছাদনের কদলী মৃগের চর্ম, চাঁদোয়াযুক্ত পালঙ্ক এবং প্রতিপাশে একটি লাল পাশ বালিশ ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে নিঃসন্দেহে বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে এইসব উচ্চাশয্যা মহাশয্যা লাভ করিতে পারেন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। 'হে ভিক্ষুগণ, উচ্চশয্যা মহাশয্যা যেমন- পালঙ্ক .... লাল পাশ বালিশ প্রকৃত পক্ষে প্রব্রজিতদের কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে এবং লাভ করিলেও ব্যবহার যোগ্য নহে। হে ব্রাহ্মণ, এই তিন প্রকার উচ্চশয্যা মহাশয্যা এখন আমি ইচ্ছা করিলে বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে লাভ করিতে পারি। সেইগুলি কি কি?'

"দিব্য উচ্চশয্যা মহাশয্যা, মহান উচ্চশয্যা মহাশয্যা এবং আর্যোচিত উচ্চশয্যা মহাশয্যা। এই ত্রিবিধ উচ্চশয্যা মহাশয্যা এখন আমি ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারি।'

৫। 'ভবৎ গৌতম, দিব্য উচ্চশয্যা মহাশয্যা কিরূপ যাহা ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে এখন লাভ করিতে পারেন?'

'হে ব্রাহ্মণ, যে গ্রাম বা নিগমকে আশ্রয় করিয়া আমি এখন বাস করিতেছি তথায় আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া সেই গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি। ভিক্ষাচরণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিণ্ড (আহার) গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া আমি বনান্তে গমন করি। তথায় ঘাস বা পত্র যাহা কিছু আছে সবগুলি এক স্থানে জড় করিয়া শরীর সোজা করিয়া স্মৃতি অভিমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করি। এইরূপে আমি কাম ও অকুশল ধর্মে নির্লিপ্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। বিতর্ক বিচার উপশান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তে একাগ্রভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধি জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। প্রীতিতে বিরাগ এবং উপেক্ষাশীল হইয়া বিহার করি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে কায়িক সুখ অনুভব করি যে ধ্যান স্তরে পৌঁছিলে আর্যগণ স্মৃতিসুখ বিহারী বলিয়া অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করি। সুখ-দুঃখ প্রহীন করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য দৌর্মনস্য অবসান করিয়া সুখও না দুঃখও না এইরূপ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া অবস্থান করি। ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ স্তরে পৌঁছি এমতাবস্থায় যদি আমি চংক্রমণ করি আমার এই চংক্রমণ হয় দিব্য। এই সময়ে যদি আমি আসন গ্রহণ করি আমার এই আসন হয় দিব্য আসন। এই সময় যদি শয়ন করি আমার এই শয্যা হয় উচ্চশয্যা মহাশয্যা। ব্রাহ্মণ, এখন আমি ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে এই উচ্চশয্যা মহাশয্যা লাভ করিতে পারি।'

ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভূত! ভবৎ গৌতম ব্যতীত কে বিনাশ্রমে বিনা কষ্টে দিব্য উচ্চশয্যা মহাশয্যা লাভ করিতে পারেন?'

৬। 'ভবৎ গৌতম, উচ্চশয্যা মহাশয্যা কিরূপ যাহা ভবৎ গৌতম ইচ্ছা করিলে এখন বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারেন?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'হে ব্রাহ্মণ, যে গ্রামে বা নিগমকে ... (৫নং দেখুন) ... অভিমূখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করি। আমি মৈত্রী সহগত চিত্তে একদিক পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করি। তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিকও। সেইরূপ ঊর্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি মৈত্রী সহগত চিত্তে, বিপুল ব্যাপক অপ্রমাণ অবৈরী ও দুঃখহীন হইয়া অবস্থান করি। তদ্রূপ আমি করুণা সহগত চিত্তে, মুদিতা (সহানুভূতি) সহগত চিত্তে, উপেক্ষা (সমভাব) সহগত চিত্তে প্রথম দিক, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিক পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করি। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি চংক্রমণ করি সেই চংক্রমণ হয় মহৎ। ..... আমার স্থিতি হয় মহৎ ..... উপবেশন হয় মহৎ ..... শয়ন হয় মহৎ। ইহাই ব্রাহ্মণ, উচ্চশয্যা মহাশয্যা যাহা আমি এখন ইচ্ছা করিলে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারি।' 'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভূত! একমাত্র ভবৎ গৌতম ব্যতীত অন্য কে এইরূপ মহৎ উচ্চশয্যা মহাশয্যা বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারেন?'

৭। ভবৎ গৌতম, আর্যোচিত উচ্চশয্যা মহাশয্যা কিরূপ ... (৬নং দেখুন) ... করিতে পারেন?'

"হে ব্রাহ্মণ, আমি যে গ্রামে বা নিগমকে .... (৫নং দেখুন) ... স্মৃতি অভিমুখী হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করি। আমি নিশ্চিত জানিঃ- আমা দ্বারা তীব্র অনুরাগ ছিন্ন হইয়াছে। ইহা সমূলে ছিন্ন হইয়া তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে যাহা পুনঃ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে অক্ষম। তদ্রূপ দ্বেষ, মোহও পরিত্যক্ত হইয়াছে যাহা পুনরায় শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে অক্ষম। হে ব্রাহ্মণ, যখন আমি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছি যদি আমি চংক্রমণ করি আমার এই চংক্রমণ হয় আর্যদের চংক্রমণ। ..... আমার স্থিতি হয় আর্য স্থিতি .... আমার উপবেশন হয় আর্য উপবেশন ..... আমার শয়ন হয় আর্য শয়ন। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপই আর্যোচিত উচ্চশয্যা মহাশয্যা যাহা ইচ্ছা করিলে আমি এখন বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে লাভ করিতে পারি।"

'ভবৎ গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভূত! ভবৎ গৌতম ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে তাহা লাভ করিতে পারেন?' ভবৎ গৌতম, যেমন কেহ অধোমূখীকে করে ঊর্ধমূখী, আবৃতকে করে উন্মোচিত, দিগ্ভ্রান্তকে করে পথের দর্শন, অন্ধকারে ধারণ করে তৈল প্রদীপ যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ দর্শন করে তদ্রূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন। আমরা এখন ভবৎ গৌতমের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও। অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে আজ হইতে আমৃত্যু শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৪। সরভ

১। আমি এক সময় শুনিয়াছিঃ- এক সময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সরভ নামক পরিব্রাজক এই ধর্ম বিনয় পরিত্যাগের অল্পকাল পরে রাজগৃহ পরিষদে বলাবলি করিতেছিল- 'আমি শাক্যপুত্র শ্রমণদের ধর্ম জানি। আমি ইহা জানি বলিয়াই ধর্ম বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছি।'

২। তৎপর অনেক সংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া পিণ্ডাচরণের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করে। ভিক্ষুগণ, পরিব্রাজক সরভকে রাজগৃহ পরিষদের মধ্যে এইরূপ ভাষণ করিতে শুনেন- 'আমা কর্তৃক শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জ্ঞাত, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জানি বলিয়াই আমি সেই ধর্ম বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছি।' সেই ভিক্ষুগণ, পিণ্ডাচরণের পর প্রত্যাবর্তন করিয়া পিণ্ডপাত (আহার) গ্রহণ করিয়া ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ বলেন- 'ভন্তে সরভ নামক পরিব্রাজক এই ধর্ম বিনয় পরিত্যাগের অল্পকাল পরে রাজগৃহ পরিষদের মধ্যে এইরূপ ভাষণ করিতেছে- "আমা কর্তৃক ... (২নং দেখুন) ..... পরিত্যাগ করিয়াছি।" ভন্তে ভগবান অনুকম্পাবশতঃ যদি সর্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে যেখানে পরিব্রাজক সরভ আছেন তথায় উপস্থিত হন তাহা উত্তম হয়।' ভগবান নীরবে সম্মতি জানান।

৩। অতঃপর সায়াহ্ন সময়ে ভগবান ধ্যান হইতে উঠিয়া সর্পিনিকা তীরে ... (২নং দেখুন) ... উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন, উপবিষ্ট হইয়া পরিব্রাজক সরভকে বলেন-'সরভ, ইহা কি সত্য তুমি নাকি বলিতেছঃ "আমি শাক্যপুত্রীয় ... (১নং দেখুন) ... পরিত্যাগ করিয়াছি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সরভ নীরব রহিলেন। দ্বিতীয়বার ভগবান পরিব্রাজক সরভকে বলেন- 'সরভ, বল তুমি কিভাবে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম জ্ঞাত হইয়াছ? যদি ইহা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা আমি পরিপূর্ণ করিব। যদি ইহা তোমার সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে আমি আনন্দের সাথে তাহা গ্রহণ করিব'। দ্বিতীয়বারও সরভ নীরব রহিলেন। তৃতীয়বারও ভগবান পরিব্রাজক সরভকে বলেন- 'আমা দ্বারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম প্রকাশিত। সরভ, বল, তুমি কিভাবে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছ? যদি ইহা ... (৩নং দেখুন) ... তাহা গ্রহণ করিব।' তৃতীয়বারও সরভ নীরব রহিলেন।

৪। তৎপর রাজগৃহের পরিব্রাজকবৃন্দ পরিব্রাজক সরভকে বলিলেনঃ 'বন্ধু, শ্রমণ গৌতমের নিকট যদি আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা আপনি জিজ্ঞাসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতে পারেন। আপনাকে সেই জন্য সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। বলুন শ্রদ্ধেয় সরভ, আপনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের ধর্ম কিরূপ জানেন। যদি আপনার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে তাহা হইলে শ্রমণ গৌতম তাহা পূর্ণ করিবেন। যদি আপনার জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে শ্রমণ গৌতম আপনার নিকট হইতে সানন্দে গ্রহণ করিবেন।' এই কথায়ও পরিব্রাজক সরভ নীরব রহিলেন, হতবুদ্ধি, মস্তক অধোমুখী ও হতাশ হইলেন এবং উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন।

৫। অতঃপর ভগবান পরিব্রাজক সরভকে নীরব, হতবুদ্ধি, মস্তক অধোমুখী, হতাশ জানিয়া পরিব্রাজকগণকে বলিলেনঃ- 'পরিব্রাজকগণ, যদি কোন ব্যক্তি আমাকে বলেঃ "সম্যক সম্বুদ্ধের এইসব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই যদিও তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করেন," আমি তাহাকে ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা করিব, প্রশ্ন করিব এবং তাহার সাথে কথা বলিব। সে এইভাবে ঘনিষ্টভাবে যাচাইকৃত, প্রশ্নকৃত ও আলাপিত হইবে এবং নিশ্চিত ও অপরিহার্য ভাবে তিনটি বিষয়ের অন্যতর যে কোন একটি শর্তের সম্মুখীন হইবে- হয় সে প্রশ্নটি ফেলিয়া রাখিবে না হয় বাহ্যিক একটি বিষয়ের প্রতি কথোপকথনটি পরিচালিত করিবে অথবা ক্রোধ, বিদ্বেষ বিষণ্নতা প্রকাশ করিবে অথবা নীরব থাকিবে, স্কন্ধ নোয়াইবে, অধোমুখী, নিরাশ ও উত্তর দানে অসমর্থ হইবে যেইরূপ এখন পরিব্রাজক সরভ হইয়াছেন।'

পরিব্রাজকগণ, যদি কেহ আমাকে বলিতঃ "যাহারা এইরূপ উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে আপনার দেশিত ধর্ম তাহাদের সম্যক দুঃখ ক্ষয়ের উদ্দেশ্য সাধন করে না।," আমি তাহাকে ঘনিষ্টভাবে পরীক্ষা করিব ... (উপরে দেখুন) ... যেইরূপ এখন পরিব্রাজক সরভ হইয়াছেন।' অতঃপর ভগবান সর্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে তিনবার সিংহনাদ করিয়া বায়ুর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

৬। ভগবান চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে ঐ পরিব্রাজকগণ পরিব্রাজক সরভকে চারিদিক হইতে বিদ্রূপ করিয়া আক্রমণ করিল এবং বিদ্রূপ কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল; 'বন্ধু সরভ, মহা বনে একটি বৃদ্ধ শৃগাল সিংহনাদ করিবার চিন্তা করিয়া যেমন শুধু মাত্র শৃগালের ন্যায় শব্দই করে, তদ্রূপ বন্ধু সরভ, যে সিংহনাদ শ্রমণ গৌতম ব্যতীত কেহ করিতে পারে না, সেই সিংহনাদের চিন্তা করিয়া তুমি কেবল মাত্র শৃগালের ডাকই দিয়াছ। বন্ধু সরভ, বেচারী ক্ষুদ্র মুরগী যেমন মোরগের ন্যায় ডাকিতে ভাবে কিন্তু শুধু মাত্র মুরগীর ডাকই ডাকে, তদ্রূপ তুমিও মোরগের ন্যায় ডাক হাঁকিবার চিন্তা করিয়া কেবল মাত্র মুরগীর ডাকই হাঁকিয়াছ, যে ডাক শ্রমণ গৌতম ব্যতীত কেহ করিতে পারে না। বন্ধু সরভ, যেমন সদ্য এঁড়ে বাছুর শূন্য গোশালায় গাভীর ডাক দিতে চিন্তা করে তুমিও ষাঁড়ের গম্ভীর ডাক দিতে চিন্তা করিয়া শুধু এঁড়ে বাছুরের ডাকই দিলে।' এইভাবে পরিব্রাজকগণ সরভ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্রাজককে বিদ্রূপ সহকারে আক্রমণ করিল।

৬৫। কেশপুত্র

১। আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে- এক সময় ভগবান কোশলে বিচরণ করিতে করিতে মহা ভিক্ষু সংঘের সাথে কেশপুত্র নামে কালামদের নিগমে উপনীত হন। কেশপুত্রের কালামগণ শুনিতে পান যে শাক্যকুল প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম কেশপুত্রে উপনীত হইয়াছেন। ভগবান গৌতমের সুকীর্তি এইভাবেই বিঘোষিতঃ- সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। এইরূপ অরহতের দর্শন লাভ শুভ।

অতঃপর কেশপুত্রের কালামগণ ভগবান যেইখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ সম্মানসূচক সম্ভাষণের পর এক প্রান্তে উপবেশন, কেহ কেহ ভগবানকে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ তাঁহাদের নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন, কেহ কেহ নীরবে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কেশপুত্রের কালামগণ ভগবানকে বলেন ঃ-

২। 'ভদন্ত, কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কেশপুত্র আগমণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব মত প্রচার করেন এবং ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু পরবাদকে গালি দেন, অপবাদ দেন, নিন্দা করেন এবং অসমর্থ করেন। অধিকন্তু ভন্তে, অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণও কেশপুত্রে আসিয়া তদ্রূপ করেন। ভন্তে, যখন আমরা এইসব শ্রবণ করি আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা ইতস্ততঃ করি কে সত্য বলিতেছেন বা কে মিথ্যা বলিতেছেন।'

৩। 'হাঁ কালামগণ, আপনারা সন্দেহ করিবেন ইতস্ততঃ করিবেন বৈ কি! সন্দেহজনক বিষয়ে ইতস্ততঃ ভাবের উৎপত্তি হয়।

হে কালামগণ, জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না, পুরুষ পরস্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এইরূপ বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রোক্তি বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমান বশতঃ কোন বিষয় গ্রহণ করিবেন না, নিজের মতের সঙ্গতি আছে বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদে বিশ্বাসী হইবেন না। কিন্তু কালামগণ, যখন নিজেরাই জানিবেন যে, এই ধর্ম অকুশল, এইগুলি দোষজনক, এইগুলি বিজ্ঞজন নিন্দিত, এইগুলি সম্পাদিত হইলে, গৃহীত হইলে অহিতাবহ ও দুঃখাবহ হইবে, কেবল তখনিই আপনারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন বর্জন করিবেন।'

৪। 'কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের মনে যে লোভ উৎপন্ন হয় তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?' 'ভন্তে, তাহা অহিত সাধন করে।

কালামগণ, লুব্ধ লোভাভিভূত ব্যক্তি লোভের বশীভূত হইয়া প্রাণীহত্যা করে, পরদ্রব্য হরণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যা কথা বলে এবং পরকেও সেই অধর্মের পথে নেয় যাহা চিরকালের জন্য তাহার দুঃখ উৎপাদন করে, অহিত সাধন করে।' 'হাঁ ভন্তে।'

৫। 'হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের মনে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয় তাহা কি তাহার হিতের জন্য উৎপন্ন হয়, না অহিতের জন্য উৎপন্ন হয়?' 'ভদন্ত, তাহার অহিতের জন্য উৎপন্ন হয়।'

'হে কালামগণ, প্রদুষ্ট দ্বেষাভিভূত ব্যক্তি দ্বেষের বশীভূত হইয়া প্রাণীহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, পরদার লংঘন, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং অপরকেও সেই অধর্মের পথে নেয় না যাহা চিরকালের জন্য তাহার দুঃখ ও অহিত সাধন করে? 'হাঁ ভদন্ত, করে।'

৬। 'হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, যখন মানুষ মোহের বশীভূত হইয়া মোহগ্রস্ত হয় তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?' 'ভদন্ত, তাহা অহিত সাধন করে।'

'হে কালামগণ, মোহ দ্বারা মোহিত ব্যক্তি কি প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং অপরকেও কি অধর্মের পথে নেয় না যাহা চিরকালের জন্য তাহার দুঃখ ও অহিত সাধন করে? 'হাঁ ভদন্ত, করে।'

৭। 'হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়? এইগুলি কি কুশলমূলক না অকুশলমূলক?' 'ভন্তে, অকুশলমূলক।' 'হে কালামগণ, এইগুলি কি দোষজনক না দোষজনক নহে?' 'ভদন্ত, দোষজনক।' 'হে কালামগণ, এইগুলি কি বিজ্ঞ-নিন্দিত না অনিন্দিত?' 'ভদন্ত, বিজ্ঞ-নিন্দিত।' 'হে কালামগণ, এইগুলি সম্পাদিত ও গৃহীত হইলে কি অহিত ও দুঃখ সাধিত হয় না নহে?' 'মনে হয় এইগুলি দ্বারা দুঃখই সাধিত হয়।'

৮। 'হে কালামগণ, তাই আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য হইলঃ- "জনশ্রুতি বশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। পুরুষ পরম্পরাগত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, ইহা এই রকম বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হইবেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া মানিয়া নিবেন না, তর্ক প্রসুত মতে আস্থা স্থাপন করিবেন না, অনুমান বশতঃ কোন কিছু গ্রহণ করিবেন না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু কালামগণ, যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে এই ধর্মগুলি অকুশল, এইগুলি দোষজনক, এইগুলি বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত, এইগুলি সম্পাদিত ও গৃহীত হইলে অহিত ও দুঃখই উৎপন্ন হইবে তখন আপনারা এইগুলি পরিত্যাগ করিবেন।" এইসব বলার পিছনে আমার এই যুক্তি।'

৯। 'হে কালামগণ, আপনারা জনশ্রুতি বশতঃ (৩নং দেখুন) ... ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ করিবেন না। কিন্তু কালামগণ, যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে এই ধর্মগুলি কুশলমূলক, এইগুলি নির্দোষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত, এইগুলি অনুসরণ করিলে মঙ্গল সাধিত হইবে এবং সুখ উৎপন্ন হইবে তখন আপনারা এইগুলি সম্পাদন করিবেন।'

১০। 'হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের অন্তর লোভ-শূন্য হয় তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?'

'ভদন্ত, হিত সাধন করে।'

'হে কালামগণ, অলুব্ধ লোভে অনভিভূত পুরুষ কি প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরত হয় না, ব্যভিচার করা হইতে বিরত হয় না, মিথ্যাভাষী হইতে বিরত হয় না এবং পরকেও কি সেইসব হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকাল যাবত তাহার হিত ও সুখের কারণ হয়?' 'হাঁ ভদন্ত।'

১১। 'হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, মানুষের অন্তর বিদ্বেষ পরায়ণ না হইলে তাহা কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?'

'ভদন্ত, তাহা মানুষের হিত সাধন করে।'

'হে কালামগণ, অদুষ্ট, বিদ্বেষে অনভিভূত পুরুষ কি প্রাণীহত্যা বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরত হয় না, ব্যভিচার বিরত হয় না, মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় না এবং অপরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকাল তাহার হিত ও সুখ উৎপাদন করে?' 'হাঁ ভদন্ত।'

১২। হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, অমূঢ়, মোহে অনভিভূত পুরুষ কি তাহার হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?' 'ভদন্ত, হিত সাধন করে।' 'হে কালামগণ, মূঢ়, মোহে অনভিভূত পুরুষ কি প্রাণীহত্যা বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ বিরত হয় না, পরদার গমন বিরত হয় না, মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় না, এবং অপরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকাল যাবত তাহার হিত ও সুখ সাধন করে?' 'হাঁ ভদন্ত।'

১৩। 'হে কালামগণ, আপনাদের কি মনে হয়, এইগুলি কি কুশল না অকুশল?' 'ভন্তে কুশল।' 'এইগুলি কি দোষাবহ না দোষাবহ নহে?' 'ভন্তে, দোষাবহ নহে।' 'এইগুলি কি বিজ্ঞদের নিন্দিত না প্রশংসিত?' 'ভদন্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রশংসিত।' 'এইগুলি সম্পাদিত ও কৃত হইলে কি হিত সাধন করে না অহিত সাধন করে?' 'ভদন্ত, হিত সাধন করে।' 'ইহাই আমার বলিয়া যুক্তি।'

১৪। 'হে কালামগণ, আপনারা জনশ্রুতি বশতঃ ... ('কেশপুত্র' অংশে ৮নং) ... ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে, এইগুলি কুশলমূলক, এইগুলি নির্দোষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত, এইগুলি অনুসরণ করিলে মঙ্গল সাধিত হইবে এবং সুখ উৎপন্ন হইবে তবে এইগুলি সম্পাদন করিবেন এবং তাহাতে অবস্থান করিবেন।'

১৫। 'হে কালামগণ, যখন আর্যশ্রাবক লোভহীন, বিদ্বেষহীন, মোহহীন, জ্ঞানসম্পন্ন আত্ম-সংযত স্মৃতিযুক্ত মৈত্রীচিত্ত ... করুণা-চিত্ত ... মুদিতাচিত্ত ... উপেক্ষাশীল হন তিনি সমগ্র জগতকে বিপুল অপ্রমাণ মৈত্রীধারায় প্লাবিত করিয়া একদিক পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন, তথা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিকও। তদ্রূপ উর্ধ, অধঃ, তির্য্যক সর্বত্র সর্ব প্রকার সর্বাবস্থায় জগৎ পূর্ণ করিয়া উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল ও অপ্রমাণ মৈত্রী পোষণ করিয়া বিহার করেন। এইভাবে সেই আর্যশ্রাবক বৈরীশূন্য, বিদ্বেষশূন্য অসংক্লিষ্ট বিশুদ্ধচিত্ত হন, তিনি ইহজীবনেই চারি আশ্বাস লাভ করেন।'

১৬। 'যদি পরলোক থাকে, সুকর্ম দুষ্কর্মের ফল থাকে বিপাক থাকে তবে দেহ ভেদে মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই আমি সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইব।' ইহা তাঁহার প্রথম আশ্বাস। 'যদি পরলোক না থাকে সুকর্ম দুষ্কর্মের ফল না থাকে তাহা হইলেও আমি ইহ জীবনেই শত্রুতাশূন্য, দ্বেষশূন্য, উপদ্রবশূন্য সুখময় জীবন যাপন করি।' ইহা তাঁহার দ্বিতীয় আশ্বাস। 'যদি পাপ করিলে পাপ হয় আমি পাপ চেতনা মনে স্থান দিই না। সুতরাং যদি আমি পাপ চিন্তা পোষণ না করি তাহা হইলে কি ভাবে পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে?' ইহা তাঁহার তৃতীয় আশ্বাস। 'যদি কর্মের ফল বশতঃ আমি কোন পাপ কর্ম না করি তাহা হইলে আমি উভয় প্রকারে শুদ্ধ জীবন যাপন করি।' ইহা তাঁহার চতুর্থ সুখ। 'এইরূপেই কালামগণ, সেই আর্য শ্রাবক বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য, উপদ্রবশূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ইহজীবনেই এই চারি সুখ লাভ করেন।'

১৭। 'ভগবান, তাহা এইরূপ, সুগত, তাহা এইরূপ। যে আর্যশ্রাবকের চিত্ত বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য, অসংক্লিষ্ট, বিশুদ্ধচিত্ত তিনি ইহজীবনেই চারি সুখ লাভ করেন। যদি পরলোক থাকে ... (১৬নং দেখুন)...প্রথম আশ্বাস। যদি পরলোক না থাকে ... (১৬নং দেখুন) ... দ্বিতীয় আশ্বাস। সুতরাং যদি আমি পাপ চিন্তা পোষণ না করি ... (১৬নং দেখুন) ... তৃতীয় আশ্বাস। যদি কর্মের ফল বশতঃ আমি কোন পাপ কর্ম না করি ... (১৬নং দেখুন)...তাঁহার চতুর্থ সুখ। এইরূপে ভদন্ত, সেই আর্যশ্রাবক বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য, অসংক্লিষ্ট, বিশুদ্ধচিত্ত, তিনি ইহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবনেই চারি সুখ লাভ করেন। 'ভদন্ত, অদ্ভূত! আশ্চর্য! ভদন্ত, আমরা এখন ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও। ভন্তে ভগবান। আজ হইতে আমৃত্যু আমাদিগকে শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।'

৬৬। শাল্হ

১। আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে- এক সময় আয়ুষ্মান নন্দক শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগার মাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর মিগারের পৌত্র শাল্হ এবং পেখুনিয়ার পৌত্র রোহণ আয়ুষ্মান নন্দক যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া মহামান্য নন্দককে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট মিগারের পৌত্র শাল্হকে আয়ুষ্মান নন্দক এইরূপ বলেনঃ

২। 'হে শাল্হ, আপনারা জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না ... ('কেশপুত্র' অংশে ৩নং দেখুন) ... ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু শাল্হ, যখন আপনারা নিজেরাই জানিবেন যে ... ('কেশপুত্র' অংশে ৩নং দেখুন) ... কেবল তখনিই শাল্হ, আপনারা তাহা বর্জন করিবেন।

৩। 'শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়? লোভ আছে ত? 'হাঁ প্রভু।' 'শাল্হ, আমি ইহাকে অভিধ্যা বলি। শাল্হ, লুব্ধ ব্যক্তি কি প্রাণীহত্যা করে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে না, পরদার গমন করে না, মিথ্যা ভাষণ করে না এবং পরকেও কি তাহাতে প্ররোচিত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার অহিত ও দুঃখের কারণ হয়?' 'হাঁ ভদন্ত।'

৪। 'শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়? দ্বেষ আছে ত?' 'হাঁ প্রভু, আছে।' 'আমি ইহাকে বিদ্বেষ বলি। শাল্হ, যাহার অন্তর বিদ্বেষপূর্ণ সে কি প্রাণীহত্যা ... উপরে ৩নং দেখুন) ... দুঃখের কারণ হয়?' 'হাঁ ভদন্ত।'

৫। 'পুনঃ শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়? মোহ আছে ত? 'হাঁ ভদন্ত।' 'শাল্হ, আমি ইহাকে অবিদ্যা বলি। শাল্হ, যাহার অন্তর অবিদ্যাচ্ছন্ন সে কি প্রাণীহত্যা ... (উপরে ৩নং দেখুন) ... দুঃখের কারণ হয়?' 'হাঁ ভদন্ত।'

৬। 'শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়? ইহা কি কুশল না অকুশল?' 'ভদন্ত অকুশল।' 'এইগুলি কি দোষাবহ না নির্দোষ?' 'ভদন্ত, দোষাবহ।' 'এইগুলি কি বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত না প্রশংসিত?' 'ভন্তে, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত।' 'এইগুলি অনুসরণ করিলে কি অহিত ও দুঃখ উৎপন্ন হয়?' 'ভদন্ত, অহিত ও দুঃখ উৎপন্ন হয়।'

৭। 'সুতরাং শাল্হ, এখন আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য হইল ঃ হে শাল্হ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহন করিবেন না ... ('কেশপুত্র' অংশে ৩নং দেখুন) ... তাহা বর্জন করিবেন।' ঐ সমস্ত উক্তির পিছনে আমার এই যুক্তি।

'এইরূপে শাল্হ, জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না ... ('কেশপুত্র' অংশে ৩নং দেখুন) ... এইসব ধর্ম কুশল ... ('কেশ পুত্র' অংশে ৩নং দেখুন) ... সুখ উৎপন্ন হইবে তখনই শাল্হ আপনারা এইগুলি সম্পাদন করিয়া তাহাতে অভিরমিত হইবেন।'

৮। শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়? লোভহীনতা আছে ত? 'হাঁ ভদন্ত, আছে।' 'শাল্হ, আমি ইহাকে অনভিধ্যা বলি। শাল্হ, অলুব্ধ লোভশূন্য ব্যক্তি কি প্রাণীহত্যা বিরত হয় না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ বিরত হয় না, পরদার গমন বিরত হয় না, মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় না এবং পরকেও কি তাহা হইতে বিরত করে না যাহা দীর্ঘকালের জন্য তাহার হিত ও সুখ সাধন করে?' 'হাঁ ভদন্ত।'

৯। 'হে শাল্হ আপনাদের কি মনে হয়? দ্বেষশূন্যতা আছে ত?' 'হাঁ ভদন্ত।' 'শাল্হ, আমি ইহাকে অব্যাপাদ বা দ্বেষহীনতা নামে অভিহিত করি। শাল্হ বিদ্বেষশূন্য দ্বেষমুক্ত ব্যক্তি কি প্রাণীহত্যা বিরত হয় না ... ('কেশপুত্র' অংশে ১১নং দেখুন) ... সুখ সাধন করে?' 'হাঁ ভদন্ত।'

১০। 'হে শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়? অমোহ আছে ত? 'হাঁ ভদন্ত, আছে।' 'আমি ইহাকে বিদ্যা বলি। শাল্হ, অমূঢ় বিদ্যাযুক্ত ব্যক্তি কি প্রাণীহত্যা বিরত হয় না ... ('কেশপুত্র' অংশে ১২নং দেখুন) ... সুখ সাধন করে?' 'হাঁ ভদন্ত।'

১১। 'হে শাল্হ, আপনাদের কি মনে হয়, এইগুলি কি কুশল না অকুশল?' 'ভদন্ত, কুশল।' দোষাবহ না নির্দোষ?' 'ভদন্ত, নির্দোষ।' 'বিজ্ঞজন গর্হিত না প্রশংসিত?' 'ভদন্ত, বিজ্ঞজন প্রশংসিত।' এইগুলি সম্পাদিত ও কৃত হইলে কি হিত ও সুখ সাধন করে, না অহিত ও অসুখ সাধন করে?' 'ভদন্ত, হিত ও সুখ সাধন করে।'

১২। 'হে শাল্হ, তাই আপনাদের প্রতি আমার উক্তি হইলঃ-জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করিবেন না ... ('কেশপুত্র' অংশে ৮নং দেখুন) ... এইসব ধর্ম কুশল ... ('কেশপুত্র' অংশে ৯নং দেখুন) ... সুখ উৎপন্ন হইবে তখনই শাল্হ, আপনারা এইগুলি সম্পাদন করিয়া তাহাতে অভিরমিত হইবেন। ঐ সমস্ত উক্তির পিছনে আমার এই যুক্তি।'

১৩। 'হে শাল্হ যখন আর্য শ্রাবক লোভহীন, বিদ্বেষহীন ('কেশপুত্র' অংশে ১৫নং দেখুন) ... অপ্রমাণ মৈত্রী পোষণ করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি যথার্থই জানেন যে হীন অবস্থা আছে, উত্তম আছে, এই সংজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি আছে। যখন তিনি এইরূপ জানেন, এইরূপ প্রত্যক্ষ করেন তাঁহার মন কামাস্রব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে মুক্ত হয়, ভবাস্রব হইতে মুক্ত হয়, চিত্ত অবিদ্যাস্রব হইতে মুক্ত হয়। এইভাবে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, তিনি মুক্ত এবং তিনি আশ্বস্ত হন যে তাঁহার পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত, এইরূপ অবস্থা তাঁহার আর হইবে না। ইহাও তাঁহার উপলব্ধি হয় যেঃ- পূর্বে আমার লোভ ছিল, ইহা ছিল অকুশল, এখন ইহা আর নাই, ইহা কুশল। পূর্বে আমার বিদ্বেষ ছিল, ইহা অকুশল। এখন ইহা আর নাই। ইহা কুশল। পূর্বে আমি মোহিত হইতাম। ইহা ছিল অকুশল। বর্তমানে ইহা আর বিদ্যমান নাই, ইহা কুশল। এইরূপে তিনি ইহজীবনেই তৃষ্ণামুক্ত, মুক্ত, শান্ত হইয়াছেন। তিনি নিজে ব্রহ্ম হইয়া সুখ অনুভব করেন এবং তাহাতে অবস্থান করেন।'

৬৭। আলোচ্য বিষয়

১। 'হে ভিক্ষুগণ, কথাবস্তু (আলোচ্য বিষয়) এই ত্রিবিধ। ত্রিবিধ কি কি? 'হে ভিক্ষুগণ, কেহ অতীত সম্পর্কে বলিতে পারেঃ এইরূপ অতীতে ছিল' অথবা যে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলিতে পারেঃ 'এইরূপ ভবিষ্যতে হইতে পারে।' অথবা যে কোন লোক বর্তমানে সম্পর্কে বলিতে পারেঃ 'এইরূপ এখন বর্তমান আছে।'

২। 'হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাহা সে প্রশ্নের প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষ উত্তর প্রদান করে না, প্রশ্নের উপযোগী বিবেচনা প্রসূত উত্তর প্রদান করে না, প্রশ্নের উপযোগী প্রতি প্রশ্ন দ্বারা উত্তর প্রদান করে না এবং পরিত্যাজ্য প্রশ্ন পরিত্যাগ করে না- ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি কথোপকথনে অদক্ষ।

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, সে যদি ব্যাখ্যার যোগ্য প্রশ্ন যথাযথ ব্যাখ্যা করে, যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা করে, প্রতি প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন প্রতি প্রশ্ন দ্বারা যথাযথ ব্যাখ্যা করে, পরিত্যাজ্য প্রশ্ন পরিত্যাগ করে তাহা হইলে হে ভিক্ষুগণ, সে কথোপকথনে দক্ষ ব্যক্তি।

৩। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপনে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সঠিক বা ভুল কোন প্রকার উপসংহার প্রদান না করে, অনুমান অনুসরণ না করে, স্বীকৃত যুক্তি অনুসরণ না করে, স্বাভাবিক পদ্ধতি মানিয়া না চলে এইরূপ ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি আলাপে অদক্ষ। কিন্তু সে যদি যথাযথ এইসব করে সে আলাপে দক্ষ।

৪। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্য একটি প্রশ্ন দ্বারা মুল প্রশ্নটি এড়াইয়া যায়, অথবা বিষয় হইতে বাদ দেয় অথবা বিরক্তি, বিদ্বেষ এবং মুখভারিতা প্রকাশ করে এই ক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, সে আলাপে অদক্ষ। কিন্তু সে যদি এইগুলি না করে তাহা হইলে সেই আলাপে দক্ষ।

৫। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপে দক্ষ বা অদক্ষ তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া তিরষ্কার করে এবং প্রশ্নকারীকে দমন করে, বিদ্রূপ করে, আধ আধ কথা বলাতে দোষ দর্শন করে, সে আলাপে অদক্ষ। যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নকারীকে তিরস্কার না করে, দমন না করে, আধ আধ কথা বলাতে দোষ দর্শন না করে তাহা হইলে সে আলাপে দক্ষ।

৬। হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আলাপের দ্বারা আশ্বস্ত কি অনাশ্বস্ত তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। যে শ্রবণ করে না সে অনাশ্বস্ত। যে শ্রবণ করে সে আশ্বস্ত। সে আশ্বস্ত হইয়া একটি বিষয় উপলব্ধি করে, ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, কোন বিষয় পরিত্যাগ করে, কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করে। সে এইভাবে কোন বিষয় উপলব্ধি করিয়া, কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কোন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিমুক্তি লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, তাহাতেই আলাপের লাভ, চিন্তার লাভ, আশ্বস্ততার লাভ, উপদেশ শ্রবণের লাভ যেমন-লোভ ব্যতীত চিত্তের বিমুক্তি।'

৭। 'যাহারা কোপজনিত বিরুদ্ধ বাক্য দ্বারা অভিনিবিষ্ট হইয়া উদ্ধত, গর্বিতভাবে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণকারী তাহারাই অনার্যগুণ লিপ্ত হইয়া আলাপ সালাপ করিয়া থাকে।

কোন কোন ব্যক্তি পরস্পর আলাপ সময়ে দুর্ভাষিত, বিস্খলিত বা অল্পমাত্র মুখ নিঃসৃত, অল্পমাত্র প্রমাদকর ও পরাজয় জনিত বাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আর্য্য সজ্জনগণ, সেইরূপ বাক্য ব্যবহার করেন না এবং বাক্যজনিত সামান্য দোষকে ন্যস্ত করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেও চাহেন না।

যদি পণ্ডিত ব্যক্তি সময় বুঝিয়া কথা বলিতে ইচ্ছা করেন তিনি যাহা ধর্ম প্রতিসংযুক্ত আর্য্য চরিত কথা তাহাই বলিয়া থাকেন অবিরুদ্ধবাদী বা অক্রোধ, অনভিমানী পণ্ডিত ব্যক্তি উপাদান বিরহিত অনুদ্ধত চিত্ত দ্বারা অবৈরতাজনক ও রাগ-দ্বেষ-মোহ সাহস বশে সাহস না করিয়া অসাহসকর বা পাপক্রোধ বিহীন যেই বাক্য সেই বাক্যেই বলেন। পণ্ডিত সুজন ঈর্ষাপরবশ না হইয়া ভালমন্দ জ্ঞাত হওত কোন কোন বাক্য বলিয়া থাকেন এবং সুভাষিত বাক্য অনুমোদন করেন, কদাচ দুর্ভাষিত বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন বা অবসাদন করেন না।

কদাচ উপারম্ভ বা সরোষপূর্ণ বাক্য শিখবে না, সামান্য মুখস্খলিত বাক্য গ্রহণ করিবে না, বাক্যের উপর বাক্য চাপ দিবে না। এক কথাতে অন্য কথা দ্বারা মর্দন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা কাটাকাটি করিবে না এবং সত্য মিথ্যা সংযুক্ত বাক্য বলিবে না।

সাধু পুরুষগণ, মন্ত্রণা জ্ঞাতার্থ ও আনন্দার্থ হইয়া থাকে, আর্য্যগণ, এইরূপ মন্ত্রণাই করিয়া থাকেন, জ্ঞানদায়ক ও আনন্দদায়ক বিষয়ই আর্য্যদিগের মন্ত্রণা; মেধাবী ব্যক্তি ইহা জানিয়া মানগর্বিতভাবে মন্ত্রণা বা বাক্যালাপ করেন না।'

৬৮। অন্যতীর্থিকদের মতবাদ

১। 'হে ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা করেনঃ "বন্ধুগণ, ধর্ম তিন প্রকার। কি কি? রাগ, দ্বেষ ও মোহ। বন্ধুগণ, ধর্ম এই তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ বিষয়ের মধ্যে কি বিভেদ, বিশেষ কি বৈশিষ্ট্য, কি পার্থক্য?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে কি ব্যাখ্যা করিবে? 'ভদন্ত, আমাদের জন্য ভগবান এই বিষয়ে মূল, ভগবান আমাদের পথ প্রদর্শক, ভগবানই আশ্রয়। আমাদের জন্য উত্তম হয় ভগবান যাহা বলিয়াছেন যদি তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ভগবানের ভাষণ ভিক্ষুগণ, ধারণ করিবেন।'

'তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, মন সংযম কর, আমি ভাষণ করিতেছি।' ভিক্ষুগণ উত্তরে বলিলেন, 'ভদন্ত, তাই হউক।' ভগবান বলিলেনঃ-

'হে ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা যদি জিজ্ঞাসা করেনঃ ধর্ম তিন প্রকার। তিন প্রকার কি কি? রাগ, দ্বেষ, মোহ। আবুসো, ধর্ম এই তিন প্রকার। আবুসো, এই ত্রিবিধ ধর্মের মধ্যে কি ভেদ, কি বৈশিষ্ট্য, কি পার্থক্য?' "এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে ভিক্ষুগণ, তোমরা অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিবেঃ- হে বন্ধুগণ, রাগ সামান্য পরিমাণে নিন্দিত, ধীরে পরিবর্তনীয়, দ্বেষ অধিক দোষাবহ কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনীয়, মোহ অধিক দোষাবহ কিন্তু ধীরে পরিবর্তনীয়।

২। কিন্তু বন্ধু, কি কারণে অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়? "শুভ নিমিত্ত বশতঃ"। অজ্ঞানপূর্বক শুভনিমিত্ত বশতঃ অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন রাগের বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটে। আবুসো, ইহাই অনুৎপন্ন রাগের উৎপত্তির এবং উৎপন্ন রাগের বৃদ্ধির বিপুলতার কারণ।

৩। 'আবুসো, কি কারণে অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন দ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বৈপুল্য ঘটে? পটিঘ (ক্রোধ) নিমিত্ত বশতঃ পটিঘ নিমিত্ত অজ্ঞান বশতঃ অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন দ্বেষ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। আবুসো, এই কারণে অনুৎপন্ন দ্বেষ ...... বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৪। বন্ধুগণ, কি কারণে অনুৎপন্ন মোহ ..... বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়? "অজ্ঞান বশতঃ।" অজ্ঞান বশতঃ অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন মোহ বৃদ্ধি ও বৈপুল্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাপ্ত হয়। আবুসো, এই কারণে অনুৎপন্ন মোহ ..... বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।

৫। আবুসো, কি কারণে অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন রাগ পরিত্যক্ত হয়? "অশুভ নিমিত্ত গ্রহণ বশতঃ।" অশুভ নিমিত্তকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ বশতঃ অনুৎপন্ন রাগ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন রাগ পরিত্যক্ত হয়। আবুসো, এই কারণেই অনুৎপন্ন .... পরিত্যক্ত হয়।

৬। আবুসো, কি কারণে অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়? "মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি বশতঃ।" মৈত্রী চিত্তবিমুক্তিকে জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ বশতঃ অনুৎপন্ন দ্বেষ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীণ হয়। আবুসো, এইভাবে অনুৎপন্ন দ্বেষ .... (একই অনুচ্ছেদে দেখুন) ... প্রহীণ হয়।

৭। আবুসো, কি কারণে অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন মোহ পরিত্যক্ত হয়? "জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ বশতঃ"। জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ বশতঃ অনুৎপন্ন মোহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন মোহ প্রহীণ হয়। আবুসো, এই কারণে বা হেতুতে উৎপন্ন মোহ ... প্রহীণ হয়।'

৬৯। অকুশল মূল

১। 'হে ভিক্ষুগণ, অকুশল মূল এই তিন প্রকার। তিন কি কি? লোভ, দ্বেষ, মোহ। লোভ অকুশল। লোভাতুর ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কর্ম সম্পাদন করুক না কেন তাহা দোষজনক। লুব্ধক লোভাভিভূত অসংযত চিত্ত অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে যেন 'জোর যাহার মুল্লুক তাহার' ইহা অকুশল। এইভাবে এইসব মন্দ অবস্থা লোভজাত, লোভ সংযুক্ত, লোভ হইতে উৎপন্ন, লোভ তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

২। হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ অকুশল। বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কর্মই সম্পাদন করুক না কেন ... (১নং দ্রষ্টব্য) ... তাহা অকুশল। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার দ্বেষজ অকুশল ... (১নং শেষাংশ দেখুন) ... তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৩। হে ভিক্ষুগণ, মোহ অকুশল। মোহাভিভূত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কর্মই সম্পাদন করুক না কেন ইহা অকুশল। এইভাবে বিভিন্ন মন্দ অবস্থা মোহজাত, মোহসংযুক্ত, মোহ ইহাতে উৎপন্ন, মোহের ফল তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৪। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি অকালবাদী, অসত্যবাদী, অনর্থবাদী (যে ধর্মের বিরোধ উক্তি করে), অবিনয়বাদী বলিয়া কথিত। কেন সে এইভাবে কথিত হয়? কারণ সে অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি, বন্ধন, সম্পদের ক্ষতি, গালি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও নির্বাসন প্রদান করিয়া দুঃখ প্রদান করে যেন 'জোর যার মুল্লুক তার।' যখন সে সত্যের সম্মুখীন হয় সে তাহা অস্বীকার করে, ইহা উপলব্ধি করে না। যখন মিথ্যার সম্মুখীন হয় সে বিজড়িত হইতে চেষ্টা করে না এই বলিয়া, 'ইহা ভিত্তিহীন, ইহা মিথ্যা।' সেই কারণে সেই অকালবাদী, অসত্যবাদী, অনর্থবাদী, অবিনয়বাদী বলিয়া কথিত।

এইরূপ ব্যক্তি লোভজ পাপ অকুশল দ্বারা অসংযত চিত্ত হইয়া ইহ জীবনেই সবিঘাত, সউপায়াস, সপরিদাহ দুঃখ ভোগ করে এবং দেহ ভেদে মৃত্যুর পর তাহার দুর্গতি অবধারিত। এইরূপ ব্যক্তি দ্বেষজ ... মোহজ পাপ অকুশল দ্বারা ... (এই অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) .. তাহার দুর্গতি অবধারিত।

৫। যেমন হে ভিক্ষুগণ, শাল বা ধব বা ফন্দন এই তিন প্রকার মালুবালতা আক্রান্ত এবং আবৃত করা হইলে দুঃখের কারণ হয়, ধ্বংসের কারণ হয়, দুঃখপূর্ণ পরিণতি হয়, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, এইরূপে লোভজ ... দ্বেষজ ... মোহজ পাপ অকুশল দ্বারা অসংযত চিত্ত ব্যক্তি ইহজীবনে ঘাতপূর্ণ, উপায়াস, পরিদাহপূর্ণ দুঃখ ভোগ করে এবং মৃত্যুর পর তাহার দুর্গতি অবধারিত।

৬। হে ভিক্ষুগণ, কুশলের মূল এই তিন প্রকার। তিন কি কি? অলোভ কুশলের মূল. অদ্বেষ কুশলের মূল, অমোহ কুশলের মূল।

হে ভিক্ষুগণ, লোভশূন্য ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক যে কোন কর্ম সম্পাদন করুক না কেন তাহা দোষাবহ নহে। অলুব্ধ, সংযত চিত্ত, লোভে অনভিভূত হইয়া অপরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া, সম্পদের ক্ষতি করিয়া, নিন্দা, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে না যেন 'জোর যাহার মুল্লুক তাহার' হয় না, ইহা কুশল। এইভাবে এই কুশল অলোভজাত, অলোভযুক্ত, অলোভ হইতে উৎপন্ন, অলোভের ফল তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৭। হে ভিক্ষুগণ, অদ্বেষ কুশলের মূল। বিদ্বেষহীন ব্যক্তি ... (৬নং অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) ... তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৮। হে ভিক্ষুগণ, অমোহ কুশলের মূল। মোহশূন্য ব্যক্তি... (৬নং দেখুন) ... তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

৯। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি কালবাদী, সত্যবাদী, অর্থবাদী, বিনয়বাদী হিসাবে কথিত। কেন সেই এইভাবে কথিত হয়? কারণ সে অন্যায়ভাবে অপরকে শাস্তি দ্বারা, বন্দী করিয়া সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া, তিরস্কার, নির্বাসন দ্বারা দুঃখ প্রদান করে না, 'জোর যার মুল্লুক তার' হয় না। যখন সে সত্যের সাথে সম্মুখীন হয় সে ইহা উপলব্ধি করে এবং ইহা অস্বীকার করে না। যখন মিথ্যার সাথে মুখোমুখি হয় সে ইহা বলিয়া বিজড়িত হইতে চেষ্টা করে, 'ইহা ভিত্তিহীন, ইহা মিথ্যা।' এই কারণে এইরূপ ব্যক্তি যথাবাদী, সত্যবাদী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্থবাদী, বিনয়বাদী হিসাবে অভিহিত।

১০। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির লোভজ পাপ অকুশল প্রহীণ হইয়াছে, মূল ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে। পুনর্জন্মের অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহ জীবনে সে সুখে অতিবাহিত করে, ঘাতবিহীন, উপায়াসহীন, পরিদাহহীন হয়। ইহজীবনেই সে পরিনির্বাণ লাভ করে। দ্বেষজ পাপ অকুশল ... (৬নং দেখুন) ... পরিনির্বাণ লাভ করে।

১১। যেমন ভিক্ষুগণ, শালবৃক্ষ বাধব ফন্দন বৃক্ষ তিন প্রকার মালুবালতা (পরগাছা) দ্বারা আক্রান্ত হয়। অতঃপর কোন পুরুষ কুদালসহ আসে এবং সেই মালুবালতার মূল ছেদন করিয়া ফেলে। সমূলে কাটিয়া সে চতুর্দিকে একটি পরিখা খনন করে। এইরূপ করিয়া সে শিকড়টি উপড়াইয়া ফেলে যদিও সেইগুলি উষীড় আঁশ সদৃশ। তৎপর সে মালুবালতাটি কাটিয়া টুকরা করিয়া ফেলে। সেই টুক্‌রাগুলি পুনঃ টুক্‌রা টুক্‌রা করে। সেই টুক্‌রাগুলিকে সে বাতাসে ও রৌদ্রে শুকায়। তৎপর সেইগুলিকে আগুন দিয়া জ্বালাইয়া ফেলে এবং ছাই দ্বারা স্তূপ তৈরী করে! এইরূপ করিয়া সে প্রচণ্ড বাতাসে ছাই হইতে তুঁষ উড়াইয়া দেয় অথবা সেইগুলিকে খরস্রোতা নদীতে ভাসাইয়া দেয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই মালুবালতা এইভাবে সমূলে কাটিয়া ছিন্নতালবৃক্ষ সদৃশ করা হইলে পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে না, ভবিষ্যতে গজাইতে পারে না।

তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তির লোভজ পাপ অকুশল ... দ্বেষজ পাপ অকুশল ... মোহজ পাপ অকুশল পরিত্যক্ত হইয়াছে, সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। ছিন্নতালবৃক্ষ সদৃশ হইয়াছে, পুনরায় জন্ম লাভ করিতে পারে না। ইহজীবনে সে সুখে বাস করে। ঘাতবিহীন, উপায়াসবিহীন, পরিদাহবিহীন হইয়া ইহ জীবনেই সে মুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইগুলিই ত্রিবিধ কুশল মূল।'

৭০। উপোসথের প্রকার ভেদ

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি- 'এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগার মাতার প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিশাখা মিগার মাতা উপোসথ দিবসে ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট মিগার মাতা বিশাখাকে ভগবান এইরূপ বলেনঃ 'বিশাখে, আপনি অপরাহ্নে আসিলেন যে?' 'ভদন্ত, আমি আজ উপোসথ পালন করিতেছি।' 'বিশাখে, উপোসথ তিন প্রকার। কি কি? গোপালক উপোসথ, নির্গ্রন্থ উপোসথ, আর্য উপোসথ।'

২। হে বিশাখে, গোপালক উপোসথ কিরূপ? বিশাখে, সায়াহ্ন সময়ে যেমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোপালক গরুর মালিককে গরুগুলি ফেরৎ দিয়া এইরূপ চিন্তা করেঃ অদ্য গোসমূহ অমুক অমুক স্থানে চড়িয়াছে এবং অমুক অমুক স্থানে জল পান করিয়াছে। আগামী কল্য অমুক অমুক স্থানে গরুগুলি চড়িবে এবং অমুক অমুক স্থানে জল পান করিবে। তদ্রূপ হে বিশাখে, কোন কোন উপোসথিকও এইরূপ চিন্তা করেঃ- আমি আজ এই এই খাদ্য ভোজন করিয়াছি। আগামীকল্য আমি এইরূপ এইরূপ খাদ্য খাইব, এইরূপ এইরূপ ভোজ্য ভোজন করিব। সে এইরূপ লোভ সহগত চিত্তে বাস করে। হে বিশাখে, গোপালক উপোসথ এইরূপ। এইরূপ উপোসথ মহা ফলদায়ক হয় না, মহা আনিশংস প্রদায়ী হয় না, ইহা উজ্জ্বল ফল সম্পন্ন হয় না, মহা দীপ্তিমান হয় না।

৩। হে বিশাখে, নির্গ্রন্থ উপোসথ কিরূপ? বিশাখে, নির্গ্রন্থ নামে এক শ্রমণ সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শ্রাবকদিগকে এইরূপ উপদেশ দেনঃ- "ওহে শ্রাবক, পূর্বদিকে শত যোজনের মধ্যে যেইসব প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে না, পশ্চিমদিকে শত যোজনের মধ্যে যেইসব প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে না। উত্তরদিকে ... নিক্ষেপ করিবে না, দক্ষিণ দিকে ... নিক্ষেপ করিবে না।" এইভাবে তাঁহারা শ্রাবকগণকে কিছু কিছু প্রাণীর প্রতি দয়া, অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেন, কোন কোন প্রাণীর প্রতি নির্দয়া অননুকম্পা শিক্ষা দেন। তাঁহারা উপোসথ দিবসে শ্রাবককে এইরূপ শিক্ষা দেনঃ- "ওহে, তুমি তোমার সব বস্ত্র পরিহার কর এবং বল- আমার কোথাও কিছু নাই এবং কোন বস্তুর প্রতি আমার কোন আসক্তি নাই।" তৎসত্ত্বেও তাহার মাতাপিতা তাহাকে তাহাদের পুত্ররূপে জানে এবং তাহাদিগকে মাতাপিতারূপে জানে। তাহার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী তাহাকে পিতা এবং স্বামী হিসাবে জানে এবং সেও তাহাদিগকে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীরূপে জানে। তাহার দাস এবং কর্মচারী তাহাকে তাহাদের প্রভু হিসাবে জানে এবং সেও তাহাদিগকে তাহার দাস এবং কর্মচারীরূপে জানে। এইরূপে সকলে যখন উপোসথ পালন করার জন্য উপদিষ্ট হইবে ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে যে তাঁহারা তাহাদিগকে উপদেশ দেন। আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ইহা মিথ্যা ভাষণের সমতুল্য। সেই রাত অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই সে সেইসব দ্রব্য ভোগ করিতে শুরু করে যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হয় নাই। আমি ইহাকে চুরি বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। হে বিশাখে, নির্গ্রন্থ উপোসথ এইরূপ। এইভাবে নির্গ্রন্থ উপোসথের দ্বারা মহা ফল মহা আনিশংস লাভ হয় না, ইহা অত্যুজ্জ্বল মহা দীপ্তিমান হয় না।

৪। হে বিশাখে, আর্য উপোসথ কিরূপ? বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা ক্লেশযুক্ত চিত্তের পরিশোধনই আর্য উপোসথ। হে বিশাখে, কিভাবে উপক্লিষ্ট (দূষিত) চিত্তের পরিশোধন সম্ভব?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে বিশাখে, আর্য শ্রাবক এইভাবে তথাগতকে স্মরণ করেনঃ- সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ভগবান। তথাগতকে এইভাবে যখন স্মরণ করেন তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়। বিশাখে, ইহা দূষিত মস্তককে পরিস্কৃতকরণ সদৃশ। বিশাখে, কিভাবে অপরিস্কৃত মস্তক পরিস্কার করা হয়? সুগন্ধি দ্রব্য, মাটি, জল এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা অপরিস্কৃত মস্তক পরিস্কার করা হয়।

হে বিশাখে, কিভাবে যথাযথ পদ্ধতিতে দূষিত চিত্ত পরিস্কৃত হয়? হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক তথাগতকে এইভাবে স্মরণ (চিন্তা) করেনঃ- সেই ভগবান অরহত ... (উপরের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ... বুদ্ধ ভগবান। তথাগতকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়। হে বিশাখে, এই আর্যশ্রাবক ব্রহ্ম উপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি ব্রহ্মার সাথে বাস করেন। ব্রহ্মা বশতঃ তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্ত ক্লেশমুক্ত হয়। হে বিশাখে, এইরূপেই যথাযথ পদ্ধতিতে চিত্তের ক্লেশ ধ্বংস হয়।

৫। হে বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। কিভাবে? হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে ধর্মকে স্মরণ করেনঃ-ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত, স্বয়ংদৃষ্ট, অকালিক (যে কোন সময় পালন যোগ্য)। 'আস এবং দেখ' বলিয়া আহ্বান করার যোগ্য। ইহা শ্রীবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয়। এইভাবেই ধর্মের অনুস্মরণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত সংযম হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ ক্ষয় হয়, যেমন, ময়লাযুক্ত দেহ পরিস্কৃত হয়।

হে বিশাখে, ক্লেশযুক্ত দেহ কিভাবে যথাযথ পদ্ধতিতে পরিস্কৃত হয়? শামুকের খোলশ, পাউডার, জল এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা ময়লাযুক্ত দেহ পরিস্কৃত হয়। তদ্রূপ বিশাখে, ক্লেশযুক্ত চিত্তের মালিন্য যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিস্কৃত হয়। বিশাখে, ক্লেশযুক্ত চিত্তের মালিন্য কিভাবে যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিস্কৃত হয়? হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে ধর্ম অনুস্মরণ করেনঃ- ভগবানের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত ... (উপরের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ... বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয়। এইভাবে ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা করিলে তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয় চিত্তের ক্লেশ ক্ষয় হয়। হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে ধর্মোপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি ধর্মের সাথে বাস করেন। ধর্ম দ্বারা তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রসন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়। হে বিশাখে, এইভাবে চিত্ত ক্লেশমুক্ত হয়।

৬। হে বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা চিত্তের ক্লেশ মুক্ত হয়। কিভাবে যথাযথ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পদ্ধতি দ্বারা চিত্ত ক্লেশ মুক্ত হয়?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে সংঘানুস্মৃতি চিন্তা করেনঃ- ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, যে সংঘ যুগল ভেদে চারি যুগল পুদ্গল ভেদে অষ্টপুদ্গল, আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলী যোগ্য, জগতের অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র। সংঘকে স্মরণ করিলে তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় যেমন বিশাখে, মলিন বস্ত্র যথাযথ পদ্ধতিতে পরিস্কৃত হয়। বিশাখে, মলিন বস্ত্র কিভাবে পরিস্কৃত হয়? লবণযুক্ত মাটি, ক্ষারযুক্ত জল, গোবর, জল এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা বস্ত্র পরিস্কৃত হয়। হে বিশাখে, এইভাবেই ক্লেশযুক্ত চিত্তও যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিস্কৃত হয়। কিভাবে?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে সংঘানুস্মৃতি ভাবেনঃ- ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন .... জগতের অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র। এইভাবে সংঘকে অনুস্মরণ করিলে চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ দূরীভূত হয়। বিশাখে, এই আর্যশ্রাবক সংঘোপোসথ পালন করেন বলিয়া অভিহিত। সংঘের সাথে বাস করেন। তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তক্লেশ ক্ষয় হয়। বিশাখে, এই উপায়ে চিত্ত যথাযথ ক্লেশমুক্ত হয়।

৭। হে বিশাখে, উপক্লিষ্ট চিত্ত যথাযথ পদ্ধতিতে ক্লেশমুক্ত হয়। বিশাখে, কিভাবে ক্লেশযুক্ত চিত্ত যথাযথ পরিমুক্ত হয়?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক অখণ্ডভাবে, নিশ্ছিদ্রভাবে, অকলংকিতভাবে, স্বাধীনভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশংসিত, কামনা বাসনা দ্বারা অমলিন শীলানুস্মৃতি ভাবেন যাহা চিত্তকে সমাধির পথে পরিচালিত করে। তিনি নিজের শীল অনুস্মরণ করিলে চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় যেমন বিশাখে, যথাযথ উপায়ে আয়নার ময়লা দূরীভূত হয়। বিশাখে, কোন্ পদ্ধতিতে ময়লাযুক্ত আয়না পরিস্কৃত হয়?

তৈল, ছাই, চিরুণী এবং ব্যক্তির সঠিক প্রচেষ্টা দ্বারা তাহা পরিস্কৃত হয়। তদ্রূপ বিশাখে, উপক্লিষ্ট চিত্ত যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা পরিস্কৃত হয়।

বিশাখে, কিভাবে ক্লিষ্ট চিত্ত যথাযথভাবে পরিস্কৃত হয়? বিশাখে, আর্যশ্রাবক নিজে অখণ্ডভাবে ..... চিত্তের ক্লেশ প্রহীণ হয়।

হে বিশাখে, এইভাবে আর্যশ্রাবক শীলোপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি শীলের সাথে বাস করেন, শীলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, চিত্তের উপক্লেশ (মালিন্য) ধ্বংস হয়। এইভাবে বিশাখে, যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। হে বিশাখে, সঠিক পদ্ধতি দ্বারা দূষিত চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশাখে, কিভাবে সঠিক পদ্ধতি দ্বারা দূষিত চিত্ত বিশুদ্ধ হয়?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে দেবতানুস্মৃতি ভাবেনঃ- দেবতাদের মধ্যে চতুর্মহারাজিক দেবতা, ত্রয়ত্রিংশ দেবতা, যাম দেবতা, তুষিত দেবতা, নির্মাণ রতি দেবতা, পরনির্মিত বশবর্তী দেবতা, ব্রহ্মকায়িক দেবতা, তাহার অধিক দেবতা আছেন। সেই দেবতাগণ যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এখান (এই জগৎ) হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন আমিও তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আমিও তদ্রূপ শীলসম্পন্ন যেইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতাগণ এখান হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তদ্রূপ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী যেইরূপ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী ...... উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও তদ্রূপ ত্যাগসম্পন্ন যেইরূপ ত্যাগসম্পন্ন হইয়া ... উৎপন্ন হইয়াছে, আমিও তাদৃশ প্রজ্ঞাসম্পন্ন যাদৃশ প্রজ্ঞা সম্পন্ন হইয়া ..... উৎপন্ন হইয়াছেন। যখন তিনি (আর্য শ্রাবক) আপন ও দেবতাদের শ্রদ্ধা, শীল, ধর্মীয় জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা স্মরণ (ভাবেন) তাঁহার চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের অপবিত্রতা পরিত্যক্ত যেমন বিশাখে স্বর্ণের ময়লা যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা বিদূরীত হয়। কিভাবে?

অগ্নিকুণ্ড, লবণ, লাল মাটি, ফুঁ দেওয়ার পাইপ, চিম্‌টা এবং ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টা দ্বারা স্বর্ণের ময়লা দূরীভূত হয়। তদ্রূপ বিশাখে, দূষিত চিত্ত যথাযথ পদ্ধতি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। কোন্ পদ্ধতি দ্বারা?

হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এইভাবে দেবতানুস্মৃতি ভাবেনঃ- দেবতাদের মধ্যে ... (উপরে দেখুন) ... চিত্তের অপবিত্রতা পরিত্যক্ত হয়। এই আর্যশ্রাবক দেবোপোসথ পালন করেন বলিয়া কথিত হয়ঃ তিনি দেবতাদের সাথে বাস করেন, চিত্ত সংযত হয়, প্রীতি উৎপন্ন হয়, চিত্তের ক্লেশ প্রহীণ হয়। হে বিশাখে, এইভাবেই যথাযথ পদ্ধতিতে চিত্তের ক্লেশ মুক্ত হয়।

৯। হে বিশাখে, সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ চিন্তা করেন- অরহতেরা যাবজ্জীবন প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণীহত্যা বিরত হইয়া, দণ্ড পরিহার করিয়া, শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাশীল, বিনয়, দয়াশীল, সর্ব প্রাণীর প্রতি হিত ও অনুকম্পা পরায়ণ। তদ্রূপ আমিও দিবারাত্রি প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণীহত্যা বিরত হইয়া, দণ্ড পরিহার, শস্ত্র পরিহার করিয়া লজ্জাশীল, দয়াশীল, সর্ব প্রাণীর প্রতি হিত ও অনুকম্পাশীল হইয়া বিহার করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথও পালিত হইবে।

১০। অরহতেরা যাবজ্জীবন অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিহার করিয়া, ... প্রতিবিরত হইয়া, প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়া, প্রদত্ত বস্তু গ্রহণে আকাঙ্খিত হইয়া, চৌর্য্য বৃত্তিহীন হইয়া পরিশুদ্ধভাবে বাস করেন। তদ্রূপ আমিও অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া ... (৯নং দেখুন) ... পরিশুদ্ধভাবে এই দিনরাত্রি বিহার করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হইবে।

১১। অরহতেরা যাবজ্জীবন অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিয়া, অব্রহ্মচর্য বিরত হইয়া, মৈথুন সেবন (গ্রাম্য ধর্ম) বিরত হইয়া বিহার করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিন রাত্রি অব্রহ্মচর্য ... (৯নং দেখুন) ... মৈথুন সেবন বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং উপোসথ পালন করিব।

১২। অরহতেরা যাবজ্জীবন মিথ্যা ভাষণ পরিহার করিয়া, মিথ্যা ভাষণ বিরত হইয়া, সত্যবাদী হইয়া, সত্য ভাষণে অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপথগামী না হইয়া বিশ্বস্ত, জগতের অবিসংবাদী হইয়া বাস করেন। আমি স্বয়ং এই দিবারাত্রি মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া, মিথ্যা ভাষণ বিরত হইয়া, সত্যবাদী হইয়া, সত্য ভাষণে অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপথগামী না হইয়া, বিশ্বস্ত ও জগতের অবিসংবাদী হইয়া বাস করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং উপোসথ পালন করিব।

১৩। যাবত অরহতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা সুরা, মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য পরিহার করিয়া, সুরা-মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য বিরত হইয়া বাস করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিবারাত্রি সুরা-মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া সুরা-মদ্যপান, নেশাজনক দ্রব্য বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ পদ্ধতি দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং উপোসথ পালন করিয়া থাকিব।

১৪। যাবত অরহতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা দিনে একবার মাত্র ভোজন করিয়া, বিকালে ভোজন গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া, অসময়ে খাদ্য গ্রহণে বিরত হইয়া বাস করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিবারাত্রি একাহারী হইয়া, বিকাল ভোজন বিরত হইয়া অসময়ে খাদ্য গ্রহণ বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং আমার উপোসথ পালিত হইবে।

১৫। যাবত অরহতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা নৃত্যগীত দর্শন, সুগন্ধি মালা ধারণ, মণ্ডণ, বিভূষণ, বিলেপন প্রভৃতি বিরত হইয়া বাস করেন। তদ্রূপ আমিও এই দিনরাত্রি নৃত্যগীত দর্শন, সুগন্ধি মালা বিলেপন, ধারণ মণ্ডণ বিভূষণ বিরত হইয়া বাস করি। এই আচরণ দ্বারা আমি অরহতের অনুকরণ করি এবং আমার উপোসথ পালিত হইবে।

১৬। যাবত অরহতেরা বাঁচিয়া থাকেন তাবৎ তাঁহারা উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করিয়া, উচ্চশয্যা, মহাশয্যা বিরত হইয়া বাস করেন। নীচু শয্যায় মঞ্চ বা তৃণ শয্যায় শয়ন করেন। তদ্রূপ আমিও দিবারাত্রি উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া উচ্চশয্যা মহাশয্যা বিরত হইয়া নীচু শয্যায়, মঞ্চে বা তৃণাচ্ছাদনীযুক্ত শয্যায় শয়ন করি। এই ... (১৫নং শেষাংশ) ... উপোসথ পালিত হইবে। হে বিশাখে, আর্য উপোসথ এইরূপ। বিশাখে, এইরূপ উপোসথ পালিত হইলে তাহা মহাফল, মহাহিত সাধন করে অতীব উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়।

১৭। কিভাবে ইহা মহাফল, মহা হিত সাধন করে, অতীব উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়? যেমন বিশাখে, এই ষোড়শ মহাজনপদে কোন ব্যক্তি যদি প্রভূত সপ্ত রত্ন সহ আধিপত্য বা রাজত্ব করে, যেমন- অঙ্গগণ, মগধগণ, কাশীগণ, কোশলগণ, বজ্জীগণ, মল্লগণ, চেতিগণ, বংশগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মৎস্যগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীগণ, গন্ধারগণ, কম্বোজগণ এর উপর আধিপত্য অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালনকারীর ষোল ভাগের একাংশ ফলও লাভ হয় না। ইহার কারণ কি? হে বিশাখে, দিব্য (স্বর্গীয়) সুখের নিকট মানবিক আধিপত্য নগণ্য হেতু।

১৮। হে বিশাখে, মনুষ্যদের পঞ্চাশ বৎসরে চতুর্মহারাজিক দেবতাদের এক দিবারাত্রি। তদ্রূপ ত্রিশদিন ও রাত্রিতে একমাস, বারমাসে এক বৎসর। এইরূপ পাঁচশত বৎসর চতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। কিন্তু বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায় ভেদে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন। হে বিশাখে, এই কারণেই আমি বলিয়াছি; 'দিব্য সুখের নিকট মানবিক আধিপত্য নগণ্য।'

১৯। পুনঃ বিশাখে, মনুষ্যদের এক শত বৎসরে তাবতিংশ (ত্রয়স্ত্রিংশ) দেবগণের এক দিবারাত্রি। তদ্রূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে একমাস, বারমাসে এক বৎসর। এইরূপ সহস্র বৎসর দিব্য আয়ু এই তাবতিংশ দেবতাদের। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালনের দ্বারা মৃত্যুর পর তাবতিংশ দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছিঃ 'দিব্য সুখের নিকট মানবিক প্রভুত্ব নগণ্য।'

২০। হে বিশাখে, মনুষ্যদের দ্বিশত বৎসরে যাম দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিন-রাত্রিতে একমাস, বারমাসে এক বৎসর। তদ্রূপ দ্বি সহস্র বৎসর যাম দেবগণের আয়ু প্রমাণ। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে, কোন কোন স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিয়া কায়ভেদে মৃত্যুর পর যাম দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারেন, এই কারণেই আমি বলিয়াছিঃ 'দিব্য সুখের নিকট মানবিক রাজত্ব নগণ্য।'

২১। হে বিশাখে, মনুষ্যদের চারি বৎসরে তুষিত দেবতাদের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে একমাস, বার মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ চারিসহস্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৎসর তুষিত দেবগণের আয়ু। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে ... লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছিঃ ‘দিব্য সুখের নিকট মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।’

২২। হে বিশাখে, মনুষ্যদের আটশত বৎসরে নির্মাণরতি দেবগণের এক দিবারাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে এক মাস, বার মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ দিব্য আট সহস্র বৎসর নির্মাণরতি দেবগণের আয়ু প্রমাণ। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে ... লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছিঃ ‘দিব্য সুখের নিকট ... নগণ্য।’

২৩। হে বিশাখে, মনুষ্যদের ষোড়শ শত বৎসরে পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের এক দিনরাত্রি। সেইরূপ ত্রিশ দিনরাত্রিতে এক মাস, বার মাসে এক বৎসর। তদ্রূপ ষোড়শ সহস্র দিব্য আয়ু পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের আয়ু। হে বিশাখে, ইহা সম্ভব যে ... লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই আমি বলিয়াছিঃ “দিব্য সুখের নিকট ...আধিপত্য নগণ্য।”

২৪। প্রাণীহত্যা করিবে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিবে না,
মিথ্যা ভাষণ করিবে না, মদ্যপান করিবে না।
অব্রহ্মচর্য হইতে বিরত হইবে।
রাত্রিতে ভোজন করিবে না, অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করিবে না,
মালা পরিবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না,
মাটির উপর বিস্তৃত মাদুরে শয্যা গ্রহণ করিবে।
ইহাই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল। বুদ্ধ কর্তৃক দুঃখের অন্ত-সাধনের
উপায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।
চন্দ্র ও সূর্য যাহা দেখিতে মধুর সেইগুলি এইদিক
সেইদিক ঘুরাফেরা করে, সেইখানে ঘুরে তথায় আলো দেয়,
আকাশপথে ঘুরিতে ঘুরিতে অন্ধকার দূর করে,
মেঘমালা দীপ্তিমান সর্বত্র আলোকিত করে।
এই ভুমণ্ডলে সর্ববিধ ধন পাওয়া যায়-
মুক্তা, স্ফটিক, পান্না, ভাগ্য প্রস্তর, স্বর্ণ থালা;
দীপ্তিমান স্বর্ণ এবং যাহা হাটক নামে অভিহিত।
তথাপি এইসব অষ্টাঙ্গ উপোসথের ষোলাংশের একাংশ যোগ্য নহে।
তারাগণ পরিবৃত চন্দ্রও না।
সুতরাং নর বা নারী যাহারা অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল রক্ষা
করে, পূণ্য অর্জন করে তাহারা অনিন্দিত স্বর্গে জন্ম লাভ করে।’

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮ম অধ্যায়- আনন্দ বর্গ

৭১। ছন্ন- (ক) শ্রাবস্তী এই কথোপকথনের স্থান।

অতঃপর ছন্ন নামক পরিব্রাজক শ্রদ্ধেয় আনন্দকে দর্শন করিতে আসেন। উপনীত হইয়া বিনীতভাবে তাহাকে অভিবাদন করেন। অভিবাদন কার্য সম্পাদন করিয়া তিনি এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক ছন্ন মহান আনন্দকে এইরূপ বলেনঃ 'শ্রদ্ধেয় আনন্দ, আপনি কি রাগ (কাম লিপ্সা) দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের কথা প্রচার করেন?' 'বন্ধুবর, হাঁ আমরা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের কথা প্রচার করি।' 'বন্ধুবর, কি অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনারা তদ্রূপ প্রচার করেন?'

(খ) 'কেন মহাশয়, রাগাভিভূত ব্যক্তি চিত্তের নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া এমন চিন্তা করে যাহা তাহাকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দেয়, নিজ ও অপর উভয়কে দুঃখ দেয় এবং তদ্রূপ মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে। কিন্তু রাগ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজে, অপরে, নিজে ও পরে উভয়ে দুঃখ ভোগ করে না এবং তাহার ফলে সে মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে না। পুনঃ মহাশয়, রাগাভিভূত ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু রাগ প্রহীণ হইলে সে তদ্রূপ করে না। পুনঃ মহাশয়, রাগাভিভূত ব্যক্তি নিজের মঙ্গল, অপরের মঙ্গল, নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে না। কিন্তু রাগ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজের অপরের কিংবা নিজের ও পরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে। পুনঃ রাগ অন্ধত্ব, অচক্ষুত্ব, অজ্ঞানতা, অপ্রজ্ঞার কারণ। ইহা (রাগ) দুঃখ সংযুক্ত, ইহা নির্বাণে পৌঁছায় না।

বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তিও ... (পূর্ববৎ) ...।

মহাশয়, মোহপরায়ণ ব্যক্তি চিত্তের নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া এমন সব চিন্তা করে যাহা তাহাকে, অপরকে, নিজ ও অপর উভয়কে দুঃখ দেয় এবং তদ্রূপ মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে। কিন্তু মোহ পরিত্যক্ত হইলে সে তদ্রুপ করে না এবং তাহার ফলে মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্য ভোগ করে না। পুনঃ মহাশয়, মোহিত ব্যক্তি, কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু মোহ প্রহীণ হইলে সে তদ্রূপ করে না। পুনঃ মহাশয়, মোহাভিভূত ব্যক্তি নিজের, অপরের কিংবা নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে না। কিন্তু মোহ পরিত্যক্ত হইলে সে নিজের, অপরের কিংবা নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে। পুনঃ মোহ অন্ধত্ব, অচক্ষুত্ব, অজ্ঞানতা, অপ্রজ্ঞার কারণ। মোহ দুঃখ সংযুক্ত, ইহা নির্বাণে উপনীত করে না।

(গ) 'কিন্তু মহাশয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের কোন মার্গ, কোন প্রতিপদা আছে কি?' 'হাঁ মহাশয়, রাগ, দ্বেষ ও মোহ, প্রহীণের উপায়, প্রতিপদা নিশ্চয়ই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছে।' 'মহাশয়, সেই উপায়টি কি? সেই প্রতিপদাটি কি?' 'মহাশয়, ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।' 'মহাশয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগের এইটি উৎকৃষ্ট মার্গ, এইটি উৎকৃষ্ট প্রতিপদা। অধিকন্তু মহাশয় আনন্দ, অপ্রমাদের (উদ্যোগ গ্রহণে) পথে ইহা উপযোগী।'

৭২। যোগী- (ক) এক সময় মহামান্য আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর জনৈক আজীবক (সন্যাসী) শ্রাবক গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধেয় আনন্দকে অভিবাদন করতঃ একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একান্তে উপবিষ্ট আজীবক শ্রাবক গৃহপতি আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলেনঃ 'ভবৎ আনন্দ, কাঁহার ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত? জগতে কাঁহারা সৎপথে প্রতিপন্ন? কে জগতে সুগত?' 'গৃহপতি, এখন আমি আপনাকে প্রতি প্রশ্ন করিব, আপনি যাহা উপযুক্ত মনে করেন তাহা উত্তর দিবেন। গৃহপতি, আপনার কি মনে হয়? যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য ধর্ম ভাষণ করেন তাঁহাদের ধর্ম কি সু-ব্যাখ্যাত না সু-ব্যাখ্যাত নহে? এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?' 'ভন্তে, যাঁহারা রাগ, দ্বেষ মোহ ... (পূর্ববৎ) ... তাঁহাদের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত। ইহাই আমার অভিমত।'

(খ) 'গৃহপতি, আপনার অভিমত কি? যাঁহাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত তাঁহারা কি জগতে সৎপথে প্রতিপন্ন না সৎপথে প্রতিপন্ন নহে?' 'হাঁ ভন্তে, তাঁহারা সৎপথে প্রতিপন্ন। ইহাই আমার অভিমত।'

(গ) 'গৃহপতি, আপনি কি মনে করেন? যাঁহাদের রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত, মূল ছিন্ন, তালবৃক্ষ সদৃশ ছিন্ন, অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত, ভবিষ্যতে পুনঃ গজাইতে পারে না এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে- তাঁহারা কি জগতে সুগত না সুগত নহেন? আপনার মতামত কি?' 'হাঁ ভন্তে, তাঁহারা জগতে সুগত, আমার ইহাই মনে হয়।'

(ঘ) 'তাহা হইলে আপনি ব্যাপকভাবে স্বীকার করিলেনঃ যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য ধর্ম প্রচার করেন তাঁহাদের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত। যাঁহাদের রাগ ... (খ দ্রষ্টব্য) ... তাহারা জগতে সৎপথে প্রতিপন্ন, যাঁহাদের রাগ, ... (গ দ্রষ্টব্য) ... প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা জগতে সুগত।' 'ভন্তে, ইহা আশ্চর্য! অদ্ভুত! এখানে স্ব ধর্মের কোন প্রচার নাই, পর ধর্মেরও নিন্দা নাই, কিন্তু যথাযথ ক্ষেত্রে ধর্মের শিক্ষা, এই মাত্র। আপনি মানবের কল্যাণ সম্পর্কে বলিয়াছেন অথচ আত্মা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই।'

(ঙ) 'ভন্তে আনন্দ, আপনি নিজেই রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের ধর্ম প্রচার করেন। আপনি রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য নিজেকে পরিচালিত করেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং জগতে আপনি সৎপথে প্রতিপন্ন। ভবৎ আনন্দ, আপনার রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যক্ত ... (গ দ্রষ্টব্য) ... প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই জগতে সুগত।'

(চ) 'ভন্তে আশ্চর্য! অদ্ভুত! (৬০ নং শেষাংশে দেখুন) ... ভবৎ আনন্দ .... পরিবেশন করেন। ভবৎ আনন্দ ... গ্রহণ করুন।'

৭৩। শাক্যগণ- (ক) এক সময় শাক্যদের কপিলাবস্তু সন্নিকট নিগ্রোধারামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান সবেমাত্র রোগারোগ্য লাভ করিয়াছেন, রোগমুক্তি হইয়াছেন দীর্ঘ সময় হয় নাই। তখন মহামান্য শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। .... একান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে বলেনঃ 'ভন্তে ভগবান, দীর্ঘকাল যাবত আমি ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত যাহা শিক্ষা দেয়ঃ সমাহিতদের জ্ঞান আছে, অসমাহিতে নাই। ভন্তে, প্রথমে কি সমাধি আসে, তৎপর জ্ঞান? না প্রথমে আসে জ্ঞান, পরে সমাধি?'

(খ) অতঃপর মহান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করেনঃ- ভগবান সবে মাত্র রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অতি সম্প্রতি তিনি রোগমুক্তি অমনি মহানাম শাক্য তাঁহাকে অতি গভীর বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মনে করা যাক, এখন আমি মহানাম শাক্যকে এক প্রান্তে নিয়া গিয়া ধর্ম পরিবেশন করি। অতঃপর মহামান্য আনন্দ মহানাম শাক্যকে বাহু ধরিয়া এক পার্শ্বে নিয়া তাঁহাকে ইহা বলেন-

(গ) "মহানাম, ভগবান কর্তৃক শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থী (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী প্রভৃতি পদ লাভে চেষ্টাশীল উদ্যমী) শীল সম্পর্কে ভাষিত হইয়াছে এবং অশেখের (অর্হত্ত্বে পদ লাভীর) শীলের বিষয়ও বলা হইয়াছে। একই ভাবে শৈক্ষ্যের সমাধি এবং অশৈক্ষ্যের (অর্হত্ত্ব লাভীর) সমাধি সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক ভাষিত তাহা শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা সম্পর্কেও ভগবান কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে।

(ঘ) মহানাম, শৈক্ষ্যের শীল কিরূপ? মহানাম, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে শীলবান হয় ... শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও পালন করে- ইহাই শৈক্ষ্যের শীল।

(ঙ) মহানাম, শিক্ষার্থীর সমাধি কিরূপ? মহানাম, ভিক্ষু কামনা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, অকুশল হইতে বিরত ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। ইহাই শৈক্ষ্যের সমাধি।

(চ) মহানাম, এখন শৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা কিরূপ? মহানাম, ভিক্ষু যথাযথই জানে- ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। ইহা শৈক্ষ্যের প্রজ্ঞা। মহানাম, আর্যশ্রাবক শীলসম্পন্ন, সমাধি সম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া আসক্তির ক্ষয় করতঃ অনাসক্ত হইয়া চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি, ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। মহানাম, ইহা অশৈক্ষ্যের বিষয়। মহানাম, এইভাবে ... (গ দ্রষ্টব্য) ... প্রজ্ঞা সম্পর্কেও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে।

৭৪। নির্গ্রন্থ- (ক) এক সময় মহামান্য আনন্দ বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর অভয় লিচ্ছবী ও পণ্ডিত কুমার লিচ্ছবী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হন। ..... একপ্রান্তে উপবিষ্ট অভয় লিচ্ছবী আয়ুষ্মান আনন্দকে এইরূপ বলেনঃ 'ভন্তে, নির্গ্রন্থ নাথপুত্র সর্বজ্ঞাতা, সর্বদর্শী অপরিশেষ জ্ঞানদর্শনের অধিকারী বলিয়া দাবী করেন। তিনি বলেন- "আমি বিচরণ করি বা স্থিত হই বা শয়ন করি বা জাগ্রত থাকি সব সময় অবিরত আমার সম্মুখে জ্ঞান ও দর্শন উপস্থিত হয়।" তিনি দাবী করিয়া থাকেন তপস্যা প্রভাবে তিনি পুরাতন কর্ম ক্ষয় করেন এবং নূতন কর্মের শক্তি ভাঙ্গিয়া নিষ্ক্রিয় করেন। এইভাবে কর্মক্ষয় হইয়া দুঃখক্ষয়, দুঃখক্ষয় হইয়া বেদনাক্ষয়, বেদনাক্ষয় হইয়া সর্ব দুঃখ নিঃশেষিত হইবে। এইভাবে এই দৃশ্যমান পদ্ধতি দ্বারা জরা অতিক্রম করিয়া নির্জরা বিশুদ্ধি যে কোন ব্যক্তি লাভ করে। ভন্তে, ভগবান এই ব্যাপারে কি বলেন?'

(খ) 'অভয়, জরা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধির জন্য ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ যিনি জানেন, দেখেন তৎকর্তৃক প্রাণীদের বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রম করিয়া দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া জ্ঞান লাভের জন্য, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য এই তিনটি উপায় সম্যকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিন কি কি? অভয়, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের সংযমে সংযত হয়, সে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও পালন করে, সে কোন নূতন কর্ম সম্পাদন করে না, পুরাতন কর্ম যাহা তাহার ক্ষতি করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করে। ইহাই জরাহীন প্রথম বিশুদ্ধ উপায়, সন্দৃষ্টিক পদ্ধতি, সময়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু আসিয়া পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানায়, যাহা গন্তব্যস্থানে নিয়া যায়, যাহা প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভব যোগ্য। সেই ভিক্ষু কাম অকুশল হইতে মুক্ত হইয়া ... প্রথম ধ্যান ... দ্বিতীয় ধ্যান ... তৃতীয় ধ্যান ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। সে কোন নূতন কর্ম (পূর্ববৎ) ... বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভব যোগ্য। ইহা দ্বিতীয় বিশুদ্ধ উপায় ... (পূর্ববৎ) অনুভব যোগ্য। অভয়, সেই শীলসম্পন্ন ভিক্ষু কাম অকুশল ... (পূর্ববৎ) অবস্থান করে। সে আসক্তি ক্ষয় করতঃ দৃষ্টধর্মে ... অবস্থান করে। সে নূতন ... (পূর্ববৎ) বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুভবযোগ্য। ইহা জরাহীন তৃতীয় বিশুদ্ধ উপায় ... (পূর্ববৎ) অভয়, এই তিনটি জরাহীন বিশুদ্ধ লাভের পথ, জরা অতিক্রম ... (পূর্ববৎ) সম্যকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।'

(গ) এইরূপ বলা হইলে পণ্ডিত কুমার লিচ্ছবী অভয় লিচ্ছবীকে এইরূপ বলেনঃ সৌম্য বন্ধু! 'হাঁ সৌম্য বন্ধু! আমি কি তাহা সমর্থন না করিয়া পারি? যে আয়ুষ্মান আনন্দের সুভাষণকে সুভাষণ হিসাবে সমর্থন না করিবে তাহাতে তাহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

৭৫। উপদেশযোগ্য- (ক) অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। ... আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বলেনঃ- 'আনন্দ, যাহার জন্য তোমার অনুকম্পা আছে, এবং যাহারা মনে করে যে তাহাদের কথা তোমার শ্রবণ যোগ্য তাহারা বন্ধু বা সহচর বা জ্ঞাতি বা রক্তের সম্পর্কিত যাহাই হউক না কেন, তাহারা তিন কারণে বা বিশেষ ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে উপদেশ যোগ্য। কি কি?

(খ) তাহারা বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ভিত্তি করিয়া, স্থাপন করিয়া উপদিষ্ট হওয়া উচিত যেমন- সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তাহারা ধর্মের প্রতি অবিচলিত ... (পূর্ববৎ) উচিত, যেমন ভগবানের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত ... বিজ্ঞ ব্যক্তির উপলব্ধি যোগ্য। তাহারা সংঘের প্রতি অবিচলিত (পূর্ববৎ) উচিত, যেমন- ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন ... জগতে শ্রেষ্ঠ পূণ্যক্ষেত্র।

(গ) আনন্দ, চতুর্মহাভূত- মাটি, জল, তাপ, বায়ুর পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের পরিবর্তন অসম্ভব। "পরিবর্তন" দ্বারা আমি বুঝিঃ এইরূপ ব্যক্তির নিরয় বা তির্য্যগ বা প্রেতযোনিতে পুনর্জন্ম যাহা অসম্ভব।

(ঘ) আনন্দ, চতুর্মহাভূত-মাটি ... (পূর্ববৎ) ধর্মের প্রতি ... (পূর্ববৎ) ... যাহা অসম্ভব। আনন্দ, চতুর্মহাভূত-মাটি ... (পূর্ববৎ) সংঘের প্রতি (পূর্ববৎ) ... যাহা অসম্ভব। সুতরাং আনন্দ, যাহার জন্য তোমার অনুকম্পা (ক দ্রষ্টব্য) উপদেশ যোগ্য।'

৭৬। ভব (ক) তৎপর শ্রদ্ধেয় ভগবানের দর্শনে আসেন। ... আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ "ভন্তে, ভব" বলা হয়। ভন্তে, ভব কতটুকু পর্যন্ত? 'আনন্দ, যদি কামেন্দ্রিয়- জগত না থাকিত এবং তথায় কোন কর্ম পরিপক্ক না হইত তাহা হইলে ইন্দ্রিয় ভব কি প্রকাশিত হইত?' ভন্তে, কিছুতেই না।' এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল ক্ষেত্র, বিজ্ঞান বীজ, তৃষ্ণা রস। যেসব সত্তা অবিদ্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের বিজ্ঞান হীনলোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়। আনন্দ, এইভাবে ভব আছে।

(খ) আনন্দ, যদি রূপধাতু না থাকিত এবং তথায় কোন কর্ম পরিপক্ক হওয়ার না থাকিত তাহা হইলে কি রূপভব প্রকাশ পাইত?' 'ভন্তে, নিশ্চয়ই না।' 'এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইলে (ক দেখুন) মধ্যম লোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়।

(গ) 'পুনঃ আনন্দ, যদি অরূপ ধাতু (জগৎ) না থাকিত ... (পূর্ববৎ) ... অরূপভব প্রকাশ পাইত?' 'ভন্তে, নিশ্চয়ই না।' 'এইভাবে আনন্দ, কর্ম হইল (ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখুন) ... উত্তম লোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়। আনন্দ, এইভাবে ভব আছে।'

৭৭। (ক) চেতনা এবং আকাঙ্খা [৭৬ (ক) দ্রষ্টব্য] তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের চেতনা এবং আকাঙ্খাহীন লোকে প্রতিষ্ঠিত। ... পুনর্জন্ম হয়।

(খ) ... [৭৬ (খ) দেখুন] ... তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের চেতনা এবং আকাঙ্খা মধ্যম লোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়।

(গ) ... [৭৬ (ঘ) দেখুন] অরূপ ভব প্রকাশ পাইত?' 'ভন্তে, নিশ্চয়ই না।' এইভাবে আনন্দ, কর্ম ... [৭৬ (ক) দেখুন] তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ তাহাদের চেতনা এবং আকাঙ্খা উত্তমলোকে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হয়। আনন্দ, এইভাবে ভব আছে।

৭৮। উপট্ঠান (সেবা)- (পূর্ববৎ) ... আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বলেন- 'আনন্দ, তুমি কি মনে কর? প্রতিটি নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য), উত্তম সেবার কি পরে ফল আছে?' 'ভন্তে, আমি বলি না যে অপরিহার্যরূপে তদ্রুপ'। 'আনন্দ, তাহা হইলে শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাও।' 'যেমন ভন্তে, নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং উত্তম সেবা যাহার অকুশল বৃদ্ধি করে কুশল হ্রাস করে- এইরূপ নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং সেবা নিষ্ফল। কিন্তু যে নৈতিক আচরণ, জীবিকা, ব্রহ্মচর্য এবং উত্তম সেবা কাহারও কুশল বৃদ্ধি করে এবং অকুশল হ্রাস করে- এইরূপ নৈতিক আচরণ .... (পূর্ববৎ) সেবা সফল।' আয়ুষ্মান আনন্দ, এইরূপ বলিলে ভগবান তাঁহার সাথে একমত হন। তৎপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবান তাঁহার সাথে একমত হইয়াছেন চিন্তা করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ, আনন্দ একজন শিক্ষার্থী (শৈক্ষ্য)। তথাপি তাহা সদৃশ প্রজ্ঞাবান পাওয়া দুষ্কর।'

৭৯। সুগন্ধ- (ক) (পূর্ববৎ) আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ- 'ভন্তে, এই তিন প্রকার গন্ধ বায়ুর অনুকূলে বহে, প্রতিকূলে নহে। তিন কি কি? মূলগন্ধ, সারগন্ধ ও পুষ্পগন্ধ। ভন্তে, এই (পূর্ববৎ) প্রতিকূল নহে। ভন্তে, এমন কোন গন্ধ আছে কি যাহা বায়ুর অনুকূলে, প্রতিকূলে এবং উভয় প্রকারে সমভাবে প্রবাহিত হয়?' 'হাঁ আনন্দ, অনুরূপ একটি গন্ধ আছে। ... (পূর্ববৎ) প্রবাহিত হয়।' 'সেই গন্ধ কি?'

(খ) এই ব্যাপারে আনন্দ, যে কোন গ্রামে বা নিগমে (জেলায়) স্ত্রী বা পুরুষ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করে, যে প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা-কামাচার,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যা-কথন, সুরা, মদ্যপান হইতে বিরত হয়; যে শীলবান কল্যাণ ধর্মপরায়ণ, যে মাৎসর্য্য মল পরিত্যাগ করিয়া চেতনাযুক্ত হইয়া গৃহবাস করে, যে মুক্ত-হস্ত, পবিত্র হস্ত, ত্যাগে উৎসাহী, যাচক, দান ভাগ করিয়া উপভোগে উৎসাহী- শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ, সর্বত্র এইরূপ ব্যক্তির গুণ প্রশংসা করে, যেমন- এইরূপ গ্রামে বা নিগমে (পূর্ববৎ) উপভোগে উৎসাহী। অধিকন্তু দেবগণ ও অমনুষ্যগণও অনুরূপভাবে তাহার গুণ প্রশংসা করে। আনন্দ, এই প্রকারে গন্ধ বায়ুর অনুকূল, প্রতিকূল এবং উভয় প্রকারে সমভাবে প্রবাহিত হয়।

(গ) পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে বহে না, চন্দন, তগর বা মল্লিক পুষ্পের গন্ধও তদ্রূপ যায় না, কিন্তু সৎপুরুষদের শীলরূপ গুণ সৌরভ প্রতিকূলেও বহে, সৎপুরুষের গন্ধ সর্বত্রই প্রবাহিত হয়।'

৮০। অভিভু- (ক) অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে দর্শনে আসেন। ... উপবিষ্ট আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ- ভগবানের সম্মুখে ইহা শুনিয়াছি। ভগবানের সম্মুখেই ইহা লাভ করিয়াছিঃ- "আনন্দ, শিখী বুদ্ধের শ্রাবক অভিভু ব্রহ্মালোকে স্থিত হইয়া সহস্র লোকধাতু শব্দ দ্বারা অবহিত করিতে পারিতেন।" ভন্তে, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কতদূর পর্যন্ত তাঁহার শব্দ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন?' 'আনন্দ, অভিভু ছিল শ্রাবক মাত্র। তথাগতের ক্ষেত্রে অপ্রমেয়।'

দ্বিতীয়বার আয়ুষ্মান ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ [(ক) দ্রষ্টব্য] শব্দ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন?' 'আনন্দ, সহস্র ছোট লোকধাতু (জগৎ) সম্পর্কে কখনও শুনিয়াছ কি?' ভগবান, ইহাই সময়! সুগত ইহাই কাল! ভগবানের এই ব্যাপারে ভাষণের! ভগবানের নিকট শুনিয়া ভিক্ষুগণ ইহা মনে ধারণ করিবেন।' 'তাহা হইলে আনন্দ, শ্রবণ কর, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর আমি ভাষণ করিতেছি।' 'ভন্তে, তাহাই হউক', আনন্দ ভগবানের উত্তর দিলেন। ভগবান এইরূপ বলেনঃ

(গ) 'আনন্দ, যাবত চন্দ্র-সূর্য তাহাদের গতিপথে ঘুরে এবং তাহাদের প্রভায় সর্বত্র আলোকিত করে ততদূর পর্যন্ত সহস্রগুণ জগত। তাহাতে আছে সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য, সহস্র পর্বতরাজ সিনেরু, সহস্র জম্বুদ্বীপ, সহস্র অপরগোয়ান, সহস্র উত্তর কুরু, সহস্র পূর্ববিদেহ, চারি মহাসমুদ্র, চারি সহস্র শক্তিশালী রাজা। সহস্র চারি মহারাজ, সহস্র তাবতিংস স্বর্গ, সহস্র যামলোক, সহস্র তুষিত স্বর্গ, সহস্র নির্মাণরতি স্বর্গ, সহস্র পরনির্মিত বশবর্তী, সহস্র ব্রহ্মালোক আনন্দ, ইহাকেই বলা হয় "সহস্র ক্ষুদ্র লোকধাতু"। আনন্দ, সহস্র ক্ষুদ্র লোকধাতুর সহস্রগুণ হইল "দুই সহস্র মধ্যম লোকধাতু", আনন্দ, দুই সহস্র মধ্যম লোকধাতুর সহস্রগুণ হইল "ত্রি-সহস্র মহাসহস্র লোকধাতু (জগৎ)।" এখন আনন্দ, যদি তিনি ইচ্ছা করেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগত তাঁহার শব্দ ত্রি-সহস্র মহা সহস্র লোকধাতু পর্যন্ত বা যদি আকাঙ্খা করে তাহারও অধিক পর্যন্ত শ্রবণ করাইতে পারেন।'

(ঘ) 'ভন্তে, ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তাঁহার শব্দ ত্রি-সহস্র মহাসহস্র লোকধাতু পর্যন্ত শ্রবণ করাইতে পারেন তাহা কিরূপে করা যাইতে পারে?' 'আনন্দ, তথাগত ত্রি-সহস্র মহাসহস্র লোকধাতু আলো দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন। যখন এইসব জগতের অধিবাসীরা ইহা অনুভব করে তখনই তথাগত শব্দ উচ্চারণ করেন এবং শব্দ শ্রবণ করান। এইভাবেই তিনি তাহা করেন।'

(ঙ) এইরূপ উক্ত হইলে শ্রদ্ধেয় আনন্দ আয়ুষ্মান উদায়ীকে এইরূপ বলেনঃ 'প্রকৃত পক্ষে আমার জন্য ইহা লাভ! 'আমার পক্ষে সুলব্ধ যে আমার শাস্তা (শিক্ষক) এইরূপ মহা শক্তিধর এবং মহানুভব সম্পন্ন!' ইহাতে আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান আনন্দকে বলেনঃ 'আয়ুষ্মান আনন্দ, ইহা কিরূপ যে, আপনারই শাস্তা এইরূপ মহা শক্তিধর এবং মহানুভব সম্পন্ন?' এই কথা পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে উক্তি করেনঃ 'উদায়ী, এইরূপ বল না! উদায়ী, এইরূপ বল না! দুঃখের অবসানকারী আনন্দ অদ্যাবধি অবীতরাগ (রাগমুক্ত) হইলেও তাহার চিত্তের প্রসন্নতা গুণে সে সাতবার দেবতাদের মধ্যে রাজত্ব করিত, সাতবার এই জম্বুদ্বীপের রাজত্ব লাভ করিত। কিন্তু উদায়ী, আনন্দ ইহজীবনেই পরিনির্বাণ লাভ করিবে।'

৯ম অধ্যায়-শ্রমণ বর্গ

৮১। শ্রমণ- (ক) 'ভিক্ষুগণ, শ্রমণের শ্রমণোচিত কার্য এই তিন প্রকার। কি কি? অধিশীল (উচ্চতর নৈতিক) শিক্ষা, অধিচিত্ত (উচ্চতর মনন) শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা (উচ্চতর প্রজ্ঞা) শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই শ্রমণের শ্রমণোচিত তিন ধরণের কার্য। অতএব ভিক্ষুগণ, তোমরা অবশ্যই শিক্ষা করিবেঃ উচ্চতর শীল শিক্ষা গ্রহণ আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে তীব্র, উচ্চতর চিত্ত শিক্ষা গ্রহণে আমাদের ইচ্ছা শক্তি হইবে প্রবল, উচ্চতর প্রজ্ঞা ..... প্রবল। এইভাবেই তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

(খ) গদ্রভ- যেমন ভিক্ষুগণ, গদ্রভ গো পালের পিছনে পিছনে ঘনিষ্টভাবে এই ভাবিয়া অনুসরণ করেঃ আমিও গাভী বটে! আমিও গাভী বটে! কিন্তু বর্ণ, শব্দ ও কুর বিবেচনায় সে গাভী সদৃশ নহে। সে ঘনিষ্টভাবে গো পালের পিছনে পিছনে এই ভাবিয়া অনুসরণ করেঃ আমিও গাভী বটে! আমিও গাভী বটে! তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুসংঘের মধ্যেও কিছু সংখ্যক ভিক্ষু আছে যাহারা ঘনিষ্টভাবে ভিক্ষুসংঘকে এই ভাবিয়া পিছনে পিছনে অনুসরণ করেঃ আমিও ভিক্ষু বটে! আমিও ভিক্ষু বটে! কিন্তু উচ্চতর শীল শিক্ষা গ্রহণে তাহার ইচ্ছাশক্তি নাই যাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যান্য ভিক্ষুগণের মধ্যে রহিয়াছে, উচ্চতর চিত্তের শিক্ষা গ্রহণে এবং উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছাশক্তি নাই যাহা অন্যান্য ভিক্ষুদের রহিয়াছে। সে শুধুমাত্র এই ভাবিয়া ভিক্ষুদের পিছনে পিছনে ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করেঃ আমিও ভিক্ষু বটে! আমিও ভিক্ষু বটে! সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা করা উচিতঃ উচ্চতর শীলের শিক্ষা ... উচ্চতর চিত্তের শিক্ষা ... উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি হইবে প্রবল। এইভাবেই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।'

৮২। কৃষি- (ক) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি কৃষক গৃহপতির করণীয় বিষয়। কি কি? ভিক্ষুগণ, জোতদার কৃষক সর্ব প্রথম ভালভাবে তাহার ক্ষেত্র কর্ষণ করে ও মই দেয় এবং এই সকল কাজ সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। যথাসময়ে বীজ বপন করিয়া যথাসময়ে জল প্রবেশ করায় এবং পুনঃ জল বাহির করিয়া দেয়। ভিক্ষুগণ, এইসবই হইল কৃষক গৃহপতির প্রাথমিক তিন করণীয় কার্য।

(খ) একই ভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুকে প্রাথমিক এই তিনটি কাজ সম্পাদন করিতে হয়। তিন কি কি? উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ, উচ্চতর মনন শিক্ষা গ্রহণ, উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা গ্রহণ। এই তিনটি একজন ভিক্ষুর প্রাথমিক করণীয় কাজ। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিতঃ উচ্চতর ... (৮১ (খ) দেখুন) ... শিক্ষা করা উচিত।'

৮৩। বজ্জীপুত্র- (ক) আমি এইরূপ শুনিয়াছি- এক সময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক বজ্জীপুত্র ভিক্ষু ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ... এক প্রান্তে উপবিষ্ট বজ্জীপুত্র ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলেনঃ 'মাসে দুইবার আমাকে যে শিক্ষাপদ সমূহ আবৃত্তি করিতে হয় তাহার পরিমাণ একশত পঞ্চাশেরও অধিক। ভন্তে, আমি এই পরিমাণ শিক্ষা করিতে সক্ষম নই।' 'বেশ ভাল, ভিক্ষু, তুমি কি বিশেষ তিন বিষয়েঃ উচ্চতর নৈতিক, উচ্চতর মনন এবং উচ্চতর প্রজ্ঞা বিষয়ে শিক্ষা করিতে পারিবে?' 'হাঁ ভন্তে, পারিব।'

(খ) 'তাহা হইলে ভিক্ষু, তুমি এগুলি শিক্ষা কর। তৎপর ভিক্ষু, যখন তুমি উচ্চতর নৈতিক, উচ্চতর মনন এবং প্রজ্ঞার পারদর্শী হইয়া উঠিবে তখন তোমার রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত হইবে। এইসব পরিত্যক্ত হইলে তুমি যাহা অকুশল ও পাপমূলক তাহা অনুসরণ করিবে না।'

(গ) অতঃপর সেই ভিক্ষু উচ্চতর নৈতিকতা, মননশীলতা ও প্রজ্ঞায় শিক্ষিত হওয়ার পরে তাহার রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যক্ত হইল। তৎপর সে অকুশল ও পাপমূলক কার্য অনুসরণ করে নাই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৪। শৈক্ষ্য (ছাত্র)- (ক) তৎপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে দর্শন করিতে আসেন। ...এক প্রান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষু ভগবানকে বলেনঃ ভন্তে, শেখো (শিক্ষার্থী), শেখো বলিয়া যে অভিহিত করা হয়, শিক্ষার্থী কতটুকু পর্যন্ত?' 'ভিক্ষু, শিক্ষাধীন, এই অর্থে যে শেখো (শিক্ষার্থী) কি সে শিক্ষা করে? সে শিক্ষা করে উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা, উচ্চতর প্রজ্ঞা। ভিক্ষু, এই কারণে সে "শেখো" নামে অভিহিত।

ঋজু আর্যমার্গ প্রতিপন্ন শিক্ষাকারী শেখ ব্যক্তির প্রথমতঃ ক্লেশ ক্ষয়কর মার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপর চতুর্থ মার্গজ্ঞানের অনন্তরে অর্হৎ ফলজ্ঞান, তদনন্তর সম্যকরূপে তিনি জানিতে পারেন যে, নিশ্চয়ই আমার বিমুক্তি, ভববন্ধন হেতু অকোপিত হইয়াছে। তাদৃশ লাভ-যশাদি হেতু অকম্পিত ব্যক্তির অর্হৎ ফল-বিমুক্তি দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৮৫। প্রথম শিক্ষা- (ক) 'ভিক্ষুগণ, প্রতিমাসে দুইবার শিক্ষাপদ সমূহের যে আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শিক্ষাপদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশেরও অধিক, যেখানে উৎসাহী ও মঙ্গলকামী কুলপুত্রগণ শিক্ষা লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইসব একত্রে যুক্ত হইয়া শিক্ষার তিনটি আকার হয়। কি কি? উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর মননশীলতা, উচ্চতর প্রজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শিক্ষা ইহাতে একত্রে যুক্ত।

(খ) ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী হয়, সে মাঝারি-ভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যে সব পালনীয় বিষয় আছে সেইগুলি সে বর্জন করে, ঐগুলি মুক্ত হয়। কেন? আমি এইগুলির জন্য তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করি না। যেহেতু সে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের মূলনীতি, উপাদান প্রতিপালন করে, সে শীলে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। সে তিনটি সংযোজন ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন হয়, যাহার পতন হয় না, যে বোধিজ্ঞান লাভে আশ্বস্ত হয়।

(গ) অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী ... [(খ) দ্রষ্টব্য] ... তিনটি সংযোজন ক্ষয় করিয়া এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ দুর্বল করিয়া সকৃদাগামী হয়। জগতে আর মাত্র একবার আসিয়া দুঃখের অবসান করে।

(ঘ) ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণকারী, সমাধি পরিপূরণকারী কিন্তু সে মাঝারিভাবে প্রজ্ঞায় চেষ্টাশীল হয়। সে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ... (খ দ্রষ্টব্য) ... শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। সে পঞ্চ সংযোজন যেইগুলি নীচ জগতে আবদ্ধ করে সেইগুলি ধ্বংস করিয়া আপনা হইতে জন্ম নেয়, তাহা হইলে পরিনির্বাণ লাভ করে, তথা হইতে আর এইখানে আগমন করে না।

(ঙ) ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিপূর্ণভাবে শীল পালন করে, পরিপূর্ণভাবে সমাধি ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞার মূলনীতিসমূহ প্রতিপালন করে। সে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ... (খ দ্রষ্টব্য) ... শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইরূপ ভিক্ষু আসবের ক্ষয় করিয়া অনাসক্ত, চিত্তের বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সে পুরাপুরি অবগত হয় এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, আংশিক শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ আংশিক ফল লাভ করে এবং সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি ঘোষণা করি যে শিক্ষাপদসমূহ নিষ্ফল হয় না।'

৮৬। (খ) দ্বিতীয় শিক্ষা- (ক) [৮৫ (ক) দ্রষ্টব্য]

(খ) ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণ করে ... [৮৫ (খ) দ্রষ্টব্য] সে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া বেশী হইলে সাতবার অধিক জন্ম নেয়, দেব এবং মনুষ্যদের মধ্যে অধিক সাতবার বিচরণ করে এবং তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। সে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া উত্তম পরিবারে জন্ম পরিগ্রহ করে। দুই বা তিন পরিবারে দেহান্তে গমনের পর সে দুঃখের অন্তসাধন করে। অথবা পুন তিন সংযোজন ধ্বংস করিয়া একবীজী হয়ঃ সে শুধুমাত্র একবার মানব হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। এই ভিক্ষু তিন সংযোজন ধ্বংস করিয়া এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ দুর্বল করিয়া সকৃদাগামী (একবার মাত্র আগমনকারী) হয়। পুনরায় সে একবার মাত্র এই ভবে আগমন করে এবং দুঃখ সমাপ্ত করে।

(গ) ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীল পরিপূরণ করে [৮৫ (খ) দ্রষ্টব্য] পালন করে। সে পাঁচটি সংযোজন (বন্ধন) ধ্বংস করিয়া (যাহা নীচ লোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ঊর্ধগামী হয়, সে অকনিষ্ঠগামী হয়। অথবা সে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে (অতি কষ্ট বিনা বিমুক্তি)। অথবা এই পঞ্চ সংযোজন ক্ষয় করিয়া সামান্য কষ্টে সে বিমুক্তি লাভ করে (অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে)। অথবা এই পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া সে তাহার সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ (উপহচ্চ পরিনির্বাণ) লাভ করে। অথবা এই পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া অন্তরা পরিনির্বাণ (মধ্য পথে পরিনির্বাণ) লাভ করে।

(ঘ) ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিপূর্ণভাবে শীল পালন করে, পরিপূর্ণভাবে সমাধি ও প্রজ্ঞার মূলনীতিসমূহ প্রতিপালন করে ... [৮৫ (ঘ) দ্রষ্টব্য] ... শিক্ষাপদসমূহ নিষ্ফল হয় না।'

৮৭। (গ) তৃতীয় শিক্ষা- (ক) ভিক্ষুগণ, [... ৮৫(ঘ) দ্রষ্টব্য] একত্রে যুক্ত।

(খ) ভিক্ষুগণ, [৮৫ (ঘ) দ্রষ্টব্য] পালন করে! সে আসক্তি ক্ষয় করতঃ ইহ জীবনেই স্বয়ং ইহা জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণভাবে চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তি উপলব্ধি করে এবং তাহাতে অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) যদি সে লাভ করে, যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে পঞ্চ সংযোজন ধ্বংস করিয়া (যেইগুলি নিু জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে) মধ্যপথে পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) ধ্বংস করিয়া সে তাহার সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) ধ্বংস করিয়া সসংস্কার (অতি কষ্ট ব্যতীত) পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) ধ্বংস করিয়া অসংস্কার (সামান্য কষ্টে) পরিনির্বাণ লাভ করে। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) ধ্বংস করিয়া উর্ধগামী হয়। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) ধ্বংস করিয়া অকনিষ্ঠগামী হয়। অথবা যদি সে লাভ না করে, যদি সে ততটুকু মর্মভেদ করিতে না পারে তবে তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহ দুর্বল করিয়া সকৃদাগামী (একবার আগমনকারী) হয়ঃ জগতে অধিক একবার মাত্র জন্ম নিয়া সে দুঃখের অবসান করে। তথাপি যদি যে (পূর্ববৎ) তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া একবীজী হয় (৮৬ (খ) দেখুন) তৎপর দুঃখ অতিক্রম করে। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া উত্তম পরিবারে (৮৬ (খ) দেখুন) দুঃখের অন্তসাধন করে। অথবা যদি সে (পূর্ববৎ) তিনটি সংযোজন ধ্বংস করিয়া বেশী হইলে (৮৬ (খ) দেখুন) দুঃখ অতিক্রম করে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, আংশিক শিক্ষাপদ অনুসরণকারীগণ আংশিক ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি ঘোষণা করি যে শিক্ষাপদসমূহ নিষ্ফল হয় না।'

৮৮। (ক) প্রথম শিক্ষাত্রয়- (ক) 'ভিক্ষুগণ, শিক্ষা এই তিন প্রকার। কি কি? অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল (উচ্চতর নৈতিক) শিক্ষা কি? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয় এবং প্রাতিমোক্ষের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী দ্বারা সংযত হইয়া বিহার করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়। বর্জনীয় বিষয় সামান্য মাত্র হইলেও তাহাতে ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া পালন করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় অধিশীল শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিশীল শিক্ষা কি? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম অকুশল মুক্ত হইয়া ... প্রথম ... দ্বিতীয় ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় অধিচিত্ত (উচ্চতর মননশীলতা) শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কি? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথই জানেঃ ইহা দুঃখ .... দুঃখ নিরোধের উপায় যথাযথ জানে। ভিক্ষুগণ, ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই তিন প্রকার শিক্ষা।

৮৯। (খ) দ্বিতীয় শিক্ষাত্রয়- (ক) ভিক্ষুগণ, শিক্ষা এই তিন প্রকার। কি কি? অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান (পূর্ববৎ) বলা হয় অধিশীল শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত শিক্ষা কি? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ... (পূর্ববৎ) অধিচিত্ত শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কি? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আসক্তি (৮৭ (খ) দেখুন) ইহাকেই বলা হয় অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এইগুলিই তিন প্রকার শিক্ষা।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) অধিশীল বা শীল সংযম, অধিচিত্ত বা প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যান সমাধি, অধিপ্রজ্ঞা বা অরহৎ ফল এই ত্রিবিধ শিক্ষায় বীর্য্যবান, শক্তিবান, ধ্যায়ী ব্যক্তি সতত ইন্দ্রিয় সংরক্ষণে রত হইয়া বিচরণ করেন।

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমে যেমন শিক্ষা করেন পরেও তেমনি শিক্ষা করেন, আগে-পাছেও তদ্রূপ শিক্ষা করেন, যেমনি অধঃ তেমনি উর্ধ্ব তেমনি অধঃ দেখিয়ে থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন দিনে শিক্ষা করেন তেমনি শিক্ষা করেন রাত্রিতে, তদ্রূপ রাত্রিদিন শিক্ষা করেন এবং অপ্রমাণ সমাধি দ্বারা সর্বদিক জয় করেন। সেই শিক্ষাকেই শেষ প্রতিপদ বলে অথচ সেই পরিশুদ্ধ শীলকে এই জগতে বীর প্রতিপদান্তগুসম্বুদ্ধ বলে। তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত ক্ষীণাস্রবের চরম বিজ্ঞান নিরোধ দ্বারা প্রজ্বলিত প্রদীপের নির্বাণ তুল্য চিত্ত বিমোক্ষ লাভ হয়।

৯০। পঙ্কধা- (ক) এক সময় ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সহ কোশলে বিচরণ করিতে করিতে পঙ্কধা নামক কোশলদিগের এক নিগমে (জেলায়) আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ভগবান পঙ্কধায় বাস করিতেছিলেন। পঙ্কধা হইল কোশলদিগের একটি নিগম (জেলা)। সেই সময় কশ্যপ গোত্রীয় জনৈক ভিক্ষু পঙ্কধায় আবাসিক ভিক্ষু হিসাবে ছিলেন। তখন ইহা ঘটিল যে, ভগবান উপদেশমূলক ধর্ম কথা দ্বারা ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎপুল্ল করিতেছিলেন। ভগবান যখন এই ধরণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ভিক্ষু কশ্যপ এইগুলি সমর্থন করেন নাই, অসন্তুষ্ট হইলেন (তিনি চিন্তা করিতেছিলেন)ঃ এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু।

(খ) সুতরাং পঙ্কধায় যতদিন ইচ্ছা ততদিন অবস্থান করার পর ভগবান বিচরণ করিতে করিতে রাজগৃহে পৌঁছেন। সেখানে ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর কশ্যপ গোত্রীয় ভিক্ষু কশ্যপ ভগবানের চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে মনস্তাপ ও দুঃখ অনুভব করিলেন, ভাবিলেনঃ ইহা আমার পক্ষে মহা ক্ষতিকর! ইহা আমার পক্ষে লাভের কারণ নহে। ইহাতে আমার অন্যায় লাভ হইয়াছে! আমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে যে, যখন ভগবান ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেছিলেন, উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিতেছিলেন ধর্ম কথা দ্বারা আমি সেইগুলি সমর্থন করি নাই বরং অসন্তুষ্ট হইলাম এবং চিন্তা করিলামঃ এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। এখন আমার উচিৎ তাঁহার সমীপে গমন করা, উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আমার লংঘণের বিষয় ব্যাখ্যা করা।

(গ) অতঃপর কশ্যপ গোত্রীয় ভিক্ষু তাঁহার আবাস ঠিকঠাক রাখিয়া পাত্র-চীবর নিয়া রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে গৃধ্রকুট পর্বতে যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট কশ্যপ গোত্রীয় ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে বলেনঃ 'ভন্তে, এইমাত্র ভগবান পঙ্কধায় নামক কোশলদিগের নিগমে বাস করিতেছিলেন। তখন ইহা ঘটিল যে, ভগবান উপদেশমূলক ... (খ) দেখুন) ... অতীব ধর্ম ভীরু। অতঃপর পঙ্কধায় ভগবান যতদিন ইচ্ছা ততদিন অবস্থান করার পর রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। অতঃপর ভন্তে ভগবানের চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে আমি মনস্তাপ ও দুঃখ অনুভব করিলাম ... (খ দেখুন) বিষয় ব্যাখ্যা করা। ভন্তে, আমার অন্যায় হইয়াছে, আমার নির্বুদ্ধিতা, বিহ্বলতা, অমূলক কাজ হইয়াছেঃ ভগবান তখন উপদেশমূলক (ক) দেখুন) ... নিযুক্ত ছিলেন তখন আমি এইগুলি সমর্থন করি নাই, আমি অসন্তুষ্ট হইলাম, চিন্তা করিলামঃ এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। ভন্তে, আমার অন্যায় হইয়াছে, ভগবান আমি পাপ স্বীকার করিতেছি ভবিষ্যতে আমাকে সংযত করুন।'

(খ) 'সত্য সত্যই কশ্যপ, তোমার অন্যায় হইয়াছে, ইহাতে তোমার নির্বুদ্ধিতা, বিহ্বলতা, অমূলক কাজেরই প্রকাশ পাইয়াছেঃ উপদেশমূলক কথা দ্বারা ভিক্ষুগণ যখন আমা কর্তৃক উপদিষ্ট, উৎসাহিত, উৎফুল্ল হইতেছিল তখন তুমি এইগুলি সমর্থন কর নাই, তুমি চিন্তা করিয়াছিলেঃ এই শ্রমণগণ অতীব ধর্মভীরু। তথাপি কশ্যপ, যেহেতু তুমি তোমার অন্যায় হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ এবং দোষ স্বীকার করিয়াছ যাহা সত্য সেই কারণে আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। কশ্যপ, আর্যদের বিনয়ে যে অন্যায়কে অন্যায় হিসাবে স্বীকার করিয়া যথাধর্ম প্রতিকার করে অর্থাৎ ভবিষ্যতে আত্ম-সংযম অনুশীলন করে তাহাতে আর্য বিনয়ের বাস্তবিকই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

(ঙ) কশ্যপ, যদি স্থবির ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি আগ্রহী না হয়, যদি সে শিক্ষা গ্রহণের প্রশংসা না করে এবং অন্য ভিক্ষুরা যদি শিক্ষার প্রতি ইচ্ছুক না হয় এবং যদি সে তাহাদিগকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্দীপিত না করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ভিক্ষুগণকে যথাসময়ে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহার প্রশংসা না করে কশ্যপ আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি না। কেন? যেহেতু অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে এই বলিয়াঃ "শাস্তা (শিক্ষক) তাহার প্রশংসা করেন।" এখন যাহারা তাহার সাথে সংশ্রব রাখিবে তাহাদিগকে তাহার মতামতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহারা এইরূপ করে ইহা তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতি ও দুঃখের কারণ হইবে। সুতরাং কশ্যপ, এই কারণে আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি না।

(চ) পুনঃ কশ্যপ, মধ্যম স্তরের ভিক্ষু ... নব দীক্ষিত ভিক্ষু যদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী না হয় (ঙ) দেখুন) আমি এইরূপ মধ্যম স্তরের ভিক্ষু বা নব দীক্ষিত ভিক্ষুর অনুরূপ কারণে (যেহেতু ... দুঃখের কারণ হইবে) প্রশংসা করি না।

(ছ) কিন্তু কশ্যপ, যদি স্থবির ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হয়, যদি সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষা গ্রহণে প্রশংসা করে, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল নহে এমন অন্য ভিক্ষুকে যে উদ্দীপিত করে, যে অন্যান্য আগ্রহী ভিক্ষুগণকে যথাসময়ে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহার প্রশংসা করে কশ্যপ, আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি। কেন? যেহেতু অন্যান্য ... [(ঙ) দেখুন) ... দীর্ঘকালের জন্য হিত ও সুখের কারণ হইবে। কশ্যপ, এই কারণে আমি এইরূপ স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি।

(জ) কশ্যপ মধ্যম স্তরের ভিক্ষু ... নব দীক্ষিত ভিক্ষু যদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহীশীল হয় ((ছ) দেখুন) স্থবির ভিক্ষুর প্রশংসা করি।'

দশম অধ্যায়- লোণফল বর্গ

৯১। অত্যাবশ্যক- (ক) 'ভিক্ষুগণ, একজন কৃষক গৃহপতির অত্যাবশ্যক এই তিনটি দায়িত্ব আছে। কি কি ? ভিক্ষুগণ, কৃষক গৃহপতি তাহার ক্ষেত্র অতি দ্রুত ভালভাবে কর্ষণ করে এবং মই দেয়। এই সমস্ত কার্য করার পর শীঘ্রই সে বীজ বপন করে। ইহা করিয়া সে শীঘ্রই জল প্রবেশ করায় এবং আবার জল বাহির করিয়া দেয়। এই তিনটি তাহার জরুরী কর্তব্য। ভিক্ষুগণ, সেই কৃষক গৃহপতির তেমন কোন যাদু শক্তি বা কর্তৃত্ব নাই এইরূপ বলারঃ "অদ্য আমার ফসল গজাইয়া উঠুক, আগামীকাল শীষ ফলুক, পরের দিন ঐগুলি পক্ক হউক।" না! যথা ঋতুতেই তাহা হয় (ঠিক সময়ে সেই কৃষক গৃহপতির শস্য গজায়, শীষ ফলে এবং পক্ক হয়।

(খ) এইরূপই ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর এই তিনটি জরুরী করণীয় কার্য আছে। কি কি? উচ্চতর নৈতিকতা, মননশীলতা এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা। এইগুলি তিন জরুরী শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এমন কোন ঋদ্ধি বা অনুভাব নাই এইরূপ বলারঃ "অদ্য আমার চিত্ত আসক্তি হইতে মুক্ত হউক, আগামী কল্য বা পরের দিনও।" ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা এই তিনটি শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে যথাসময়ে তাহার চিত্ত আসক্তি মুক্ত হয়। এই কারণে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিতঃ শিক্ষার এই তিন শাখায় শিক্ষা গ্রহণে তীব্র হউক আমাদের ইচ্ছাশক্তি। এইরূপ তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।'

৯২। আলাদাভাব-নির্জনশীলতা (ক) ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এই তিন প্রকার নির্জনতা আদেশ করেন। কি কি? চীবর প্রবিবেক, পিণ্ডপাত (আহার) প্রবিবেক, আবাস প্রবিবেক। চীবর প্রবিবেকের ক্ষেত্রে অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ মোটা কাপড়, শনের বস্ত্র, বিবিধ আঁশ নির্মিত বস্ত্র, বাতিল মৃত বস্ত্র, জঞ্জাল স্তুপের কম্বল, গাছের বাকলের আঁশ, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, মৃগচর্মের ফালি, কুশ-তৃণ-বস্ত্র, বৃক্ষ-বাকলের বস্ত্র, তক্তার আঁশ, কেশ কম্বল, মনুষ্য চুলনির্মিত-কম্বল, পেঁচকের ডানা পরিধানের আদেশ করেন। ভিক্ষুগণ, চীবর সম্পর্কে তাঁহারা এই প্রবিবেক প্রজ্ঞাপন করেন। তৎপর ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পর্কে এইরূপ প্রবিবেক নির্দেশ করেনঃ তাঁহারা শাক-সব্জি, জোয়ার, শুকনা চাউল, বন্য চাউল, চাউলের গুঁড়া, ভাতের জ্বলন্ত গাঁজলা, বীজ তৈলের ময়দা, তৃণ এবং গোবর ভক্ষণ করেন। তাঁহারা বনের শিকড় এবং ফল, পতিত ফলাহার করিয়া নিজেদের বাঁচাইয়া রাখেন। তাঁহাদের আহার প্রবিবেক এইরূপ।

পুনঃ ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ, আবাস নির্জনতা ব্যাপারে এইরূপ নিয়ম ঘোষণা করেনঃ-অরণ্যে বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, নির্জন জঙ্গল পথে, মুক্ত আকাশে, খর স্তুপে, খড়কুটার চালা বিশিষ্ট আশ্রয়ে- পরিব্রাজকগণ এইরূপ আবাসের নির্দেশ করেন। ভিক্ষুগণ, অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকদের নির্জনতার এই তিনটি নির্দেশ।

(খ) ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে ভিক্ষুর তিন প্রকার নির্জনতা (প্রবিবেক) আছে। কি কি? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান, সে দুঃশীলতা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা হইতে সে নির্জন। তাহার আছে সম্যক দৃষ্টি, সে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা হইতে সে নির্জন। সে আসক্তি ক্ষয় করিয়াছে, তাহা দ্বারা আসক্তি পরিত্যক্ত, তাহা হইতে সে নির্জন। ভিক্ষুগণ, এই তিন, "পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে," সার প্রাপ্ত হইয়াছে, শুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত" (শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাসার)।

(গ) যেমন ভিক্ষুগণ, কোন কৃষক গৃহপতির শালিক্ষেত্র যথাযথ পর্যায়ে আছে। সেই কৃষক শীঘ্রই ধান্য কর্তন করে এবং এইরূপ করিয়া শীঘ্রই শস্য সংগ্রহ করে, শীঘ্রই আঁটি হইতে মাড়াইয়া লয়, ছাড়াইয়া লয়, তুঁষ উড়াইয়া দেয়, চাউল সংগ্রহ করে, ঝাড় দেয়, শীঘ্রই তুঁষ বাহির করে। এইভাবে সেই কৃষক গৃহপতির শস্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সার প্রাপ্ত হয়, পরিষ্কৃত ও শুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঘ) যেমন ভিক্ষুগণ, শরৎকালে যখন আকাশ স্বচ্ছ এবং মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য স্বর্গের সকল অন্ধকার অপসারিত করে এবং আলো দেয় প্রজ্জ্বলিত হয় এবং দীপ্তি পায় তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, আর্য শ্রাবকের বিরজ (নিখুঁত), বীতমল (নিষ্কলঙ্ক) প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয় এবং ইহার উৎপত্তিতে ত্রি-সংযোজন (বন্ধন) পরিত্যক্ত হয়, যেমন সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (দোদুল্যমানভাব-সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ) কেবল তাহাই নহে, (লোভ এবং দ্বেষ) এই দুই বিষয় হইতে সে মুক্ত হয়। এই শ্রাবক কাম এবং অকুশল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত হইয়া সবিতর্ক-সবিচার (মননশীল পর্যবেক্ষণশীলতাসহ) বিবেকজনিত প্রীতিসুখযুক্ত প্রথম ধ্যান লাভ করে এবং তাহাতে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে যদি আর্যশ্রাবক মৃত্যুবরণ করেন তাঁহার সংযোজন থাকে না যদ্বারা তাঁহাকে পুনশ্চ এই জগতে আগমন করিতে হয়।

৯৩। পরিষদ- (১) 'ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই তিন প্রকার। কি কি? বিশিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিষদ, বিরোধী পরিষদ, সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষদ। ভিক্ষুগণ, বিশিষ্ট পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের স্থবির ভিক্ষুগণ বাহুল্য প্রবৃত্ত (বিলাসপ্রিয়) নহে, লম্পট নহে, পাপের প্রদর্শক হয় না, নির্জন জীবনভার পরিত্যাগী হয় না কিন্তু যাহা অলব্ধ তাহা লাভ করিতে চেষ্টাশীল হয়, অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনুপলব্ধির বিষয় উপলব্ধির জন্য, পরবর্তী জনগণ তাহাদের মতের উপর নির্ভর করেঃ- ভিক্ষুগণ, এই পরিষদ "বিশিষ্ট পরিষদ" নামে অভিহিত।

(২) ভিক্ষুগণ, বিরোধী পরিষদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যে পরিষদের ভিক্ষুগণ কলহপ্রিয়, বিবাদ-পরায়ণ, তর্কপ্রিয়, পরস্পর পরস্পরকে জিহ্বাস্ত্র দ্বারা আহত করে- এইরূপ পরিষদ "বিরোধী পরিষদ" হিসাবে খ্যাত।

(৩) ভিক্ষুগণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষদ কিরূপ? যে পরিষদের ভিক্ষুগণ, একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে। বিনীত, বিবাদ-পরায়ণ নহে, দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন, একে অপরকে প্রিয় চক্ষে দর্শন করে- এইরূপ পরিষদ "সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষদ" নামে অভিহিত।

(৪) ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষুরা একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে ... [(৩) দেখুন] প্রিয় চক্ষে দর্শন করে সেই সময়ে তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে? ভিক্ষুগণ, এই সময়ে তাহারা ব্রহ্ম বিহার করে অর্থাৎ মুদিতা (সহানুভূতি) দ্বারা চিত্ত বিমুক্তিতে প্রমোদিত হইলে যাহার প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিযুক্ত ভিক্ষুর দেহ প্রশান্ত হয় যাহার দেহ প্রশান্ত হয় সে সুখ অনুভব করে। সুখী ব্যক্তির চিত্ত সমাধিযুক্ত (সমতাপ্রাপ্ত) হয়।

(৫) ভিক্ষুগণ, যখন পর্বতোপরি ভারী বৃষ্টিপাত হয় সেই জলধারা জায়গার ঢালুতানুসারে পর্বত-কন্দর, পর্বত-কন্দর শাখা পরিপূর্ণ করে এবং যখন এইগুলি পরিপূর্ণ হয় তখন পূর্ণ করে ক্ষুদ্র ডোবা, পুনঃ ক্ষুদ্র ডোবা, বড় জলাশয় এবং পুনঃ এইগুলি ক্ষুদ্র নদী, এইগুলি আবার নদী এবং বড় নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া সমুদ্র পরিপূর্ণ করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষুরা একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে ... [(৩) দেখুন] সেই সময়ে তাহারা বহু পুণ্য প্রসব করে ভিক্ষুগণ, [(৪) নং দেখুন] সমাধিযুক্ত (সমতাপ্রাপ্ত) হয়। এইগুলিই ত্রিবিধ পরিষদ'।

৯৪। উৎকৃষ্টবংশজাত সুমার্জিত অশ্বঃ- (১) ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত রাজার ভদ্র মার্জিত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজকীয় সম্পদ, রাজার গৌরব। তিনটি গুণ কি কি? ভিক্ষুগণ রাজার ভদ্র অশ্ব বর্ণ সম্পদে সমৃদ্ধ, বল সম্পদে সমৃদ্ধ এবং গতিবান। এই তিনটি গুণযুক্ত ... (পূর্ববৎ) রাজার গৌরব।

(২) তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত ভিক্ষু ভক্তি বা দানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। তিনটি গুণ কি কি? বর্ণ (জীবনের) সম্পন্ন, বল (চরিত্র) সম্পন্ন এবং গতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(প্রজ্ঞারূপ) সম্পন্ন।

(৩) ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কিভাবে বর্ণ সম্পন্ন হয়? ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়, সামান্য দোষেও ভয় দর্শন করে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করে। এইভাবে সে (জীবনের) বর্ণ সম্পন্ন হয়।

(৪) ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু বল সম্পন্ন হয়? ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হইয়া বাস করে। অকুশল বিষয় পরিত্যাগে এবং কুশল গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশল ধর্মের ভার অপরিত্যাগী হয়। এইভাবে ভিক্ষু বল সম্পন্ন (চরিত্রে বলে বলীয়ান) হয়।

(৫) কিভাবে ভিক্ষু গতিবান হয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথই জানেঃ ইহা দুঃখ ... দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা। এইভাবে ভিক্ষু গতিবান (প্রজ্ঞা উপলব্ধিতে) হয়। ভিক্ষুগণ, এইভাবে ভিক্ষু ... (২নং দেখুন) পুণ্যক্ষেত্র।

৯৫। উৎকৃষ্ট বংশজাত, সুমার্জিত অশ্ব- (১-৪)ঃ- ৯৪ (১-৪) [দেখুন]।

(৫) কিভাবে ভিক্ষু গতিসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, পঞ্চ সংযোজন যেইগুলি নিম্নতর জগতে আবদ্ধ করে সেই সমস্ত ধ্বংস করিয়া উপপাতিক (আপনা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে), সেইখান হইতে পরিনির্বাণ লাভ করে, তথা হইতে আর এইখানে প্রত্যাবর্তন করে না। এইভাবে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গতিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণযুক্ত [৯৪-২ দেখুন] পুণ্যক্ষেত্র।

৯৬। উৎকৃষ্ট বংশজাত, সুমার্জিত অশ্ব- (১-৪)ঃ-৯৪ (২-৪) [দেখুন] (৫) কিভাবে ভিক্ষু গতিসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় করতঃ অনাসক্ত হয়, ইহ জীবনেই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হইয়া চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইভাবে সে গতিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি [৯৪-২ দেখুন] পুণ্যক্ষেত্র'।

৯৭। অমসৃণ বস্ত্র- (১) ভিক্ষুগণ, তন্তু বস্ত্র খণ্ড নিকৃষ্ট বর্ণের, স্পর্শ ক্লেশকর এবং সামান্য মানের। মধ্যম মান এবং জীর্ণ বস্ত্রের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। লোকেরা পুরাতন তন্তু বস্ত্র রান্নার পাত্রাদি মোচার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে অথবা আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করে।

(২) তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যদি কোন নব দীক্ষিত ভিক্ষুও দুঃশীল এবং পাপধর্মী হয় আমি ইহাকে তাহার "দুর্বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন নিকৃষ্ট বর্ণের আমি এই ভিক্ষুকেও ঠিক তদ্রূপ বলিয়া অভিহিত করি। যাহারা তাহার সেবা (অনুসরণ) করে, সংসর্গ করে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাহার মতানুদর্শী হয় তাহা তাহাদের দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। আমি ইহাকে "দুঃখদায়ক স্পর্শ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্রের স্পর্শ যেমন দুঃখকর এই ব্যক্তিও ঠিক তদ্রূপ বলিয়া আমি ঘোষণা করি। অধিকন্তু যাহাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট হইতে সে চীবর, পিণ্ডপাত, আবাস, রোগে ঔষধ গ্রহণ করে তাহাদের এই দান মহা ফলদায়ক এবং হিতকর হয় না। আমি ইহাকে তাহার "সামান্য মূল্যমানের" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন সামান্য মানের আমি এই পুদ্গলকেও (ব্যক্তিকে) ঠিক তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

(৩) পুন ভিক্ষুগণ, মধ্যম স্তরের ভিক্ষু ... স্থবির ভিক্ষুর ক্ষেত্রেও যদি সে দুঃশীল এবং পাপধর্ম পরায়ণ হয় আমি ইহাকে তাহার "দুর্বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই তন্তু বস্ত্র যেমন নিকৃষ্ট বর্ণের [(২) দেখুন] ঠিক তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

(৪) মনে কর ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর ন্যায় একজন স্থবির ভিক্ষু সংঘের মধ্যে উক্তি করে। ভিক্ষুগণ, তাহাকে বলেঃ কি হে! তুমি কি কথা বলিতে চাও? তোমরা নির্বোধ ও নিরর্থক কথার কি অর্থ আছে? সে ইহাতে ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হইয়া এমন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে যেইরূপ বাক্যে সংঘ তাহাকে বহিস্কার করিয়া দেয় যেমন কোন ব্যক্তি তন্তু বস্ত্র আবর্জনা স্তুপে যেইভাবে নিক্ষেপ করে।'

৯৮। বেনারসী বস্ত্র- (১) 'ভিক্ষুগণ, বেনারসী বস্ত্র উত্তম বর্ণ সম্পন্ন, সুখস্পর্শ এবং মহা মূল্যবান। মধ্যম মানের ও পুরাতন বেনারসী বস্ত্রও তদ্রূপ। লোকেরা পুরাতন বেনারসী বস্ত্র রত্ন জড়ানোর কাজে ব্যবহার করে বা গন্ধ দ্রব্য রাখিবার পাত্রে রাখিয়া দেয়।

(২) সেইরূপ ভিক্ষুগণ, নব দীক্ষিত ভিক্ষুও যদি শীলবান ও উন্নত প্রকৃতির হয় আমি ইহাকে তাহার "উত্তম বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। বেনারসী বস্ত্র যেমন উত্তম বর্ণযুক্ত এই ভিক্ষুকেও আমি তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি। যাহারা তাহাকে অনুসরণ করে, তাহার সাথে সংসর্গ করে, যাহারা তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মতানুদর্শী হয় তাহা তাহাদের দীর্ঘকালের হিত ও সুখের কারণ হয়। আমি ইহাকে তাহার "সুখ স্পর্শ" বলিয়া অভিহিত করি। সেই বেনারসী বস্ত্র যেমন সুখস্পর্শ সেই ভিক্ষুও তদ্রূপ বলিয়া আমি ঘোষণা করি। অধিকন্তু সে যাহাদের নিকট হইতে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগে ঔষধ লাভ করে তাহা মহা ফলদায়ক ও হিতকর হয়। ইহাকে আমি তাহার "মহৎ যোগ্যতা"র কারণ বলিয়া অভিহিত করি। সেই বেনারসী বস্ত্র যেমন মহা মূল্যবান এই ভিক্ষুকেও আমি তদ্রূপ বলিয়া ঘোষণা করি।

(৩) ভিক্ষুগণ, মধ্যম স্তরের ভিক্ষু ..... স্থবির ভিক্ষু যদি শীলবান ও [২নং দেখুন] ঘোষণা করি।

(৪) মনে কর ভিক্ষুগণ, এইরূপ একজন স্থবির ভিক্ষু সংঘের মধ্যে উক্তি করে তখন ভিক্ষুগণ এইরূপ বলেঃ আয়ুষ্মানগণ, নীরব হউন! একজন স্থবির ভিক্ষু ধর্ম এবং বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।" তাহার বচন সঞ্চয় করার যোগ্য, যেমনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়া থাকে যে কোন লোক গন্ধ দ্রব্য রাখার পাত্রে। সেই কারণে ভিক্ষুগণ তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা করা উচিতঃ আমরা বেনারসী বস্ত্র সদৃশই হইব, তন্তুবস্ত্র সদৃশ নহে। এইভাবেই তোমরা শিক্ষা করিবে।'

৯৯। লবণ কণিকাঃ- (১) 'ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এইরূপ বলেঃ "পুরুষ যেরূপ কর্ম সম্পাদন করে সে সেইরূপ ভোগ করিয়া থাকে।" এই কারণে কোন ব্রহ্মচর্যবাস নাই, সম্যকভাবে দুঃখ ধ্বংসের কোন সুযোগ নাই। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যদি কেহ বলেঃ "এই পুরুষ যে কর্ম করে তাহা যেমন বেদনীয় (ভোগ করার যোগ্য) সে সেইরূপ ফলই ভোগ করে।"- এই কারণে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য জীবন আছে, সম্যকভাবে দুঃখ ধ্বংসের সুযোগও আছে। ভিক্ষুগণ, উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন ব্যক্তির সামান্য পাপকর্ম করিতে পারে যাহা তাহাকে নরকে নিয়া যাইতে পারে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম থাকে যাহা ইহজীবনে ভোগ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

(২) ভিক্ষুগণ কোন্ ধরণের ব্যক্তির সামান্যমাত্র কৃত পাপকর্ম তাহাকে নরকে উপনীত করে? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি কায়, শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা অনুশীলনে অসতর্ক। সে তুচ্ছ তাহার আত্মা সীমিত, তাহার জীবন সীমিত এবং শোচনীয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপকর্মও তাহাকে নরকে নিয়া যায়। ভিক্ষুগণ, কোন্ ব্যক্তির তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম আছে যাহা ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়? কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না? এই ব্যাপারে কোন কোন ব্যক্তি কায়, শীল বা চিত্ত সতর্কতার সাথে অনুশীলন করিয়াছেঃ তাহার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তুচ্ছ নহে, সে মহাত্মা, তাহার জীবন অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম ইহজীবনে ভোগ্য (বেদনীয়), কেবল তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য মাত্রও দেখা যায় না।'

(৩) 'এখন মনে কর ভিক্ষুগণ, কোন এক ব্যক্তি একপেয়ালা সামান্য পানির মধ্যে লবণ কণিকা নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি মনে হয়? সেই পেয়ালার সামান্য পরিমাণ জল কি লবণ হইয়া যাইবে এবং লবণ কণিকা বশতঃ অপেয় হইয়া যাইবে?' 'হাঁ ভন্তে, তাহা হইবে।' 'কেন?' 'ভন্তে, পেয়ালার জল সামান্য হওয়ায় লবণ লইয়া যাইবে এবং তাহাতে অপেয় হইয়া যাইবে।' "পুনঃ ভিক্ষুগণ, মনে কর কোন লোক গঙ্গায় লবণ কণিকা নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, কি মনে হয় তোমাদের? সেই গঙ্গার জল কি লবণ লইয়া যাইবে এবং পানের অযোগ্য হইবে?' 'ভন্তে, নিশ্চয়ই না।' 'কেন নহে?' 'ভন্তে, গঙ্গার জলের পরিমাণ ব্যাপক। সেই কারণে ইহা লবণাক্ত এবং অপেয় হইবে না।' 'তদ্রূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, অমুক অমুক ব্যক্তির কৃত সামান্য পাপ তাহাকে নরকে নিয়া যায়ঃ পুনঃ কোন ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম তাহাকে ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়, শুধু তাহাই নহে ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

(৪) পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার ব্যক্তির সামান্য পাপ তাহাকে নরকে নিয়া যায়? [২নং দেখুন]।

(৫) পুনঃ ভিক্ষুগণ, এই ব্যাপারে মনে কর কোন ব্যক্তিকে অর্ধ পেনি বা এক পেনি ঋণের দায়ে কারাগারে যাইতে হয় বা একশত পেন্স চুরির দায়ে কারাগারে যাইতে হয়। পুনঃ ভিক্ষুগণ মনে কর এক ব্যক্তিকে সম পরিমাণ চুরির জন্য কারাগারে যাইতে হয় না। ভিক্ষুগণ, প্রথমটি কি প্রকার? সে একজন দরিদ্র, অল্প বিত্তবান, সামান্য অর্থ সম্পন্ন। এইরূপ ব্যক্তিকে ঋণের দায়ে কারাগারে যাইতে হয়। ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার ব্যক্তিকে অর্ধ পেনি বা এক পেনি বা একশত পেন্সের জন্য কারাগারে যাইতে হয় না? ভিক্ষুগণ, সে ধনী, তাহার অধিক বিত্ত, বিশাল অর্থ সম্পদ। এইরূপ ব্যক্তিকে ঋণের দায়ে কারাগারে যাইতে হয় না। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তির কৃত তাদৃশ সামান্য পাপকর্ম তাহাকে ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয়, শুধু তাহাই নহে, ইহার অধিক সামান্য পরিমাণও পরবর্তী জীবনে দেখা যায় না।

(৬) -[উপরের (২)নং দেখুন]।

(৭) এখন মনে কর ভিক্ষুগণ, একজন কসাই যে ছাগল হত্যা করে সে যে কোন ব্যাক্তি যে ছাগল চুরি করে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ আঘাত বা বন্ধন বা হত্যা ইচ্ছানুসারে আচরণ করার ক্ষমতা তাহার আছে কিন্তু অন্য ব্যক্তি যে একইরূপ করে তাহাকে নহে। 'ভিক্ষুগণ, কোন প্রকার ব্যক্তিকে সে যখন ছাগল চুরি করে কসাই তাহাকে আঘাত বা হত্যা বা যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিতে পারে?

ভিক্ষুগণ, এই ব্যপারে সে একজন দরিদ্র, অল্প বিত্তবান, সামান্য অর্থবান।

এইরূপ ব্যক্তিকে ..... (পূর্ববৎ) আচরণ করিতে পারে।

ভিক্ষুগণ, সে কোন্ ধরণের লোক যাহাকে কসাই একইরূপ দোষের জন্য আঘাত বা হত্যা বা যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিতে পারে না? এই ক্ষেত্রে সেই লোক ধনী, তাহার অধিক বিত্ত, বিশাল সম্পদ অথবা সে রাজা বা রাজার মন্ত্রী। এইরূপ ব্যক্তিকে কসাই .... (পূর্ববৎ) পারে না। তাহার (ছাগল চোরের) তেমন করার কিছুই নাই করজোড়ে কসাইকে এইরূপ অনুরোধ করা ব্যতীত- "মহাশয় আমার ছাগলটি ফেরৎ দিন বা ইহার মূল্যটি"। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, অমুক অমুক ব্যক্তির [(৩) দ্রষ্টব্য] জীবনে দেখা যায় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ব্যক্তির [(২) দ্রষ্টব্য] সামান্য মাত্রও দেখা যায় না। এখন ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এইরূপ বলেঃ "এই পুরুষ যেইরূপ কর্ম সম্পাদন করে ঠিক অনুরূপ ফলই সে ভোগ করে," এই কারণে ব্রহ্মচর্য্য বাস নাই, যথাযথভাবে দুঃখ অতিক্রম করার কোন অবকাশ নাই। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এইরূপ বলেঃ "কোন ব্যক্তি যেইরূপ বেদনীয় (পরবর্তীতে ভোগ করার) কর্ম করে তাহার অনুরূপ ফলই সে ভোগ করে"- এই কারণে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য্য (পবিত্র জীবন) যাপন আছেঃ দুঃখের চরম অবসানের সুযোগ আছে।"

১০০। স্বর্ণ-পরিশোধক- (ক) ভিক্ষুগণ, স্বর্ণের স্থুল মালিন্য আছে, যেমন- ধূলা, বালি, কঙ্কর, পাথরের কুচি। ময়লা ধৌতকার বা তাহার শিক্ষানবীশ লম্বা সরু জল পাত্রে ইহা স্তুপ করে এবং ধৌত করে, উপরে নীচে ধৌত করিয়া ময়লা পরিষ্কার করে। যখন এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়, সমাপ্ত হয় স্বর্ণের মধ্যে তবুও মাঝারি ধরণের মালিন্য থাকে, যেমন- মিহি পাথরের কুচি, মোটা বালি। ময়লা পরিশোধক বা তাহার লোক পুনরায় ধৌত করে, উপরে নীচে ধৌত করিয়া ময়লা পরিস্কার করে। যখন ইহা পরিত্যক্ত হয় এবং সমাপ্ত হয় তথাপি সামান্য ময়লা যেমন- মিহি বালি এবং কাল ধূলা। ময়লা পরিশোধক বা তাহার লোক পুনরায় ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তৎপর অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র স্বর্ণ-বালি।

(খ) তৎপর স্বর্ণকার বা তাহার লোক স্বর্ণ গলাইবার মাটির মুচিতে স্বর্ণ স্তুপ করে এবং না গলা পর্য্যন্ত ফুঁ দেয়, স্বর্ণ গলায় কিন্তু মাটির মুচির বাহির করে না।

সেই স্বর্ণের গলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ফুঁ দেওয়া হয়। ইহা গলিত ধাতু নির্মিত কিন্তু নিখুঁত নহে, তথাপি ইহা শেষ হয় না। ইহা নমনীয় নহে কিংবা কর্ম যোগ্য নহে কিংবা চক্‌চক্ করে না। ইহা ভঙ্গুর, সম্পূর্ণ শিল্প কৌশল প্রয়োগের উপযুক্ত হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, একটি সময় আসে যখন সেই স্বর্ণকার অথবা তাহার লোক সেই স্বর্ণ গলা পর্য্যন্ত ফুঁ দেয়, গলায় এবং মাটির মুচির বাহির করে। তৎপর ইহা গলে, তরল হয়, নিখুঁত হয়, শেষ হয়, ইহার মালিন্য ছাঁকা হয়। ইহা হয় নমনীয় কর্ম যোগ্য এবং ইহা চক্‌চক্ করে। ইহা ভঙ্গুর হয় না, সম্পূর্ণ শিল্প কৌশল প্রয়োগে ইহা উপযুক্ত হয়। যেই ধরণের অলঙ্কার হউক না কেন, স্বর্ণ থালা বা আংটি বা গলার হার বা স্বর্ণ চেইন যাহাই হউক না, সে সেই উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

(গ) তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, উচ্চতর চিত্ত বিকাশের পথে একজন ভিক্ষুর কায়িক, বাচনিক ও মানসিক স্থুল মালিন্য রহিয়াছে। চিন্তাশীল পণ্ডিত ভিক্ষু এই দোষ পরিত্যাগ করে, বাধা দেয়, দূরীভূত করে, পুনরায় উৎপন্ন হইতে দেয় না। এই দোষ প্রহীণ এবং দূরীভূত হইলেও উচ্চতর চিত্ত বিকাশে সেই ভিক্ষুতে কতিপয় মাঝারি ধরনের মালিন্য নিহিত থাকে যেইগুলি তাহাতে লাগিয়া থাকে। যেমন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কামচিন্তা, ঈর্ষাপূর্ণ এবং নিষ্ঠুর চিন্তা। এইসব দোষ সে পরিত্যাগ করে। এইসব দোষ পরিত্যক্ত ও দূরীভূত হইলে তথাপি উচ্চতর চিত্ত বিকাশে সেই ভিক্ষুতে কতিপয় সুক্ষ্ম ধরনের মালিন্য নিহিত থাকে যেইগুলি তাহাতে লাগিয়া থাকে। যেমন, তাহার জ্ঞাতি, জনপদ এবং খ্যাতি (নিন্দিত না হওয়ার) চিন্তা। চিন্তাশীল পণ্ডিত ভিক্ষু এইসব দোষ পরিত্যাগ করে, বাধা দেয়, দূরীভূত করে, পুনরায় উৎপন্ন হইতে দেয় না।

(ঘ) তাহা প্রহীণ এবং দূরীভূত হইলে তথাপি ধর্ম বিতর্ক (চিত্ত বিষয়ে চিন্তা) থাকিয়া যায়। এই প্রকার সমাধি উত্তম কিংবা মহৎ নহে, ইহা প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) ও একাগ্রভাব লাভ করে নাই; কিন্তু ইহা এমন একটি অবস্থা যাহা দুঃখদায়ক সাধারণ সংযমের উপর নির্ভরশীল। তথাপি একটি সময় আসে যখন তাহার চিত্ত (মন) আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির হয়, একাগ্র, এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয়। এইরূপ সমাধি হয় প্রশান্ত, মহৎ, প্রশ্রদ্ধি লব্ধ ও একাগ্রভাব লাভ করিয়াছে, দুঃখদায়ক সাধারণ সংযমের উপর নির্ভরশীল নহে। জ্ঞানের বিশেষ যে যে শাখায় সে উপলব্ধির জন্য তাহার চিত্ত নমিত করুক না, তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ উপলব্ধির ক্ষমতা লাভ করে।

(ঙ) যদি সে এই আকাঙ্খা করে যে সে নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি অনুভব করিবে, এক হইয়া বহু, বহু হইয়া এক হইবে, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব সাধন করিতে পারিবে, প্রাচীর প্রাকার ও পর্বত স্পর্শ না করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারিবে- আকাশে গমনের মত; স্থলে (পৃথিবীতে) উঠানামা করিতে পারিবে- জলে ডুবা-উঠার মত; জলে পদব্রজে গমন করিতে পারিবে- স্থলে গমনের মত; আকাশেও পদ্মাসন করিয়া বিহঙ্গগণের মত গমন করিতে পারিবে; মহাকায় মহা শক্তিসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্য্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবে। চন্দ্র-সূর্য্যের গায়ে হাত বুলাইতে পারিবে, আব্রহ্ম ভূবন স্ববশে আনিতে পারিবে। তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

(চ) যদি সে এইরূপ আকাঙ্খা করে- দিব্য, পরিশুদ্ধ লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনিব, যাহা দিব্য ও মনুষ্য, যাহা দূরে ও নিকটে-তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

(ছ) যদি সে এইরূপ আকাঙ্খা করে- স্ব চিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানিব, চিত্ত সরাগ হইলে সরাগ, বীতরাগ (কাম লিপ্সা বিহীন) হইলে বীতরাগ, সদ্বেষ হইলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হইলে বীতদ্বেষ, সমোহ হইলে সমোহ, বীতমোহ হইলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত হইলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত হইলে মহদ্গত, অমহদ্গত হইলে অমহদ্গত, স-উত্তর হইলে স-উত্তর,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুত্তর (অতুলনীয়) হইলে অনুত্তর, সমাহিত হইলে সমাহিত, অসমাহিত হইলে অসমাহিত (অনিয়ন্ত্রিত), বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হইলে অবিমুক্ত বলিয়া জানিব- তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে এইরূপ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

(জ) যদি সে আকাঙ্খা করে- বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিব, যথা- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র জন্ম এমনকি বহু সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্প, অমুক জন্মে আমার ছিল এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু; তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করিতে পারিব-তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে তদ্রূপ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

(ঝ) যদি সে আকাঙ্খা করে- বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবগণকে দেখিতে পাইব, যাহারা চ্যুত হইতেছে, পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, জীবসমুহকে জানিতে পারিব-এইসকল জীব কায় দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র, মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্য্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত-নরকে উৎপন্ন হইয়াছে; পক্ষান্তরে এই সকল জীব কায় সুচরিত্র, বাক্ সুচরিত্র, মন সুচরিত্র সমন্বিত, আর্য্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি উদ্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে; এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা জীবগণকে দেখিতে পাইব, যাহারা চ্যুত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতেছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিব- তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, যদি সে ইচ্ছা করে সে তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করে।

(ঞ) যদি সে আকাঙ্খা করে- আস্রব ক্ষয়ে অনাস্রব হইয়া বর্তমান জন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া বিচরণ করিব-তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে তদ্রুপ করার ক্ষমতা লাভ করে।

(ট) ভিক্ষুগণ, উচ্চতর চিত্ত বিকাশের পক্ষে একজন ভিক্ষুর মাঝে মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রতিপালনীয়ঃ মাঝে মাঝে সমাধির বৈশিষ্ট্য, উদ্যমশীল প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, উপেক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রতিপালন করিতে হইবে।

(ঠ) ভিক্ষুগণ, উচ্চতর চিত্ত বিকাশের জন্য একজন ভিক্ষু যদি একান্ত ভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধি তেমন সংযোগ করে ইহা সম্ভবপর যে তাহার চিত্ত আলস্যপ্রবণ হইতে পারে। যদি সে উদ্যমশীল প্রয়োগে একান্তভাবে মন সংযোগ করে ইহা সম্ভবপর যে তাহার চিত্ত বিক্ষেপ ঘটিতে পারে। যদি সে উপেক্ষা নিমিত্তে একান্তভাবে মন সংযোগ করে তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর যে, আসক্তি ক্ষয়ের জন্য তাহার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সমতাপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই তিনটি নিমিত্তে (বৈশিষ্ট্যে) মন সংযোগ করে তাহা হইলে তাহার চিত্ত হয় মৃদু, কর্মনীয়, প্রভাস্বর কিন্তু অবাধ্য হয় না, আসক্তি ক্ষয়ের জন্য পুরোপুরি সমভাব প্রাপ্ত হয়।

(ড) মনে কর ভিক্ষুগণ, একজন স্বর্ণকার অথবা তাহার লোক তাহার অগ্নিকুন্ড স্থাপন করে, অগ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে, সাঁড়াশী দ্বারা স্বর্ণ লইয়া স্বর্ণ গলাইবার পাত্রে জোরে ঠেলিয়া দেয়, এবং মাঝে মাঝে ইহাতে ফুঁ দেয়, মাঝে মাঝে ইহাতে জল ছিটাইয়া দেয়, মাঝে মাঝে ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এখন ভিক্ষুগণ, স্বর্ণকার বা তাহার লোক যদি সেই স্বর্ণে অনবরত ফুঁ দিতে থাকে ইহা সম্ভব যে, স্বর্ণ জলিয়া যাইতে পারে। যদি সে ইহাতে শুধু জলই ছিটাইতে থাকে সে ইহা শীতল করিয়া ফেলিবে। যদি সে সর্বদাই পরীক্ষা করিতে থাকে ইহা সম্ভব যে, স্বর্ণ খাঁটিত্ব লাভ করিবে না। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই সব করে তাহা হইলে ইহা কারুকার্য প্রয়োগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া পড়িবে। যেই ধরণের অলঙ্কার একজন লোক আকাঙ্খা করে স্বর্ণ থালা হউক বা আংটি হউক বা গলার হার হউক বা স্বর্ণের মালা হউক, সে সেই উদ্দেশ্যে তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

(ঢ) তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, অধিচিত্ত বিকাশে একজন নিবিষ্ট ভিক্ষুকে মাঝে মাঝে এই তিনটি বিষয়ে মন সংযোগ করিতে হয় (সমাধি, উদ্যমশীলতা ও উপেক্ষা নিমিত্তে)। যদি সে একান্তভাবে সমাধিতেই মন [(ঠ) দেখুন] পুরাপুরি সমভাব প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের বিশেষ যে কোন শাখাতেই উপলব্ধির জন্য তাহার চিত্ত মনোনিবেশ করুক না কেন, তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে ব্যক্তিগতভাবে তদ্রূপ করার ক্ষমতা লাভ করে।

(ণ) উদাহরণ স্বরূপ ভিক্ষুগণ, যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে- নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি ... [১০০ (ঙ-এঃ) পর্যন্ত দেখুন] সমতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার ষড়ভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করা উচিত। কিন্তু যদি সে মাঝে মাঝে এই তিনটি বিষয়ে মন সংযোগ করে ও ষড়ভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে তাহার চিত্ত হয় মৃদু, কর্মনীয়, প্রভাস্বর কিন্তু অবাধ্য হয় না, আসক্তি ক্ষয় করিয়া তাহাতে অবস্থান করে- তাহার পরিসর যাহাই হউক না কেন, সে নিজে তদ্রুপ করার ক্ষমতা লাভ করে।

দ্বিতীয় মহা পঞ্চাশ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১শ অধ্যায়- সম্বোধি (বোধিজ্ঞান লাভ) বর্গ

১০১। পূর্বে- (ক) ভিক্ষুগণ, বোধিজ্ঞান লাভের পূর্বে যখন আমি বোধিসত্ত্ব ছিলাম আমার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইলঃ জগতে সন্তুষ্টি কিসে? জগতে দুঃখ কি? তাহা হইতে কিসে অব্যাহতি? তৎপর ভিক্ষুগণ, আমার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইলঃ জগতে যে কারণে আনন্দ, সুখ উৎপন্ন হয়- জগতে তাহাই সন্তুষ্টি। জগতে যাহা অনিত্য দুঃখ, পরিবর্তনশীলতা-জগতে তাহাই দুঃখ। যাহা সংযম, আকাঙ্ক্ষা এবং কাম হইতে মুক্তি- ইহাই জগতে নিষ্কৃতি।

(খ) ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, আমি দেবসহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখনই আমি জগতের সন্তুষ্টি, দুঃখ ও তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি তখনই হে ভিক্ষুগণ, আমি দেবসহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইলঃ আমার এই অর্হত্ত্বফল বিমুক্তি অকোপিত, এই আমার অন্তিম জন্ম, এখন হইতে আমার আর পুনর্জন্ম নাই।

(গ) ভিক্ষুগণ, জগতে সন্তুষ্টি অন্বেষণে আমি নিজস্ব পথ অনুসরণ করি। জগতের সেই সন্তুষ্টি আমার দৃষ্ট হয়। জগতে যাহাতে সন্তুষ্টি বিদ্যমান আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা ভালভাবে দর্শন করি। ভিক্ষুগণ, জগতে দুঃখ অন্বেষণে আমি নিজস্ব পথ অনুসরণ করি। জগতে যে দুঃখ তাহা আমার দৃষ্ট হইয়াছে। জগতে যাহাতে দুঃখ বিদ্যমান আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা ভালভাবে দৃষ্ট হই। ভিক্ষুগণ, জগতে দুঃখ হইতে অব্যাহতি অন্বেষণে আমি নিজস্ব পথ অনুসরণ করি। জগতে সেই অব্যাহতি আমি দর্শন করি। জগতে যাহাতে দুঃখ হইতে অব্যাহতি বিদ্যমান আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা ভালভাবে দর্শন করি।

(ঘ) ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, আমি দেবসহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখনই আমি জগতের সন্তুষ্টি, দুঃখ ও তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করি তখনই হে ভিক্ষুগণ, আমি দেবসহিত লোকে, মার সহিত, ব্রহ্মার সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি বা অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইলঃ আমার এই অর্হত্ত্বফল বিমুক্তি অকোপিত, এই আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্তিম জন্ম, এখন হইতে আমার আর পুনর্জন্ম নাই।

১০২। সন্তুষ্টি- 'এখন ভিক্ষুগণ, যদি জগতে সন্তুষ্টি না থাকিত তাহা হইলে সত্ত্বগণ জগতের প্রতি অনুরক্ত হইত না। কিন্তু যেহেতু জগতে সন্তুষ্টি আছে সেই কারণে সত্ত্বগণ ইহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, জগতে যদি দুঃখ না থাকিত তাহা হইলে সত্ত্বগণ জগৎ দ্বারা বিরক্ত হইত না। কিন্তু যেহেতু জগতে দুঃখ আছে সেইহেতু সত্ত্বগণ জগৎ দ্বারা বিরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি জগৎ হইতে পরিত্রাণ না থাকিত তাহা হইলে সত্ত্বগণ তাহা হইতে মুক্তি পাইত না। কিন্তু যেহেতু জগতে হইতে পরিত্রাণ আছে সেই হেতু সত্ত্বগণ তাহা হইতে অব্যাহতি পায়। ভিক্ষুগণ, যাবৎ সত্ত্বগণ সন্তুষ্টি, দুঃখ, তাহা হইতে পরিত্রাণ যথাযথ জানিতে পারে নাই তাবৎ হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বেরা দেব-সহিত লোকে, মার সাথে, ব্রহ্ম সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে দেব-মনুষ্য লোকে মুক্ত হইয়া, বি-সংযুক্ত হইয়া, বিমুক্ত হইয়া, জগৎ দ্বারা অনাবদ্ধচিত্ত হইয়া বসবাস করে নাই। ভিক্ষুগণ, যখন হইতে সত্ত্বগণ সন্তুষ্টি, দুঃখ, জগৎ পরিত্রাণ যথাযথ জানিতে পারিয়াছে তখন হইতে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বেরা দেব-সহিত, মার সহিত, ব্রহ্ম সাথে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে, দেব-মনুষ্য লোকে মুক্ত, বিসংযুক্ত, বিমুক্ত, জগৎ দ্বারা অনাবদ্ধ চিত্ত, হইয়া বাস করিতেছে। বাস্তবিকই ভিক্ষুগণ, শ্রমণই হউক বা ব্রাহ্মণই হউক যাহাতে জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ এবং তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করে না, আমার মতে এইসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে উক্ত নামে বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য, ঐসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ ইহ জীবনে নিজেরা যথাযথ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জানে না বা তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, শ্রমণ হউক বা ব্রাহ্মণ হউক যাহারা জগতে সন্তুষ্টি, দুঃখ এবং তাহা হইতে অব্যাহতি যথাযথ উপলব্ধি করে আমার মতে এইসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে উক্ত নামে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, ঐসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ইহ জীবনে নিজেরা যথাযথ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জানিবে বা তাহা লাভ করিয়া অবস্থান করে।

১০৩। বিলাপঃ- 'ভিক্ষুগণ, আর্য বিনয়ে ইহাকে শোক হিসাবে গণ্য করা হয়, যেমন- গীত। আর্য বিনয়ে ইহাকে উন্মত্তকারী বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন- নৃত্য। আর্য বিনয়ে ইহাকে ছেলেমি বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন- অপরিমিত হাস্য যাহা দন্ত প্রদর্শন করে। সেই কারণে ভিক্ষুগণ, নৃত্য-গীতে সেতুঘাত (যাহা সেতু ধ্বংস করে) হও। ন্যায়তঃ শুধুমাত্র আনন্দ প্রদর্শনার্থে হাসিই যথেষ্ট।'

১০৪। পরিপূর্ণতা- 'ভিক্ষুগণ, তিন বিষয়ে প্রমাদে পরিপূর্ণতা নাই। তিন কি কি? নিদ্রা, সুরা এবং মৈথুন সেবন। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে অমিতাচারে কোন পরিপূর্ণতা নাই।'

১০৫। (ক) শিখর- অতঃপর অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি ভগবান যেখানে ছিলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে ভগবান বলেনঃ- 'গৃহপতি, চিত্ত অরক্ষিত হইলে কায়িক কর্মও অরক্ষিত হয়, তেমনি বাচনিক ও মানসিক কর্মও হয় অরক্ষিত। যাহাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মে অরক্ষিত তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয়। যখন এইগুলি কামে সম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায়। যখন এইগুলি পঁচিয়া যায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয় না, সুখী সমাপ্ত হয় না। যেমন গৃহপতি, যখন ছুঁচাল গৃহ দুচ্ছন্ন (ছাউনী দেওয়া যায় না) শিখর রক্ষিত হয় না, ছাদের বীম, দেওয়াল রক্ষিত হয় না। শিখর, ছাদের বীম, দেওয়াল সম্পৃক্ত হয়, নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, চিত্ত অরক্ষিত হইলে কায়িক কর্মও অরক্ষিত হয়, তেমনি বাচনিক ও মানসিক কর্মও হয় অরক্ষিত। যাহাদের কায়িক, বাচনিক ও মনসিক কর্মে অরক্ষিত তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয়। যখন এইগুলি কামে সম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায়। যখন এইগুলি পঁচিয়া যায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয় না, সুখী সমাপ্ত হয় না। কিন্তু গৃহপতি, চিত্ত রক্ষিত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয় তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয় না। যখন এইগুলি (কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম) কামে অসম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায় না। এইগুলি পঁচিয়া না গেলে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয়, তাহার সুখী পরিসমাপ্তি হয়। যেমন গৃহপতি, যখন উচ্চ চুড়ার একটি গৃহ সুচ্ছন্ন (সু-আচ্ছাদিত) হইলে কুট, ছাদের বীম এবং দেওয়াল রক্ষিত হয়, এইগুলি সিক্ত হয় না, নষ্ট হইয়া যায় না; তদ্রুপ গৃহপতি; চিত্ত রক্ষিত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম রক্ষিত হয় তাহারা কামে সম্পৃক্ত হয় না। যখন এইগুলি (কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম) কামে অসম্পৃক্ত হয় তখন এইগুলি পঁচিয়া যায় না। এইগুলি পঁচিয়া না গেলে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু শুভ হয়, তাহার সুখী পরিসমাপ্তি হয়।

১০৬। (ক) চূড়া- (ক) একপ্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে ভগবান বলেনঃ 'গৃহপতি, চিত্ত ব্যাপন্ন (ঈর্ষাযুক্ত) হইলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মও ঈর্ষাযুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষাপূর্ণ হয় তাহাদের মৃত্যু শুভ হয় না, আনন্দপূর্ণ পরিসমাপ্তি হয় না।

(খ) যেমন গৃহপতি, কূটাগার সু-আচ্ছাদিত না হইলে কূট হয় দুর্বল, গোপানসী (ছাদের বীম), ভিত্তি হয় দুর্বল, তদ্রূপ গৃহপতি, চিত্ত ব্যাপন্ন (ঈর্ষাযুক্ত) হইলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মও ঈর্ষাযুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষাপূর্ণ হয় তাহাদের মৃত্যু শুভ হয় না, আনন্দপূর্ণ পরিসমাপ্তি হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) 'হে গৃহপতি, চিত্ত ঈর্ষামুক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মও ঈর্ষামুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষামুক্ত তাহাদের মৃত্যু শুভ, আনন্দপূর্ণ। যেমন গৃহপতি, কূটাগার সু-আচ্ছাদিত হইলে কূট, গোপানসী, ভিত্তি হয় শক্ত, তদ্রূপ গৃহপতি, চিত্ত ঈর্ষামুক্ত হইলে কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মও ঈর্ষামুক্ত হয়। যাহাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম ঈর্ষামুক্ত তাহাদের মৃত্যু শুভ, আনন্দপূর্ণ।'

১০৭। (১) তিন কারণ- 'ভিক্ষুগণ, কর্মের উৎপত্তির এই তিন কারণ। কি কি? লোভ, দ্বেষ, মোহ কর্মোৎপত্তির তিন কারণ। ভিক্ষুগণ, লোভে, লোভ-জাত, লোভ-ঘটিত ও লোভোৎপন্ন যে কর্ম তাহা অকুশলমূলক, নিন্দার্হ, ফল দুঃখদায়ক, তাহা অধিক কর্ম সৃষ্টিকারী, কর্ম নিরোধক নহে। দ্বেষ ও মোহ প্রভাবিত কর্মও তদ্রূপ। এই কর্মও অকুশলমূলক নিন্দার্হ, ফল দুঃখদায়ক, তাহা অধিক কর্ম সৃষ্টিকারী, কর্ম নিরোধক নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই কর্মোৎপত্তির কারণ।'

১০৮। (২) তিন কারণঃ- 'ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। কি কি? অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। অলোভে কৃত, অলোভজাত, অলোভঘটিত, অলোভে উৎপন্ন কর্ম কুশলমূলক, প্রশংসার্হ, ইহার ফল সুখমূলক, ইহা কর্ম নিরোধক, কর্ম উৎপাদক নহে। অদ্বেষ, অমোহ প্রভাবিত কর্মও তদ্রূপ। এইরূপ কর্মও কুশলমূলক প্রশংসার্হ, ইহার ফল সুখমূলক, ইহা কর্ম নিরোধক, কর্ম উৎপাদক নহে।

১০৯। (৩) তিন কারণঃ- (ক) ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। কি কি? ভিক্ষুগণ, অতীতের ছন্দের (আকাঙ্খার) উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়ের জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যতে ও বর্তমানেও তদ্রূপ।

(খ) ভিক্ষুগণ, কিভাবে অতীতে বিষয়ের জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, অতীতে আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়ের জন্য যে কোন লোক তাহার মনে চিন্তা স্মরণ করে, বিচরণ করে। যখন সে এইরূপ করে তখন তাহার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অভিলাষী হইয়া সে ঐসব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আমি ইহাকে সংযোজন বলিয়া অভিহিত করি ভিক্ষুগণ, যাহার চিত্ত সরাগ। এইভাবে অতীতে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়।

(গ) ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে কিভাবে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে অভিলাষের উপর ভিত্তি করিয়া যে কোন লোক বিষয়ের জন্য মনে মনে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে। যখন সে এইরূপ করে তাহার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অভিলাষী হইয়া সে ঐসব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আমি ইহাকে সংযোজন বলিয়া অভিহিত করি ভিক্ষুগণ, যাহার চিত্ত সরাগ। এইভাবে ভবিষ্যতে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) 'ভিক্ষুগণ, কিভাবে বর্তমানে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, বর্তমানে অভিলাষের উপর ভিত্তি করিয়া যে কোন লোক বিষয়ের জন্য মনে মনে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে। যখন সে এইরূপ করে তাহার অভিলাষ উৎপন্ন হয়। অভিলাষী হইয়া সে ঐসব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আমি ইহাকে সংযোজন বলিয়া অভিহিত করি ভিক্ষুগণ, যাহার মন সরাগ। এইভাবে বর্তমানে বিষয়ের জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই কর্মোৎপত্তির কারণ।'

১১০। (৪) তিন কারণঃ- (ক) 'ভিক্ষুগণ, কর্মোৎপত্তির এই তিন কারণ। কি কি? ভিক্ষুগণ, অতীতে অভিলাষের উপর ভিত্তি করিয়া অভিলাষ উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ ভবিষ্যৎ ও বর্তমানেও।'

(খ) ভিক্ষুগণ, কি প্রকারে অতীতে এইরূপ অভিলাষ উৎপন্ন হয় না? অতীতের অভিলাষের (বস্তুর জন্য) ভবিষ্যৎ ফল একজন লোক ভালভাবে উপলব্ধি করে। এই বিপাক পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তদ্রূপ করিয়া অন্তরে ইহার জন্য অভিলাষ পোষণ না করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে অতীতে বস্তুর জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় না।

(গ) ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভবিষ্যতে বস্তুর জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় না? ভিক্ষুগণ, অনাগত বস্তুর জন্য অভিলাষের ফল সে ভালভাবে উপলব্ধি করে। এই বিপাক পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তদ্রূপ করিয়া অন্তরে ইহার জন্য অভিলাষ পোষণ না করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে ভবিষ্যতে বস্তুর জন্য অভিলাষ উৎপন্ন হয় না।

(ঘ) ভিক্ষুগণ, কিভাবে বর্তমানে বস্তুর জন্য অভিলাষের ফল উৎপন্ন হয় না? বর্তমানে বিষয়ের জন্য অভিলাষের ভবিষ্যৎ ফল সে ভালভাবে উপলব্ধি করে। বিপাক পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সে ইহা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং তদ্রূপ করিয়া অন্তরে ইহার জন্য অভিলাষ পোষণ না করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে বর্তমানে বস্তুর জন্য অভিলাষের ফল উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু এই তিনটি কারণ। কর্মোৎপত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।

১২শ অধ্যায়- পতন বর্গ

১১১। অপায়-নিরয়- 'ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তি অপায়-নরকগামী যদি না তাহারা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে। তিন কি কি? যে ব্যক্তি অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারী দাবী করে। যে ব্যক্তি একজন সৎ জীবন (কাম দোষে অদুষ্ট) যাপনকারীকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করে। যে ব্যক্তি এইরূপ প্রচার করে এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, কাম সেবনে কোন দোষ নাই, সে কামে উন্মত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তি অপায়-নরকগামী হয় যদি না তাহারা এই অভ্যাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিত্যাগ না করে।'

১১২। দুর্লভ- 'ভিক্ষুগণ, জগতে তিন ব্যক্তির আবির্ভাব বড়ই দুর্লভ। কে কে? ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব- তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় প্রচারক- মনোযোগী এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই তিন ব্যক্তির আবির্ভাব জগতে দুর্লভ।'

১১৩। অপরিমেয়- 'ভিক্ষুগণ, জগতে তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যমান। কি কি? সহজে পরিমেয়, দুষ্প্রমেয়, অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার ব্যক্তি সহজে পরিমেয়? কোন কোন ব্যক্তি চপল, রিক্ত-মস্তিষ্ক, ব্যস্ত দেহ, মুখরা, বিকীর্ণ (কর্কশ) বাক্য ব্যবহারকারী, স্মৃতি বিহ্বল, অসমাহিত, অস্থির, অশান্ত, বিভ্রান্ত অসংযতেন্দ্রিয়। এই ব্যক্তি সহজে পরিমেয়। কোন্ ধরনের ব্যক্তি দুষ্প্রমেয়? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি অচপল, অরিক্ত-মস্তিষ্ক, ব্যস্ততা বিহীন দেহ, অবিকীর্ণ বাক্য ব্যবহারকারী, উপস্থিত স্মৃতিযুক্ত, সমাহিত, স্থির, শান্ত, একাগ্র চিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই প্রকার ব্যক্তি দুষ্প্রমেয়। ভিক্ষুগণ, কোন্ ধরণের ব্যক্তি অপরিমেয়? কোন কোন ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাস্রব। এই প্রকার পুদ্গল অপরিমেয়। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।'

১১৪। (১) অনন্ত আকাশ- 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। কি কি? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘসংজ্ঞার (বিপরীত চেতনা) অবসানে নানাত্ব সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়া, আকাশকে অনন্ত ভাবিয়া আকাশ অনন্ত আয়তন লাভ করত তাহাতে অবস্থান করে। সে ইহা উপভোগ করে, ইচ্ছা করে এবং তাহাতে সুখ পায়। তাহাতে স্থিত, প্রবৃত্ত, সাধারণত তাহাতে সময় ব্যয় করিয়া, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া যখন সে কালপ্রাপ্ত (মৃত্যু) হয় তখন আকাশ অনন্ত আয়তনে দেবতাদের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, আকাশানন্তায়তনের দেবগণের আয়ু বিশ হাজার বছর। সাধারণ লোক ঐ দেবগণের আয়ু প্রমাণ সেখানে অবস্থান করে। তথা হইতে সে নরকে, তির্য্যগ (প্রাণী) যোনিতে বা প্রেত যোনিতে চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবক দেবগণের আয়ু পরিমাণ সেখানে অবস্থান করে সেখান হইতেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ভাগ্য এবং পুনর্জন্মের ব্যাপারে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্যশ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের (সাধারণ লোকের) মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

(২) পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আকাশ অনন্ত আয়তন অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানকে অনন্ত ভাবিয়া বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন লাভ করতঃ তাহাতে অবস্থান করে। সে ইহা উপভোগ করে, ইচ্ছা করে এবং তাহাতে সুখ লাভ করে। তাহাতে স্থিত, প্রবৃত্ত, সাধারণত তাহাতে সময় ব্যয় করিয়া, তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতে বিচ্যুত না হইয়া যখন সে কালপ্রাপ্ত (মৃত্যু) হয় তখন বিজ্ঞান আয়তনে দেবতাদের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, ঐ দেবগণের আয়ু চল্লিশ হাজার বছর। সাধারণ লোক ঐ দেবগণের আয়ু প্রমাণ সেখানে অবস্থান করে। তথা হইতে সে নরকে, তির্য্যগ (প্রাণী) যোনিতে বা প্রেত যোনিতে চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবক দেবগণের আয়ু পরিমাণ সেখানে অবস্থান করে সেখান হইতেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ভাগ্য এবং পুনর্জন্মের ব্যাপারে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্য শ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের (সাধারণ লোকের) মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

(৩) পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি আছে যাহারা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন অতিক্রম করিয়া 'কিছুই বিদ্যমান থাকে না' এই ভাবিয়া অকিঞ্চন আয়তন লাভ করতঃ তাহাতে অবস্থান করে। সে ইহা উপভোগ করে, ইচ্ছা করে এবং তাহাতে সুখ লাভ করে। অকিঞ্চন আয়তন দেবগণের আয়ু ষাট হাজার বছর। সাধারণ লোক ঐ দেবগণের আয়ু প্রমাণ সেখানে অবস্থান করে। তথা হইতে সে নরকে, তির্য্যগ (প্রাণী) যোনিতে বা প্রেত যোনিতে চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের শ্রাবক দেবগণের আয়ু পরিমাণ সেখানে অবস্থান করে সেখান হইতেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ভাগ্য এবং পুনর্জন্মের ব্যাপারে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্য শ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্জনের (সাধারণ লোকের) মধ্যে ইহাই বিশেষ পার্থক্য, ইহাই বৈশিষ্ট্য। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।'

১১৫। কৃতকার্যতা এবং অকৃতকার্যতা- (১) 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যর্থতা। কি কি? শীল বিপত্তি (ব্যর্থতা), চিত্ত বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি। শীল বিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ করে, নিষ্ফল বাক্য ভাষণ করে। ইহাই শীল বিপত্তি।'

(২) ভিক্ষুগণ, চিত্ত বিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি লোভী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। ভিক্ষুগণ, ইহাই চিত্ত বিপত্তি।

(৩) ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বিপত্তি কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন, বিপরীত দৃষ্টি সম্পন্ন যে দান, যে ত্যাগের কোন ফল নাই, অত্যাগের কোন ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোন ফল নাইঃ ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতা-পিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোন সত্তা নাই, এই জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি বিপত্তি বলে।

(৪) ভিক্ষুগণ, শীল বিপত্তি, চিত্ত বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি হেতু সত্ত্বগণ কায় ভেদে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন প্রকার বিপত্তি।

(৫) ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ (কৃতকার্যতা)। কি কি? শীল সম্পদ, চিত্ত সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই শীল সম্পদ।

(৬) ভিক্ষুগণ, চিত্ত সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ লোভহীন ও ঈর্ষাহীন চিত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় চিত্ত সম্পদ।

(৭) ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি সম্পদ কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্নঃ সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্তা আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি সম্পন্ন।

(৮) ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ বশতঃ সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তদ্রূপ চিত্ত সম্পদ ও দৃষ্টি সম্পদ বশতঃ সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন সম্পদ।

১১৬। ত্রুটিহীন- (১) ভিক্ষুগণ, বিপত্তি এই তিন প্রকার। কি কি? শীল বিপত্তি, চিত্ত বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি। 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যর্থতা। কি কি? শীল বিপত্তি (ব্যর্থতা), চিত্ত বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি। শীল বিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ করে, নিষ্ফল বাক্য ভাষণ করে। ইহাই শীল বিপত্তি।'

ভিক্ষুগণ, চিত্ত বিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি লোভী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। ভিক্ষুগণ, ইহাই চিত্ত বিপত্তি।

ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বিপত্তি কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন, বিপরীত দৃষ্টি সম্পন্ন যে দান, যে ত্যাগের কোন ফল নাই, অত্যাগের কোন ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোন ফল নাইঃ ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতা-পিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোন সত্তা নাই, এই জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি বিপত্তি বলে।

ভিক্ষুগণ, শীল বিপত্তি, চিত্ত বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি হেতু সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন প্রকার বিপত্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ (কৃতকার্যতা)। কি কি? শীল সম্পদ, চিত্ত সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই শীল সম্পদ।

(২) যেমন ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধ মণি উর্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইলে যেই দিক হউক না কেন, ইহা সমতলে অবস্থান করে। তদ্রুপ শীল বিপত্তি, চিত্ত বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি বশতঃ সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম পরিগ্রহ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন প্রকার বিপত্তি।

(৩) ভিক্ষুগণ, সম্পদ তিন প্রকার। শীল সম্পদ, চিত্ত সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই শীল সম্পদ।

ভিক্ষুগণ, চিত্ত সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ লোভহীন ও ঈর্ষাহীন চিত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় চিত্ত সম্পদ।

ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি সম্পদ কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্নঃ সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্তা আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি সম্পন্ন।

ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ বশতঃ সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তদ্রূপ চিত্ত সম্পদ ও দৃষ্টি সম্পদ বশতঃ সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এইগুলি তিন সম্পদ।

(৪) যেমন ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধ মণি উর্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইলে যেই দিক হউক না কেন, ইহা সমতলে অবস্থান করে। তদ্রূপ শীল সম্পদ, চিত্ত সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ হেতু সত্ত্বগণ সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলিই তিন প্রকার সম্পদ।

১১৭। কর্ম- (১) ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বিপত্তি। কি কি? কর্ম বিপত্তি, জীবিকা বিপত্তি, দৃষ্টি বিপত্তি। ভিক্ষুগণ, কর্ম বিপত্তি কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ করে, নিষ্ফল বাক্য ভাষণ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে কর্ম বিপত্তি বলা হয়।

(২) ভিক্ষুগণ, জীবিকা বিপত্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ মিথ্যাজীবি, অবৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই জীবিকা বিপত্তি।

(৩) ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বিপত্তি কেমন? কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিপরীত দৃষ্টি সম্পন্ন যে দান, যে ত্যাগের কোন ফল নাই, আত্যাগের কোন ফল নাই, সুকর্ম, দুষ্কর্মের কোন ফল নাইঃ ইহলোক-পরলোক কিছুই নাই, মাতা-পিতা নাই, আপনা হইতে জাত কোন সত্তা নাই, এই জগতে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক প্রতিপন্ন ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, এইরূপই তিন বিপত্তি।

(৪) ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ। কি কি? কর্ম সম্পদ, জীবিকা সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, কর্ম সম্পদ কিরূপ? শীল সম্পদ, চিত্ত সম্পদ, দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, শীল সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিষ্ফল ভাষণ বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই কর্ম সম্পদ।

(৫) ভিক্ষুগণ, জীবিকা সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ সম্যকজীবি হয়, বৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাই জীবিকা সম্পদ।

(৬) ভিক্ষুগণ, জীবিকা সম্পদ কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয় সে সত্য সত্যই এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করে যে, দান, ত্যাগ, যাগ আছে, আছে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল বিপাক, ইহলোক-পরলোক আছে, মাতাপিতা আছে, আপনা হইতে জাত সত্তা আছে, জগতে সম্যক প্রতিপন্ন আছে যাহারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বলিতে পারে। ভিক্ষুগণ, ইহাই দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এইরূপই তিন সম্পদ।

১১৮। ১. বিশুদ্ধতা- 'ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার। কি কি? কায়-বিশুদ্ধতা, বাক্-বিশুদ্ধতা, মন-বিশুদ্ধতা। ভিক্ষুগণ, কায় বিশুদ্ধতা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে কায় বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, বাক্ বিশুদ্ধতা কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিরর্থক ভাষণ হইতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বাক্ বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, মন বিশুদ্ধতা কেমন? কোন কোন ব্যক্তি লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ হয় না, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে মন বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার।'

১১৯। ২. বিশুদ্ধতা- (১) ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার। কি কি? কায়, বাক্য, মন বিশুদ্ধতা।

(২) ভিক্ষুগণ, কায় বিশুদ্ধতা কেমন? কোন কোন ভিক্ষু প্রাণীহত্যা, চুরি, অব্রহ্মচর্য (পাপপূর্ণ) জীবন হতে বিরত হয়। ইহাই কায় বিশুদ্ধতা।

(৩) ভিক্ষুগণ, বাক্য বিশুদ্ধতা কেমন? কোন ভিক্ষু মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিরর্থক ভাষণ হইতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বাক্য বিশুদ্ধতা বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) ভিক্ষুগণ, মন বিশুদ্ধতা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর কামচ্ছন্দ (ইন্দ্রিয় লিপ্সা) থাকে তাহাতে সে সজ্ঞান থাকে- আমার মধ্যে কামেচ্ছা আছে। যদি তাহা না থাকে তাহাও সে সজ্ঞাত। যে কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় নাই সেই সম্পর্কেও সে সজ্ঞাত। উৎপন্ন কামচ্ছন্দ পরিত্যাগের বিষয় সম্পর্কেও সে সজ্ঞাত। পরিত্যক্ত কামচ্ছন্দ ভবিষ্যতে যাহাতে উৎপন্ন না হয় সে সম্পর্কেও সজ্ঞাত।

(৫) যদি তাহার ব্যক্তিগত ঈর্ষা থাকে সে সজ্ঞাতঃ আমাতে ঈর্ষা আছে। যদি তাহার মধ্যে ঈর্ষা না থাকে তাহাও সে সজ্ঞাতঃ আমাতে ঈর্ষা নাই। অনুৎপন্ন ঈর্ষা কিভাবে উৎন্ন হয় সেই বিষয়ে সে জ্ঞাত। উৎপন্ন ঈর্ষা কিভাবে পরিত্যক্ত হয় সেই বিষয় সে জ্ঞাত। পরিত্যক্ত ঈর্ষা যাহাতে উৎপন্ন না হয় সেই সম্পর্কে সে জ্ঞাত।

(৬-৭) যদি তাহার ব্যক্তিগত স্ত্যানমিদ্ধ (নিষ্ক্রিয়তা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (গর্ব-অনুশোচনা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ) থাকে সে এইসব বিষয়ে সজ্ঞাত। এইগুলি না থাকিলেও সে জ্ঞাত যে, এইগুলি তাহাতে নাই। কিভাবে অনুৎপন্ন এইসব বিষয়ে উৎপত্তি না হয় তাহা সে জানে। কিভাবে উৎপন্ন এইসব বিষয় ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয় তাহা জ্ঞাত। ভিক্ষুগণ, ইহাকে মন বিশুদ্ধতা বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এইভাবে বিশুদ্ধতা এই তিন প্রকার।

(৮) যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনে বিশুদ্ধ পাপহীন, স্বচ্ছ এবং পবিত্র জনগণ তাহাকে "পাপ-ধৌতকারক" বলিয়া আখ্যায়িত করে।'

১২০। মুনিভাব- ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার মুনিভাব। কি কি? কায়ে মুনি, বাক্যে মুনি, মনে মুনি। ভিক্ষুগণ, কায়ে মুনি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে কায় বিশুদ্ধতা বলা হয়। বাক্যে মুনি কিরূপ? কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, নিরর্থক ভাষণ হইতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বাক্ বিশুদ্ধতা বলা হয়। মনে মুনি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আসক্তির ক্ষয় করতঃ অনাসক্ত চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। এইগুলি তিন প্রকার মুনিত্ব।

কায়ে মুনি, বাক্যে মুনি, মনে মুনি, পাপহীন ঋষিতুল্য নির্জনতায় সৌভাগ্যশালী তাহারা অভিহিত করে এইরূপ "ব্যক্তি সব পরিত্যাগ করিয়াছে।"

যিনি কায়ে মুনি, বাক্যে মুনি, চিত্তে মুনি অর্থাৎ কায়-বাক্য-চিত্ত পরিশুদ্ধ হেতু মুনি সেই সর্ব বিষয় ধ্বংসকারী ক্ষীণাসব মুনিকে মুনিভাব সম্পন্ন বলে।

১৩শ অধ্যায়-কুশীনারা বর্গ

১২১। কুশীনারা- এক সময় ভগবান কুশীনারা বলিহরণ বনে বাস করিতেছিলেন। তখন তিনি ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ!, ভিক্ষুগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে "হাঁ প্রভু" বলিয়া উত্তর দিলেন। ভগবান বলিলেনঃ 'মনে কর জনৈক ভিক্ষু কোন গ্রাম বা নিগমকে (জিলাকে) অবলম্বন করিয়া বাস করে। তখন একজন গৃহপতি বা তাহার পুত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে। যদি ভিক্ষু তাহাতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে সে সম্মতি দেয়। সে সেই রাত্রির অবসানে চীবর পরিধান করতঃ পাত্র চীবর নিয়া সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের আবাসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হওয়ার পর সে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করে। তৎপর সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র নরম ও শক্ত উভয় প্রকার পছন্দসই খাদ্য তাহাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ পর্যন্ত। তাহার (ভিক্ষুর) এইরূপ মনে হয়ঃ একজন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের দ্বারা এইভাবে আমার সেবা প্রাপ্তি সত্যই উত্তম ব্যাপার। তৎপর সে চিন্তা করেঃ ভবিষ্যতেও এই গৃহপতি পুত্রকে এইভাবে আমাকে সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এইভাবে সে সেই পিন্ডপাত গ্রহণ করে এবং তদ্বারা আকৃষ্ট হয়, মোহিত হয়, অনুরক্ত হয়। সে তাহাতে কোন ভয় দর্শন করে না। সে তাহা অব্যাহতির পথ দেখে না। ইহার ফল এই যে, তাহার চিন্তা অপরের জন্য কামুক ঈর্ষাযুক্ত এবং ক্ষতিকর। ভিক্ষুগণ, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এইরূপ ভিক্ষুকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয় না। তাহার কারণ কি? যেহেতু ভিক্ষুটি প্রমত্ত হইয়া বাস করে। এখন মনে কর ভিক্ষুগণ, জনৈক কোন গ্রাম বা নিগমকে (জিলাকে) অবলম্বন করিয়া বাস করে। তখন একজন গৃহপতি বা তাহার পুত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে। যদি ভিক্ষু তাহাতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে সে সম্মতি দেয়। সে সেই রাত্রির অবসানে চীবর পরিধান করতঃ পাত্র চীবর নিয়া সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের আবাসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হওয়ার পর সে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করে। তৎপর সেই গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র নরম ও শক্ত উভয় প্রকার পছন্দসই খাদ্য তাহাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ পর্যন্ত। তাহার এইরূপ মনে হয় নাঃ একজন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের দ্বারা এইভাবে আমার সেবা প্রাপ্তি সত্যই উত্তম ব্যাপার। তৎপর এইরূপ চিন্তা করে নাঃ ভবিষ্যতেও এই গৃহপতি পুত্রকে এইভাবে আমাকে সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এইভাবে সে সেই পিণ্ডপাত উপভোগ করে এবং তদ্বারা আকৃষ্ট হয়, মোহিত বা অনুরক্ত হয় না। সে তাহাতে ভয় দর্শন করে। সে তাহা অব্যাহতি লাভের পথ দেখে। ইহার ফল এই যে, তাহার চিন্তা নিরপেক্ষ, নৈষ্ক্রম্যমূলক ঈর্ষাহীন এবং অপরের নিকট ক্ষতিকর নহে। ভিক্ষুগণ, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এইরূপ ভিক্ষুকে দানের ফল হয় মহৎ। কেন? যেহেতু এই ভিক্ষু অপ্রমত্ত (সতর্ক)।'

১২২। কলহ- 'ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, ভিক্ষুরা যখন দ্বন্দ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিবাদ, কলহের মধ্যে বাস করে, একে অপরকে জিহ্বাস্ত্রে আহত করে এইরূপ দিকের কথা চিন্তা করাও আমার জন্য নিরানন্দজনক। ভিক্ষুগণ, ইহাতে গমন করা অত্যধিক অপ্রীতিকর। আমি এই বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই সকল আয়ুস্মানগণ এই তিনটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত। কোন্ তিনটি বিষয় তাহারা পরিহার করিয়াছে? নৈষ্ক্রম্য চিন্তা, হিতৈষী চিন্তা, নির্দোষ চিন্তা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে। কোন্ তিনটি বিষয় তাহারা অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে? ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধীয়, ঈর্ষাপূর্ণ এবং নিষ্ঠুর চিন্তা। এই তিনটি বিষয় চিন্তা। ভিক্ষুগণ, যে দিকেই (পূর্ববৎ) অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, ভিক্ষুরা যখন পরস্পর মিলিতভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, অবিবদমান, ক্ষীরোদকীভূত (দুধ ও জল মিশ্রিত যেমন) হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়চক্ষে দর্শন করিয়া বাস করে, ভিক্ষুগণ, আমি এইরূপ দিকে গমনেও আনন্দিত, শুধুমাত্র চিন্তা করিতে নহে। আমি তাহাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। ঐ সকল আয়ুস্মানগণ নিশ্চয়ই এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এই তিনটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে। কোন্ তিনটি বিষয় তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে? ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধীয়, বিদ্বেষপূর্ণ, নিষ্ঠুর চিন্তা। কোন্ তিনটি বিষয় তাহারা অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে? নৈষ্ক্রম্য, হিতৈষী, নির্দোষ চিন্তা। এই তিনটি বিষয়। ভিক্ষুগণ, যে দিকেই হউক না কেন, (অত্র অনুচ্ছেদে দেখুন) অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে।

১২৩। গৌতম চৈত্য- এক সময় ভগবান বৈশালীর গৌতম চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহবান করিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ! 'হাঁ প্রভু', ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন। ভগবান বলেনঃ 'ভিক্ষুগণ, আমি পুরাপুরি উপলব্ধি করিয়া (জানিয়া) ধর্ম দেশনা করি, না জানিয়া নহে। আমি সনিদান (পারস্পরিক কারণসহ) ধর্ম দেশনা করি, অদ্ভুত ব্যাপার ভিন্ন নহে। যেহেতু আমি তদ্রূপ করি আমার উপদেশ দানের পশ্চাতে উপযুক্ত কারণ নিহিত। তোমরা আনন্দিত, সন্তুষ্ট হইতে পার। তোমরা এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারঃ সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান। ভগবানের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখাত। সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন।' ভগবান এইরূপ বলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন জানান। অধিকন্তু, যখন এই অভিমত বিঘোষিত হয় তখন সহস্র লোকধাতু (পৃথিবী) কম্পিত হইল।

১২৪। ভরন্ডু- (১) এক সময় ভগবান কোশলে বিচরণ করিতে করিতে কপিলাবস্তুতে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং মহানাম শাক্য ভগবানকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। একপ্রান্তে স্থিত মহানাম শাক্যকে ভগবান বললেনঃ 'মহানাম, গমন করুন এবং অদ্য এক রাত্রি অবস্থানের জন্য আমার জন্য আবাস দেখুন।' 'ভন্তে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তম’ মহানাম শাক্য উত্তর দেন এবং কপিলাবস্তু গমন করেন, সেখানে যদিও তিনি সহস্র স্থান অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত কোন আবাস পাইলেন না যেখানে ভগবান সেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। সুতরাং তিনি ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেনঃ

(২) ‘ভন্তে, ভগবান অদ্য রাত্রি যাপন করিতে পারেন সেইরূপ উপযুক্ত আবাস নাই। কিন্তু ভন্তে, ভরন্ডুতে কালাম নামে ভগবানের এক পুরাতন সব্রহ্মচারী আছেন। ভগবন্, রাত্রি তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করুন।’ ‘তাহা হইলে মহানাম, গমন করুন। আমার জন্য তথায় একটি মাদুর প্রজ্ঞাপিত করুন।’ ‘উত্তম ভন্তে,’ মহানাম শাক্য উত্তর দিলেন এবং ভরন্ডুতে কালামের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া তিনি একটি মাদুর প্রজ্ঞাপিত করিয়া, পা ধোয়ার জল রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ভগবানকে বলেনঃ ‘ভন্তে, মাদুর প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। পা ধোয়ার জল প্রস্তুত। ভগবান যাহা কাল উপযোগী মনে করেন তাহা করুন।’

(৩) তৎপর ভগবান ভরন্ডুতে কালামের আশ্রমে গমন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। মহানাম শাক্যের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ এখন ভগবানের পরিচর্য্যা করার সময় নহে। তিনি শ্রান্ত। আগামীকল্য আমি তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিব। সুতরাং তিনি ভগবানকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাত্রির অবসানে মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করতঃ একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবান বলেনঃ

(৪) ‘মহানাম, এই তিন প্রকার শাস্তা (শিক্ষক) জগতে বিদ্যমান। কি কি? মহানাম, একজন শাস্তা ইন্দ্রিয় কামনা ভালভাবে জানিয়া প্রজ্ঞাপিত করেন, কিন্তু রূপ কিংবা বেদনা জানিয়া নহে। মহানাম, কোন শিক্ষক কাম এবং রূপ ভালভাবে জানিয়া প্রজ্ঞাপিত (প্রচার) করেন; কিন্তু বেদনা নহে। আবার কোন কোন শিক্ষক কাম বিষয়, রূপ, বেদনা ভালভাবে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞাপিত করেন। এই তিন ধরনের শাস্তা জগতে দেখা যায়। মহানাম, এই তিনটির মধ্যে উপসংহার কি এক ও অভিন্ন অথবা ইহা পৃথক?’

(৫) এই কথার উপর ভরন্ডুর কালাম মহানাম শাক্যকে বলেনঃ ‘মহানাম, বলুন, ইহা এক ও অভিন্ন।’ এইরূপ বলা হইলে ভগবান মহানাম শাক্যকে বলেনঃ ‘মহানাম, বলুন ইহা পৃথক।’ দ্বিতীয়বারও ভরন্ডুর কালাম মহানাম শাক্যকে বলেনঃ ‘মহানাম, বলুন ইহা এক ও অভিন্ন।’ দ্বিতীয়বারও মহানাম শাক্যকে বলেনঃ মহানাম, বলুন পার্থক্য আছে।’ তৃতীয়বারও প্রত্যেকে একই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কথা বলেন।

(৬) অতঃপর ভরন্ডুর কালামের মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইলঃ একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি মহানাম শাক্যের উপস্থিতিতেই আমি যে তৃতীয়বারও শ্রমণ গৌতম কর্তৃক নিন্দিত হইলাম।' আমার উচিত কপিলাবস্তু ত্যাগ করা। সুতরাং ভরন্ডু কালাম কপিলাবস্তু ত্যাগ করিলেন, পুনঃ আসিলেন না।

১২৫। হত্থক- (১) এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর দেবপুত্র হত্থক রাত্রির শেষভাগে দেহের মহাপ্রভায় জেতবন উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেনঃ আমি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইব না। কিন্তু তিনি দমিয়া গেলেন, নিরাশ হইয়া পড়িলেন, অবিচল থাকিতে পারিলেন না। যেমন সর্পি বা তৈল বালির উপর পতিত হইলে বালিতে ডুবিয়া যায়, স্থির থাকে না তদ্রূপ দেবপুত্র হত্থক অটল থাকার চিন্তা করিয়া ভগবানের সম্মুখে অটল থাকিতে পারিলেন না, দমিয়া গেলেন, নিরাশ হইয়া পড়িলেন, অবিচল থাকিতে পারিলেন না।

(২) তৎপর ভগবান দেবপুত্র হত্থককে বলেনঃ 'হত্থক, বিশাল দেহাকার গঠন করুন।' 'হাঁ প্রভু, করিব,' হত্থক উত্তর দিলেন এবং যেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইল তদ্রূপ করিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ এক প্রান্তে স্থিত হইলেন। এক প্রান্তে স্থিত দেবপুত্র হত্থককে ভগবান বলেনঃ 'হত্থক, উত্তম, পূর্বে মনুষ্যাবস্থায় যেইরূপ করিয়াছিলেন এখন কি তদ্রূপ করিতে পারেন না?' 'হাঁ প্রভু; করিতে পারিব। কিন্তু এখন এমন বিষয় সমূহ কাজ করিতেছে যেইগুলি মনুষ্যকায়ে আমি অনুভব করিতে পারি নাই। যেমন ভন্তে, ভগবান এখন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা-মহামাত্য, তিত্থিয় শ্রাবক পরিবৃত হইয়া বাস করেন তদ্রূপ ভন্তে, আমি দেবপুত্র বেষ্টিত হইয়া বাস করি। ভন্তে, দূর হইতেও দেবপুত্রগণ এই বলিয়া আসেঃ আমরা দেবপুত্র হত্থক মুখ-নিঃসৃত ধর্ম শ্রবণ করিব!" ভন্তে, তিনটি বিষয়ে আমার কখনো যথেষ্ট ছিল না। তিনটি বিষয়ে আমি দুঃখপূর্ণ মৃত্যুবরণ করি। কি কি? আমি কখনো ভগবানের দর্শন পাই নাই। আমি ইহার অনুশোচনা করিয়া মৃত্যুবরণ করি। আমি কখনো সত্যধর্ম শ্রবণ করি নাই। আমি ইহার অনুশোচনা করিয়া মৃত্যুবরণ করি। আমি কখনো সংঘসেবার সুযোগ পাই নাই। ইহার অনুশোচনা করিয়া মৃত্যুবরণ করি। এই তিনটি বিষয় ভন্তে। তৎপর তিনি এই গাথা ভাষণ করেন।

ভগবানকে দর্শন করিয়া, সঙ্ঘের সেবা করিয়া ও সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া আমি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

অধি (উচ্চতর) শীল শিক্ষা করিয়া, সদ্ধর্ম শ্রবণে রত থাকিয়া ও করুণা-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মুদিতা-উপেক্ষা এই ত্রিবিধ ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া হত্থক নামক দেবপুত্র অবিহ ব্রহ্মালোকে চলিয়া গিয়াছেন।

১২৬। দূষিত- (১) এক সময় ভগবান বারাণসীর মৃগদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তৎপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া বারাণসীতে পিন্ডাচরণের জন্য প্রবেশ করেন। ভগবান যখন গোযোগপিলক্ষার নিকট পিণ্ডাচরণে রত ছিলেন তখন জনৈক ভিক্ষুকে দেখিতে পান যাহার আনন্দ রিক্ত বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ে, সমাধিহীন, অস্থির, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়। তাহাকে দেখিয়া ভগবান বলেনঃ 'ওহে ভিক্ষু! ওহে ভিক্ষু! তুমি নিজেকে কটু সদৃশ করিও না। যে দুষিত এবং যাহা হইতে পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহার উপর নিশ্চয়ই মক্ষিকা বসিবে এবং তাহাকে আক্রমণ করিবে। মক্ষিকাকুল এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।'

(২) তখন সেই ভিক্ষু এইভাবে বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সতর্ককৃত হইয়া গভীরভাবে সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ভগবান বারাণসীতে পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডাচরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ শেষে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করিয়া পাত্র চীবর নিয়া বারাণসীতে পিণ্ডাচরণের জন্য প্রবেশ করেন। ভগবান যখন গোযোগপিলক্ষার নিকট পিণ্ডাচরণে রত ছিলেন তখন জনৈক ভিক্ষুকে দেখিতে পান যাহার আনন্দ রিক্ত বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ে, সমাধিহীন, অস্থির, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়। তাহাকে দেখিয়া ভগবান বলেনঃ 'ওহে ভিক্ষু! ওহে ভিক্ষু! তুমি নিজেকে কটু সদৃশ করিও না। যে দুষিত এবং যাহা হইতে পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহার উপর নিশ্চয়ই মক্ষিকা বসিবে এবং তাহাকে আক্রমণ করিবে। মক্ষিকাকুল এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।' তৎপর সেই ভিক্ষু এইভাবে আমা কর্তৃক সতর্ককৃত হইয়া গভীরভাবে সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন।

(৩) এইরূপ কথার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ভিক্ষু ভগবানকে এইরূপ বলিলেনঃ "ভন্তে, দুষিত কি?" "পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ" কি? "মক্ষিকা কাহারা?" 'ওহে ভিক্ষু, লোভ দোষ (কটু সদৃশ), ঈর্ষা পঁচা মাংসের দুর্গন্ধ সদৃশ।' মন্দ, অহিতকর চিন্তা 'মক্ষিকা' সদৃশ। যে দুষিত (লোভাভিভূত) এবং যাহা হইতে পঁচা মাংসের দুগন্ধ (ঈর্ষাযুক্ত) বাহির হয় তাহার উপর নিশ্চয়ই মক্ষিকা (মন্দ, অহিতকর চিন্তা) বসিবে এবং তাহাকে আক্রমণ করিবে। তাহারা এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।

তাহার চিন্তন রাগ কেন্দ্রিভূত মক্ষিকা সদৃশএকত্রিত হইবে।
গলিত মাংসের দুর্গন্ধ সদৃশ ভিক্ষু দুষিত কলুষিত।
নির্বাণ হইতে সে বহু দূরে, দুঃখের ভাগী হয় সে।
গ্রামে বা বনে সেই ভিক্ষু ঘুরিয়া বেড়ায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বোধ, বিহ্বল তাহা সদৃশ সাথী খুঁজিয়া পায় না,
মক্ষিকা (রাগ) দ্বারা পরিবৃত হয়।
কিন্তু যাঁহারা শীলে প্রতিষ্ঠিত, প্রশান্ত
প্রজ্ঞা দ্বারা উপশমে রত তাঁহারা সুখে বাস করে,
তাঁহাদের মধ্যে রাগ মক্ষিকা বিনষ্ট হইয়াছে।'

১২৭। ১. অনুরুদ্ধ- (১) তৎপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবান যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। ... অনুরুদ্ধ ভগবানকে বলেনঃ 'ভন্তে, আমি ইহ জগতে বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু দ্বারা মনুষ্য দেহ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাই স্ত্রী জাতি কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নরকে জন্ম ধারণ করিতেছে। ভন্তে, কি কি কারণে স্ত্রী জাতি এইরূপ জন্ম লাভ করে?'

(২) 'অনুরুদ্ধ, তিনটি গুণ প্রভাবে স্ত্রী জাতি (পূর্ববৎ) এইরূপ জন্ম লাভ করে। কি কি? অনুরুদ্ধ, স্ত্রী জাতি পূর্বাহ্ন সময়ে মাৎসর্যমল যুক্ত চিত্তে গৃহে বাস করে। মধ্যাহ্ন সময়ে একজন স্ত্রীলোক ঈর্ষাযুক্ত চিত্তে গৃহে বাস করে। সায়াহ্ন সময়ে একজন স্ত্রীলোক কামরাগযুক্ত হইয়া গৃহে বাস করে। অনুরুদ্ধ, এই তিনটি গুণযুক্ত স্ত্রীলোক ... নরকে জন্মগ্রহণ করে।'

১২৮। ২. অনুরুদ্ধ- (১) অতঃপর শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে দর্শনে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া আয়ূষ্মান সারিপুত্রের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এইভাবে উপবিষ্ট আয়ূষ্মান সারিপুত্রকে বলেনঃ 'আবুসো সারিপুত্র, আমি ইহলোকে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা মানব কায়া অতিক্রম করিয়া সহস্র লোক দেখিতে পাই। আমার বীর্য অটল। আমার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত। আমার দেহ প্রশান্ত, অবিচল। আমার চিত্ত সমাহিত, একাগ্র। তৎসত্বেও আমার চিত্ত নির্লোভ নহে, আসব হইতে বিমুক্ত নহে।'

(২) 'আবুসো অনুরুদ্ধ, সহস্র লোকধাতু দর্শন ব্যাপারে আপনার উক্তি শুধুমাত্র আপনার অহমিকা। উৎসাহ এবং অবিচলতা সম্পর্কে উক্তি ঔদ্ধত্য মাত্র। আসক্তি হইতে আপনার চিত্তের অধিমুক্তি সম্পর্কে আপনার উক্তি উদ্বেগ মাত্র। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যদি এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগ করিতেন তাহা হইলে ইহা তাঁহার জন্য মঙ্গলকর হইত। এই সব বিষয় যদি চিন্তা না করিতেন, অমৃত (মৃত্যুহীন) ধাতুতে মন (চিত্ত) কেন্দ্রীভূত করিতেন তাহা তাঁহার জন্য মঙ্গলময় হইত।'

(৩) সুতরাং পরবর্তী সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই তিনটি অবস্থা পরিত্যাগ করেন, এইগুলিতে মনোযোগ দেন নাই কিন্তু অমৃত ধাতুতে তাঁহার মন কেন্দ্রীভূত করেন। ইহা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ একাকী, নির্জনরত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, আগ্রহী ও উচ্চাকাঙ্খায় বাস করিয়া অতি শীঘ্রই সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য লাভ করেন যে জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুলপুত্রগণ যথার্থই আগারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন লাভ করেন। এমন কি তিনি ইহজীবনে ব্রহ্মচর্য যাপন শেষে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি জানেনঃ 'জন্ম ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য-উদযাপিত, আমার করণীয় কৃত, আমার এইরূপ হওয়ার নহে।' শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ অর্হৎগণের অন্যতম হইলেন।

১২৯। প্রতিচ্ছন্ন (গোপন)- (১) 'ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় গোপনে অনুশীলিত হয়, খোলাখুলি নহে। সেইগুলি কি কি? ভিক্ষুগণ, স্ত্রী জাতি গোপনে কাজ করে, খোলাখুলি নহে। ব্রাহ্মণেরা গোপনে মন্ত্রণা করে, প্রকাশ্যে নহে। মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তিগণ, গোপনে তাহাদের দৃষ্টি পোষণ করে, প্রকাশ্যে নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় গোপনে কৃত, প্রকাশ্যে নহে।'

(২) ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় প্রকাশ্যভাবে সকলের জ্ঞাত প্রকাশিত হয়, গোপনে নহে। কি কি? চন্দ্রের আলো সকলের জ্ঞাতে প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হয়; গোপনে নহে। সূর্য্যের আলোও তদ্রুপ। তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয় প্রকাশ্যভাবে সবার জ্ঞাতে প্রকাশিত হয়, গোপনে নহে। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় প্রকাশ্যভাবে সকলের জ্ঞাত প্রকাশিত হয়, গোপনে নহে।

১৩০। পাষাণ, পৃথিবী, উদক (জল) লেখ- (১) 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। কি কি? পাষাণ লেখ সদৃশ ব্যক্তি, মাটি সদৃশ ব্যক্তি, জল সদৃশ ব্যক্তি। ভিক্ষুগণ, পাষাণ লেখ সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি আছে যে সব সময় ক্রোধপরায়ণ। অধিকন্তু সেই ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন ভিক্ষুগণ, পাষাণে খোদাই লেখা বাতাস বা জল দ্বারা মোছা যায় না, চিরস্থায়ী হয়, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তাহার ক্রোধ যাহা সব সময় বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি পাষাণ লেখা সদৃশ বলিয়া অভিহিত হয়।

(২) মাটি সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, একপ্রকার ব্যক্তি আছে যাহার ক্রোধ সব সময় বৃদ্ধি পায় কিন্ত তাহার ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন ভিক্ষুগণ, মাটিতে লেখা অতি শীঘ্রই বাতাস বা জল দ্বারা মুছিয়া যায়, চিরস্থায়ী হয় না তদ্রূপ তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাই মাটি সদৃশ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত।

(৩) ভিক্ষুগণ, উদক লেখা সদৃশ ব্যক্তি কিরূপ? ভিক্ষুগণ, একপ্রকার ব্যক্তি আছে যে কর্কশভাবে, তীব্রভাবে অভদ্রভাবে ভাষিত হলেও সহজে পুনর্মিলিত হয়, উপযোগী ও বন্ধুভাবাপন্ন হয়। যেমন ভিক্ষুগণ, জলে যাহা খোদিত হয় তাহা অতি শীঘ্র বিলীন হইয়া যায়, দীর্ঘস্থায়ী হয় না তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে যে কর্কশভাবে .... (পূর্ববৎ) বন্ধুভাবাপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ব্যক্তি জল লেখা সদৃশ বলিয়া অভিহিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪শ অধ্যায়- যোদ্ধা ব্যক্তি

১৩১। যোদ্ধা- (১) 'ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন যোদ্ধা রাজার যোগ্য। রাজকীয় সম্পত্তি, রাজার নিকট সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। তিন গুণ কি কি? ভিক্ষুগণ, একজন যোদ্ধা দূর-ভেদক, একজন অক্ষণ (বিদ্যুৎ সদৃশ) ভেদী, আর একজন বহু বস্তু বিদ্ধকারী। এই তিনটি গুণ (পূর্ববৎ) বলিয়া গণ্য।

(২) তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, সম্মানের যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলি যোগ্য, জগতে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র। কি কি? এই ক্ষেত্রে একজন ভিক্ষু দূর ভেদী, অক্ষণ ভেদী, বহু বস্তু বিদ্ধকারী বলিয়া পরিগণিত।

(৩) কিভাবে একজন ভিক্ষু দূরভেদী হয়? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যাহা কিছু রূপ (বস্তু) তাহা অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক স্থূল বা সুক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে যাহাই হউক না কেন সংক্ষেপে যাহা সে প্রত্যক্ষ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথ দর্শন করেঃ ইহা আমার নহে, আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে। অতীত হউক বা বর্তমান হউক বা ভবিষ্যৎ হউক যাহা কিছু বেদনা (অনুভূতি) স্থূল বা সুক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে-সবই বেদনা, সে বেদনাই প্রত্যক্ষ করে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকভাবে দর্শন করেঃ ইহা আমার নহে। আমি নহি , আমার আত্মা নহে। অতীত হউক বা বর্তমান হউক বা ভবিষ্যৎ হউক যাহা কিছু সংজ্ঞা (উপলব্ধি) তাহা স্থূল বা সুক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে সবই সংজ্ঞা, সে সংজ্ঞাই প্রত্যক্ষ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকভাবে দর্শন করেঃ ইহা আমার নহে, আমি নহি, আমার আত্মা নহে। এইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু দূরভেদী হয়।

(৪) ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কিভাবে অক্ষণ (বিদ্যুৎ সম) ভেদী হয়? একজন ভিক্ষু যথার্থই জানেঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। এইভাবে সে অক্ষণ ভেদী হয়।

(৫) ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষূ বহু বস্তুর বিদ্ধকারী হয়? ভিক্ষূগণ, একজন ভিক্ষু বিশাল অবিদ্যাস্কন্ধ বিদ্ধকারী করে। এইভাবে একজন ভিক্ষু বিশাল বস্তুর বিদ্ধকারী হয়। এইরূপে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, সম্মানের যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলি যোগ্য, জগতে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত।

১৩২। পরিষদ- 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার পরিষদ। কি কি? লম্বা চওড়া কথায় শিক্ষিত পরিষদ, অনুসন্ধানে দক্ষ পরিষদ, যে পরিষদ ইহার ঝোঁক অনুসারে দক্ষ। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার পরিষদ।'

১৩৩। বন্ধু-ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণযুক্ত একজন ব্যক্তি বন্ধু হিসাবে অনুসরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগ্য। কি কি? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যাহা দেয় যাহা কষ্ট দিতে হয়, তাহা করে যাহা কষ্টে করিতে হয়, তাহা যাহা দুঃসহ। যদি তাহার এই তিনটি গুণ থাকে তাহা হইলে সে বন্ধু হিসাবে অনুসরণ যোগ্য।

১৩৪। আবির্ভাব- (১) 'ভিক্ষুগণ, তথাগতের আবির্ভাব হউক বা না হউক, প্রকৃতির এই কার্য-কারণ নিয়ম, এই ধর্মনিয়ামতা বিদ্যমান থাকে যেমন, সকল সংস্কার (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু) অনিত্য। এই ব্যাপারে তথাগত জ্ঞানদীপ্ত, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন। এইরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া তিনি দেশনা করেন, শিক্ষা দেন, স্পষ্ট করেন, প্রদর্শন করেন, উন্মুক্ত করেন, ব্যাখা করেন, পরিজ্ঞাত করেনঃ সকল সংস্কার অনিত্য।'

(২) 'ভিক্ষুগণ, তথাগতের আবির্ভাব হউক বা না হউক, প্রকৃতির এই কার্য-কারণ নিয়ম, এই ধর্মনিয়ামতা বিদ্যমান থাকে যেমন, সকল সংস্কার দুঃখ। এই ব্যাপারে তথাগত জ্ঞানদীপ্ত, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন। এইরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া তিনি দেশনা করেন, শিক্ষা দেন, স্পষ্ট করেন, প্রদর্শন করেন, উন্মুক্ত করেন, ব্যাখা করেন, পরিজ্ঞাত করেনঃ সকল সংস্কার দুঃখ।'

(৩) 'ভিক্ষুগণ, তথাগতের আবির্ভাব হউক বা না হউক, প্রকৃতির এই কার্য-কারণ নিয়ম, এই ধর্মনিয়ামতা বিদ্যমান থাকে যেমন, সকল সংস্কার অনাত্ম। এই ব্যাপারে তথাগত জ্ঞানদীপ্ত, তিনি তাহা উপলব্ধি করেন। এইরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া তিনি দেশনা করেন, শিক্ষা দেন, স্পষ্ট করেন, প্রদর্শন করেন, উন্মুক্ত করেন, ব্যাখা করেন, পরিজ্ঞাত করেনঃ সকল সংস্কার অনাত্ম।'

১৩৫। কেশ কম্বল- (১) যেমন ভিক্ষুগণ, কেশ কম্বল সকল প্রকার তন্তু বস্ত্রের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট যেহেতু ভিক্ষুগণ, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কেশ কম্বল ঠান্ডা হয়, গরম আবহাওয়ায় গরম হয়, দুর্বর্ণ, দুর্গন্ধ এবং স্পর্শ হয় নিরানন্দময়। তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, শ্রমণদের যত প্রকার মতবাদ আছে তন্মধ্যে মক্ষলীবাদ সর্বনিকৃষ্ট। ভিক্ষুগণ, অজ্ঞানী মক্ষলী এইরূপ মতবাদ প্রচার করেনঃ কর্ম নাই, কার্য নাই, করার বীর্য (কর্মশক্তি) নাই।

(২) ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সকল অর্হৎ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সবাই কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ও বীর্যবাদী ছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ, মূর্খ মক্ষলী এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগ করেন এবং প্রবর্তন করেন এই মতবাদ-কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই, বীর্য নাই।

(৩) ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও যে সকল অর্হৎ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সবাই কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী ও বীর্যবাদী ছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ, মূর্খ মক্ষলী এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগ করেন এবং প্রবর্তন করেন এই মতবাদ- কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই, বীর্য নাই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, আমি যিনি অর্হৎ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ সেই আমিও কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, বীর্যবাদী। আমাকেও মূর্খ পুরুষ মক্ষলী বর্জন করিয়াছেন- কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই, বীর্য নাই- এই মতবাদ দ্বারা।

(৪) যেমন ভিক্ষুগণ, নদীমুখে একজন লোক বহু মৎস্যের ক্ষতি, দুঃখ, দুর্দশা এবং ধ্বংসের জন্য ফাঁদ পাতে তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, মূর্খ পুরুষ মক্ষলী বহু লোকের ক্ষতি, দুঃখ, দুর্দশা এবং ধ্বংসের জন্য মনুষ্য ফাঁদ পাতেন বলিয়া মনে হয়।'

১৩৬। সম্পদ- 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার সম্পদ। কি কি? শ্রদ্ধা সম্পদ, শীল সম্পদ, প্রজ্ঞা সম্পদ। এই তিন সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বৃদ্ধি। কি কি? শ্রদ্ধা বৃদ্ধি, শীল বৃদ্ধি, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি। এই প্রকার বৃদ্ধি।

১৩৭। (১) অশ্ব শাবক- 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অশ্বের মধ্যে তিন প্রকার অশ্ব শাবক এবং মানবের মধ্যে তিন প্রকার মনুষ্য শাবকের বিষয় শিক্ষা দিব। তোমরা শ্রবণ কর, আগ্রহ সহকারে মন সংযোগ কর, আমি ভাষণ করিব।' ভিক্ষুগণ, হাঁ ভন্তে,' বলিয়া ভগবানকে উত্তর দেন। ভগবান বলেনঃ 'ভিক্ষুগণ, অশ্বদের তিন শাবক কিরূপ? কোন কোন অশ্বশাবক গতিবান কিন্তু বর্ণ সম্পন্ন নহে, উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কোন কোন অশ্বশাবক এই তিনটি গুণেই গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অশ্বশাবক। ভিক্ষুগণ, মনুষ্যদের মধ্যে তিন প্রকার শাবক কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন যুবক একইভাবে অনুরূপ গুণসম্পন্ন।

(২) ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন যুবক গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন ও উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথার্থই জানেঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি এই প্রভেদকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু যদি সে অতিরিক্ত ধর্ম ও অতিরিক্ত বিনয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় তাহা হইলে সে ইতস্ততঃ করে, প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে না। আমি এই ব্যর্থতাকে তাহার "বর্ণহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। মনে কর যে সে পিন্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভে ব্যর্থ, আমি ইহাকে তাহার "উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মানবের মধ্যে গতিসম্পন্ন শাবক ও বর্ণহীনতা, উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা প্রত্যক্ষ করি।

(৩) ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন যুবক গতিসম্পন্ন ও বর্ণ সম্পন্ন কিন্তু সামঞ্জস্য বিহীন? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যথার্থই জানেঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যখন সে অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে ইহা সমাধান করে, ইতস্ততঃ করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। তথাপি সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যর্থ। আমি ইহাকে তাহার "সামঞ্জস্যহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মনুষ্য শাবক গতি সম্পন্ন, বর্ণ সম্পন্ন ও উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

(৪) ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন ভিক্ষু সকল গুণে গুণান্বিত? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথার্থই জানেঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যখন সে অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে ইহা সমাধান করে, ইতস্ততঃ করে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করি। সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী হয়। আমি ইহাকে তাহার "সামঞ্জস্যপূর্ণতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, পুরুষ গতি সম্পন্ন, বর্ণ সম্পন্ন ও উত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এইগুলি পুরুষের মধ্যে তিন প্রকার শাবক।

১৩৮। সুমার্জিত অশ্ব- (১) ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অশ্বের মধ্যে তিন প্রকার সুমার্জিত অশ্ব এবং মানবের মধ্যে তিন প্রকার সুমার্জিত মানব সম্পর্কে দেশনা করিব। তোমরা শ্রবণ কর, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, আমি দেশনা করিব।' ভিক্ষুগণ, "হাঁ ভন্তে," বলিয়া উত্তর দিলেন। ভগবান বলেনঃ 'ভদ্র' অশ্ব কিরূপ ভিক্ষুগণ- [১৩৭ (১) দেখুন] ।

(২) ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ সুমার্জিত মানব গতি সম্পন্ন কিন্তু বর্ণ সম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেহ কেহ গতি সম্পন্ন, বর্ণ সম্পন্ন কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন কোন সুমার্জিত মানব তিনটি গুণেই গুণান্বিত।

(৩) ভিক্ষুগণ, কোন্ প্রকার সুমার্জিত মানব গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে? ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু পঞ্চ সংযোজন (বন্ধন) সেইগুলি নীচতর জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সেইগুলি ধ্বংস করিয়া আপনা আপনি জাত হয়, তথা হইতে পরিনির্বাণ লাভ করে। সে সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করে না। আমি ইহাকে তাহার "গতি" বলিয়া অভিহিত করি। যদি সে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় অভিধর্ম এবং অভিবিনয় সম্পর্কে সে ইতস্ততঃ করে। সমাধান করিতে পারে না। আমি ইহাকে তাহার "বর্ণহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। মনে কর যে সে পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভে ব্যর্থ, আমি ইহাকে তাহার "উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মানবের মধ্যে গতিসম্পন্ন শাবক ও বর্ণহীনতা, উত্তম সামঞ্জস্যহীনতা প্রত্যক্ষ করি।

(৪) ভিক্ষুগণ, কিভাবে সুমার্জিত মানব গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন হয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না? [(৩) দেখুন] অভিধর্ম এবং অভিবিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে ইহা সমাধান করিতে পারে, ইতস্ততঃ করে না। আমি ইহাকে তাহার 'বর্ণ' বলিয়া অভিহিত করি। তবুও সে চীবর (পূর্ববৎ) লাভ করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি ইহাকে তাহার "সামঞ্জস্যপূর্ণতা" বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, মানুষ গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন হয় কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

(৫) ভিক্ষুগণ, কিভাবে মানুষ গতি সম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়? [(৩) দেখুন] যদি সে অভিধর্ম [(৪) দেখুন] অভিহিত করি। সে চীবর (পূর্ববৎ) লাভ করে। আমি ইহাকে তাহার সামঞ্জস্যপূর্ণতা বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, সে তিনটি গুণসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপই তিন প্রকার সুমার্জিত মানব।'

১৩৯। দক্ষ অশ্ব- 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে তিনটি উৎকৃষ্ট দক্ষ অশ্ব এবং তিনজন দক্ষ উৎকৃষ্ট মানব সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করিব। তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করিতেছি।' 'হাঁ ভন্তে, বলিয়া ভিক্ষুগণ, ভগবানকে উত্তর দিলেন। ভগবান বলেনঃ ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার দক্ষ অশ্ব কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন দক্ষ অশ্ব গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিক্ষুগণ, উৎকৃষ্ট দক্ষ অশ্ব এই তিন প্রকারই। ভিক্ষুগণ, তিনজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ভদ্র দক্ষ অশ্ব গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিক্ষুগণ, উৎকৃষ্ট দক্ষ অশ্ব এই তিন প্রকারই। ভিক্ষুগণ, তিনজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব কিরূপ? ভিক্ষুগণ, [১৩৭(১) ও ১৩৮ (২) দেখুন] এইভাবে ভিক্ষুগণ, কোন কোন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব গতিসম্পন্ন, বর্ণস্পন্ন ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিক্ষুগণ, কিভাবে একজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব তিনভাবে প্রতিভাদীপ্ত? ভিক্ষুগণ, কোন কোন ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় করতঃ অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে, ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করে। আমি ইহাকে তাহার 'গতি' বলিয়া অভিহিত করি। অভিধর্ম ও অভিবিনয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সে ইহা সমাধান করে, ইতস্ততঃ করে না। আমি ইহাকে তাহার 'বর্ণ' বলিয়া অভিহিত করি। তদ্রূপ সে চীবর ... (পূর্ববৎ) লাভ করে। আমি ইহাকে তাহার 'সুসামঞ্জস্যপূর্ণতা' বলিয়া অভিহিত করি। এইভাবে ভিক্ষুগণ, একজন উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব এই তিনটি প্রতিভাদীপ্ত গতিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই তিন প্রকারই উৎকৃষ্ট দক্ষ মানব।

১৪০। মোর নিবাপ- (১) এক সময় ভগবান রাজগৃহের মোর নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন- ... ভগবান এইরূপ বলেনঃ ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে দক্ষ, সম্পূর্ণরূপে আসক্তি হইতে বিমুক্তিলাভী, পুরাপুরি ব্রহ্মচর্য্য যাপন করিয়াছে, পুরাপুরি গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছে সে দেব-মনুষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম। তিন গুণ কি কি? অশৈক্ষ্য (পারদর্শী, অরহতের) শীলস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত একজন ভিক্ষু (পূর্ববৎ) মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সর্বোত্তম।

(২) ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে [(১) দেখুন] । তিনটি গুণ কি কি? ঋদ্ধি প্রতিহার্য (অলৌকিক শক্তি), অদেশনা প্রতিহার্য (চিত্ত জানার আশ্চর্য ব্যাপার), অনুশাসন প্রতিহার্য (শিক্ষার আশ্চর্য ব্যাপার)। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত একজন ভিক্ষু [(১) দেখুন] মধ্যে সর্বোত্তম।

(৩) ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত [(১) দেখুন] মধ্যে সর্বোত্তম। কি কি? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণে প্রতিভাদীপ্ত [(১) দেখুন] মধ্যে সর্বোত্তম।'

১৫শ অধ্যায়- মঙ্গল বর্গ

১৪১। অকুশল- ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন লোক তাহার পুরস্কার স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। কি কি? কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অকুশল কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই (পূর্ববৎ) নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন একজন লোক তাহার পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক কুশল কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি (পূর্ববৎ) স্বর্গে গমন করে।

১৪২। নিন্দার্হ- ভিক্ষুগণ, তিনটি (পূর্ববৎ) নিক্ষিপ্ত হয়। কায়িক, বাচনিক, মানসিক দোষযুক্ত নিন্দার্হ কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি (পূর্ববৎ) নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন (১৪১নং দেখুন) কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিসম কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই (১৪১নং দেখুন) নিক্ষিপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণ সম্পন্ন (১৪১নং দেখুন) স্বর্গে গমন করে। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম। এই তিনটি ... স্বর্গে গমন করে।

১৪৪। অশুচি- ভিক্ষুগণ, তিনটি (১৪১ দেখুন) নিক্ষিপ্ত হয়। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক অশুচি কর্ম। এই তিনটি ... (পূর্ববৎ) হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণ ... (১৪১নং দেখুন)। স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক শুচি (পরিচ্ছন্ন) কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণসম্পন্ন (১৪১নং দেখুন) স্বর্গে গমন করে।

১৪৫। (ক) জীবনহীন- ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত একজন নির্বোধ, পাপী, অজ্ঞ ব্যক্তি জীবনহীন, উৎপাটিত শিকড়সম নিন্দার্হ হয়, বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিন্দিত ও বহু অকুশল প্রসব করে। তিনটি কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক অকুশল কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি (পূর্ববৎ) প্রসব করে। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবনহীন ও উৎপাটিত শিকড়সম হয় না। সে নির্দোষ, বিজ্ঞগণ, কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং বহু পূন্য প্রসব করে। তিনটি গুণ কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক কুশল (যথার্থ) কর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(পূর্ববৎ) প্রসব করে।

১৪৬। (খ) জীবনহীন- (১৪১নং অনুরূপ)।

১৪৭। (গ) জবিনহীন- (১৪৩নং অনুরূপ)।

১৪৮। (ঘ) জীবনহীন- (১৪৪নং অনুরূপ)।

১৪৯। 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার বন্দনা। কি কি? কায়িক, বাচনিক, মানসিক। ...।'

১৫০। সুখী- 'ভিক্ষুগণ, যে সকল সত্ত্বগণ পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সৎকর্ম সম্পাদন করে- তাহাদের এইরূপ প্রভাত সুপ্রভাত, তাহাদের এইরূপ মধ্যাহ্ন সুখী মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন সুসময়।

ব্রহ্মচারীকে (ভিক্ষুদিগকে) দান করাই গৃহস্থগণের সু-নক্ষত্র, সুমঙ্গল, সু-প্রভাত, শুভোদয়, শুভক্ষণ ও শুভ মুহূর্ত।

তাহারা কায়িক-কর্ম প্রদক্ষিণ, বাচনিক-কর্ম প্রদক্ষিণ, মানসিক-কর্ম প্রদক্ষিণ ও সৎ প্রণিধি প্রদক্ষিণ এই সকল প্রদক্ষিণ করিয়া, জাত ফল লাভ করে। তোমরা জ্ঞাতিবর্গের সহিত অর্থলব্ধসুখী, বুদ্ধ-শাসনে শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন ও স্বাস্থ্য সুখে সুখী হও।

১৬শ অধ্যায়- অচেলক বর্গ

১৫১। (ক) প্রতিপদা- ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রতিপদা (আচরণীয়)। কি কি? নির্দয় লম্পট, আত্ম-নিপীড়ক এবং মধ্যম প্রতিপদা।

(খ) ভিক্ষুগণ, নির্দয় প্রতিপদা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এইরূপ বলে, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেঃ কাম সেবনে কোন দোষ নাই, তদ্বারা চরম ধ্বংস নিয়া আসে। এইরূপ প্রতিপদা ভিক্ষুগণ, নির্দয় প্রতিপদা হিসাবে আখ্যায়িত। ভিক্ষুগণ, আত্মনিপীড়ন প্রতিপদা কিরূপ? ভিক্ষুগণ, কেহ কেহ নগ্নভাবে চলে, সে অসংযতাচারী, সে হস্ত অবলেহন করে। তাহার এইরূপ কিছু নাই "সম্মানাস্পদ, আসুন!" অথবা "সম্মানাস্পদ, একটু স্থির হউন!" সে তাহার নিকট আনীত খাদ্য অস্বীকার করে, বিশেষ খাদ্য অস্বীকার করে, নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে। সে কুম্ভ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, পাত্র হইতেও না অথবা প্রবেশ দ্বারে, জ্বালানি কাষ্ঠের মধ্যে, চাউল পেষনীর খাদ্য গ্রহণ করে না। দুইজনে যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন সে আহার করে না, গর্ভিনীর খাদ্য, স্তন্যদায়িনীর খাদ্য, পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গকারীর খাদ্য গ্রহণ করে না। সে মিশ্রিত সংগ্রহ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, অথবা কুকুর যেখানে দাঁড়ায় সেখানে অথবা মক্ষিকা যেখানে একত্রিত হয় সেখানে। সে মাছ বা মাংস ভক্ষণ করে না, মদ বা নেশা জাতীয় পানীয় সেবন করে না, এমন কি যাগুও না। সে মাত্র এক গৃহের যাচক, এক গ্রাস আহারকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা দুই গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। দুই গ্রাস ভোজন .... সাত গৃহ হইতে এবং মাত্র সাত গ্রাস গ্রহণ করিতে পারে। সে সামান্য একপাত্র পরিমাণ খাদ্যের উপর বা সামান্য দুই পাত্র হইতে সামান্য সাত পাত্রের উপর নির্ভর করে। সে দিনে একবার মাত্র আহার করে অথবা দুইদিনে একবার ...... সাত দিনে একবার মাত্র আহার করে। এইভাবে প্রথানুসারে প্রদত্ত খাদ্য এমন কি অর্দ্ধ মাসান্তর খাদ্যে জীবন-যাপন করে। সে শাকসব্জি, জোয়ার, শুকনা চাউল, চামড়ার ক্ষুদ্র খণ্ড, শৈবাল, চাউলের গুঁড়া, চাউলের দগ্ধ গাজর, তৈলবীজের ময়দা, তৃণ এবং গোবর আহার করে। সে বনের পতিত ফল-মূলাহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সে মোটা পট্ট বস্ত্র পরিধান করে, বিভিন্ন আঁশের বস্ত্র, পরিত্যক্ত বস্ত্র, আবর্জনা স্তুপের কম্বল, বৃক্ষ ছালের আঁশ, কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া, কুশ তৃণের তৈরী বস্ত্র, ফলকচীর, কেশ কম্বল, অশ্ব কেশের তৈরী কম্বল, পশমের তৈরী কম্বল পরিধান করে। সে চুল-শ্মশ্রু সংগ্রহকারী, সে দাঁড়াইয়া থাকে এবং আসন প্রত্যাখ্যান করে। সে একজন 'কন্টক শয্যা'র লোক। শস্যের আঁটির উপর সে শয্যা রচনা করে। সে সন্ধ্যাবেলায়ও তৃতীয়বার জলে ডুবিয়া্লান করে। এইভাবে সে বিভিন্ন উপায়ে শরীরকে যন্ত্রনা দিয়া বাঁচিয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়, "আত্ম-নীপিড়ন।"

(গ) ভিক্ষুগণ, মধ্য প্রতিপদা অনুশীলন কিরূপ? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী, উৎসাহী, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হইয়া অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্য সংযত করিয়া অবস্থান করে। ইহাই "মধ্যম প্রতিপদা।" ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রতিপদা।

১৫২। (খ) প্রতিপদা 'ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার প্রতিপদা ...... [১৫১ নং (ক) (খ) দেখুন] মধ্যম প্রতিপদা কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনুৎপন্ন বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পুণ্য উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য প্রবল ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম এবং দৃঢ় চিত্ত গ্রহণ করে। ছন্দ-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। বীর্য-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। চিত্ত-সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। বীমংসা (পরীক্ষামূলক) সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করে। শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, বীর্য-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, সমাধি-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করে। শ্রদ্ধা-বলের ভাবনা করে, বীর্য-বলের ভাবনা করে, স্মৃতি-বলের ভাবনা করে, সমাধি-বলের ভাবনা করে, প্রজ্ঞা-বলের ভাবনা করে। স্মৃতি-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, ধর্ম বিচয় (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা)-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বীর্য-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, প্রশান্তি-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, সমাধি-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে, উপেক্ষা-সম্বোধি অঙ্গ ভাবনা করে। সম্যক দৃষ্টি ভাবনা করে, সম্যক সঙ্কল্প ভাবনা করে, সম্যক বাক্য ভাবনা করে, সম্যক কর্ম ভাবনা করে, সম্যক আজীব ভাবনা করে, সম্যক প্রচেষ্টা ভাবনা করে, সম্যক স্মৃতি ভাবনা করে, সম্যক সমাধি ভাবনা করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই মধ্যম প্রতিপদা।'

১৫৩। (ক) নরকে পতন- 'ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয়যুক্ত হইয়া একজন লোক তাহার শাস্তি স্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনটি বিষয় কি কি? নিজে প্রাণী হত্যাকারী, অপরকে প্রাণীহত্যায় উৎসাহিত করে, তাহা সমর্থন করে। এই তিনটি .... (পূর্ববৎ) হয়। ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে গমন করে। তিনটি গুণ কি কি? সে নিজে প্রাণীহত্যা বিরত, অন্যকেও প্রাণীহত্যা বিরত হইতে উৎসাহিত করে, সংযমকে সমর্থন করে। ভিক্ষুগণ, এই তিন গুণ ... (পূর্ববৎ) স্বর্গে গমন করে।'

(১৫৪-১৬২) নরকে পতন- চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুন বাক্য (অপবাদ, নিন্দা), পরুষ বাক্য (কর্কশ, তিক্ত), সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য ভাষণ), অভিধ্যা (লোভ), ব্যাপাদ (ঈর্ষা) এবং মিথ্যাদৃষ্টি। উল্লেখিত প্রত্যেকটি নিজে করে, অপরকেও উৎসাহিত করে, ইহা সমর্থন করে। পুনঃ প্রতিটি বিষয় হইতে নিজে যেমন বিরত হয়, অপরকেও বিরত হইবার জন্য উৎসাহিত করে, এবং ঐ বিষয়ে সংযম অবলম্বন সমর্থন করে (প্রত্যেকটি বিষয় ১৫৩ নম্বরের সাথে মিলাইয়া পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে)।

১৬৩। রাগ (কাম)- 'ভিক্ষুগণ, রাগের উপলব্ধির জন্য তিনটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। কি কি? শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত (লক্ষণহীন) সমাধি, অনধিক কামনা সমাধি। ভিক্ষুগণ, রাগের উপলব্ধি, ধ্বংস, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিতৃষ্ণা, নিরোধ, ত্যাগ, মুক্তি লাভের জন্য এই তিনটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। দোষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, কপটতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, একগুঁয়েমিতা, প্রচণ্ডতা, মান, ঔদ্ধত্য, মত্ততা, প্রমাদের উপলব্ধি, পরিজ্ঞাত হওয়া, (পূর্ববৎ) মুক্তি লাভের জন্য এই তিনটি বিষয় চিন্তা করা উচিত। ভগবান এইরূপ বলেন। ভিক্ষুগণ, আনন্দিত হইয়া ভগবানের ভাষণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

॥ ত্রিক নিপাত সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com